প্রথম পারা

মাস্‌আলাঃ হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি)-এর মায্‌হাব হচ্ছে- নামাযের ভিতর 'আ-মীন' নীরবে (চুপেচুপে) বলতে হয়। সমস্ত হাদীসের উপর আলোকপাত ও গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, উচ্চরবে 'আ-মীন' বলা সম্পর্কীয় হাদীসগুলোর মধ্যে একমাত্র হযরত ওয়া-ইল (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু)-এর রেওয়ায়তই সহীহ্‌। এ'তে 'আ-মীন' সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে- مَدَّ بِهَا (মাদ্দাবিহা), যা 'আ-মীন' উচ্চস্বরে পড়ার অর্থ নিশ্চিতভাবে প্রকাশ করে না। (বরং এটা একটা দ্ব্যর্থবোধক শব্দ।) এ'তে যেমন 'আ-মীন' উচ্চস্বরে পড়ার অর্থ গ্রহণ করার সম্ভাবনা (اِحْتِمَال) থাকে, তেমনি, বরং অধিকতর গ্রহণযোগ্য অভিমতানুযায়ী, এর 'হামযাহ্‌'কে (همزه) 'মাদ্দ' (ـــ) সহকারে পাঠ করার অর্থ লওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। এ কারণে এ (দ্ব্যর্থক) রেওয়ায়ত (হাদীস) উচ্চরবে (আ-মীন) বলার দলীল হতে পারে না। আর অন্যান্য রেওয়ায়ত, যেগুলোর মধ্যে এটা উচ্চস্বরে পড়ার বর্ণনা আছে, সেগুলোর 'সনদ'-এর মধ্যে মতভেদ আছে। এতদ্ব্যতীত, ঐসব রেওয়ায়ত হচ্ছে- 'অর্থ' বা 'ভাবভিত্তিক' (بِالْمَعْنٰى) এবং 'রাভী' (হাদীস বর্ণনাকারী) -এর 'বুঝ' (رِوَايَةٌ بِالْمَعْنٰى) মাত্র; 'হাদীস' নয়। অতএব, 'আ-মীন' (آمِيْن) চুপেচুপে বলাই অধিকতর বিশুদ্ধ। ★

****

টীকা-১. সূরা বাক্বারাঃ এ সূরা 'মাদানী'। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বর্ণনা করেছেন, মদীনা শরীফে সর্বপ্রথম এ সূরাই অবতীর্ণ হয়েছে; তবে وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ الْآيَة বিদায় হজ্জের সময় মক্কা মুকাররমায় নাযিল হয়েছে। (তাফসীর-ই-খাযিন)

এ সূরায় ২৮৬টি আয়াত, ৪০টি রুকূ', ৬,১২১টি পদ এবং ২৫,৫০০টি বর্ণ আছে। (তাফসীর-ই-খাযিন)

প্রাথমিক যুগে ক্বোরআন শরীফে সূরাগুলোর নাম লিখা হতো না। নাম লিখার এ নিয়ম (পদ্ধতি) হাজ্জাজ ইব্‌নে য়ূসুফই প্রবর্তন করেন।

হযরত ইবনুল আরবীর বর্ণনানুযায়ী, সূরা বাক্বারায় ১০০০ নির্দেশ, ১০০০ নিষেধ, ১০০০ বিধি-বিধান এবং ১০০০ বিবরণী রয়েছে। সেগুলো মোতাবেক আমল করায় বরকত এবং প্রত্যাখ্যানে অনুশোচনা অবধারিত। এ গুলোর উপর কোন বাতিলপন্থী কিংবা যাদুকরের কোন ক্ষমতা নেই।

যে ঘরে এ সূরা পাঠ করা হয় তিন দিন পর্যন্ত অবাধ্য শয়তান সে ঘরে প্রবেশ করে না। মুসলিম শরীফের হাদীসে এরশাদ হয়েছে- শয়তান ঐ ঘর থেকে পলায়ন করে, যেখানে এ সূরা পাঠ করা হয়- (তাফসীর-ই-জুমাল)। ইমাম বায়হাক্বী এবং সা'ঈদ ইবনে মনসূর হযরত মুগীরা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি নিদ্রার প্রাক্কালে সূরা বাক্বারার দশটা আয়াত পাঠ করবে সে কখনো ক্বোরআন শরীফ ভুলবেনা। সে আয়াতগুলো হচ্ছে- এ সূরার প্রথম চার আয়াত, আয়াতুল কুরসী ও তদ্‌সংলগ্ন দু'আয়াত এবং সূরার শেষ তিনটি আয়াত।

সূরা বাক্বারা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

সূরা বাক্বারা মাদানী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-২৮৬ রুকূ'-৪০

রুকূ' - এক

১. আলিফ-লাম-মীম (২)।	الٓمّٓ ۝
২. সে-ই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কিতাব (ক্বোরআন) কোন সন্দেহের ক্ষেত্র নয় (৩)। তাতে হিদায়ত রয়েছে খোদাভীতিসম্পন্নদের জন্য (৪);	ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛۚ فِيْهِ ۛۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

মানযিল - ২

মাস্‌আলাঃ ইমাম তাবরানী ও ইমাম বায়হাক্বী হযরত ইবনে ওমর 'রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা' থেকে বর্ণনা করেন- হুযূর আলায়হিস সালাতু ওয়াস্‌ সালাম এরশাদ করেন, "মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাফন করার পর কবরের শির-প্রান্তে সূরা বাক্বারার প্রথম তিন আয়াত এবং পদ-প্রান্তে শেষের আয়াতগুলো পাঠ করো।"

শানে নুযূলঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি এমনি এক কিতাব নাযিল করার ওয়াদা দিয়েছিলেন, যাকে না পানি দ্বারা ধূয়ে নিশ্চিহ্ন করা যাবে, না তা জীর্ণ-শীর্ণ হবে। যখন ক্বোরআন পাক নাযিল হলো তখন এরশাদ করলেন- ذٰلِكَ الْكِتٰبُ (যালিকাল কিতাবু) অর্থাৎ 'এটা হচ্ছে সেই প্রতিশ্রুত কিতাব।' (অন্য) একটা অভিমত হলো- আল্লাহ্‌ তা'আলা বনী ইস্‌রাঈলের প্রতি একটা কিতাব নাযিল করার এবং হযরত ইসমাঈল (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর বংশধরদের মধ্য থেকে একজন নবী প্রেরণের ওয়াদা দিয়েছিলেন। যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফে হিজরত করলেন, যেখানে বহু সংখ্যক ইহুদী বসবাস করতো, তখন 'আলিফ-লাম-মীম, যালিকাল কিতাবু' (সূরা বাক্বারা) নাযিল করে উক্ত ওয়াদা পূরণের সংবাদ দিলেন। (তাফসীর-ই-খাযিন)

টীকা-২. الٓمّٓ (আলিফ-লাম-মীম)ঃ সূরাগুলোর প্রারম্ভে যে 'হুরূফে মুক্বাত্তা'আত' বা বিচ্ছিন্ন (একক) বর্ণসমূহ উল্লেখ করা হয়, সেগুলো সম্পর্কে অধিকতর গ্রহণযোগ্য অভিমত হচ্ছে- এগুলো আল্লাহ্‌র রহস্যাবলী ও বহু অর্থবোধক বর্ণ সমষ্টি। এগুলোর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি

★ 'সূরা ফাতিহা'র টীকা-তাফসীর সমাপ্ত।

www.sunnibarta.com

ওয়াসাল্লামই জানেন। আমরা শুধু এ গুলোর সত্যতার উপর ঈমান বা পূর্ণ বিশ্বাস রাখি।

টীকা-৩. لَا رَيْبَ فِيْهِ (লা রায়বা ফীহি)ঃ (অর্থাৎ ক্বোরআন সন্দেহের ক্ষেত্র নয়।) কারণ, সন্দেহ তাতেই হয়, যার পক্ষে দলীল নেই। ক্বোরআন পাক এমন সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণাদি সম্বলিত কিতাব, যেগুলো প্রতিটি সুবিবেচক বিবেকবান ব্যক্তিকে, এটা আল্লাহ্‌র কিতাব এবং নিরেট সত্য হওয়ায় বিশ্বাস স্থাপনে বাধ্য করে। কাজেই, এ কিতাব কোন প্রকারের সন্দেহযোগ্য নয়। অন্ধ ব্যক্তির অস্বীকারের ফলে যেমন সূর্যের অস্তিত্বে কোন প্রকার সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে না, তেমনি একগুঁয়ে এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তরের সংশয় ও অস্বীকারের কারণে এ মহান কিতাব সামান্যতম সন্দেহযুক্তও হতে পারেনা।

টীকা-৪. هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (হুদাল্লিল মুত্তাক্বীন)ঃ যদিও ক্বোরআন করীমের হিদায়ত প্রতিটি পাঠক ও গবেষকের জন্যই ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য– সে মু'মিন হোক কিংবা কাফির; যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন- هُدًى لِّلنَّاسِ (হুদাল্লিন্নাস, অর্থাৎ এ পবিত্র ক্বোরআন সমস্ত মানব জাতির জন্যই সাধারণভাবে পথ প্রদর্শক); কিন্তু যেহেতু পরহেয্‌গার বা খোদাভীরুরাই তা থেকে হিদায়ত গ্রহণ করে উপকৃত হন,সেহেতু 'হুদাল্লিল মুত্তাক্বীন' (অর্থাৎ ক্বোরআন খোদাভীরুদের জন্যই পথ প্রদর্শক) এরশাদ হয়েছে। যেমন বলা হয়, "বৃষ্টি শাক-সব্জীর ক্ষেতের জন্য হয়।" (অর্থাৎ বৃষ্টি দ্বারা শাক-সব্জীর ক্ষেত ও গাছপালাই উপকৃত হয়ে থাকে;) যদিও বৃষ্টি বর্ষিত হয় মরুভূমি ও অনাবাদী জমির উপরও।

তাক্বওয়াঃ এর কয়েকটা অর্থ হতে পারে। যথা– নিজেকে ভীতিপ্রদ বস্তু থেকে রক্ষা করা। শরীয়তের পরিভাষায়, নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ পরিহার করে নিজেকে গুনাহ্ থেকে মুক্ত রাখা। হয্‌রত ইব্‌নে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বর্ণনা করেছেন, মুত্তাক্বী সে ব্যক্তিই, যে শির্ক, গুনাহ্ কবীরাহ্ ও ফাহিশাহ্ (অশ্লীলতা) থেকে বিরত থাকে। কেউ কেউ বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজেকে অন্য কারো থেকে উত্তম মনে করেনা সেই হলো 'মুত্তাক্বী'। কারো কারো মতে, তাক্বওয়া হলো- হারাম বস্তুসমূহ বর্জন করা এবং একান্ত করণীয় কার্যাদি সম্পন্ন করা। কোন কোন মুফাস্‌সিরের মতে, পুনঃপুনঃ পাপাচার ও ইবাদত-বন্দেগীর উপর অহংকার বর্জন করাই তাক্বওয়া। কেউ কেউ বলেছেন, এটাই তাক্বওয়া যে, তোমার প্রভু তোমাকে সে স্থানে পাবেননা, যে স্থানটা তোমার জন্য তিনি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। অন্য এক অভিমত হচ্ছে- তাক্বওয়া হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম ও সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুম-এর অনুসরণেরই নাম– (খাযিন)। এ সমস্ত অর্থই পরস্পর সামঞ্জস্য রাখে এবং পরিণাম ও তাৎপর্যের পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পর বিরোধী নয়।

তাক্বওয়ার স্তরসমূহঃ তাক্বওয়ার স্তর অনেক। যথাঃ (১) সাধারণ লোকের তাক্বওয়া। তা হচ্ছে- ঈমান এনে কুফর থেকে বিরত থাকা, (২) মধ্যম স্তরের লোকের তাক্বওয়া। তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং (৩) বিশেষ ব্যক্তিদের তাক্বওয়া। তা হচ্ছে ঐ সমস্ত জিনিষ পরিহার করা, যেগুলো আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে উদাসীন করে। (জুমাল)

৩. তারাই, যারা না দেখে ঈমান আনে (৫), নামায কায়েম রাখে (৬) এবং আমার দেয় জীবিকা থেকে আমার পথে ব্যয় করে - (৭)।	الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝٣

হযরত অনুবাদক আ'লা হযরত (ক্বুদ্দিসা সির্‌রুহু) উল্লেখ করেছেন- তাক্বওয়া সাত প্রকার। যথাঃ (১) কুফর থেকে বিরত থাকা। এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহক্রমে, প্রত্যেক মুসলমানের মধ্যেই রয়েছে; (২) ভ্রান্ত আক্বাইদ ও মতবাদ থেকে বেঁচে থাকা। এটা প্রত্যেক সুন্নীর মধ্যেই অর্জিত রয়েছে; (৩) প্রত্যেক 'কবীরাহ্ গুনাহ্' থেকে বিরত থাকা; (৪) 'সগীরাহ্' বা ছোট-খাট গুনাহ্ থেকেও বিরত থাকা; (৫) সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে দূরে থাকা; (৬) রিপুর প্রবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকা এবং (৭) অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করা। এটা বিশেষ ব্যক্তিবর্গের পর্যায়। আর ক্বোরআনে আযীম এ সাত পর্যায়ের লোকেরই হিদায়তকারী।

টীকা-৫. اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ (আল্-লাযীনা ইউ'মিনূনা বিল্ গায়বি)ঃ এখান থেকে مُفْلِحُوْنَ (মুফ্‌লিহূন) পর্যন্ত আয়াতসমূহ খাঁটি মু'মিনদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যাঁরা বাহ্যিক ও আন্তরিকভাবে ঈমানদার। এর পরবর্তী দু'টি আয়াত প্রকাশ্য কাফিরদের সম্পর্কে, যারা বাহ্যিক ও আন্তরিকভাবে কাফির। এর পরবর্তী وَمِنَ النَّاسِ (ওয়া মিনান্‌না-সি) থেকে ১৩টি আয়াত মুনাফিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ, যাদের অন্তরে রয়েছে 'কুফর'; কিন্তু বাহ্যিকভাবে নিজেরা নিজেদেরকে মুসলমান হিসাবে প্রকাশ করে। (জুমাল)

গায়ব (غَيْب)ঃ শব্দটি مصدر (ক্রিয়ার ধাতুমূল)। এটা হয়ত اسم فاعل (ইসমে ফা-'ইল)-এর অর্থে ব্যবহৃত। এতদ্ভিত্তিতে, 'গায়ব' হলো, যা ইন্দ্রিয় শক্তি ও বুদ্ধি দ্বারা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা যায় না। এ ধরণের 'গায়ব' দু'প্রকার –

প্রথমতঃ সেই গায়ব, যার উপর কোন দলীল থাকে না। এ ধরণের গায়বকে 'ইল্‌মে গায়ব-ই-যাতী' বলা হয়। عِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ [অর্থাৎ তাঁর (আল্লাহ্) নিকটই অদৃশ্য জ্ঞানভাণ্ডার, তা তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানে না] এ আয়াতে ঐ শ্রেণীর গায়বের কথাই বুঝানো হয়েছে। আর ঐ সমস্ত আয়াতের মধ্যে, যেগুলোতে 'ইলমে গায়ব'কে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্যদের জন্য অস্বীকার করা হয়েছে, তাতে এ শ্রেণীরই 'ইলমে গায়ব' অর্থাৎ 'যাতী' (ذاتى)-ই উদ্দেশ্য, যার উপর কোন দলীল নেই। বস্তুতঃ এটা আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই নির্দিষ্ট।

দ্বিতীয়তঃ (ঐ গায়ব) যার উপর দলীল আছে। যেমন, বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর গুণাবলী, নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর নবূয়ত ও তদ্‌সম্পর্কীয় আহকাম, আল্লাহ্‌র বিধানসমূহ, শেষ দিবস (ক্বিয়ামত) ও এর অবস্থাসমূহ, হাশর-নশর, হিসাব-নিকাশ এবং প্রতিদান ইত্যাদির জ্ঞান, যার উপর দলীল রয়েছে এবং যা আল্লাহ্‌র শিক্ষাদান (ওহী) দ্বারা অর্জিত হয়। এখানে (আয়াত) এটাই উদ্দেশ্য।

এ দ্বিতীয় প্রকারের গায়বের জ্ঞান ও আস্থা, যা ঈমানের সাথে সম্পর্কযুক্ত, প্রত্যেক মু'মিনেরই রয়েছে। যদি তা না থাকে, তাহলে সে ব্যক্তি মু'মিন হতে পারে না। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নৈকট্যধন্য বান্দাগণ– নবী ও ওলীগণের উপর যে সমস্ত অদৃশ্য জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করেন, তা ঐ প্রকারেরই 'ইলমে

www.sunnibarta.com

গায়ব'। অথবা 'গায়ব' শব্দটিকে معنى مصدرى বা 'ক্রিয়াধাতুগত অর্থে' ব্যবহার করা যায়। আর এমতাবস্থায়, হয়ত 'গায়ব'-এর 'সেলাহ্' (صله) مُؤْمَنْ بِهٖ সাব্যস্ত হবে, নতুবা, "ب"- কে উহ্য শব্দ مُتَلَبِّسِيْنَ-এর সাথে সম্পর্কিত করে (يُؤْمِنُوْنَ-এর ضَمِيْر থেকে) حال সাব্যস্ত করা হবে। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যায়, আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়- "যারা না দেখে ঈমান আনে।" যেমন হযরত অনুবাদক (আ'লা হযরত ক্বুদ্দিসা সির্‌রুহু) অনুবাদ করেছেন। শেষোক্ত ব্যাখ্যানুযায়ী, অর্থ হবে- "যারা মু'মিনদের পেছনে, অগোচরেও ঈমান আনে।" অর্থাৎ তাদের ঈমান মুনাফিকদের ন্যায় মু'মিনদেরকে দেখানোর জন্য নয়; বরং তারা আন্তরিকভাবে, অনুপস্থিত ও উপস্থিত– উভয় অবস্থায়ই ঈমানদার থাকে।

'গায়ব'-এর অন্য ব্যাখ্যায়, 'গায়ব' শব্দ দ্বারা 'অন্তর' বুঝানো হয়েছে। তখন আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়- "তারা মনে-প্রাণে ঈমান আনে।" (তাফসীর-ই-জুমাল)

ঈমানঃ যে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে হিদায়ত ও ইয়াক্বীন সহকারে, চূড়ান্তভাবে একথা সাব্যস্ত হয় যে, সেগুলো দ্বীন-ই-মুহাম্মদীরই অন্তর্ভুক্ত, সে সমস্ত বিষয়কে মেনে নেয়া, অন্তরের সাথে বিশ্বাস করা এবং মুখে স্বীকার করার নামই প্রকৃত ঈমান। আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ কারণেই يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ এর পর وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ এরশাদ করেছেন।

টীকা-৬. 'নামায কায়েম রাখা'র অর্থ হচ্ছে– সর্বদা নিয়মিতভাবে নামায আদায় করে, নির্দ্ধারিত সময়ে যথারীতি নামাযের 'আরকান' পূর্ণরূপে পালন করে এবং নামাযের ফরয, সুন্নাত ও মুস্তাহাব কাজগুলো সতর্কতার সাথে সম্পন্ন করে, কোনটিতে সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতিও ঘটতে দেয়না, নামায ভঙ্গকারী কিংবা মাকরূহ্‌র কারণ হয় এমন সব কিছু থেকে নামাযকে মুক্ত রাখে এবং এর অপরিহার্য কার্যাদি যথাযথভাবে পালন করে।

নামাযের অপরিহার্য কার্যাদি দু'প্রকার। যথা- (১) বাহ্যিক কার্যাবলী, যেগুলো পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে; আর (২) অপ্রকাশ্য বা অন্তরের কার্যাবলী। সেগুলো হচ্ছে- বিনয় ও নম্রতা সহকারে একাগ্রচিত্তে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে মনোনিবেশ করা এবং মুনাজাত-প্রার্থনায় আত্মনিয়োগ করা।

টীকা-৭. 'আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা'র মানে হচ্ছে- হয়তঃ যাকাত প্রদান করা; যেমন অন্যত্র এরশাদ হয়েছে- وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ (অর্থাৎ তারা নামায কায়েম রাখে এবং যাকাত প্রদান করে)। অথবা 'সাধারণ ব্যয়'; তা ফরয হোক কিংবা ওয়াজিব; যেমন- যাকাত, মান্নত, নিজের এবং স্বীয় পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করা ইত্যাদি। কিংবা 'মুস্তাহাব ব্যয়'; যেমন– নফল সাদক্বাহ্সমূহ এবং মৃত ব্যক্তিদের রূহে ঈসালে সাওয়াবের জন্য অর্থ ব্যয় করা ইত্যাদি।

সূরাঃ ২ বাক্বারা	৬	পারাঃ ১
৪. এবং তারাই, যারা ঈমান আনে এর উপর যা, হে মাহবুব! আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা আপনার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে (৮) আর পরলোকের উপর নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে (৯)।		وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝٤
৫. সে সব লোক তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে হিদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারাই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবে।		اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝٥

মানযিল – ১

মাস্‌আলাঃ গেয়ারবী (একাদশ তারিখের আয়োজন), ফাতেহা-খানি, তীজাহ্ (মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তৃতীয় দিবসে তার ঈসালে সাওয়াবের জন্য আয়োজন), চেহলাম (কারো মৃত্যুর চল্লিশতম দিবসের আয়োজন) ইত্যাদিও এর অন্তর্ভূক্ত। অর্থাৎ এগুলোও নফল সাদক্বাহ্। ক্বোরআন পাক এবং কলেমা শরীফ পাঠ করা– সাওয়াবের কাজের সাথে অন্য সাওয়াবের কাজ মিলে প্রতিদান ও সাওয়াবকে বৃদ্ধি করে।

মাস্‌আলাঃ (وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ-এর) مِمَّا পদটির মধ্যে "مِنْ" হরফটা تبعيضيه (বা একাংশ নির্দেশক)। এ পদটা একথাই নির্দেশ করে যে, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে গিয়ে অপব্যয় করা নিষিদ্ধ। অর্থাৎ সে ব্যয় নিজের জন্য হোক অথবা স্বীয় পরিবার-পরিজনের জন্য হোক, কিংবা অন্য কারো জন্য হোক, মধ্যম ধরণের হওয়া উচিত; অপব্যয় না হওয়া চাই।

رَزَقْنٰهُمْ বাক্যাংশটিকে (يُنْفِقُوْنَ-এর) পূর্বে উল্লেখ করে এবং رزق (দান করা) ক্রিয়াটি আল্লাহ্ তা'আলা নিজের সাথে সম্পর্কিত করে একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, 'ধন-দৌলত তোমাদের [illegible] নয়, (বরং) আমারই প্রদত্ত। এ'কে যদি আমার নির্দেশে আমার পথে ব্যয় না করো,তবে তোমরা নিশ্চয়ই অত্যন্ত কৃপণ প্রতিপন্ন হবে। আর এ কার্পণ্য বড়ই ঘৃণ্য।'

টীকা-৮. এ আয়াতে 'আহ্‌লে কিতাব' বলে সেসব মু'মিনের কথা বুঝানো হয়েছে, যারা নিজ নিজ কিতাব এবং পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাব ও নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম) - এর প্রতি আগত ওহীর উপর ঈমান এনেছে এবং ক্বোরআন পাকের উপরও। আর مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ (মা উন্‌যিলা ইলায়কা) দ্বারা সম্পূর্ণ ক্বোরআন পাক ও পূর্ণ শরীয়ত বুঝানো হয়েছে। (জুমাল)

মাস্‌আলাঃ ক্বোরআন পাকের উপর ঈমান আনা যেভাবে প্রত্যেক 'শরীয়তের বিধি-নিষেধ পালনে আদিষ্ট ব্যক্তি'র উপর ফরয, তেমনি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করাও অপরিহার্য। আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি যা নাযিল করেছেন, অবশ্য তন্মধ্যে যে সব বিধান আমাদের শরীয়তে রহিত হয়ে গেছে সেগুলোর উপর আমল করা জায়েয নয়; কিন্তু তাতে ঈমান রাখা বাঞ্ছনীয়। উদাহরণ স্বরূপ, পূর্ববর্তী শরীয়তগুলোতে 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' 'ক্বিবলা' ছিলো। এর উপর ঈমান আনা তো আমাদের উপর অপরিহার্য; কিন্তু তদনুযায়ী আমল করা, অর্থাৎ নামাযের মধ্যে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো জায়েয হবে না; (কারণ,) তা রহিত হয়ে গেছে।

www.sunnibarta.com

মাস্‌আলাঃ ক্বোরআন শরীফের পূর্বে যা কিছু আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলোর উপর 'মোটামুটিভাবে' (اجمالاً) বিশ্বাস স্থাপন করা 'ফরয-ই-আইন' (অর্থাৎ প্রত্যেকের উপর ফরয) এবং ক্বোরআন শরীফের উপরও। বিস্তারিতভাবে ঈমান আনা 'ফরয-ই-কিফায়াহ্'। কাজেই, সাধারণ মুসলমানদের জন্য এর বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করা ফরয নয়, যখন তাদের মধ্যে এমনসব 'আলিম' বর্তমান থাকেন, যাঁরা ক্বোরআন শরীফের বিস্তারিত জ্ঞানার্জনে পূর্ণ প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন।

টীকা-৯. অর্থাৎ 'আখিরাত' বা পরলোক এবং এতে যা কিছু রয়েছে, যেমন- প্রতিদান ও হিসাব-নিকাশ ইত্যাদির উপর এমন দৃঢ় বিশ্বাস এবং আস্থা রাখে যে, তাতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নেই। এতে আহ্‌লে কিতাব ও অন্যান্য কাফিরদের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যারা আখিরাত বা পরলোক সম্পর্কে ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণ করে।

টীকা-১০. 'আউলিয়া' বা আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের পর শত্রুদের উল্লেখ করা হিদায়তেরই অন্যতম হিকমত। কারণ, এ বিপরীতমুখী বর্ণনা থেকে প্রত্যেকের নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রকৃতি ও তার পরিণতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝٦

৬. নিশ্চয় তারা, যাদের অদৃষ্টে কুফর রয়েছে (১০) তাদের জন্য সমান–চাই আপনি তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন কিংবা না-ই করুন। তারা ঈমান আনার নয়।

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝٧

৭. আল্লাহ্ তাদের অন্তরগুলোর উপর এবং কানগুলোর উপর মোহর ছেপে দিয়েছেন। আর তাদের চোখের উপর কালো-ঠুলী (আবরণ) রয়েছে (১১) এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি (১২)।

রুকূ' - দুই

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ۝٨

৮. এবং কিছু লোক বলে (১৩), 'আমরা আল্লাহ্ ও শেষ দিনের উপর ঈমান এনেছি।' এবং (আসলে) তারা ঈমানদার নয়।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত আবূ জাহ্‌ল ও আবূ লাহাব প্রমুখ কাফির সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র জ্ঞানে, ঈমান থেকে বঞ্চিত। এ জন্যই তাদের বেলায় আল্লাহ্ তা'আলার বিরোধিতা থেকে ভীতি প্রদর্শন করা কিংবা না করা– উভয়ই সমান; তাদের ক্ষেত্রে তা ফলপ্রসূ হবে না। তবুও হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রচেষ্টা বৃথা যাবে না। কারণ, সাধারণতঃ রিসালতের পদ-মর্যাদার দায়িত্ব হলো পথ প্রদর্শন করা, দলীল প্রতিষ্ঠা করা এবং পরিপূর্ণভাবে দ্বীনের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া।

মাস্‌আলাঃ যদিও জনসাধারণ হিদায়ত গ্রহণ না করে তবুও পথপ্রদর্শক তাঁর পথপ্রদর্শনের সাওয়াব পাবেন। এ আয়াতে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র অন্তরে শান্তনা দেয়া হয়েছে,যেন কাফিরগণ ঈমান গ্রহণ না করলেও তিনি মর্মাহত না হন। তাঁর প্রচেষ্টাই হচ্ছে দ্বীনের পরিপূর্ণ 'দাওয়াত' পৌঁছানো। এর প্রতিদান অবশ্যই মিলবে। বঞ্চিত তো ঐ হতভাগ্য লোকেরাই, যারা তাঁর (দঃ) আনুগত্য করেনি।

কুফরঃ আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব কিংবা তাঁর একত্ববাদ অথবা কোন নবীর নবূয়ত কিংবা যে সমস্ত বিষয় দ্বীনের অঙ্গ হিসেবে সুস্পষ্ট, সে সব বিষয় থেকে কোন একটা বিষয়কে অস্বীকার করা অথবা এমন কোন কাজ করা, যা শরীয়ত মতে অস্বীকারেরই দলীল হয়- তাই 'কুফর'।

টীকা-১১. সারকথা হলো- কাফিররা গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতার মধ্যে এমনভাবে নিমজ্জিত যে, তারা সত্য দেখা, শুনা এবং বুঝা থেকে এমননিভাবে বঞ্চিত হয়ে গেছে যেমন কারো হৃদয় ও কানের উপর মোহর লেগেছে এবং চোখের উপর পর্দা ঢাকা পড়েছে।

মাস্‌আলাঃ এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, বান্দার কার্যাদিও আল্লাহ্‌র ক্ষমতারই আয়ত্বাধীন।

টীকা-১২. এতে বুঝা গেলো যে, হিদায়তের পথসমূহ প্রথম থেকেই তাদের জন্য বন্ধ ছিলোনা, যাতে তারা কোন ওযর (অজুহাত) পেশ করার সুযোগ পেতো; বরং তাদের কুফর, গোঁড়ামী, অবাধ্যতা, অধার্মিকতা, সত্যের বিরোধিতা এবং নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম)-এর প্রতি শত্রুতারই এটা পরিণাম। উদাহরণ স্বরূপ, যদি কেউ চিকিৎসকের বিরোধিতা করে আর প্রাণনাশক বিষ পান করে এবং তার জন্য ঔষধের মাধ্যমে উপকৃত হবার কোন উপায়ই না থাকে, তবে সে ব্যক্তিই তিরস্কারের উপযোগী।

টীকা-১৩. শানে নুযূলঃ এখান থেকে তেরটি আয়াত মুনাফিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা অন্তরের দিক দিয়ে কাফির ছিলো এবং নিজেদেরকে

www.sunnibarta.com

মুসলমান হিসেবে প্রকাশ করতো। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন- مَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ "তারা ঈমানদার নয়।" অর্থাৎ মুখে কলেমা উচ্চারণ করে ইসলামের দাবীদার হওয়া ও নামায-রোযা পালন করা মু'মিন হবার জন্য যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত না হয়।

মাস্আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, যতো ফের্কা বা সম্প্রদায় ঈমানের দাবী করে, কিন্তু কুফরী-আক্বীদা পোষণ করে তাদের সকলের বেলায় এ হুকুম প্রযোজ্য যে, তারা কাফির, ইসলাম বহির্ভূত। শরীয়তে এমন ব্যক্তিদেরকে বলা হয় 'মুনাফিক'। তাদের অনিষ্ট প্রকাশ্য কাফিরদের চেয়েও অধিক।

مِنَ النَّاسِ (কিছু লোক) এরশাদ করার সূক্ষ্ম রহস্য হচ্ছে- এ সম্প্রদায়টা প্রশংসনীয় গুণাবলী ও মানবীয় পূর্ণতা থেকে এমনভাবে শূন্য যে, কোন সদ্গুণ-বাচক কিংবা সুন্দর শব্দ দ্বারা তাদের উল্লেখই করা যায়না। (শুধু) একথাই বলা যায় যে, তারাও মানুষ।

মাস্আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, কাউকে 'বশর' (মানুষ) বললে তার মর্যাদা ও কামালাতের (পূর্ণতা) অস্বীকৃতির দিক প্রকাশ পায়। এ জন্যই ক্বোরআন মজীদে বিভিন্ন স্থানে সম্মানিত নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-কে যারা 'বশর' বা (তাদের মতো) 'মানুষ' বলে, তাদেরকে কাফির বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম)-এর মর্যাদার ক্ষেত্রে এমন শব্দের ব্যবহার 'আদব' বা শালীনতার পরিপন্থী এবং কাফিরদেরই রীতি।

কোন কোন তাফ্সীরকারক অভিমত প্রকাশ করেছেন, 'مِنَ النَّاسِ' শ্রোতাদেরকে আশ্চর্যান্বিত করার জন্যই এরশাদ করা হয়েছে যে, এমনি প্রতারক, ধোকাবাজ এবং এমন নির্বোধও মানব জাতির মধ্যে রয়েছে!

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝٩

৯. ধোকা দিতে চায় আল্লাহ্ তা'আলা ও ঈমানদারদেরকে (১৪) এবং প্রকৃতপক্ষে, তারা ধোকা দিচ্ছে না, কিন্তু নিজেদের আত্মাকেই এবং তাদের অনুভূতি নেই।

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ۝١٠

১০. তাদের অন্তরগুলোতে ব্যাধি রয়েছে (১৫), অতঃপর আল্লাহ্ তাদের ব্যাধি আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছেন এবং তাদের জন্য অবধারিত রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, তাদের মিথ্যার পরিণামে।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ ۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ۝١١

১১. তাদেরকে যখন বলা হয়, 'পৃথিবীতে বিবাদ সৃষ্টি করোনা' (১৬) তখন তারা বলে, 'আমরাই তো সংশোধনবাদী।'

اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ۝١٢

১২. শুন্ছো! তারাই বিবাদ সৃষ্টিকারী; কিন্তু তাদের সে অনুভূতি নেই।

টীকা-১৪. আল্লাহ্ তা'আলা এ থেকে পবিত্র যে, তাঁকে কেউ ধোকা দিতে পারবে। তিনি সব রহস্য ও গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত। (আয়াতের) অর্থ হচ্ছে-মুনাফিকরা নিজেদের ধারণায়, আল্লাহ্ তা'আলাকে প্রতারিত করতে চায়; অথবা এ যে, 'আল্লাহ্কে প্রতারিত করতে চায়' মানে 'তাঁর রসূলকে তারা প্রতারিত করতে চায়'। কেননা, তিনি (দঃ) তাঁরই প্রতিনিধি। আর আল্লাহ্ তা'আলা আপন হাবীব (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে খোদায়ী রহস্যাদির জ্ঞান দান করেছেন। তিনি (দঃ) এসব মুনাফিকের গোপনকৃত 'কুফর' সম্পর্কে অবগত এবং মুসলমানগণও তাঁর (দঃ) সংবাদদানের ফলে (সে সম্পর্কে) ওয়াকিফহাল। কাজেই, ঐ সব বে-দ্বীনের প্রতারণা না খোদার সাথে কার্যকর, না তাঁর রসূলের সাথে, না মু'মিনের সাথে; বরং তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরকেই প্রতারিত করছে।

মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 'দ্বিমুখী ভূমিকা' (تَقِيَّـــة) পালন করা ★ অতীব দূষণীয়। যে মযহাব বা মতবাদের বুনিয়াদ 'দ্বিমুখী পলিসি'- এর উপর প্রতিষ্ঠিত সে মযহাব বা মতবাদ বাতিল ও ভ্রান্ত। দ্বি-মুখী ভূমিকা পালনকারীদের অবস্থা নির্ভরযোগ্য নয়, তাওবাও সন্তোষজনক নয়। এজন্যই ওলামা কেরাম অভিমত প্রকাশ করেছেন- لَا تُقْبَلُ تَوْبَةُ الزِّنْدِيْقِ অর্থাৎ "মুনাফিকদের (দ্বি-মুখী ভূমিকা পালনকারীগণ) তাওবা গ্রহণযোগ্য নয়।"

টীকা-১৫. ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণ করাকেই (আয়াতে) 'অন্তরের ব্যাধি' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা গেলো যে, ভ্রান্ত-আক্বীদা পোষণ করা 'রূহানী জিন্দেগী' (আত্মিক জীবন)-এর জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, মিথ্যা বলা হারাম। এর পরিণতি হচ্ছে কঠিন শাস্তি।

টীকা-১৬. মাস্আলাঃ কাফিরদের সাথে মেলামেশা, তাদের খাতিরে দ্বীনে শিথিলতা অবলম্বন করা, বাতিল পন্থীদের সাথে চাটুকারিতা, তাদের সন্তুষ্টির জন্য অপোষকারীর ভূমিকা পালন করা এবং সত্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা মুনাফিকদেরই বৈশিষ্ট্য ও হারাম। একেই বলা হয়েছে 'মুনাফিকদের বিবাদ'। আজকাল অনেক লোক এটাকে স্বভাবে পরিণত করে নিয়েছে যে, তারা যেই সভায় অংশগ্রহণ করে সে সভারই হয়ে যায়। ইস্লামে তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যাহের ও বাতেনের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকা বড় দূষণীয়।

★ ভ্রান্ত বিশ্বাসকে অন্তরে গোপন করে সুবিধাবাদী পন্থা অবলম্বন করা।

www.sunnibarta.com

টীকা-১৭. এখানে ' اَلنَّاسُ ' (অপরাপর লোকেরা) থেকে হয়ত সাহাবা কেরামই উদ্দেশ্য অথবা মু'মিনগণ। কেননা, আল্লাহ্‌র পরিচিতি লাভ, তাঁর আনুগত্য এবং পরিণতিদর্শিতা দ্বারা তাঁরাই পূর্ণ মানুষ নামে অভিহিত হবার উপযুক্ত।

মাস্‌আলাঃ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ (তোমরা ঈমান আনো যেমন ঈমান এনেছে .....) দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'সালেহীন' বা নেক্‌কার লোকদের অনুকরণ প্রশংসনীয় কাজ ও বাঞ্ছিত।

মাস্‌আলাঃ একথাও প্রমাণিত হলো যে, 'আহ্‌লে সুন্নাত'-এর মতাদর্শই সঠিক। কেননা, এতেই 'সালেহীন' বান্দাদের অনুকরণ রয়েছে।

মাস্‌আলাঃ অন্য সব ফির্কা 'সালেহীন' বা আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের মত ও পথ থেকে বহু দূরে। অতএব, (তারা) পথভ্রষ্ট।

মাস্‌আলাঃ কোন কোন ইমাম এ আয়াতকে 'যিন্দীক্ব'-এর তাওবা মাক্‌বুল হবার দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। (বায়দাভী শরীফ)

'যিন্দীক্ব ঐ ব্যক্তিকেই বলা হয়, যে (নবীর) নবূয়তকে স্বীকার করে এবং ইসলামের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করে; কিন্তু অন্তরে এমন আক্বীদা পোষণ করে, যা সর্বসম্মতভাবে 'কুফর'। এরাও মুনাফিকদের শ্রেণীভূক্ত।

টীকা-১৮. এ'তে বুঝা গেলো যে, 'সালেহীন'-কে মন্দ বলা বাতিলপন্থীদের চিরাচরিত প্রথা। আজকালকার বাতিলপন্থীরাও পূর্বেকার বুযর্গদেরকে মন্দ বলে। 'রাফেযী সম্প্রদায়'★-এর লোকেরা 'খোলাফা-ই-রাশেদীন' (ইসলামের চার খলিফা) সহ বহু সংখ্যক সাহাবীকে, 'খারেজীরা' হযরত আলী মুরতাদা ও তাঁর সহচরগণ (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুম)-কে, 'গায়র মুক্বাল্লিদগণ' (যারা কোন ইমামের মযহাব অনুসরণ করেনা) 'মুজ্‌তাহিদ ইমামদের'কে ★★, বিশেষ করে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-কে, 'ওহাবীরা' অসংখ্য আউলিয়া কেরাম ও আল্লাহ্‌র মাকবূল বান্দাদেরকে, মির্যায়ীরা ★★★ পূর্ববর্তী নবীগণকে (আলায়হিমুস্‌ সালাম) পর্যন্ত, 'ক্বোরআনীরা' (চাকড়ালী) সাহাবা কেরাম ও মুহাদ্দিসগণকে এবং 'নেচারীরা' সমস্ত ধর্মীয় মহাপুরুষকে মন্দ বলে থাকে আর তাঁদের প্রতি অপবাদ দেয়ার ধৃষ্টতা ও দুঃসাহস দেখায়।

এ আয়াত থেকে (আরো) বুঝা গেলো যে, এসব সম্প্রদায়ই গোমরাহীতে রয়েছে। এতে দ্বীনদার আলিমদের জন্য শান্তনা রয়েছে, যেন পথভ্রষ্টদের মন্দ বলার কারণে তাঁরা অতি দুঃখিত না হন, আর মনে করেন যেন এটা বাতিলপন্থীদের চিরাচরিত স্বভাব। (মাদারিক)

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ؕ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۳﴾

১৩. এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, 'ঈমান আনো যেমন অপরাপর লোকেরা ঈমান এনেছে' (১৭) তখন তারা বলে, 'নির্বোধদের মতো কি আমরাও বিশ্বাস (ঈমান) স্থাপন করবো?' (১৮) শুন্‌ছো! তারাই হলো নির্বোধ; কিন্তু তারা তা জানেনা (১৯)।

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۱۴﴾

১৪. এবং যখন ঈমানদারদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি।' আর যখন নিভৃতে তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয় (২০) তখন বলে, 'আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি। আমরা তো এমনিতে তাদের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করে থাকি (২১)।'

টীকা-১৯. মুনাফিকদের এ মন্দ বলা মুসলামনদের সামনে ছিলোনা; (বরং) তাঁদেরকে তো তারা এটাই বলতো, "আমরাতো সর্বান্তঃকরণে মু'মিন আছি।" যেমন, পরবর্তী আয়াতে রয়েছে اِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا (অর্থাৎ যখন তারা মু'মিনদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন বলে, "আমরা ঈমান এনেছি।") তারা এ ধরণের মন্দচর্চা তাদের খাস বৈঠকগুলোতে করতো। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের ঐ মুখোশ খুলে দিয়েছেন। (খাযিন)

অনুরূপভাবে, আজকালকার বাতিলপন্থীরাও নিজেদের ভ্রান্ত ধারণাগুলোকে (বাতিল-আক্বীদা) সাধারণ মুসলামনদের নিকট গোপন করে; কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের পুস্তক-পুস্তিকা এবং লেখনীর মাধ্যমে তাদের এ গোপন ভ্রান্তি প্রকাশ করে দেন। এ আয়াত দ্বারা মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে যেন তারা বে-দ্বীনদের প্রতারণা থেকে সতর্ক থাকে, ধোকা না খায়।

টীকা-২০. এখানে 'শয়তানগণ' দ্বারা কাফিরদের ঐসব দলপতিকে বুঝানো হয়েছে, যারা পথভ্রষ্ট করার কাজে লিপ্ত থাকে– (খাযিন ও বায়দাভী)। এসব মুনাফিক যখন তাদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, "আমরা তোমাদেরই সাথে রয়েছি। আর মুসলমানদের সাথে আমাদের মেলামেশা শুধু তাদেরকে প্রতারিত করা ও ঠাট্টা করার ছলেই এবং এজন্য যে, তাদের গোপন কথা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে ও তাদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির সমূহ সুযোগ পাওয়া যাবে।" (খাযিন)

টীকা-২১. অর্থাৎ ঈমানের প্রকাশ ঠাট্টা-তামাশার ছলে করেছিলো। এটা ইসলামকে অস্বীকার করারই নামান্তর হলো।

★ শিয়া সম্প্রদায়ের একটা উপদল।

★★ যাঁরা ক্বোরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে শরীয়তের নীতিমালা প্রণয়ন ও আহকাম বের করতে সক্ষম।

★★★ নবূয়তের মিথ্যা দাবীদার মীর্যা গোলাম আহমদ কাদীয়ানীর অনুসারীরা।

www.sunnibarta.com

মাস্‌আলাঃ নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম) ও দ্বীনের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করা 'কুফর'।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই প্রমুখ মুনাফিকের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। একদিন তারা সাহাবা কেরামের একটা জমা'আতকে আস্‌তে দেখ্‌লো। তখন ইবনে উবাই আপন সাথীদেরকে বললো, "দেখো! আমি কি করি।" যখন তাঁরা (সাহাবীগণ) নিকটে পৌঁছলেন তখন ইবনে উবাই প্রথমে সিদ্দীক্বে আকবর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু)-এর হাত মুবারক আপন হাতে নিয়ে তাঁর প্রশংসা করলো। অতঃপর অনুরূপভাবে, হযরত ওমর ও হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা)-এর প্রশংসা করলো। হযরত আলী মুরতাদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু) বললেন, "হে ইব্‌নে উবাই! আল্লাহ্‌কে ভয় করো, মুনাফিকী থেকে বিরত হও! কেননা, মুনাফিকরাই হলো নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।" এর উত্তরে সে বলতে লাগলো, "এসব কথাবার্তা মুনাফিক-সুলভ মনোভাব নিয়ে মোটেই বলা হয়নি। আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা আপনাদের মতোই প্রকৃত ঈমানদার।"

যখন এ সাহাবীগণ চলে গেলেন তখন সে (ইব্‌নে উবাই) তার সাথীদের মধ্যে স্বীয় চালবাজির উপর গর্ব করতে আরম্ভ করলো।

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। (এ'তে এ মর্মে আলোকপাত করা হয়েছে) যে, মুনাফিকগণ মু'মিনদের সাথে সাক্ষাতের সময় ঈমান ও ইখ্‌লাস (নিষ্ঠা) প্রকাশ করে থাকে। আর তাঁদের নিকট থেকে আলাদা হয়ে নিজেদের খাস বৈঠকগুলোতে তা' নিয়ে উপহাস ও ঠাট্টা-তামাশা করে। (এ ঘটনা ইমাম সা'লাভী ও ওয়াহেদী বর্ণনা করেছেন। যদিও ইবনে হাজর ও ইমাম সুয়ূতী 'লুবাবুন্ নুক্বূল'-এর মধ্যে এ বর্ণনাকে দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন।

সূরা ঃ ২ বাক্বারা ১০ পারা ঃ ১

১৫. আল্লাহ্ তাদের সাথে ঠাট্টা করেন (২২) (যেমনি তাঁর জন্য শোভা পায়) এবং তাদেরকে অবকাশ দেন, যেন তারা তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ
فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ⑮

১৬. তারা এমনসব লোক, যারা হিদায়তের বিনিময়ে গোমরাহী ক্রয় করেছে (২৩)। সুতরাং তাদের এ ব্যবসা কোন লাভ আনয়ন করেনি এবং তারা ব্যবসার (লাভজনক) পন্থা জানতোইনা (২৪)।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ
بِالْهُدٰى فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ
وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ⑯

১৭. তাদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছে; অতঃপর যখন তা দ্বারা আশেপাশে সবকিছু আলোকিত হয়ে উঠলো, তখন আল্লাহ্ তাদের জ্যোতি অপসারণ করে নিলেন এবং তাদেরকে (এমনভাবে) অন্ধকাররাশিতে ছেড়ে দিলেন যে, তারা কিছুই দেখ্‌তে পায়না (২৫)−

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ
نَارًا ۚ فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ
ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ
فِيْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ⑰

মানযিল - ১

মাস্‌আলাঃ এ'তে বুঝা গেলো যে, সাহাবা কেরাম এবং ধর্মের ইমামগণকে নিয়ে ঠাট্টা-উপহাস করা 'কুফর'।

টীকা-২২. আল্লাহ্ তা'আলা ঠাট্টা-তামাশা এবং সমস্ত দোষ-ত্রুটি ও হীন কার্যাদি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। এ আয়াতে 'ঠাট্টা-তামাশা' দ্বারা মুনাফিকদের ঠাট্টা-তামাশার শাস্তির কথাই বুঝানো হয়েছে; যাতে একথা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, এ শাস্তি তাদের অপকর্মের কারণেই। (এখানে পরিণামের স্থলে কর্ম উল্লেখ করা হয়েছে। আর) এ ধরণের স্থানে পরিণতির স্থলে কর্মের উল্লেখ করা নিতান্ত অলংকার শাস্ত্রসম্মত। যেমন, جَزَآءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ (অর্থাৎ অপকারের পরিণাম অপকারই)। এখানে সুন্দর বর্ণনাভঙ্গীর আরেক পূর্ণতা হলো− এ বাক্যটাকে (অর্থাৎ- اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ الاية) পূর্বে উল্লেখিত (اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ) বাক্যটার উপর 'عطف' (অব্যয় দ্বারা সম্বন্ধিত) করা হয়নি। কারণ, পূর্ববর্তী বাক্যে উল্লেখিত (استهزاء) বা ঠাট্টা-তামাশা প্রকৃত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। (কিন্তু এ আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে রূপকার্থে।)

টীকা-২৩. 'হিদায়তের পরিবর্তে গোমরাহী খরিদ করা'র অর্থ হলো- ঈমানের পরিবর্তে কুফরকেই গ্রহণ করা। তা অতীব ক্ষতিকর বিষয়।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত হয়তো ঐসব ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা ঈমান আনার পর কাফির হয়েছে; কিংবা (এ আয়াত শরীফ) ইহুদীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা পূর্ব থেকেই হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর ঈমান রাখ্‌তো। কিন্তু যখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর আবির্ভাব হলো, তখন তারা তাঁকে অস্বীকারকারী হয়ে বস্‌লো।

অথবা, সমস্ত কাফিরের প্রসঙ্গে (এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে); যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা জন্মগতভাবে সঠিক বিবেক দান করেছেন, সত্যের প্রমাণাদি সমুজ্জ্বল করেছেন, হিদায়তের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন; কিন্তু তারা সে-ই বিবেক-বিবেচনাশক্তিকে কাজে লাগায়নি, বরং পথভ্রষ্টতাকেই গ্রহণ করেছে।

মাস্‌আলাঃ এ আয়াত দ্বারা (পারস্পরিক) লেনদেনের বৈধতা প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ 'বেচা-কেনা'র কোন শব্দ ব্যবহার করা ব্যতিরেকেই শুধু পারস্পরিক রেযামন্দির (সম্মতি) ভিত্তিতে এক বস্তুর পরিবর্তে অন্য বস্তুর লেনদেন জায়েয বা বৈধ।

টীকা-২৪. কেননা, তারা যদি ব্যবসার সঠিক নিয়ম জানতো তবে তারা আসল মূলধন (হিদায়ত)-কে হারিয়ে বসতোনা।

টীকা-২৫. এটা তাদেরই দৃষ্টান্ত, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা কিছু হিদায়ত প্রদান করেছেন অথবা হিদায়ত গ্রহণের ক্ষমতা দান করেছেন। অতঃপর তারা

www.sunnibarta.com

তা বিনষ্ট করেছে এবং চিরস্থায়ী সম্পদকে আহরণ করেনি। তাদের পরিণতি হচ্ছে- অনুতাপ, আফ্‌সোস এবং ভয়-ভীতি। এর মধ্যে ঐসব মুনাফিকও শামিল, যারা বাহ্যিকভাবে ঈমানদার বলে পরিচয় দিয়েছে; কিন্তু অন্তরে 'কুফর' গোপন রেখে স্বীকারোক্তির আলো বিনষ্ট করে ফেলেছে। আর ঐসব ব্যক্তিও (এর মধ্যে শামিল), যারা ঈমান আনার পর 'মুরতাদ্দ' হয়েছে এবং তারাও, যাদেরকে জন্মগতভাবে সুস্থ বিবেক দেয়া হয়েছে আর অকাট্য প্রমাণাদির আলোকরশ্মি ও সত্যকে সুস্পষ্ট করেছে; কিন্তু, তারা তা থেকে উপকার গ্রহণ করেনি; বরং গোমরাহীকেই বেছে নিয়েছে। আর যখন সত্য শুনা, গ্রহণ করা, সত্য বলা এবং সত্য পথ দেখা থেকে বঞ্চিত হয়েছে,তখন তাদের কান, জিহ্বা ও চোখ সবই অকেজো।

টীকা-২৬. হিদায়তের পরিবর্তে গোমরাহী ক্রেতাদের এটা হলো দ্বিতীয় উপমা। বৃষ্টি যেমন জমির জীবনের কারণ হয়, আর এর সাথে থাকে ভীতিপ্রদ ঘন অন্ধকার, ভয়ানক বজ্রপাত ও বিজলী, তেমনিভাবে ক্বোরআন ও ইসলাম অন্তরসমূহের 'হায়াত' বা জীবনের কারণ হয়। পক্ষান্তরে, কুফর, শির্ক ও নিফাক্ব (মুনাফিকী)-এর উল্লেখ অন্ধকারের সমতুল্য; যেমন অন্ধকার যাত্রীকে গন্তব্যস্থানে পৌঁছার পথে বাধা সৃষ্টি করে, তেমনি কুফর এবং নিফাক্বও সত্যের দিশা লাভের পথে বাধা দেয়। আর সতর্কবাণীগুলো বজ্রতুল্য এবং সুস্পষ্ট প্রমাণাদি বিজলীর সমতুল্য।

শানে নুযূলঃ দু'জন মুনাফিক হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবার থেকে মুশরিকদের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিলো। পথিমধ্যে এমন ধরণের বৃষ্টিপাত আরম্ভ হলো যার বিবরণ আয়াতে দেয়া হয়েছে। তা'তে ভয়ানক বজ্রপাত ও বিজলী ছিলো। যখন বজ্রপাত হতো তখন তারা নিজেদের কানে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে দিতো, যাতে ভীষণ গর্জন কান বিদীর্ণ করে তাদেরকে মৃত্যুমুখে পতিত না করে। আর যখন বিজলী চমকিত হতো তখন তারা পথ চলতে আরম্ভ করতো। আবার যখন অন্ধকার হয়ে যেতো তখন অন্ধের মতো দাঁড়িয়ে থাক্‌তো। (এ বিপদসঙ্কুল অবস্থায়) তারা পরস্পর বলতে লাগ্‌লো, "আল্লাহ্ যদি নিরাপদে ভোর আনয়ন করেন, তবে আমরা পুনরায় হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে হাযির হয়ে নিজেদের হাত তাঁরই হাতে অর্পণ করবো।" অতএব, তারা অনুরূপই করেছিলো এবং ইস্‌লাম ধর্মে প্রতিষ্ঠিত রইলো। তাদের এ অবস্থাকে আল্লাহ্ তা'আলা ঐসব মুনাফিকের জন্য উদাহরণে পরিণত করেছেন, যারা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের মজলিসে হাযির হলে নিজেদের কানে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে দিতো, যাতে কখনো হুযূর (দঃ)-এর নসীহত তাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে না পারে, যার কারণে তারা যেন মৃত্যুমুখে পতিত হতো! আর যখন তাদের মাল-দৌলত ও আওলাদ বেশী হতো এবং বিজয় ও গণীমতের সম্পদ ★ অর্জিত হতো তখন বিজলীর আলোকপ্রাপ্তদের ন্যায় সম্মুখে অগ্রসর হতো এবং বলতো, "এখনতো 'দ্বীন-ই-মুহাম্মদী' (দঃ) সত্য।" আর যখন তাদের ধন-সম্পদ ও আওলাদ ক্ষতিগ্রস্ত হতো এবং কোন বালা-মুসীবৎ আসতো, তখন বৃষ্টির ঘন অন্ধকারে থমকে দাঁড়ানো লোকদের ন্যায় বলতো যে, এসব মুসীবৎ তো সে দ্বীনের কারণেই এসেছে এবং ইস্‌লাম ত্যাগ করতো। (ইমাম সুয়ূতী প্রণীত 'লুবাবুন্‌ কুল।)

১৮. বধির, বোবা ও অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরে আসার নয়।

১৯. কিংবা যেমন, আসমান থেকে বর্ষণরত বৃষ্টি, যাতে রয়েছে অন্ধকাররাশি, বজ্র ও বিদ্যুৎ-চমক (২৬); (তারা) নিজেদের কানে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছে বজ্র-ধ্বনির কারণে, মৃত্যুর ভয়ে (২৭); এবং আল্লাহ্ কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করেই রয়েছেন (২৮)।

২০. বিদ্যুৎ-চমক এমনি মনে হয় যেন তাদের দৃষ্টি-শক্তি কেড়ে নিয়ে যাবে (২৯)। যখনই সামান্য বিদ্যুতালোক (তাদের সম্মুখে) উদ্ভাসিত হলো তখন তাতে চলতে লাগলো (৩০) এবং যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হলো তখন তারা দাঁড়িয়ে রইলো। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের কান ও চোখ নিয়ে যেতেন (৩১)। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ্ সব কিছু করতে পারেন (৩২)।

صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿١٨﴾
اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ؕ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾
يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ؕ كُلَّمَآ اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ۙ وَاِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٠﴾

টীকা-২৭. যেমন অন্ধকার রাতে কালো ঘনঘটা ছাইয়ে যায় এবং বিজলী-বজ্রের গর্জন ও চমক জঙ্গলে-ময়দানে মুসাফিরদেরকে হতভম্ব করে আর বজ্রের ভয়ানক কারণে তারা মৃত্যুভয়ে নিজেদের কানে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে দেয়, অনুরূপভাবে, কাফিরগণও ক্বোরআন পাক শ্রবণ না করার জন্য কান বন্ধ করে রাখে। আর তাদের মনে এ আশংকাই পীড়া দেয় যে, কখনো আবার ক্বোরআনের কোন মনমুগ্ধকর বিষয় ইস্‌লাম ও ঈমানের দিকে তাদের অন্তরকে আকৃষ্ট করে তাদের পূর্বপুরুষদের কুফরী ধর্মকে বর্জন করিয়ে বসবে কিনা! তা তাদের নিকট মৃত্যুরই সমতুল্য।

টীকা-২৮. কাজেই, তাদের এ পলায়ন তাদেরকে কোনরূপ উপকৃত করতে পারেনা। কেননা, তারা কানে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে আল্লাহ্‌র কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে পারেনা।

টীকা-২৯. যেমন, বিজলীর চমককে মনে হয় যে, তা দৃষ্টিশক্তিকে ছিনিয়ে নেবে, তেমনি সুস্পষ্ট দলীলাদির জ্যোতিও যেন তাদের অন্তরদৃষ্টিকে দুষ্ট করে ফেলবে।

★ ধর্মীয় যুদ্ধে পরাজিত কাফিরদের পরিত্যক্ত সম্পদ।

www.sunnibarta.com

টীকা-৩০. যেভাবে, অন্ধকার রাতে এবং বৃষ্টি-বাদলের ঘন অন্ধকারে মুসাফির দিশেহারা হয়ে যায়; তখন বিজলী চমকিত হলে কিছুদূর সামনে এগিয়ে যায় আর অন্ধকার হলে আবার থমকে দাঁড়িয়ে থাকে; অনুরূপভাবে, ইস্‌লামের বিজয়, মু'জিযাসমূহের আলোক এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় মুনাফিকগণ ইস্‌লামের দিকে ঝুঁকে পড়ে; আবার যখন কোন কষ্ট বা দুঃখ-দুর্দশা এসে পড়ে,তখন তারা কুফরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে এবং ইস্‌লাম থেকে সরে পড়তে আরম্ভ করে। এ বিষয়কে অন্য আয়াতে এভাবে এরশাদ করেছেন-

اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ۔

(অর্থাৎ যখন তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি, তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়ার জন্য আহ্বান করা হয়,তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। যদি তারা সত্য হতো, তবে এর প্রতি একান্ত বিশ্বাসের সাথে এগিয়ে আসতো।) (খাযিন ও সাভী ইত্যাদি)

টীকা-৩১. অর্থাৎ যদিও মুনাফিকদের কর্মনীতি এ ধরণের শাস্তির উপযোগী ছিলো, কিন্তু (এতদ্‌সত্ত্বেও) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তিকে বাতিল করেননি।

মাস্‌আলাঃ এতে বুঝা গেলো যে, উপকরণের কার্যকারিতার জন্য পূর্বশর্ত হচ্ছে- 'আল্লাহ্‌র ইচ্ছা'। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত শুধু উপায়-উপকরণাদি কিছুই করতে পারেনা।

মাস্‌আলাঃ একথাও প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা কোন কারণ-উপকরণের মুখাপেক্ষী নয়। তিনি কারণ-উপকরণ ছাড়াই যা চান করতে পারেন।

টীকা-৩২. ' شَـــىْئٌ ' হচ্ছে- 'যা আল্লাহ্ চান এবং যা আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন হতে পারে'। সমস্ত 'মুম্‌কিন' (সম্ভাবনাময় বস্তু)★ ' شَـــىْئٌ '-এর অন্তর্ভূক্ত। এ কারণে, সেগুলো আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের আওতাধীন। আর যা 'মুম্‌কিন' নয় তা হচ্ছে- 'ওয়াজিব' (واجــــب) ★★ অথবা 'মুমতানি' (ممـتــنـع) বা অসম্ভব। আল্লাহ্‌র কুদ্‌রত ও ইচ্ছার সাথে এর ('ওয়াজিব' কিংবা 'মুমতানি')-এর কোন সম্পর্ক নেই। ★★★ যেমন আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা এবং তাঁর গুণাবলী 'ওয়াজিব'; এ কারণে (তা) আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বা কুদ্‌রতভুক্ত (مقــــدور) নয়।

মাস্‌আলাঃ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে মিথ্যাবলা এবং সমস্ত দোষত্রুটি 'অসম্ভব'। এ কারণে এসব (অশোভন) জিনিষের (কার্যাদি) সাথে আল্লাহ্‌র শক্তির কোন সম্পর্ক নেই।

টীকা-৩৩. সূরার প্রারম্ভে কিছুটা উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ কিতাব পরহেয্‌গারদের হিদায়তের জন্য নাযিল হয়েছে। অতঃপর পরহেয্‌গারদের বৈশিষ্ট্যাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে; তারপর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এমন দলসমূহ ও তাদের অবস্থাদির উল্লেখ করা হয়েছে, যেন ভাগ্যবান মানুষেরা হিদায়ত ও তাক্বওয়ার প্রতি উৎসাহিত হয় এবং অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ থেকে বিরত থাকে। এখন 'তাক্বওয়া' (পরহেয্‌গারী) অর্জন করার নিয়ম শিক্ষা দেয়া হচ্ছে- (আয়াত দেখুন!)।

রুকূ' - তিন

২১. হে মানবকুল (৩৩)! (তোমরা) স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদত করো, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন; এ আশা করে যে, তোমাদের পরহেয্‌গারী অর্জিত হবে (৩৪)।	يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿٢١﴾

(ক্বোরআন করীমে) يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ (ওহে মানবকুল!) দ্বারা সম্বোধন অধিকাংশ ক্ষেত্রে মক্কা-বাসীদেরকে এবং 'يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا' (ওহে ঈমানদারগণ!) দ্বারা মদীনা-বাসীদেরকেই করা হয়। কিন্তু এখানে এ সম্বোধন 'মু'মিন ও 'কাফির' সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এতে এ মর্মে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের আভিজাত্য পরহেয্‌গারী অর্জন ও আল্লাহ্‌র ইবাদতে মগ্ন থাকার মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

ইবাদত হলো- সেই চূড়ান্ত পর্যায়ের সম্মান, যা বান্দা স্বীয় 'আবদিয়াত' বা 'বান্দা হওয়া' এবং মা'বূদের 'উলূহিয়্যাৎ'-এর উপর দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে মুখে স্বীকারোক্তি সহকারে প্রদর্শন করে থাকে। এখানে (এ আয়াতে) 'ইবাদত' ব্যাপক অর্থবোধক। এ'তে এর সকল শ্রেণী ও প্রকারভেদ এবং এর 'উসূল ও ফুরু' বা এর মৌলিক বিষয়াদি এবং শাখা-প্রশাখাসমূহ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

মাস্‌আলাঃ কাফিরগণও ইবাদতে আদিষ্ট। যেমন, কারো ওযূবিহীন হওয়া তার উপর নামায ফরয হওয়ায় কোন বাধা সৃষ্টি করেনা, তেমনি কোন ব্যক্তির কাফির হওয়াও কারো উপর ইবাদত ওয়াজিব হবার জন্য বাধা নয়। যেমন, ওযূবিহীন ব্যক্তির উপর নামায ফরয হওয়া 'হাদস্' দূর করা অর্থাৎ পবিত্রতা অর্জন করাকে অপরিহার্য করে দেয়, অনুরূপভাবে, কাফিরের উপর ইবাদত ফরয হবার কারণে কুফর পরিহার করাও অপরিহার্য হয়ে যায়।

টীকা-৩৪. এ থেকে বুঝা গেলো যে, ইবাদতের উপকার ইবাদতকারীই লাভ করে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা একথা থেকে পবিত্র যে, বান্দার ইবাদত কিংবা অন্য কিছু দ্বারা তিনি উপকৃত হবেন।

★ 'সূরা ফাতিহার' প্রথম আয়াতের টীকা-তাফসীর দ্রষ্টব্য।

★★ যার অস্তিত্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আবশ্যকীয়, কারো মুখাপেক্ষী নয়।

★★★ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি ও ইচ্ছা 'ওয়াজিব' এবং 'অসম্ভব' বিষয়াদির সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়।

www.sunnibarta.com

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّ
السَّمَآءَ بِنَآءً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً
فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا
تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾

وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا
عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ
مِّثْلِهٖ ۪ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ
دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٣﴾

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا
النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَ
الْحِجَارَةُ ۖ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٤﴾

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۭ كُلَّمَا رُزِقُوْا
مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا
الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ

২২. এবং যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা এবং আস্‌মানকে ইমারত করেছেন এবং আস্‌মান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন (৩৫)। অতঃপর তা'দ্বারা কিছু ফল সৃষ্টি (উৎপন্ন) করেন তোমাদের আহারের জন্য। সুতরাং জেনে-বুঝে আল্লাহ্‌র জন্য সমকক্ষ দাঁড় করাবেনা (৩৬)।

২৩. এবং যদি তোমাদের কোন সন্দেহ হয় তাতে, যা আমি স্বীয় (এ খাস্‌) বান্দার (৩৭) উপর নাযিল করেছি, তবে এর অনুরূপ একটা সূরা তো নিয়ে এসো (৩৮) এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত নিজেদের সকল সহায়তাকারীকে আহ্বান করো (সাহায্যের জন্য), যদি তোমারা সত্যবাদী হও!

২৪. অতঃপর যদি আনয়ন করতে না পারো, আর আমি চ্যালেঞ্জ করছি যে, কখনো আন্‌তে পারবেনা, তবে ভয় করো ঐ আগুনকে, যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ ও পাথর (৩৯), (যা) তৈরী রাখা হয়েছে কাফিরদের জন্য (৪০)।

২৫. এবং সুসংবাদ দিন তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে যে, তাদের জন্য বাগান (জান্নাত) রয়েছে, যার নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবহমান (৪১)। যখন তাদেরকে ঐ বাগানগুলো থেকে কোন ফল খেতে দেয়া হবে তখনই তারা (সেটার বাহ্যিক আকার দেখে) বলবে, 'এতো সে-ই রিয্‌ক্ব, যা আমরা পূর্বে পেয়েছিলাম (৪২);'

টীকা-৩৫. প্রথম আয়াতে সৃষ্টির মতো 'নি'মাত'-এর উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ্‌ পাক) তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে সত্তাহীনতা থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। আর অপর আয়াতে জীবন যাপন, আরাম-আয়েশ এবং পানাহারের উপায়-উপকরণের বর্ণনা দিয়ে একথা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তিনি (আল্লাহ্‌) হলেন নি'মাতদাতা। সুতরাং অন্য কারো ইবাদত করা নিছক বাতুলতা মাত্র।

টীকা-৩৬. আল্লাহ্‌র একত্ব বর্ণনার পর হুযূর নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নবূয়ত ও ক্বোরআন করীম আল্লাহ্‌রই অকাট্য ঐশী কিতাব হবার এমন অকাট্য প্রমাণ বর্ণনা করা হচ্ছে, যা সত্য সন্ধানীকে আস্থাশীল করে এবং অবিশ্বাসীদেরকে হার মান্‌তে বাধ্য করে।

টীকা-৩৭. 'খাস বান্দা' দ্বারা বিশ্বকুল সরদার হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কথা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৩৮. অর্থাৎ এমন সূরা রচনা করে আনো, যা بلاغت ও فصاحت (ভাষার অলংকার), চমৎকার রচনা-শৈলী ও সুন্দর বিন্যাস এবং অদৃশ্যের সংবাদ প্রদানের মধ্যে ক্বোরআন পাকের সাথে তুলনীয় হয়!

টীকা-৩৯. 'পাথর' দ্বারা ঐসব প্রতিমা (মূর্তি) বুঝানো হয়েছে, কাফিরগণ যেগুলোর পূজা করে এবং যেগুলোর প্রতি ভালবাসাবশতঃ গোঁড়ামী করে ক্বোরআন পাক এবং রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করে।

টীকা-৪০. মাস্‌আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, দোযখের সৃষ্টি হয়েছে।

মাস্‌আলাঃ এ কথারও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহক্রমে, خلود فی النار বা দোযখের চিরস্থায়ী শাস্তি মু'মিনদের জন্য নয়।

টীকা-৪১. আল্লাহ্‌ পাকের 'সুন্নাত' বা দস্তুর হলো যে, তিনি কিতাবে (ক্বোরআন) ভীতি প্রদর্শনের সাথে সাথে উৎসাহ প্রদানকারী আয়াত বর্ণনা করেন। এজন্য এখানেও কাফিরগণ এবং তাদের কার্যকলাপ ও শাস্তির কথা উল্লেখ করার পর ঈমানদারগণ ও তাঁদের কার্যাদির কথা উল্লেখ করেছেন। আর তাঁদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

'صالحات' অর্থাৎ সৎ-কার্যাদি হলো- সেসব আমল, যা শরীয়তমতে ভাল। এগুলোর মধ্যে ফরয ও নফলসমূহ সবই শামিল রয়েছে। (জালালায়ন শরীফ)

মাস্‌আলাঃ 'عمل صالح'-এর উপর 'عطف' 'ایمان' হওয়া (অর্থাৎ সংযোজক অব্যয়ের মাধ্যমে সৎ কাজকে ঈমানের সাথে সংযোজন করা) এ কথারই প্রমাণবহ যে, আমল ঈমানের অংশ নয়।

মাস্‌আলাঃ এ সুসংবাদ সৎকর্মপরায়ণ ঈমানদার ব্যক্তিদের জন্য শর্তহীন। আর পাপীদের জন্য যে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার শর্তাধীন। অর্থাৎ তিনি যদি চান নিজ অনুগ্রহে ক্ষমাও করতে পারেন; নতুবা তার গুনাহ্‌র পরিমাণে শাস্তি প্রদানের পর তাকে জান্নাত দিতে পারেন। (মাদারিক)

টীকা-৪২. জান্নাতের 'ফলসমূহ' পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হবে, কিন্তু স্বাদ হবে পরস্পর ভিন্ন। এজন্যই জান্নাতীগণ বলবেন, "এ ফলগুলোতো আমরা পূর্বেও পেয়েছিলাম।" কিন্তু আহারের পর তাঁরা নতুন স্বাদ উপলব্ধি করবেন। ফলে, তাঁদের আনন্দ আরো বৃদ্ধি পাবে।

www.sunnibarta.com

وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾
إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ
مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا
الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ
مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا
فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا
مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ
كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

এবং সে-ই ফল, যা (বাহ্যিক আকৃতিগতভাবে) পরস্পর সাদৃশ্যময়, তাদেরকে দেয়া হবে এবং তাদের জন্য সে-ই বাগানগুলোতে (জান্নাতসমূহ) পবিত্র স্ত্রীগণ রয়েছে (৪৩) এবং তারা সেখানে স্থায়ীভাবে থাকবে (৪৪)।

২৬. নিশ্চয় আল্লাহ্ যে কোন জিনিষের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতে লজ্জাবোধ করেন না- মশা হোক কিংবা তদপেক্ষা বড় কিছু (৪৫)। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে তারা তো জানে যে, এটা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, সত্য (৪৬)। বাকী রইলো কাফিরগণ, তারা বলে, 'এ ধরণের উপমায় আল্লাহ্র উদ্দেশ্য কি?' আল্লাহ্ তা দ্বারা অনেককে গোমরাহ্ করেন (৪৭) এবং অনেককে হিদায়ত করেন; এবং তা দ্বারা তাদেরকেই পথভ্রষ্ট করেন, যারা অবাধ্য (৪৮)-

টীকা-৪৩ জান্নাতী স্ত্রীগণ 'হূর' হোক, কিংবা অন্যান্য স্ত্রীলোক হোক–সবই স্ত্রীসুলভ বৈপত্তিক অবস্থাদি, সব ধরণের অপবিত্রতা ও সর্বপ্রকার মালিন্য থেকে পবিত্র হবে। না তাদের শরীরে কোন প্রকার ময়লা থাকবে, না পায়খানা-প্রস্রাব। একই সাথে তারা উগ্র-স্বভাব এবং অসদাচরণ থেকেও সমম্পূর্ণ পবিত্র হবে। (মাদারিক ও খাযিন).

টীকা-৪৪. অর্থাৎ জান্নাতবাসীগণ না কোনদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবেন, না কখনো জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হবেন।

মাস্আলাঃ এ'তে প্রতিভাত হয় যে, জান্নাত ও জান্নাতবাসীদের জন্য ধ্বংস নেই।

টীকা-৪৫. শানে নুযূলঃ যখন আল্লাহ্ তা'আলা ' مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ' -আল-আয়াত এবং ' أَوْ كَصَيِّبٍ ' -আল-আয়াতে মুনাফিকদের দু'টি উপমা বর্ণনা করলেন, তখন মুনাফিকগণ এ আপত্তি উত্থাপন করলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরণের উপমা বর্ণনা করার বহু উর্ধ্বে। এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-৪৬. যেহেতু উপমাগুলোর বর্ণনা বক্তব্যের নিপুণতার চাহিদাই (مقتضاء حكمت) এবং তা বিষয়বস্তুকেও হৃদয়গ্রাহী করে আর এটা আরবের সাহিত্যিকদের রীতিও বটে; কাজেই, এ'তে আপত্তি উত্থাপন করা ভুল ও অনর্থক। বস্তুতঃ এ উপমাগুলোর উল্লেখ যথার্থ।

টীকা-৪৭. ' يُضِلُّ بِهِ ' (তা দ্বারা পথভ্রষ্ট করেন) হচ্ছে- কাফিরদের উক্তি- 'এ ধরণের উপমায় আল্লাহ্র উদ্দেশ্য কি?' - এরই জবাব এবং ' أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا ' ও ' أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ' যে দু'টি বাক্য উপরে এরশাদ হয়েছে, সে দু'টিরই ব্যাখ্যা। অর্থাৎ এ ধরণের উপমা দ্বারা এমন অনেককে পথভ্রষ্ট করেন, যাদের জ্ঞান-বুদ্ধির উপর মূর্খতা প্রভাব বিস্তার করেছে, যাদের অভ্যাস হলো অহংকার ও অবাধ্যতা, যারা সত্য বিষয় ও সুস্পষ্ট হিকমতের অস্বীকার ও বিরোধিতায় অভ্যস্ত এবং এসব উপমা অতীব যথার্থ হওয়া সত্ত্বেও তা মান্তে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। আর তা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা এমন অনেককেই হিদায়ত করেন,যারা গভীর চিন্তা ও সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে বিশ্লেষণে অভ্যস্ত এবং ন্যায়ের পরিপন্থী কোন কথা বলেনা। তারা জানে, হিকমত হচ্ছে এটাই যে, উচ্চ মর্যাদাশীল বস্তুর উপমা কোন মূল্যবান বস্তুর সাথে আর মর্যাদাহীন বস্তুর উপমা নগণ্য বস্তুর সাথে দেয়া হবে; যেমন উপরোক্ত আয়াতে হক (সত্য)-এর উপমা নূরের সাথে এবং বাতিলের উপমা অন্ধকারের সাথে দেয়া হয়েছে।

টীকা-৪৮. শরীয়তের পরিভাষায়, 'ফাসিক্ব' বলা হয় ঐ না-ফরমান (অবাধ্য)-কে; যে 'গুনাহ্ কবীরাহ্'য় (মহাপাপ) লিপ্ত হয়।

ফিস্ক্ব(فسق)ঃ বা 'ফাসিক্ব হবার' তিনটা স্তর আছে। যথাঃ-

(এক) تغابی (তাগাবী) ঃ তা হচ্ছে- মানুষ আকস্মিকভাবে কোন 'কবীরাহ্ গুনাহ্'য় লিপ্ত হয়, কিন্তু সে সেটাকে পাপ জ্ঞান করে।

(দুই) انهماك (ইন্হিমাক) ঃ তা হলো - (কেউ) কবীরাহ্ গুনাহে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং তা থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে বেপরোয়া হয়।

(তিন) جحود (জহুদ) ঃ (কেউ) হারামকে ভাল (বৈধ) মনে করে সম্পন্ন করে। এ পর্যায়ের 'ফাসিক্ব' ঈমানহারা হয়ে যায়। প্রথমোক্ত দু'পর্যায়ের ফাসিক্ব যতক্ষণ পর্যন্ত সর্ববৃহৎ 'কবীরাহ্ গুনাহ্' (শিরক্ ও কুফর)-এর সম্পাদনকারী না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে মু'মিন (ঈমানদার) বলা যায়।

এখানে 'ফাসিক্বগণ' দ্বারা সেসব অবাধ্যকে বুঝায়, যারা ঈমান বহির্ভূত হয়ে গেছে।

ক্বোরআন শরীফে কাফিরদের উপরও 'ফাসিক্ব' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (নিশ্চয় মুনাফিকগণ হলো ফাসিক্ব তথা কাফির)।

কোন কোন তাফসীরকারক এখানে 'ফাসিক্ব' 'কাফির' অর্থে ব্যবহৃত বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন, কেউ কেউ 'মুনাফিক' এবং কোন কোন তাফসীরকারক 'ইহুদী' অর্থের কথাও উল্লেখ করেছেন।

www.sunnibarta.com

টীকা-৪৯. তা দ্বারা ঐ অঙ্গীকারই উদ্দেশ্যে যা আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী (আসমানী) কিতাবসমূহে হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ঈমান আনা সম্পর্কে গ্রহণ করেছেন।

অন্য এক অভিমত হ'লো- 'অঙ্গীকার' (عَهْد) তিন প্রকারঃ-

প্রথমতঃ ঐ অঙ্গীকার, যা আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত আদম-সন্তান থেকে নিয়েছেন, যেন তারা আল্লাহ্র রাবূবিয়াতকে স্বীকার করে। এর বর্ণনা রয়েছে নিম্নলিখিত আয়াতে- وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ الاٰيَة (অর্থাৎ এবং স্মরণ করুন ঐ সময়কে, যখন আপনার প্রতিপালক আদম-সন্তানদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। আল-আয়াত)

দ্বিতীয়তঃ ঐ অঙ্গীকার, যা নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর সাথে নির্দিষ্ট। অর্থাৎ তাঁরা যেন রিসালতের প্রচার করেন এবং ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণনা নিম্নলিখিত আয়াতে রয়েছে- وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ الاٰيَة (অর্থাৎ স্মরণ করুন যখন আমি নবীগণের নিকট থেকে পাকা অঙ্গীকার নিয়েছি।)

তৃতীয়তঃ ঐ অঙ্গীকার, যা আলিমদের জন্য খাস। তা'হলো- তাঁরা যেন সত্যকে গোপন না করেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে এ আয়াতে- وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ الاٰيَة (অর্থাৎ এবং স্মরণ করুন, যখন আমি পাকা অঙ্গীকার নিয়েছি সেসব লোকের নিকট থেকে, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে।)

টীকা-৫০-(ক). আত্মীয়তা ও কুটুম্বিতার সম্পর্কসমূহ, মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা, সমস্ত নবী (আলায়হিমুস্ সালাম)-কে মান্য করা, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কিতাবগুলোর সত্যতা স্বীকার করা এবং সত্যের উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া– এগুলো হচ্ছে এমন সব সম্পর্ক, যেগুলোকে জুড়ে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এসব সম্পর্কের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা, পরস্পরকে পরস্পর থেকে অন্যায়ভাবে পৃথক করা এবং পরস্পরের মধ্যে অনৈক্যের ভিত্তি স্থাপন করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۠ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. তারাই, যারা আল্লাহ্র অঙ্গীকার ভঙ্গ করে (৪৯) পাকাপোক্ত হবার পর এবং ছিন্ন করে ঐ সম্পর্ককে, যা জুড়ে রাখার জন্য খোদা তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন এবং যমীনে ফ্যাসাদ ছড়িয়ে বেড়ায় [৫০ (ক)]; তারা ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. আশ্চর্য! তোমরা কিরূপে আল্লাহ্কে অস্বীকারকারী হবে? অথচ তোমরা মৃত ছিলে, তিনি তোমাদেরকে জীবিত করেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করবেন; আবার তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে [৫০-(খ)]।

টীকা-৫০-(খ). আল্লাহ্র একত্ব ও হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নবূয়তের প্রমাণ এবং ঈমান ও কুফরের পরিণাম বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বিশেষ ও ব্যাপক নি'মাতসমূহ, কুদ্রত, রহস্যাবলী এবং হিকমতের নিদর্শনগুলোর উল্লেখ করেছেন। আর কুফরের দোষ-ত্রুটি অন্তরে বদ্ধমূল করার জন্য কাফিরদেরকে সম্বোধন করে এরশাদ করেন- তোমরা কিরূপে খোদাকে অস্বীকার করো এতদ্সত্ত্বেও যে, তোমাদের আপন অবস্থা তাঁর উপর ঈমান আনার সহায়ক যে, তোমরা তো মৃত ছিলে। 'মৃত' বলতে প্রাণহীন শরীরকে বুঝায়। আমাদের প্রচলিত ভাষায়ও বলা হয়- "যমীন মৃত হয়ে গেছে"। প্রচলিত ভাষায়ও মৃত্যু এ অর্থে ব্যবহৃত হয়। খোদ্ ক্বোরআন শরীফে এরশাদ হয়েছে- يُحْىِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا [অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ্) যমীনকে জীবিত করেন সেটার মৃত্যুর পর।] কাজেই, সারকথা হলো, তোমরা ছিলে প্রাণহীন শরীর (মাটি ও পানি ইত্যাদির ন্যায়) উপাদানের আকারে; অতঃপর খাদ্যের আকারে; অতঃপর মিশ্রিত আকারে; অতঃপর বীর্য অবস্থায়। তিনি (আল্লাহ্ পাক) তোমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন, জীবিত করেছেন। আবার বয়সের মেয়াদ পূর্ণ হলে তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। অতঃপর তোমাদেরকে জীবিত করবেন। এ জীবন দ্বারা হয়তো 'কবরের যিন্দেগী' বুঝায়, যা প্রশ্ন করার জন্য হবে; নতুবা 'হাশরের যিন্দেগী'। অতঃপর তোমাদের হিসাব-নিকাশের জন্য তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে। নিজেদের এ অবস্থা জেনেও তোমাদের 'কুফর করা' অতীব আশ্চর্যের বিষয়।

তাফসীরকারদের এক অভিমত এটাও যে, كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ দ্বারা মু'মিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তখন আয়াতের মর্মার্থ হবে- 'তোমরা কিরূপে কাফির হতে পারো এ অবস্থায় যে, তোমরা মুর্খতারূপী মৃত্যুর শিকার ছিলে; আল্লাহ্ তোমাদেরকে ইল্ম ও ঈমানের জীবন দান করেছেন। অতঃপর তোমাদের জন্য সেই মৃত্যু অবধারিত, যা জীবনের মেয়াদ শেষ হবার পর প্রত্যেকের সামনে উপস্থিত হয়। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে প্রকৃত স্থায়ী জীবন দান করবেন। তারপর তোমাদের তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন হবে। আর তিনি তোমাদেরকে এমন সাওয়াব দান করবেন, যা না কোন চোখ অবলোকন করেছে, যার কথা না কোন কান শ্রবণ করেছে এবং না কোন অন্তরে এর কোন ধারণা জন্মেছে।

www.sunnibarta.com

টীকা-৫১. অর্থাৎ খনিসমূহ, শাক-সজী, প্রাণীকুল, সমুদ্র, পাহাড়, (মোট কথা,) যা কিছু যমীনে রয়েছে সবই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ধর্মীয় ও পার্থিব মঙ্গলের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

'ধর্মীয় মঙ্গল' এভাবে যে, পৃথিবীর আশ্চর্যজনক বস্তুসমূহ দেখে তোমাদের আল্লাহ্ তা'আলার হিকমত ও কুদরতের পূর্ণ-পরিচিতি লাভ হবে। আর **'পার্থিব মঙ্গল'** হচ্ছে- খাও, পান করো, আরাম করো, স্বীয় কার্যাদিতে ব্যবহার করো। কাজেই, এ ধরণের নি'মাতসমূহ (লাভ করা) সত্ত্বেও তোমরা কিরূপে কুফর করবে?

মাস্আলাঃ ইমাম করখী ও হযরত আবূ বকর রাযী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হিমা) প্রমুখ ' خَلَقَ لَكُمْ '-কে উপকৃত হওয়া যায় এমন সব বস্তু মূলতঃ 'মুবাহ্' বা বৈধ হবার পক্ষে প্রকৃষ্ট প্রমাণ সাব্যস্ত করেছেন।

টীকা-৫২. এ সৃষ্টি ও আবিষ্কার, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানী হবার প্রমাণবহ। কেননা, এ ধরণের হিকমতপূর্ণ মাখ্লূক সৃষ্টি করা সার্বিক ও পূর্ণ জ্ঞান ব্যতিরেকে কোন মতেই সম্ভবপর নয়, (এমনকি,) এ সম্পর্কে কল্পনাও করা যায় না।

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ
جَمِیْعًا ثُمَّ اسْتَوٰۤى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ
سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ۲۹

২৯. তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন যা কিছু পৃথিবীতে রয়েছে (৫১); অতঃপর তিনি আসমানের দিকে اسْتَوٰى (ইচ্ছা) করলেন, তখন ঠিক সপ্ত-আস্মান সৃষ্টি করলেন এবং তিনি সবকিছু জানেন (৫২)।

রুকূ' - চার

وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓىٕكَةِ اِنِّیْ
جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً قَالُوْۤا
اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا
وَ یَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قَالَ
اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۳۰

৩০. এবং (স্মরণ করুন!) যখন আপনার প্রতিপালক ফিরিশ্তাদেরকে বলেছিলেন, 'আমি পৃথিবীতে আপন প্রতিনিধি সৃষ্টিকারী (৫৩)।' (তারা) বললো, 'আপনি কি এমন কোন সৃষ্টিকে (প্রতিনিধি) করবেন, যে তাতে ফ্যাসাদ ছড়াবে ও রক্তপাত ঘটাবে (৫৪)? আর আমরা আপনার প্রশংসা পূর্বক আপনার 'তাস্বীহ' (স্তুতিগান) করি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি।' তিনি বললেন, 'আমার জানা আছে যা তোমরা জানোনা (৫৫)।'

'মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া' কাফিরগণ অসম্ভব বলে মনে করতো। এ আয়াতগুলোতে তাদের ভ্রান্তি ও ভিত্তিহীনতার উপর অকাট্য প্রমাণ দাঁড় করিয়েছেন; এভাবে যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ; আর শরীরসমূহের উপাদানও একত্রিত হবার এবং জীবন লাভের যোগ্যতা রাখে, তখন মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া কিভাবে অসম্ভব হতে পারে?

আস্মান ও যমীন সৃষ্টির পর আল্লাহ্ তা'আলা আস্মানে ফিরিশ্তাদেরকে এবং যমীনে জিন্ জাতিকে আবাস দিয়েছেন। জিন্ জাতি ফ্যাসাদ সৃষ্টি করলে তিনি একদল ফিরেশতা পাঠালেন, যারা এদেরকে (জিন্ জাতি) পাহাড় ও দ্বীপসমূহের দিকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

টীকা-৫৩. 'খলীফা' বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য কার্যাবলী পরিচালনায় মূল পরিচালকের প্রতিনিধি হয়ে থাকেন। এ আয়াতে 'খলিফা' বলতে হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর কথা বুঝানো হয়েছে; যদিও অন্যান্য নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-ও আল্লাহ্ তা'আলার 'খলীফা' হন। (যেমন) হযরত দাঊদ (আলায়হিস্ সালাম) সম্পর্কে এরশাদ করেছেন یٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِیْفَةً فِی الْاَرْضِ [অর্থাৎ হে দাঊদ! আমি তোমাকে যমীনের 'খলীফা' (প্রতিনিধি) করেছি।]

ফিরিশ্তাদেরকে হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর প্রতিনিধিত্বের সংবাদ এ জন্যই দেয়া হয়েছে,যেন তাঁরা তাঁকে খলীফা বা প্রতিনিধি করার হিকমত সম্পর্কে তাঁর নিকট থেকে জেনে নেন এবং তাঁদের নিকট খলীফার এ মহত্ত্ব ও মর্যাদা প্রকাশ পায় যে, তাঁকে সৃষ্টির পূর্বেই 'খলীফা' (প্রতিনিধি) উপাধি প্রদান করা হয়েছে এবং আসমানবাসীদেরকেও তাঁর সৃষ্টির সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

মাস্আলাঃ এর মধ্যে বান্দাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে যেন তারা কোন কাজ করার পূর্বে পরামর্শ করে নেয়, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এ থেকে পবিত্র যে, তাঁর কারো পরামর্শের প্রয়োজন হবে।

টীকা-৫৪. ফিরিশতাদের উদ্দেশ্য- আপত্তি উত্থাপন কিংবা হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-কে তিরস্কার করা নয়; বরং তাঁকে প্রতিনিধি করার হিকমত সম্পর্কে জেনে নেয়া। আর ফ্যাসাদ ছড়ানোর সম্বন্ধ মানব জাতির প্রতি করার জ্ঞান তাঁদেরকে হয়তো আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে, কিংবা 'লওহ্-ই-মাহফূয' থেকে অর্জিত হয়েছে অথবা তাঁরা নিজেরাই জিন্ জাতির উপর অনুমান করেছেন।

টীকা-৫৫. অর্থাৎ আমার হিকমতসমূহ তোমাদের নিকট প্রকাশিত নয়। কথা হলো যে, মানবকুলের মধ্যে নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)ও থাকবেন, ওলী এবং আলিমগণও। আর তাঁরা জ্ঞানগত ও আমলগত উভয় প্রকারের মর্যাদা ও মহত্ত্বের অধিকারী হবেন।

www.sunnibarta.com

টীকা-৫৬. আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর সম্মুখে সমুদয় বস্তু ও সব নামীয় বস্তু উপস্থাপন করে তাঁকে সেগুলোর নাম, গুণাবলী, কার্যকারিতা, বৈশিষ্ট্যাবলী এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কর্ম-কৌশলাদির মৌলিক বিষয়সমূহ- সব কিছুর জ্ঞান 'ইল্হাম' ★ সূত্রে দান করেছেন।

টীকা-৫৭. অর্থাৎ যদি তোমরা তোমাদের এ ধারণায় সত্য হও যে, আমি তোমাদের চেয়ে অধিকতর জ্ঞানী করে অন্য কোন মাখ্লূক সৃষ্টি করবো না এবং তোমরাই (আমার) খিলাফতের (প্রতিনিধিত্ব করা) জন্য একমাত্র উপযোগী, তবে এ সমস্ত বস্তুর নাম বলে দাও। কেননা, খলীফার দায়িত্ব হচ্ছে– প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করা এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা। আর ঐ সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান ব্যতীত খলীফার এ দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর নয়, যে গুলোর উপর তাঁকে কার্য-নির্বাহক করা হয়েছে এবং যে গুলোর ফয়সালা তাঁকে দিতে হবে।

মাস্আলাঃ আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশ্তাদের উপর হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হিসেবে 'ইল্ম' (জ্ঞান)-কেই প্রকাশ করেছেন।

এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, নামসমূহের জ্ঞান (ইল্ম-ই-আস্মা) অর্জন করা নির্জনে ও একাকীভাবে ইবাদতের চাইতে অধিকতর উত্তম।

৩১. এবং আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে যাবতীয় (বস্তুর) নাম শিক্ষা দিলেন (৫৬) অতঃপর সমুদয় (বস্তু) ফিরিশ্তাদের সামনে উপস্থাপন করে এরশাদ করলেন, 'সত্যবাদী হলে এসব বস্তুর নাম বলো তো (৫৭)!'

৩২. (তারা) বললো, 'পবিত্রতা আপনারই, আমাদের কোন জ্ঞান নেই, কিন্তু (ততটুকুই) যতটুকু আপনি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। নিশ্চয় আপনিই জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময় (৫৮)।'

৩৩. তিনি এরশাদ করলেন, 'হে আদম! বলে দাও তাদেরকে সমুদয় (বস্তুর) নাম।' যখন তিনি (অর্থাৎ আদম) তাদেরকে সমুদয় বস্তুর নাম বলে দিলেন (৫৯) এরশাদ করলেন, 'আমি কি (একথা) বলছিলাম না যে, আমি জানি আস্মানসমূহ এবং যমীনের সমস্ত গোপন (অদৃশ্য) বস্তু সম্পর্কে এবং আমি জানি যা কিছু তোমরা প্রকাশ করছো এবং যা কিছু তোমরা গোপন করছো (৬০)?

৩৪. এবং (স্মরণ করুন!) যখন আমি ফিরিশ্তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলাম, 'তোমরা আদমকে সাজদা করো।' তখন সবাই সাজদা করেছিলো, ইব্লীস্ ব্যতীত; সে অমান্যকারী হলো ও অহংকার করলো এবং কাফির হয়ে গেলো (৬১)।

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ
عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِيْ
بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣١﴾

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا
عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٢﴾

قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّآ
اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ
لَّكُمْ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا
كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٣٣﴾

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ
فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۫ وَ
كَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٤﴾

মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে এটাও প্রমাণিত হলো যে, নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম) ফিরিশ্তাকুল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

টীকা-৫৮. এর মধ্যে ফিরিশ্তাদের পক্ষ থেকে তাঁদের অক্ষমতা ও অপূর্ণতার স্বীকারোক্তি এবং এ কথারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে যে, তাঁদের প্রশ্ন (আদম সৃষ্টির হিকমত সম্পর্কে) জানার আগ্রহ হিসেবে ছিলো, আপত্তি হিসেবে নয়। আর এখন তাঁরা মানুষের মহত্ব এবং তাঁর সৃষ্টির হিকমত সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন, যা তাঁরা পূর্বে জানতেন না।

টীকা-৫৯. অর্থাৎ হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম) প্রত্যেক বস্তুর নাম ও সৃষ্টির গূঢ় রহস্য বর্ণনা করেছেন (তখন আল্লাহ্ তা'আলা)

টীকা-৬০. ফিরিশ্তাগণ যে কথাটা প্রকাশ করেছিলেন তা ছিলো– 'মানুষ ফিৎনা-ফ্যাসাদ এবং রক্তপাত করবে।' আর যে কথাটা গোপন করেছিলেন, তা ছিলো– 'খলিফা হবার যোগ্য শুধু তাঁরা নিজেরাই এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁদের চেয়ে অধিক উত্তম ও জ্ঞানী কোন মাখ্লুক সৃষ্টি করবেন না।'

মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে মানুষের আভিজাত্য এবং জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। আর একথাও (প্রমাণিত হয়) যে, শিক্ষাদানের সম্বন্ধ আল্লাহ তা'আলার প্রতি করা শুদ্ধ, যদিও তাঁকে 'শিক্ষক' নামে অভিহিত করা যায়না। কেননা, 'শিক্ষক' পেশাদার শিক্ষাদাতাকে বলা হয়।

মাস্আলাঃ এ থেকে একথাও জানা যায় যে, সমস্ত শব্দ ও ভাষা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই প্রদত্ত।

মাস্আলাঃ এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, ফিরিশ্তাদের জ্ঞান ও পূর্ণতাগুলো ক্রমবর্দ্ধিত হয়।

টীকা-৬১. আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-কে সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর নমুনা (موجودات) এবং রূহানী জগত ও শরীর জগতের 'সমষ্টি' করে সৃষ্টি করেছেন। আর (তাঁকে) ফিরিশ্তাদের জন্য পূর্ণতাগুলো অর্জনের মাধ্যম করেছেন। অতঃপর তাঁদেরকে হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-কে সাজদা করার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা, এতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার এবং নিজেদের মন্তব্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

★ ইলহামঃ অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যা ইঙ্গিত করা হয়।

www.sunnibarta.com

কোন কোন তাফসীরকারের অভিমত হচ্ছে– আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-কে সৃষ্টি করার পূর্বেই ফিরিশ্তাদেরকে (তাঁকে) সাজদা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁদের দলীল হচ্ছে নিম্নলিখিত আয়াত শরীফ– فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ۝ (অর্থাৎঃ 'যখন আমি তাঁকে সুঠাম করবো এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করবো, তখন তোমরা তাঁর প্রতি সাজদাবনত হয়ো!'–সূরা সোয়াদ) (বায়দাভী শরীফ)

সাজদার নির্দেশ সমস্ত ফিরিশ্তাকেই দেয়া হয়েছিলো। এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত। (খাযিন)

মাস্আলাঃ সাজদা দু'প্রকার। যথা– (১) 'সাজদা-ই-ইবাদত', যা ইবাদতের উদ্দেশ্যেই করা হয় এবং (২) 'সাজদা-ই-তাহিয়্যাহ্', যাতে সাজদাকৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাই উদ্দেশ্য হয়; ইবাদত নয়।

মাস্আলাঃ 'সাজদা-ই-ইবাদত' আল্লাহ্ তা'আলার জন্য খাস্; তা অন্য কারো জন্য হতে পারে না। এমনকি কোন শরীয়তেই তা জায়েয ছিলো না। এ আয়াতে যেসব তাফসীরকারক (সাজদাহ্ দ্বারা) 'সাজদা-ই-ইবাদত'-এর কথা বুঝিয়েছেন, তাঁরা বলেন, "সাজদা আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই নির্দিষ্ট ছিলো আর হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-কে ক্বিবলা করা হয়েছিলো মাত্র। সুতরাং হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম) ছিলেন مَسْجُوْدٌ اِلَيْهِ (যার দিকে সাজদা করা হয়); مَسْجُوْدٌ لَهٗ (যাঁর উদ্দেশ্যে সাজদা করা হয়) নন।" কিন্তু এ অভিমত দুর্বল। কেননা, এ সাজদা দ্বারা হযরত আদম (আমাদের নবী ও এ নবীর উপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য ছিলো। আর مَسْجُوْدٌ اِلَيْهِ (যাঁর দিকে সাজদা করা হয় অর্থাৎ ক্বিবলা) সাজদাকারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। যেমন, কা'বা মু'আয্যামাহ্ হুযূর সৈয়্যদে আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ক্বিবলা ও مَسْجُوْدٌ اِلَيْهِ ; অথচ হুযূর (দঃ) কা'বা থেকেও শ্রেষ্ঠ।

অন্য অভিমত হলো– এখানে 'সাজদা-ই-ইবাদত' ছিলোনা; বরং 'সাজদা-ই-তাহিয়্যাহ'-ই ছিলো। আর ঐ সাজদা শুধু হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর জন্যই ছিলো। মাটির উপর কপাল রেখেই তা করা হয়েছিলো; শুধু মাথা নত করে নয়। এটাই সঠিক ও অধিকাংশের অভিমত। (মাদারিক)

মাস্আলাঃ 'সাজদা-ই-তাহিয়্যাহ্' (বা সম্মান প্রদর্শনার্থে সাজদা) পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে জায়েয ছিলো। আমাদের শরীয়তে রহিত (মান্সূখ্) হয়ে গেছে। এখন কারো জন্য তা জায়েয নয়। কেননা, যখন হযরত সালমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু) হুযূর আক্বদাস (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে সাজদা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন, তখন হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "মাখ্লূকের জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সাজদা করা উচিত নয়।" (মাদারিক)

৩৫. এবং আমি এরশাদ করলাম, 'হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী এ জান্নাতে অবস্থান করো এবং খাও এখানে কোন বাধা-বিঘ্ন ব্যতিরেকেই, যেখানে তোমাদের মন চায়; কিন্তু এ গাছের নিকটে যেওনা (৬২)! গেলে, (তোমরা) সীমা অতিক্রমকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে (৬৩)।'

وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۪ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

ফিরিশতাদের মধ্যে সর্বপ্রথম সাজদাকারী হলেন– হযরত জিব্রাঈল অতঃপর হযরত মীকাঈল, অতঃপর হযরত ইস্রাফীল, অতঃপর হযরত আয্রাঈল, অতঃপর আল্লাহ্র নৈকট্যধন্য ফিরিশ্তাগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)।

এ সাজদা জুমু'আর দিন সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলার সময় থেকে' আসর' পর্যন্ত করা হয়েছিলো। এক অভিমত এটাও আছে যে, আল্লাহ্র নৈকট্যধন্য ফিরিশ্তারা একশ বছর, আর অন্য অভিমতে, পাঁচশ বছর সাজদারত ছিলেন। (কিন্তু) শয়তান সাজদা করেনি এবং সে অহংকারবশতঃ এ বিশ্বাসই পোষণ করতে থাকে যে, সে হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম) থেকেও শ্রেষ্ঠ। তাকে সাজদার নির্দেশ দেয়া হিকমতের পরিপন্থী। (মা'আযাল্লাহি তা'আলা।) এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণে সে কাফির হয়ে গেছে।

মাস্আলাঃ আয়াত শরীফে এ কথার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম) ফিরিশ্তাকুল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এ কারণেই তাঁকে তাঁদের দ্বারা সাজদা করানো হয়েছে।

মাস্আলাঃ অহংকার অতীব মন্দ। এতে কখনো অহংকারী ব্যক্তির কার্যকলাপ 'কুফর' পর্যন্ত পৌঁছে যায়। (বায়দাভী ও জুমাল)

টীকা-৬২. এটা দ্বারা গম কিংবা আঙ্গুর ইত্যাদি গাছের কথা বুঝানো হয়েছে। (জালালায়ন)

টীকা-৬৩. ' ظُلْمٌ ' (যুলুম) শব্দের অর্থ হচ্ছে কোন বস্তুকে অনুপযুক্ত স্থানে স্থাপন করা। এটা নিষিদ্ধ। আর নবীগণ হলেন– 'মা'সুম' বা নিষ্পাপ। তাঁদের দ্বারা গুনাহ্ সম্পাদিত হয়না। (সুতরাং) এখানে 'যুলুম' (ظلم) মানে হচ্ছে– 'অধিকতর উত্তম কাজের পরিপন্থী করা' মাত্র (خلاف اولٰی)।

মাস্আলাঃ নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-কে 'যালিম' বলা তাঁদের অবমাননা করার শামিল এবং কুফর। যে কেউ এরূপ বলবে সে কাফির হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা মালিক ও মুনিব। তিনি যা চান এরশাদ করেন। এতে তাঁর ইজ্জত ও মহত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। অন্যের কি অবকাশ আছে যে, সে আদব বা শালীনতা-বিবর্জিত কথা মুখে উচ্চারণ করবে এবং আল্লাহ্র 'সম্বোধন'কে স্বীয় দুঃসাহসের জন্য সনদ বানাবে? (আল্লাহ্) আমাদেরকে তাঁদের (নবীগণ) সম্মান, আদব ও আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের উপর এটাই অপরিহার্য।

www.sunnibarta.com

টীকা-৬৪. শয়তান কোন মতে, হযরত আদম ও হাওয়া (আলায়হিমাস্ সালাম)-এর নিকট পৌঁছে বললো, "আমি কি আপনাদেরকে 'শাজরাতুল খুল্দ' বা এমন একটা গাছের কথা বলবো, যার ফল আহার করলে জান্নাতে চিরস্থায়ী হওয়া যায়?" হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম তা প্রত্যাখ্যান করলেন। সে (শয়তান) তখন শপথ করে বললো, "আমি আপনাদের হিতকাঙ্ক্ষী।" তাঁদের ধারণা ছিলো আল্লাহ্ পাকের নামে মিথ্যা শপথ কে করতে পারে? সুতরাং এ ধারণার ভিত্তিতে হযরত হাওয়া (আলায়হাস্ সালাম) সেই গাছের কিছু ফল আহার করলেন অতঃপর হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-কে দিলেন। তিনিও আহার করলেন। হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর ধারণা ছিলো যে, لَا تَقْرَبَا (তোমরা ঐ গাছের কাছে যেওনা!)-এর নিষেধটা تنزيهى (মাকরূহ তানযীহী) নির্দেশক, تحريمى বা 'হারাম নির্দেশক' নয়। কেননা, তিনি যদি তা تحريمى বা 'হারাম জ্ঞাপক' মনে করতেন, তবে কখনো এরূপ করতেন না। কেননা, নবীগণ মা'সূম বা নিষ্পাপ। এখানে হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর ইজ্তিহাদ (সত্য সন্ধানে চরম প্রচেষ্টা)-এ ত্রুটি হয়েছে মাত্র এবং 'ইজতিহাদ'-এ ত্রুটি হলে নির্দেশ অমান্যজনিত কোন গুনাহ্ হয়না।

টীকা-৬৫. হযরত আদম ও হাওয়া (আলায়হিমাস্ সালাম) এবং তাঁদের বংশধরগণকে; যারা তাঁদের ঔরসে ছিলো, জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নেমে আসার নির্দেশ দেয়া হলো। হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম) চরন্দ্বীপের (শ্রীলংকা) পর্বতমালার উপর এবং হযরত হাওয়া (আলায়হাস্ সালাম) জিদ্দায় অবতীর্ণ হন। (খাযিন)

হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর বরকতে পৃথিবীর গাছসমূহে পবিত্র খুশ্বু সৃষ্টি হলো। (রূহুল বয়ান)

টীকা-৬৬. এ থেকে বয়সের শেষ সময় অর্থাৎ মৃত্যুর মুহূর্তের কথাই প্রতিভাত হয়। আর হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর জন্য এ সুসংবাদই রয়েছে যে, তাঁকে দুনিয়াতে শুধু এতটুকু সময়ের জন্য বসবাস করতে হবে। অতঃপর পুনরায় তিনি জান্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করবেন এবং তাঁর বংশধরদের জন্যও তাদের পরকালের সংবাদ রয়েছে। অর্থাৎ তাদের পার্থিব জীবন সীমিত সময়ের জন্য। তাদের জীবনের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার পর তাদেরকে পুনরায় পরকালের দিকে ফিরে যেতে হবে।

৩৬. অতঃপর শয়তান জান্নাত থেকে তাদের পদস্খলন ঘটালো এবং যেখানে ছিলো সেখান থেকে তাঁদেরকে আলাদা করে দিলো (৬৪)। আর আমি এরশাদ করলাম, '(তোমরা) নীচে নেমে যাও (৬৫)! তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু; এবং তোমাদেরকে একটা (নির্দ্ধারিত) সময়সীমা পর্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান ও জীবিকা অবলম্বন করতে হবে (৬৬)।'	فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ إِلٰى حِيْنٍ ﴿٣٦﴾
৩৭. অতঃপর শিখে নিলেন আদম আপন প্রতিপালকের নিকট থেকে কিছু কলেমা (বাণী)। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর তাওবা কবূল করলেন (৬৭)। নিশ্চয় তিনিই অত্যন্ত তাওবা কবূলকারী, দয়ালু।	فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۗ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٣٧﴾

টীকা-৬৭. হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম) পৃথিবীতে আসার পর তিনশ বছর পর্যন্ত লজ্জায় আস্মানের দিকে মাথা উঠান নি। যদিও হযরত দাউদ (আলায়হিস্ সালাম) অধিক ক্রন্দনকারী ছিলেন; তাঁর অশ্রু সমস্ত দুনিয়াবাসীর অশ্রু অপেক্ষাও অধিক ছিলো, কিন্তু হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম) এতো বেশী ক্রন্দন করেছিলেন যে, তাঁর চোখের পানির পরিমাণ হযরত দাউদ (আলায়হিস্ সালাম) সহ সমস্ত দুনিয়াবাসীর চোখের পানির পরিমাণ অপেক্ষাও অধিক হয়েছিলো। (খাযিন)

ইমাম তাব্রানী, হাকিম, আবূ না'ঈম এবং বায়হাক্বী প্রমুখ হযরত আলী মুরতাদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু) থেকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সূত্রে (مرفوعًا) বর্ণনা করেছেন যে, যখন হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর এ কাজের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা হলো তখন তিনি তাওবার চিন্তায় অস্থির ছিলেন। দুশ্চিন্তার এ অবস্থায় তাঁর স্মরণ হলো- "সৃষ্টির সন্ধিক্ষণে আমি মাথা উঠিয়ে দেখেছিলাম, আরশের উপর লিখা আছে- لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ ; আমি বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহ তা'আলার দরবারে সেই উন্নত মর্যাদা অন্য কারো ভাগ্যে জোটেনি, যা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে প্রদান করা হয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পবিত্র নাম স্বীয় বরকতময় নামের সাথে আরশের উপর লিপিবদ্ধ করেছেন।" অতএব, তিনি (হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম) স্বীয় প্রার্থনায় رَبَّنَا ظَلَمْنَا الاٰية। (রব্বানা যালামনা-আল-আয়াত) পাঠ করে এ প্রার্থনা করেছিলেন- اَسْئَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ اَنْ تَغْفِرَ لِىْ (অর্থাৎঃ হে প্রতিপালক! আমি আপনার নিকট হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামেরই ওসীলায় ক্ষমা প্রার্থনা করছি।) হযরত ইবনে মুন্যিরের বর্ণনায় এ বাক্যের উল্লেখ রয়েছে- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِجَاهِ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَكَرَامَتِهٖ عَلَيْكَ اَنْ تَغْفِرَ لِىْ ; অর্থাৎ "হে প্রতিপালক! আমি আপনার নিকট আপনারই খাস বান্দা মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহা মর্যাদার ওসীলায় এবং তাঁর সম্মানের মাধ্যমে, যা আপনার দরবারে রয়েছে, ক্ষমা প্রার্থনা করছি।" এ প্রার্থনা করা মাত্রই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন।

মাস্আলাঃ এ বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর দরবারে মাকবূল বান্দাদের ওসীলা বা মাধ্যম সহকারে, যেমন بِجَاهِ فُلَانٍ، بِحَقِّ فُلَانٍ (অমুকের ওসীলার বা মাধ্যমে) দোয়া-প্রার্থনা করা জায়েয এবং হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর সুন্নাত (তরীক্বা)।

মাস্আলাঃ আল্লাহ তা'আলার উপর কারো হক বা প্রাপ্য ওয়াজিব হয়না। কিন্তু তিনি আপন মাকবূল বান্দাদেরকে স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহ দ্বারা তাঁদের হক

www.sunnibarta.com

বা প্রাপ্য দান করেন। এ 'অনুগ্রহময় হক'-এর ওসীলা নিয়ে প্রার্থনা করা যায়। বিশুদ্ধ হাদীস শরীফসমূহ সূত্রেই এ 'হক' প্রমাণিত। যেমন, হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে- مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّدْخِلَهُ الْجَنَّةَ

(অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর এবং তাঁর রসূলের উপর ঈমান এনেছে, নামায কায়েম করেছে, অতঃপর রমযানের রোযা পালন করেছে, তার জন্য আল্লাহ্‌র কৃপায়, এ হকই নির্দ্ধারিত হয়ে গেলো যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।)

হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের তাওবা ১০ই মুহর্‌রম কবূল হয়েছিলো। জান্নাত থেকে বের করার সময় অন্যান্য নি'মাত বা অনুগ্রহের সাথে সাথে আরবী ভাষাও তাঁর নিকট থেকে লুপ্ত করা হয়েছিলো। তখন আরবীর পরিবর্তে তাঁর বরকতময় মুখে 'সুরিয়ানী' ভাষা জারী করা হয়। তাওবা কবূল হওয়ার পর পুনরায় তাঁকে আরবী ভাষা প্রদান করা হয়। (ফত্‌হুল আযীয)

মাস্‌আলাঃ তাওবার মূল অর্থ- 'আল্লাহ্‌র প্রতি ফিরে আসা।' এর তিনটি মৌলিক উপাদান রয়েছে- (১) স্বীয় অপরাধ স্বীকার করা, (২) তজ্জন্য লজ্জিত হওয়া এবং (৩) তা পরিহার করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা। গুনাহ্ যদি প্রতিকারযোগ্য হয় তবে তার প্রতিকার করাও বাঞ্ছনীয়। উদাহরণ স্বরূপ, নামায পরিত্যাগকারীর তাওবার জন্য বিগত নামাযসমূহের কাযা দেয়াও জরুরী।

তাওবার পরক্ষণে হযরত জিব্রাঈল (আলায়হিস্ সালাম) পৃথিবীর সমস্ত জীব-জন্তুর উদ্দেশ্যে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর খিলাফতের ঘোষণা দিলেন এবং সবার উপর তাঁর আনুগত্য অপরিহার্য হবার হুকুম শুনিয়ে দিলেন। সবাই তাঁর আনুগত্যের স্বীকৃতি দিয়েছিলো। (ফত্‌হুল আযীয)

টীকা-৬৮. এটা নেক্‌কার মু'মিনদের জন্য একটা সুসংবাদ। অর্থাৎ না তাঁদের মহাপ্রলয়ের দিনে কোন ভয় থাকবে, না আখিরাতের কোন দুঃখ (থাকবে)। তাঁরা নিশ্চিন্তে বেহেশতে প্রবেশ করবেন।

টীকা-৬৯. 'ইস্রাঈল' অর্থ 'আবদুল্লাহ' (আল্লাহ্‌র বান্দা); হিব্রু (عبرى) ভাষার শব্দ। এটা হযরত য়া'কূব আলায়হিস্ সালাম-এর উপাধি। (মাদারিক)।

তফসীরকার কালবী বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا (অর্থাৎ হে মানব জাতি! তোমরা ইবাদত করো .....) এরশাদ করে প্রথমে সমস্ত মানুষকে সাধারণভাবে আহ্বান জানিয়েছেন। তারপর اِذْ قَالَ رَبُّكَ (স্মরণ করুন! যখন আপনার প্রভু এরশাদ করেছেন) এরশাদ করে তাদের প্রারম্ভিক অবস্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বিশেষভাবে বনী ইস্রাঈলকে আহ্বান করেছেন। এরা হচ্ছে ইহুদী সম্প্রদায় আর এখান থেকে سَيَقُوْلُ পর্যন্ত তাদের সম্পর্কে বর্ণনা অব্যাহত রয়েছে। কখনো দয়ার সুরে পুরস্কারের কথা স্মরণ করিয়ে (সত্যের দিকে) আহ্বান করা হয়, কখনো ভীতি প্রদর্শন করা হয়, কখনো প্রমাণ দাঁড় করানো হয়, কখনো তাদের অপকর্মের জন্য তিরস্কার করা হয়, আবার কখনো পূর্ববর্তী বিভিন্ন শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়।

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮. আমি এরশাদ করলাম, 'তোমরা সবাই জান্নাত থেকে নেমে যাও! অতঃপর পরে যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হিদায়ত আসে, তবে যে ব্যক্তি আমার সেই হিদায়তের অনুসারী হবে, তার জন্য না কোন ভয়, (এবং) না কোন দুঃখ থাকবে (৬৮)।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯. আর সেসব লোক, যারা কুফর করবে এবং আমার নির্দেশনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, তারা হলো দোযখবাসী, তাদেরকে সেখানেই সর্বদা থাকতে হবে।

রুকূ' - পাঁচ

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ﴿٤٠﴾

৪০. হে য়া'কূবের বংশধরগণ (৬৯)! (তোমরা) স্মরণ করো আমার ঐ অনুগ্রহকে, যা আমি তোমাদের উপর করেছি (৭০) এবং আমার অঙ্গীকার পূরণ করো। আমিও তোমাদের অঙ্গীকার পূরণ করবো (৭১) এবং বিশেষ করে, আমারই ভয় (অন্তরে) রাখো (৭২)।

টীকা-৭০. এ অনুগ্রহ যে, তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে ফিরআউন থেকে মুক্তি দিয়েছেন, সাগর ফাঁক করেছেন এবং মেঘকে ছায়াদানকারী করেছেন। তাছাড়া, অন্যান্য অনুগ্রহরাজি, যেগুলোর বর্ণনা সামনে আসছে, সেগুলো স্মরণ করো! 'স্মরণ করা'র মানে হচ্ছে- 'আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য ও বন্দেগীর মাধ্যমে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।' কেননা, কোন নি'মাতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করাই সে নি'মাতকে ভুলে যাবার নামান্তর মাত্র।

টীকা-৭১. অর্থাৎ তোমরা ঈমান ও আনুগত্য বজায় রেখে আমার অঙ্গীকার পূরণ করো, (ফলতঃ) আমি প্রতিদান ও সাওয়াব দান করে তোমাদের অঙ্গীকার পূরণ করবো। সে অঙ্গীকারের বর্ণনা নিম্নলিখিত আয়াতে রয়েছে- وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ (অর্থাৎ এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইস্রাঈল সম্প্রদায় থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন।)

টীকা-৭২. মাস্‌আলাঃ এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্‌র নি'মাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং অঙ্গীকার পূরণ করা অপরিহার্য হবার বর্ণনা রয়েছে। এ কথারও যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুকে ভয় করা মু'মিনের উচিত নয়।

www.sunnibarta.com

وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ ۪ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۫ وَّاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ ﴿٤١﴾

৪১. এবং (তোমরা) ঈমান আনো সেটার উপর, যা আমি অবতীর্ণ করেছি সেটারই সমর্থকরূপে যা তোমাদের সাথে আছে এবং সর্বপ্রথম সেটার অস্বীকারকারী হয়োনা (৭৩)। আর আমার আয়াতগুলোর বিনিময়ে স্বল্পমূল্য গ্রহণ করো না (৭৪) এবং শধু আমাকেই ভয় করো।

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪২. এবং সত্যের সাথে বাতিলকে মিশ্রিত করোনা ও দেখে-জেনে সত্যকে গোপন করোনা।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. এবং নামায কায়েম রাখো ও যাকাত দাও এবং যারা রুকূ' করে তাদের সাথে রুকূ' করো (৭৫)।

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. তোমরা কি মানুষকে সৎ কর্মের নির্দেশ দিচ্ছো এবং নিজেদের আত্মাগুলোকে ভুলে বসছো? অথচ তোমরা কিতাব পড়ছো। তবুও কি তোমাদের বিবেক নেই (৭৬)?

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫. এবং ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। এবং নিশ্চয় নামায অবশ্যই ভারী, কিন্তু তাদের জন্য (নয়), যারা আন্তরিকভাবে আমার প্রতি বিনীত হয় (৭৭);

টীকা-৭৩. অর্থাৎ ক্বোরআন পাক, তাওরীত এবং ইঞ্জীলের উপর, যেগুলো তোমাদের সাথে রয়েছে, ঈমান আনো এবং কিতাবীদের মধ্যে প্রথম কাফির হয়োনা, যেন তোমাদের অনুসরণ করে যারা 'কুফর' অবলম্বন করবে তাদের শাস্তিও তোমাদের উপর না বর্তায়।

টীকা-৭৪. এ সব আয়াত দ্বারা তাওরীত ও ইঞ্জীলের ঐসব আয়াতের কথা বুঝানো হয়েছে, যে গুলোতে হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর না'ত (প্রশংসা) ও গুণাবলীর বর্ণনা রয়েছে। অর্থাৎ হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রশংসা পার্থিব ধন-দৌলতের লিপ্সার বশীভূত হয়ে গোপন করোনা। কেননা, পার্থিব মাল-দৌলত নগন্য মূল্যস্বরূপ এবং আখিরাতের মুকাবিলায় অতি তুচ্ছ।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ কা'আব ইব্নে আশ্‌রাফ এবং ইহুদী সম্প্রদায়ের অন্যান্য আলিম (!) ও নেতৃবৃন্দের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা স্বীয় সম্প্রদায়ের মূর্খ ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের নিকট থেকে টাকা-পয়সা উশুল করে নিতো এবং তাদের উপর বার্ষিক কর নির্দ্ধারণ করতো। আর তারা উৎপাদনের ফলমূল ও নগদ টাকায়ও নিজেদের 'প্রাপ্য' (?) নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলো। তারা এ আশঙ্কা বোধ করেছিলো যে, তাওরীত শরীফে হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর যে প্রশংসা ও গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে সেগুলো যদি তারা প্রকাশ করে দেয়, তবে তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর ঈমান এনে বসবে এবং তাদের আর কোন খোঁজখবর নেয়া হবে না; আর এসব সুযোগ-সুবিধাও তারা হারাতে থাকবে। এ জন্য তারা তাদের কিতাবগুলোতে পরিবর্তন করলো এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রশংসাজ্ঞাপক বাক্যগুলো বদলে ফেললো। যখন তাদেরকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করতো– 'তাওরীতে হুযূর (দঃ)-এর কি কি গুণাবলীর উল্লেখ আছে!' তখন তারা সেগুলো গোপন করে বসতো এবং কখনো কিছুই বলতো না। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। (খাযিন ইত্যাদি)

টীকা-৭৫. এ আয়াতে নামায ও যাকাত ফরয হবার বর্ণনা রয়েছে। আর এ দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, নামাযসমূহ সেগুলোর করণীয় বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং 'আরকান' বা মৌলিক কার্যাদি যথাযথভাবে পালন করে, সম্পন্ন করো!

মাস্‌আলাঃ (এতে) জমা'আতের প্রতিও উৎসাহিত করা হয়েছে। হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে– জমা'আতের সাথে নামায পড়া একাকী পড়ার চাইতে সাতাশগুণ অধিক ফযীলত রাখে।

টীকা-৭৬. শানে নুযূলঃ ইহুদী সম্প্রদায়ের আলিমদের (!) নিকট তাদের মুসলিম আত্মীয়-স্বজনেরা দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তারা বললো, "তোমরা সে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো! হুযূর সৈয়্যদে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বীন সঠিক এবং তাঁর বাণী সত্য।" এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

অন্য এক অভিমত হলো– এ আয়াত শরীফ ঐসব ইহুদীর প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা আরবের মুশরিকদের (অংশীবাদীগণ)-কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবের সুসংবাদ দিয়েছিলো এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করার প্রতি হিদায়ত করেছিলো। অতঃপর যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হলেন তখন এসব হিদায়তকারী নিজেরাই হিংসার বশীভূত হয়ে কাফির হয়ে গেলো। এ জন্য তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে। (খাযিন ও মাদারিক)

টীকা-৭৭. অর্থাৎ প্রয়োজন বা সমস্যার ক্ষেত্রে ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। সুব্‌হানাল্লাহ! কেমন পবিত্র শিক্ষা! 'সবর' (ধৈর্য) সব মুসীবতের চরিত্রগত মুকাবিলা; এটা ছাড়া মানুষ ন্যায় বিচার, দৃঢ়তা ও সত্যপরায়ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না।

সবর তিন প্রকার। যথাঃ (১) কঠিন বিপদে নিজেকে স্থির রাখা, (২) ইবাদত-বন্দেগীর কষ্ট অটলভাবে সহ্য করা এবং (৩) গুনাহ্‌র দিকে ধাবিত হওয়া

www.sunnibarta.com

থেকে নিজ সত্তাকে বিরত রাখা। কোন কোন মুফাস্‌সির এখানে উল্লেখিত 'সবর'-এর অর্থ রোযা বলেও অভিমত প্রকাশ করেছেন। কারণ, এটাও সবরের পর্যায়ভুক্ত।

এ আয়াতে বিপদের সময় নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কেননা, তা (নামায) শারীরিক ও আত্মিক উভয় প্রকার ইবাদতেরই ধারক। আর এতে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জিত হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্মুখে উপস্থিত হলে নামাযে মশগুল হয়ে যেতেন।

এ আয়াতে একথাও বলা হয়েছে যে, সত্যনিষ্ঠ মু'মিনগণ ব্যতীত অন্যান্যদের উপর নামায কঠিন কাজ।

টীকা-৭৮. এ আয়াতে সুসংবাদ রয়েছে যে, আখিরাতে মু'মিনগণ আল্লাহ্‌র দীদার বা সাক্ষাৎরূপী নি'মাত লাভ করবেন।

টীকা-৭৯. (এখানে) اَلْعٰلَمِيْنَ (আল্-'আলামীন)-এর ব্যাপকতা (استغراق) প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত নয়। (অর্থাৎ– বনী ইস্‌রাঈলের শ্রেষ্ঠত্ব পৃথিবীর, সৃষ্টির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, সবার উপর নয়; বরং) এর অর্থ হচ্ছে– (আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, "হে বনী ইসরাঈল!) আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে তাদের যুগের সবার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।"

অথবা আয়াতে আংশিক শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হয়েছে, যাতে অন্য কোন উম্মতের শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করা না হয়। এ জন্যই উম্মতে মুহাম্মদীর প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে– كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ অর্থাৎঃ "তোমরা হলে শ্রেষ্ঠতম উম্মত।" (রূহুল বয়ান ও জুমাল ইত্যাদি)

টীকা-৮০. সেটা হলো রোজ ক্বিয়ামত। আয়াতের মধ্যে نَفْسٌ (আত্মা)-এর কথা দু'বার উল্লেখিত হয়েছে। প্রথমটি দ্বারা মু'মিনদের 'নাফ্‌স' এবং দ্বিতীয়টি দ্বারা কাফিরদের 'নাফ্‌স' বুঝানো হয়েছে। (মাদারিক)

টীকা-৮১. এখান থেকে রুকূ'র শেষ পর্যন্ত দশটা অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো বর্তমানকার বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষগণ লাভ করেছিলো।

টীকা-৮২. 'ক্বিব্‌তী' ও 'আমালীক্ব' সম্প্রদায় থেকে যে-ই মিশরের বাদশাহ্ হয়েছিলো তাকেই 'ফিরআউন' বলা হয়। হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর যুগের ফিরআউনের নাম 'ওয়ালীদ ইবনে মাস্'আব ইবনে রাইয়্যান' ছিলো। এখানে তারই কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তার বয়স চারশ বছরেরও অধিক ছিলো।

الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬. যাদের অন্তরে এ দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, তাদেরকে আপন প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে এবং তাঁরই দিকে যেতে হবে (৭৮)।

চতুর্থাংশ

রুকূ' - ছয়

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. হে য়া'কূবের বংশধরগণ! স্মরণ করো, আমার সেই অনুগ্রহকে যা আমি তোমাদের উপর করেছি। আর এ কথাও যে, আমি এ সমগ্র যুগের উপর তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি (৭৯)।

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮. এবং ভয় করো ঐ দিনকে, যেদিন কোন আত্মা অন্য কারো বিনিময় হতে পারবে না (৮০) এবং না (কাফিরদের পক্ষে) কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে এবং না কোন কিছু নিয়ে (তার) আত্মাকে মুক্তি দেয়া হবে এবং না তারা কোন প্রকার সাহায্য পাবে (৮১)।

وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ۭ وَفِيْ ذٰلِكُمْ

৪৯. এবং (স্মরণ করো)! যখন আমি তোমাদেরকে ফিরআউনী সম্প্রদায় থেকে নিষ্কৃতি দান করেছি (৮২), যারা তোমাদেরকে মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিতো (৮৩); তোমাদের পুত্রদেরকে যবেহ করতো আর তোমাদের কন্যাদেরকে জীবিত রাখতো (৮৪); এবং এর মধ্যে তোমাদের

আর 'আল্-ই-ফিরআউন' বলে ফিরআউনের অনুসারীদের কথা বুঝানো হয়েছে। (জুমাল ইত্যাদি)

টীকা-৮৩. 'আযাব' (যন্ত্রণা) তো সবই মন্দ (মর্মান্তিক) হয়ে থাকে। (আয়াতে) سُوْٓءُ الْعَذَابِ (মর্মান্তিক যন্ত্রণা) বলে সেটাই বুঝানো হয়েছে, যা অন্যান্য যন্ত্রণা অপেক্ষা অধিকতর কঠিন ও মর্মান্তিক হবে। এ জন্যই হযরত অনুবাদক (আ'লা হযরত কুদ্দিসা সির্‌রুহু) ' بدا عذاب ' (মর্মান্তিক যন্ত্রণা) অনুবাদ করেছেন। (যেমন– তাফসীর-ই-জালালায়ন শরীফ ইত্যাদিতে রয়েছে।)

ফিরআউন বনী-ইস্রাঈল (সম্প্রদায়)-এর উপর অত্যন্ত নির্দয়ভাবে, কঠোর পরিশ্রম ও কষ্টকর কার্যাদি চাপিয়ে দিয়েছিলো। কঙ্করময় ভূমি কেটে মাটি বহন করতে করতে তাদের কোমর ও কাঁধ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিলো। গরীবদের উপর 'কর' (Tax) আরোপ করেছিলো, যা প্রত্যহ সূর্যাস্তের পূর্বেই জোরপূর্বক উশুল করে নেয়া হতো। যে নিঃস্ব ব্যক্তি কোন দিন কর আদায়ে অসমর্থ হতো, তার হাত দু'টি ঘাড়ের সাথে বেঁধে দেয়া হতো এবং সারা মাসই তাকে এই যন্ত্রণায় রাখা হতো। আরো নানা ধরণের নির্দয় নিপীড়ন চালানো হতো। (খাযিন ইত্যাদি)

টীকা-৮৪. ফিরআউন স্বপ্নে দেখলো– 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস'-এর দিক থেকে আগুন এসে তা সমগ্র মিশরকে অবরোধ করে সমস্ত ক্বিব্‌তী (ফিরআউনের

www.sunnibarta.com

সমর্থকগণ)-কে জ্বালিয়ে দিলো। বনী ইস্রাঈলের কোন ক্ষতি করলো না। এর ফলে তার মনে মহা আতঙ্কের সঞ্চার হলো। গণকগণ এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়ে বললো, "বনী ইস্রাঈলে এক সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, যে আপনার এবং আপনার সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হবে।" এটা শুনে ফিরআউন নির্দেশ দিলো– 'বনী ইস্রাঈলে যে সন্তানই জন্ম গ্রহণ করবে তাকে হত্যা করা হোক।' অনুসন্ধানের জন্য বহু ধাত্রী নিয়োগ করা হলো। বারো হাজার, অন্য বর্ণনা মতে, সত্তর হাজার নবজাতককে হত্যা করা হলো। আর নব্বই হাজার গর্ভপাত ঘটানো হলো।

আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়, তখন এ সম্প্রদায়ের (বনী-ইস্রাঈল) বৃদ্ধ লোকেরা দ্রুত মৃত্যুবরণ করতে লাগলো। ক্বিতবী সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ভীত হয়ে ফিরআউনের নিকট অভিযোগ করলো, "বর্তমানে বনী-ইস্রাঈলে মৃত্যুর হার খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। তদুপরি, তাদের শিশুদেরকেও হত্যা করা হচ্ছে। পরবর্তীতে আমরা সেবক পাবো কোথায়?" সুতরাং ফিরআউন নির্দেশ দিলো, 'এক বৎসর শিশু হত্যা করা হবে এবং এক বৎসর হত্যা মওকূফ থাকবে।'

অতঃপর যে বৎসর হত্যা মওকুফ ছিলো সে বৎসর হযরত হারূন (আলায়হিস্ সালাম) জন্মগ্রহণ করলেন। আর যে বৎসর পুনঃহত্যা চালু হলো সেই বৎসরই হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর জন্ম হলো।

টীকা-৮৫. 'বালা' পরীক্ষা করাকেই বলা হয়। পরীক্ষা যেমন অনুগ্রহ দ্বারা করা হয়, তেমনি কষ্ট এবং পরিশ্রম দ্বারাও। অনুগ্রহ-প্রাপ্তির সময় বান্দার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং মুসীবতের সময় তার ধৈর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যদি ذٰلِكُمْ দ্বারা ইঙ্গিত ফিরআউনের অত্যাচারগুলোর প্রতি হয়, তবে 'বালা' মানে হবে– 'পরিশ্রম' ও 'বিপদ'; আর যদি ঐসব নিপীড়ন থেকে নিষ্কৃতি প্রদানের প্রতি হয় তবে 'বালা' মানে হবে 'পুরস্কার'।

টীকা-৮৬. এটা দ্বিতীয় অনুগ্রহের বর্ণনা, যা বনী ইস্রাঈলের উপর করেছেন– তাদেরকে ফিরআউনী সম্প্রদায়ের যুলুম-অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন এবং ফিরআউনকে তার সম্প্রদায়সহ তাদের সামনে ডুবিয়ে মেরেছেন। এখানে 'আল-ই-ফিরআউন' মানে 'ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়' যেমন, (আয়াতাংশ 'كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ' (কার্‌রামনা বনী আ-দামা)-এর মধ্যে হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম) ও আদম-সন্তানগণ উভয়ই শামিল রয়েছে। (জুমাল)

সংক্ষিপ্ত ঘটনাঃ হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সলাম আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে, রাত্রি বেলায় বনী ইস্রাঈলকে নিয়ে মিশর থেকে রওনা দিলেন। ভোরে ফিরআউন তাদের তালাশে এক বিরাট সেনা-বাহিনীসহ অগ্রসর হলো এবং তাঁদেরকে সাগরের তীরে গিয়ে পেয়েছিলো। বনী ইস্রাঈল ফিরআউনের সৈন্যদের দেখে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের নিকট ফরিয়াদ করলো। তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশে সাগরে স্বীয় 'লাঠি' দ্বারা আঘাত করলেন। এর বরকতে মূল সাগরে বারোটা শুষ্ক রাস্তা তৈরী হয়ে গেলো। পানি দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে গেলো। সেই পানির দেয়ালসমূহে জালির ন্যায় আলোকময় ছিদ্রের সৃষ্টি হলো। বনী-ইস্রাঈলের প্রতিটি গোত্র ওসব রাস্তায় একে অপরকে দেখ্‌তে পেতো এবং পরস্পর কথোপকথন করতে করতে সাগর পার হয়ে গেলো।

প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক মহা 'বালা' ছিলো (অথবা মহা পুরস্কার) (৮৫)।

بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿٤٩﴾

৫০. এবং যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিধা-বিভক্ত (ফাঁক) করেছি, অতঃপর তোমাদেরকে রক্ষা করেছি। আর ফিরআউনী সম্প্রদায়কে তোমাদের চোখের সামনে ডুবিয়ে দিয়েছি (৮৬)।

وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٠﴾

ফিরআউন সাগরে রাস্তা দেখে সেগুলো দিয়ে চলতে আরম্ভ করলো। যখন তার সব সৈন্য সাগরের মাঝখানে নেমে আসলো তখন সাগর আপন অবস্থায় মিলিত হয়ে গেলো। ফলে সমস্ত ফিরআউনী সাগরে ডুবে গেলো। ঐ সাগরের প্রস্থ চার 'ফরসঙ্গ' ★। এ ঘটনাটা 'বাহ্‌রে ক্বুল্‌যম'-এ ঘটেছিলো; যা পারস্য সাগরের তীরের নিকটে অবস্থিত; কিংবা 'বাহ্‌রে মা-ওয়ারা-ই-মিশর' এ ঘটেছিলো। ওটা 'আসাফ' নামেও খ্যাত।

বনী-ইস্রাঈল সাগরের তীরে ফিরআউনীদের নিমজ্জিত হবার ঘটনা স্বচক্ষে দেখছিলো। এ ঘটনা মুহর্‌রমের ১০ তারিখে সংঘটিত হয়। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম ঐ দিন শোক্‌রিয়ার রোযা রেখেছিলেন। হুযূর সৈয়্যদে আলম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর যমানা পর্যন্ত ইহুদীরা এ দিনে রোযা রাখতো। হুযূর (দঃ)-ও এ দিবসে রোযা রেখেছেন। আর এরশাদ করেছেন, "হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর বিজয়ের খুশী উদ্‌যাপন এবং এর শোকরিয়া আদায় করার, আমরা ইহুদীদের চেয়েও অধিক হকদার।"

মাস্‌আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, আশুরার রোযা সুন্নাত।

মাস্‌আলাঃ এটাও বুঝা গেলো যে, নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর উপর আল্লাহ্‌র যেই অনুগ্রহ হয় তার 'স্মৃতিস্মারক' প্রতিষ্ঠা করা এবং শোক্‌র আদায় করা সুন্নাত।

মাস্‌আলাঃ একথাও প্রতিভাত হয় যে, এ ধরণের কার্যাদির জন্য তারিখ নির্দ্ধারণ করা রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এরই সুন্নাত।

মাস্‌আলাঃ এ কথাও বুঝা গেলো যে, নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর স্মৃতি যদি কাফিরগণও প্রতিষ্ঠা করতে থাকে তবুও তা বাদ দেয়া যাবে না।

★ এক ফরসঙ্গ = ৩ মাইল।

www.sunnibarta.com

টীকা-৮৭. ফিরআউন এবং ফিরআউনের অনুসারীরা ধ্বংস হবার পর যখন হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম) বনী ইস্রাঈলকে নিয়ে পুনরায় মিশরে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাঁর দরখাস্ত মোতাবেক আল্লাহ্ তা'আলা তাওরীত প্রদানের ওয়াদা দিলেন এবং তজ্জন্য সময়ও নির্দ্ধারণ করলেন; যার সময়সীমা ছিলো, বর্ধিত সময় সহকারে, একমাস দশদিন–পূর্ণ যিলক্বদ এবং যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন। হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম) আপন (বড়) ভাই হযরত হারূন (আলায়হিস্ সালাম)-কে স্বীয় গোত্রের মধ্যে আপন খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত করে তাওরীত হাসিল করার জন্য 'তূর পাহাড়'-এ তাশরীফ নিয়ে গেলেন। চল্লিশ রাত তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। এ দীর্ঘ সময়ে তিনি কারো সাথে কথাবার্তা বলেননি। আল্লাহ্ তা'আলা 'যবরজদী লওহ' (জবরজদ প্রস্তর ফলকসমূহ)-এর উপর লিখিত তাওরীত তাঁর প্রতি নাযিল করলেন।

এ দিকে 'সামেরী' স্বর্ণ ও মণিমুক্তা দ্বারা গো-বাছুর (প্রতিমা) তৈরী করে স্বীয় গোত্রের লোকদেরকে বললো, "এটা তোমাদের মা'বূদ বা উপাস্য।"★ তারা (গোত্রীয় লোকেরা) দীর্ঘ একমাস যাবৎ হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর জন্য অপেক্ষা করে সামেরীর প্রতারণার শিকার হয়ে গো-বাছুরের পূজা আরম্ভ করে দিলো। হযরত হারূন (আলায়হিস্ সালাম) এবং তাঁর বার হাজার অনুসারী ব্যতীত বনী ইস্রাঈল (সম্প্রদায়) -এর বাকী সব লোক ঐ গো-বাছুরের পূজা করেছিলো। (খাযিন)

টীকা-৮৮. তাদেরকে ক্ষমা করার ধরণ ছিলো এরূপঃ হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম) বলেছিলেন, "তাওবার প্রকৃতি এরূপ হবে যে, যারা গো-বাছুরের পূজা করেনি তারা পূজারীদেরকে কতল করবে, আর অপরাধকারীরাও স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্টচিত্তে ঐ হত্যার শাস্তি গ্রহণ করবে।" তারা এতে রাজি হয়েছিলো।

সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে সত্তর হাজার পূজারী নিহত হলো। তখন হযরত মূসা ও হযরত হারূন (আলায়হিমাস্ সালাম) অত্যন্ত বিনয় ও কান্না সহকারে আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করলেন। ওহী এলো, "যারা নিহত হয়েছে তারা শহীদের মর্যাদা লাভ করেছে। আর অবশিষ্ট দোষীগণকে ক্ষমা করা হয়েছে। তাদের মধ্যেকার হত্যাকারী ও নিহত সবাই জান্নাতী।"

মাস্আলাঃ 'শির্ক' করলে মুসলমান 'ধর্মত্যাগী' (মুরতাদ্দ) হয়ে যায়।

মাস্আলাঃ 'মুরতাদ্দ' বা ধর্মত্যাগীর শাস্তি হলো– 'কতল'। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বিদ্রোহ করা হত্যা ও রক্তপাত অপেক্ষাও জঘন্যতর অপরাধ।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ গো-বাছুর তৈরী করে পূজা করার মধ্যে বনী ইস্রাঈল-এর কয়েকটা অপরাধ ছিলোঃ

১) মূর্তি তৈরী করা, যা হারাম; ২) হযরত হারূন (আলায়হিস্ সালাম)-এর প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন এবং ৩) গো-বাছুরের পূজা করে মুশরিক হওয়া।

৫১. এবং যখন আমি মূসাকে চল্লিশ রাতের ওয়াদা দিয়েছিলাম। অতঃপর তার পশ্চাতে (প্রস্থানের পর) তোমরা গো-বৎসের পূজা আরম্ভ করে দিয়েছিলে এবং তোমরা অত্যাচারী ছিলে (৮৭)।

৫২. অতঃপর, এর (এ ঘটনা) পর আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি (৮৮), যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার করো (৮৯)।

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾

ঐসব অপরাধ ফিরআউনী সম্প্রদায় কর্তৃক কৃত অত্যাচার অপেক্ষাও অধিকতর জঘন্য ছিলো। কেননা, এসব কার্যকলাপ তাদের দ্বারা তাদের ঈমান আনার পরেই সম্পন্ন হয়েছিলো। এ কারণে, তারা এমন শাস্তির উপযোগী ছিলো যে, আল্লাহ্র শাস্তি তাদেরকে কোন প্রকার অবকাশ দেবেনা এবং তাৎক্ষণিক ধ্বংসের কারণে কুফরের উপর জীবনাবসান ঘটবে। কিন্তু হযরত মূসা ও হযরত হারূন (আলায়হিমাস্ সালাম)-এর বদৌলতে তাদেরকে তাওবার সুযোগ দেয়া হয়েছিলো। এটা আল্লাহ্র এক মহান অনুগ্রহ।

টীকা-৮৯. এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বনী ইস্রাঈলের কর্মক্ষমতা ও যোগ্যতা ফিরআউনীদের ন্যায় বাতিল হয়নি এবং তাদের বংশ থেকে সৎ ব্যক্তিবর্গের (সালেহীন) জন্ম হবার ছিলো। সুতরাং তাদের মধ্যে হাজার হাজার নবী (আলায়হিমুস্ সালাম) ও বুযর্গ (ওলী) জন্ম গ্রহণ করেন।

★ বর্ণিত আছে যে, ফিরআউন বনী ইস্রাঈলের পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে লোহিত সাগরের তীর পর্যন্ত পৌঁছলো। তখন বনী-ইস্রাঈলকে সমুদ্রগর্ভের রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করতে দেখে সে পানিতে ডুবে মারার ভয়ে তাদের অনুসরণ থেকে বিরত রইলো। যেহেতু, আল্লাহ্র উদ্দেশ্য ছিলো– তাকে সসৈন্যে পানিতে ডুবিয়ে মারা, সেহেতু, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা একটা ঘুড়ীসহ হযরত জিব্রাঈল (আলায়হিস্ সালাম)-কে মানুষের বেশে প্রেরণ করলেন এবং জিব্রাঈল (আলায়হিস্ সালাম) যখনই তাঁর ঘুড়ী নিয়ে ফিরআউনের সম্মুখ দিয়ে মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর অনুসরণ করলেন তখন ফিরআউনের ঘোড়া হযরত জিব্রাঈলের ঘুড়ীর অনুসরণ করলো এবং ফিরআউনের সৈন্যগণও তাকে অনুসরণ করলো। এখানে উল্লেখ্য যে, জিব্রাইল (আলায়হিস্ সালাম)-এর ঐ ঘুড়ীর কদম যেখানে পড়তো তৎক্ষণাৎ সেখানে ঘাস জন্মাতো। এটা দেখে সামেরী সেখান থেকে কিছু মাটি সংগ্রহ করে সাথে নিয়ে এসেছিলো। এ মাটি সে পরবর্তীতে গো-বৎসরূপী প্রতিমার মুখে যখন রেখেছিলো তখনই সেটার মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হলো এবং গো-বাছুরের মতো শব্দ করে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে আরম্ভ করেছিলো। এটার মাধ্যমে সামেরী বনী ইস্রাঈলকে বিভ্রান্ত করেছিলো।

www.sunnibarta.com

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٥﴾

ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ

৫৩. এবং যখন আমি মূসাকে কিতাব দান করেছি আর হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী, যাতে তোমরা সঠিক পথে এসে যাও।

৫৪. এবং যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা গো-বাছুর তৈরী করে নিজেদের আত্মার উপর অবিচার করেছো। সুতরাং তোমরা আপন সৃষ্টিকর্তার দিকে ফিরে এসো। অতঃপর তোমরা একে অপরকে হত্যা করো (৯০)। এটাই তোমাদের স্রষ্টার নিকট তোমাদের জন্য শ্রেয়।' অতঃপর তিনি তোমাদের তাওবা কবূল করলেন। নিশ্চয় তিনিই হলেন অত্যন্ত তাওবা কবূলকারী, দয়ালু (৯১)।

৫৫. এবং যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মূসা! আমরা কখনো আপনার কথায় বিশ্বাস করবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আল্লাহ্‌কে প্রকাশ্যভাবে দেখবো না;' তখন তোমাদেরকে বজ্রাঘাত পেয়ে বসেছিলো আর তোমরা দেখতে পাচ্ছিলে।

৫৬. অতঃপর তোমাদেরকে মৃত্যুর পর আমি পূনর্জীবিত করেছি, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার করো।

৫৭. এবং আমি তোমাদের উপর মেঘকে ছায়া দানকারী করেছি (৯২) এবং তোমাদের

টীকা-৯০. এ 'কতল' (হত্যা) তাদের অপরাধের কাফ্‌ফারা ছিলো।

টীকা-৯১. যখন বনী ইস্রাঈল তাওবা করেছিলো এবং কাফ্‌ফারা স্বরূপ আপন প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলো তখন আল্লাহ্ তা'আলা হুকুম করলেন যেন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম তাদেরকে গো-বাছুরের পূজার অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য হাযির করেন। হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম) তাদের মধ্য থেকে সত্তর জন মানুষ নির্বাচিত করে 'তূর' পর্বতে নিয়ে গেলেন। সেখানে পৌঁছে তারা বলতে লাগলো, "হে মূসা! আমরা আপনার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আল্লাহ্‌কে প্রকাশ্যভাবে দেখাবো না।" এর কারণে আসমান থেকে এক ভয়ানক আওয়াজ হলো, যার আতঙ্কে তারা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হলো। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম অতীব বিনয় সহকারে (আল্লাহ্‌র দরবারে) আরয করলেন, "আমি বনী ইস্রাঈলকে কি জবাব দেবো?" অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে একের পর এক করে পুনর্জীবিত করেছিলেন।

মাস্‌আলাঃ এ ঘটনা দ্বারা নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর শান প্রতিভাত হয়। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ (আমরা কিছুতেই আপনার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবোনা) বলার অপরাধে বনী ইস্রাঈলকে ধ্বংস করা হয়। হুযূর সৈয়্যদে আলম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর যমানার লোকদেরকে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে যে, নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর সাথে বেয়াদবী করা আল্লাহ্‌র গযবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তোমরা তা থেকে সাবধান থাকো!

মাস্‌আলাঃ এ কথাও বুঝা গেলো যে, আল্লাহ পাক স্বীয় দরবারের মাকবূল বান্দাদের দো'আয় মৃতকে পুনর্জীবন দান করেন।

টীকা-৯২. যখন অবসর হয়ে হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম) বনী ইস্রাঈলের সেনাদলে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে আল্লাহ্‌র নির্দেশ শুনিয়ে দিলেন– 'শামদেশে (সিরিয়া) হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) এবং তাঁর বংশধরদের সমাধি অবস্থিত, সেখানেই অবস্থিত বায়তুল মুক্বাদ্দাস। এ পবিত্র ভূ-খণ্ডকে আমালিক্বাহ গোত্রীয়দের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য (তাদের সাথে) জিহাদ করো এবং মিশর ত্যাগ করে সেখানেই আবাসভূমি করে নাও।' আর মিশর ত্যাগ করাও বনী ইস্রাঈলের উপর অতি কষ্টকর ছিলো। তখন প্রথমে তারা এ নির্দেশ পালনে গড়িমসি করেছিলো। আর যখন বাধ্য হয়ে তারা হযরত মূসা ও হারূন (আলায়হিমাস্ সালাম)-এর সৌভাগ্যময় সাহচর্যে রওনা দিলো, তখন পথে যে কোন প্রকারের কষ্ট ও সমস্যার সম্মুখীন হতেই হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর নিকট তারা অভিযোগ করতো। যখন তারা ঐ মরুভূমিতে গিয়ে পৌঁছলো, যেখানে না ছিলো কোন গাছপালা, না ছিলো কোন ছায়া, না ছিলো কোন খাদ্য-রসদ, তখন সেখানে তারা প্রখর রোদের উত্তাপ এবং ক্ষুধার অভিযোগ করলো। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর প্রার্থনাক্রমে, সাদা মেঘমালাকে তাদের ছায়াদানকারী করলেন, যা রাতদিন তাদের সাথে সাথে চলতো। রাতে তাদের জন্য আলোর থাম নেমে আসতো, যার আলোকের মধ্যে তারা কাজকর্ম সমাধা করতো। তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ অপরিষ্কার ও পুরাতন হতো না। নখ ও চুল বাড়তো না। এ সফরে তাদের যেসব সন্তান জন্মলাভ করতো তাদের পোষাকও সাথে সৃষ্টি হতো। যতটুকু তারা বড় হতো পোষাকও ততো বৃদ্ধি পেতো।

www.sunnibarta.com

টীকা-৯৩. 'মান্ন' তারাঞ্জবীন-এর মতো এক প্রকার মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য ছিলো,তা প্রত্যহ সোব্হে সাদেক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের অভ্যন্তরে প্রত্যেকের জন্য এক সা' ★ পরিমাণ আসমান থেকে নাযিল হতো। লোকেরা তা চাদর ভরে রেখে সারাদিন আহার করতো। আর 'সাল্ওয়া' হচ্ছে এক প্রকার ছোট পাখী । বাতাস সেগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে আসতো, আর এরা সেগুলোকে শিকার করে খেতো।

এ দু'টি বস্তু প্রতি শনিবার মোটেই আসতো না। সপ্তাহের বাকী দিনগুলোতে প্রত্যহ আসতো। প্রতি শুক্রবার অন্যান্য দিনের তুলনায় দ্বিগুণ আসতো। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিলো– 'প্রতি শুক্রবার পরদিন শনিবারের জন্য প্রয়োজন মোতাবেক সঞ্চিত রাখো; কিন্তু একদিনের বেশী (খাদ্য) জমা করোনা।'

বনী-ইস্রাঈল এসব নি'মাতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো। তারা অতিরিক্ত খাদ্য জমা করতে লাগলো। ফলে, তা পঁচে গেলো এবং সেগুলোর আগমন বন্ধ করে দেয়া হলো। এতে তারা নিজেদেরই ক্ষতি করলো– দুনিয়ার নি'মাত থেকে বঞ্চিত এবং আখিরাতে কঠিন শাস্তির উপযোগী হলো।

টীকা-৯৪. এ 'লোকালয়' মানে 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' কিংবা 'আরীহা', যা বায়তুল মুক্বাদ্দাসেরই নিকটে অবস্থিত, যেখানে 'আমালিক্বাহ্' গোত্রের আবাস ছিলো এবং এ স্থান ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলো। এখানে খাদ্য ও ফলমূল প্রচুর ছিলো।

টীকা-৯৫. এ 'দরজা' তাদের জন্য কা'বার বিকল্প ছিলো। সুতরাং এতে প্রবেশ করা ও এর প্রতি মুখ করে সাজদা করাকে তাদের গুনাহ্র কাফ্ফারা সাব্যস্ত করা হয়েছিলো।

প্রতি 'মান্ন' ও 'সাল্ওয়া' অবতারণ করেছি। খাও, আমার প্রদত্ত পবিত্র (হালাল) বস্তুগুলো (৯৩)। এবং তারা আমার কোন ক্ষতি করেনি; হাঁ, তবে তারা নিজেদের আত্মারই ক্ষতি সাধন করছিলো।

الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ
مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ
كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۵۷﴾

৫৮. এবং যখন আমি বললাম, 'এ লোকালয়ে প্রবেশ করো (৯৪)। অতঃপর তাতে যেখানে ইচ্ছা কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি ছাড়াই আহার করো এবং 'দরজা' দিয়ে সাজদারত অবস্থায় প্রবেশ করো (৯৫) আর বলো, 'আমাদের গুনাহ্র ক্ষমা হোক!' আমি (আল্লাহ্) তোমাদের অপরাধগুলো ক্ষমা করবো এবং অনতিবিলম্বে আমি নেক্কার লোকদের প্রতি (আমার) দান আরো বৃদ্ধি করবো (৯৬)।'

وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ
فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا
وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا
حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ؕ
وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۵۸﴾

৫৯. অতঃপর যালিমগণ অন্য বাক্য বদলে দিলো, যা তাদেরকে বলা হয়েছিলো তা ব্যতীত (৯৭); অতঃপর আমি আসমান থেকে তাদের উপর আযাব নাযিল করেছি (৯৮) প্রতিফল স্বরূপ তাদের আদেশ অমান্য করার।

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا
غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى
الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ
بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿۵۹﴾ ع

টীকা-৯৬. মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে জানা গেলো যে, মুখে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং শারীরিক ইবাদত (হিসাবে) সাজদা ইত্যাদি আদায় করা তাওবা বা অনুশোচনার জন্য পরিপূরক।

মাস্আলাঃ এ কথাও প্রতিভাত হয় যে, প্রসিদ্ধিপ্রাপ্ত পাপের তাওবাও ঘোষণা সহকারে হওয়া অপরিহার্য।

মাস্আলাঃ এ কথাও জানা গেলো যে, বরকতময় স্থানসমূহ, যেগুলো আল্লাহ্র রহমত বর্ষণের স্থান, সেখানে তাওবা করা এবং ইবাদত পালন করা শুভফল লাভ ও শীঘ্র কবূল হবারই উপায়। (ফতহুল আযীয্)

এ জন্যই সালেহীন বান্দাদের নিয়ম চলে আসছে যে, তাঁরা নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম) ও আউলিয়া কেরামের জন্মস্থান এবং মাযারসমূহে হাযির হয়ে আল্লাহ্র দরবারে ইস্তিগ্ফার ও আল্লাহ্র ইবাদত করে থাকেন। ওরস-যিয়ারতেও এ উদ্দেশ্যই মুখ্য থাকে।

টীকা-৯৭. বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে– বনী ইস্রাঈলকে নির্দেশ দেয়া হলো যেন তাঁরা সাজদারত অবস্থায় 'দরজা'য় প্রবেশ করে আর যেন মুখে حِطَّةٌ (হিত্তাতুন) 'তাওবা এবং ক্ষমা প্রার্থনার বাক্য' উচ্চারণ করতে থাকে; (কিন্তু) তারা উভয় হুকুমেরই বিরোধিতা করলো। তারা প্রবেশ তো করলো নিতম্বের উপর ভর করে হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে আর তাওবা-বাক্যের পরিবর্তে ঠাট্টা স্বরূপ বললো " حَبَّةٌ فِىْ شَعْرَةٍ (হাব্বাতুন্ ফী শা'রাতিন্)" যার অর্থ হয়– 'চুলের মধ্যে দানা'।

টীকা-৯৮. এ আযাব ছিলো মহামারী আকারে 'প্লেগ'; যার কারণে এক মুহূর্তেই চব্বিশ-হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

মাস্আলাঃ সিহাহ্র হাদীসে বর্ণিত, "প্লেগ পূর্ববর্তী উম্মতদের আযাবেরই অবশিষ্ট। যখন তোমাদের শহরে দেখা দেয় তখন সেখান থেকে (অন্যত্র) পলায়ন করোনা, অন্য শহরে হলে সেখানেও যেওনা।"

মাস্আলাঃ বিশুদ্ধ হাদীস শরীফে বর্ণিত, 'যে ব্যক্তি মহামারী দুর্গত এলাকায় আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উপর ধৈর্যশীল থাকে, যদি সে মহামারী থেকে বেঁচে যায় তবুও সে শাহাদতের সাওয়াব পাবে।

★ এক সা' = সাড়ে চার সের বা ৪ কেজি ১০ গ্রাম প্রায়।

www.sunnibarta.com

রুকূ' - সাত

وَإِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ؕ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٦٠﴾

৬০. এবং যখন মূসা নিজ সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করলো তখন আমি বললাম, 'এ পাথরের উপর তোমার লাঠি দ্বারা আঘাত করো।' তৎক্ষণাৎ এর ভিতর থেকে বারটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হলো (৯৯)। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ ঘাট (পান-স্থান) চিনে নিলো। (তোমরা) খাও এবং পান করো খোদা প্রদত্ত রিয্ক্ব (১০০) এবং পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িয়ো না (১০১)।

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ؕ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ ؕ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ؕ وَضُرِبَتْ

৬১. এবং যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মূসা (১০২)! একই (ধরণের) খাদ্যের উপর (১০৩) তো আমাদের কখনো ধৈর্য হবে না। সুতরাং আপনি স্বীয় প্রতিপালকের নিকট দো'আ করুন যেন (তিনি) জমির উৎপন্ন দ্রব্য আমাদের জন্য উৎপাদন করেন– কিছু শাক-সব্জী, কাকুড়, গম, মসুর এবং পেঁয়াজ।' (তিনি) বললেন, '(তোমরা) কি নিকৃষ্টতর বস্তুকে উৎকৃষ্টতর বস্তুর পরিবর্তে চাও (১০৪)? আচ্ছা! মিশর (১০৫) অথবা কোন এক শহরে অবতরণ করো! সেখানে তোমরা পাবে যা তোমরা চেয়েছো (১০৬)।' এবং তাদের উপর অবধারিত

টীকা-৯৯. যখন বনী ইস্রাঈল সফরে পানি পায়নি, অসহনীয় পিপাসায় কাতর হয়ে অভিযোগ করলো, তখন হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর প্রতি নির্দেশ এলো– 'আপন লাঠি দ্বারা পাথরের উপর আঘাত করো।' তাঁর নিকট একখানা চতুষ্কোণ বিশিষ্ট পাথর ছিলো। যখন পানির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতো তখনই তিনি এর উপর লাঠির আঘাত করতেন। (ফলে,) তা থেকে বারটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হতো। আর সবাই তৃষ্ণা মিটাতো। এটা (হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের) একটা বড় মু'জিযা ছিলো; কিন্তু নবীকুল সরদার হুযূর করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর হাতের আঙ্গুল মুবারক থেকে পানির প্রস্রবণ প্রবাহিত করে সাহাবা কেরামের বিরাট জমা'আতের পানির চাহিদা মিটানো ততোধিক মহান ও উন্নততর মু'জিযা। কেননা, মানবীয় দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে প্রস্রবণ জারী হওয়া পাথরের তুলনায় অধিক আশ্চর্যের বিষয়। (খাযিন ও মাদারিক)

টীকা-১০০. অর্থাৎ আসমানী খাদ্য– 'মান্ন' ও 'সালওয়া' খাও এবং এ পাথেরের প্রস্রবণ থেকে প্রবাহিত পানি পান করো, যা আল্লাহ্র অনুগ্রহক্রমে, বিনা পরিশ্রমে তোমাদের অর্জিত।

টীকা-১০১. নি'মাতসমূহের কথা উল্লেখ করার পর ইস্রাঈল সম্প্রদায়ের অযোগ্যতা, অসাহসিকতা এবং অবাধ্যতার কতিপয় ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে–

টীকা-১০২. বনী ইস্রাঈলের এ আচরণটাও অত্যন্ত অশালীনতাসূচক ছিলো যে, একজন মহা মর্যাদাবান নবীকে তারা নাম ধরে সম্বোধন করেছে; 'হে আল্লাহ্র নবী!' 'হে আল্লাহ্র রসূল!' কিংবা এ ধরণের সম্মানসূচক কলেমা বলেনি– (ফতহুল আযীয)। যখন নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর শুধু নাম উচ্চারণ করা বেয়াদবী তখন তাঁদেরকে শুধু 'মানুষ' এবং 'পিয়ন' বলা কেন বেয়াদবী হবে না? মোটকথা, নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর স্মরণে কিঞ্চিত পরিমাণ অসম্মানও জায়েয নয়।

টীকা-১০৩. 'একই খাদ্য' অর্থ 'এক রকমের খাদ্য'।

টীকা-১০৪. যখন তারা এ কথার উপরও রাজি হলো না তখন হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম) আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করলেন। এরশাদ হলো, "তোমরা অবতরণ করো!"

টীকা-১০৫. 'মিশর' (مصر) আরবী ভাষায় শহরকেও বলা হয়। যে কোন শহর হোক এবং নির্দিষ্ট শহর, অর্থাৎ হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর শহরের নামও। এখানে উভয়ই হতে পারে। কারো কারো ধারণা হচ্ছে– এখানে খাস শহর 'মিশর' হতে পারে না। কেননা, এ অর্থে উক্ত শব্দটা (مصر) আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী غيرمنصرف (গায়র মুন্সারিফ) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তখন এ শব্দে تنوين (তানভীন) প্রয়োগ করা যাবে না। যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে– اَلَيْسَ لِىْ مُلْكُ مِصْرَ এবং هِنْد শব্দের ন্যায় এ শব্দটিকেও اُدْخُلُوْا مِصْرَ ; কিন্তু এ অভিমতটা সঠিক নয়। কারণ,মধ্যবর্তী অক্ষর 'সাকিন' হওয়ার কারণে (مصر) منصرف পড়া দূরস্ত। 'ইলমে নাহ্ভ' (علم نحو)-এ এর বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান। তাছাড়া, হযরত হাসান প্রমুখের 'ক্বিরআত'-এ مصر শব্দটা 'তান্ভীনবিহীন' এসেছে। হযরত ওসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর কোন কোন কপিতে (مصحف) এবং হযরত উবাই (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু)-এর কপিতেও এরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। এজন্যই, হযরত অনুবাদক (আ'লা হযরত ক্বুদ্দিসা সির্রুহু) অনুবাদে উভয়টা গ্রহণ করেছেন। আর নির্দিষ্ট শহরের (মিশর) অধিক সম্ভাবনাময় অর্থকে প্রথমে উল্লেখ করেছেন।

টীকা-১০৬. অর্থাৎ শাক-সব্জী, কাকুড় ইত্যাদি। যদিও এসব বস্তু চাওয়া তাদের জন্য পাপ ছিলো না, কিন্তু 'মান্ন' এবং 'সাল্ওয়া'র ন্যায় বিনা পরিশ্রমে অর্জিত নি'মাত ত্যাগ করে এসব বস্তুর দিকে ঝুঁকে পড়া তাদের হীনমন্যতার পরিচায়ক ছিলো। সর্বদা তাদের মানসিক প্রবণতা নিম্ন দিকেই ছিলো। আর হযরত মূসা ও হারূন (আলায়হিমাস্ সালাম) প্রমুখের ন্যায় মহা সম্মানিত ও উচ্চ সাহসিকতাসম্পন্ন নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর পর বনী ইস্রাঈলের হীনমন্যতা এবং কাপুরুষতার পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এবং জালূতের আধিপত্য বিস্তার এবং বোখ্তে নসরের ঘটনার পর তো তারা দারুন লাঞ্ছিত হয়েছিলো। এর বর্ণনা ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ (তাদের উপর লাঞ্ছনা অবধারিত হয়েছে)-এর মধ্যেই রয়েছে।

www.sunnibarta.com

করে দেয়া হলো লাঞ্ছনা ও দারিদ্র (১০৭) এবং (তারা) আল্লাহ্‌র ক্রোধের প্রতি ধাবিত হলো (১০৮)। এটা পরিণতি ছিলো এ কথারই যে, তারা আল্লাহ্‌র আয়াতগুলোকে অস্বীকার করতো এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে শহীদ করতো (১০৯); এটা পরিণতি ছিলো তাদের অবাধ্যতাসমূহ ও সীমা লংঘন করার।

عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ
وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ
بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ
وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذٰلِكَ
بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٦١﴾ ع

রুকূ' - আট

৬২. নিশ্চয় ঈমানদারগণ, (অনুরূপভাবে,) ইহুদী, খৃষ্টান ও তারকা-পূজারীদের মধ্যে যারা সত্য অন্তরে আল্লাহ্ ও শেষ দিনের উপর ঈমান এনেছে আর সৎ কাজ করে, তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের জন্য না কোন ভয়-ভীতি আছে, না কোন প্রকার দুঃখ (১১০)।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا
وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِـِٕيْنَ مَنْ اٰمَنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬৩. এবং যখন আমি তোমাদের থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম (১১১) এবং তোমাদের (মাথার) উপর 'তূর' (পাহাড়) উত্তোলন করেছিলাম (১১২); 'গ্রহণ করে নাও যা কিছু আমি তোমাদেরকে প্রদান করেছি, শক্তভাবে (১১৩) এবং এর সারমর্মগুলো স্মরণ করো, এ আশায় যে, তোমাদের পরহেয্গারী (খোদাভীতি) অর্জিত হবে!'

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا
فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ
بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿٦٣﴾

টীকা-১০৭. ইহুদীদের লাঞ্ছনা এ যে, পৃথিবীতে কোথাও তাদের নাম মাত্রে রাষ্ট্র ক্ষমতা নেই ★। আর দারিদ্র হলো– ধন সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তারা লোভের বশীভূত হয়ে সর্বদা পরের মুখাপেক্ষীই হয়ে থাকবে।

টীকা-১০৮. নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম) এবং আল্লাহ্‌র নেক্‌কার বান্দাদের বদৌলতে যেসব মর্যাদা তারা লাভ করেছিলো সেগুলো থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে গেলো। এ গযবের কারণ শুধু এ ছিলোনা যে, তারা আসমানী খাদ্যের পরিবর্তে মাটি উৎপাদিত খাদ্য চেয়েছিলো কিংবা এ ধরণের অন্যান্য পাপাচারসমূহ (-ও নয়), যেগুলো হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর সময়ে সংঘটিত হয়েছিলো; বরং নবূয়তের যুগ থেকে দূরে হওয়া এবং দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার কারণে তাদের সৎকর্মের যোগ্যতা সমূলে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিলো এবং অতীব ঘৃণ্য কার্যাদি ও জঘন্য অপরাধসমূহ তাদের দ্বারা সংঘটিত হচ্ছিলো। এগুলো তাদের সে লাঞ্ছনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

টীকা-১০৯. যেমন তারা হযরত যাকারিয়া, হযরত য়াহ্‌য়া, হযরত শা'ইয়া (আলায়হিমুস্ সালাম)-কে শহীদ করেছিলো। বস্তুতঃ এ হত্যাযজ্ঞ এমনি 'নাহক' ছিলো যে, এর কারণ কি তা হন্তাগণও বলতে পারতো না।

টীকা-১১০. শানে নুযূলঃ ইবনে জরীর ও ইবনে আবী হাতিম ইমাম সুদ্দী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াত শরীফ হযরত সালমান ফার্সী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সঙ্গীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। (লুবানুন্ নুকূল)

টীকা-১১১. যে, তোমরা 'তাওরীত' মান্য করবে এবং তদনুরূপ আমল করবে। অতঃপর তোমরা এর বিধি-বিধানগুলোকে কঠিন ও কষ্টকর জ্ঞান করে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করছো, এতদসত্ত্বেও যে, তোমরা নিজেরাই বারংবার হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর নিকট এ ধরণের একটা আস্‌মানী কিতাবের জন্য সবিনয় প্রার্থনা করেছিলে, যাতে শরীয়তের বিধি-বিধান এবং ইবাদতের নিয়মাবলী বিস্তারিতভাবে সুবিন্যস্ত থাকবে আর হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)ও বারবার তোমাদের থেকে সেটাকে গ্রহণ করার এবং তদনুযায়ী আমল করার অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। যখনই সেই কিতাবখানা প্রদত্ত হলো, (তখন) তোমরা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছো এবং অঙ্গীকার পূরণ করোনি।

টীকা-১১২. বনী ইস্রাঈল কর্তৃক ওয়াদা ভঙ্গের পর হযরত জিব্রাঈল (আলায়হিস্ সালাম) আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে 'তূর' পাহাড়কে (আপন স্থান হতে) উৎপাটিত করে তাদের মাথার উপর শারীরিক উচ্চতা পরিমাণ উপরে উঠিয়ে ঝুলিয়ে ধরলেন। আর হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম) বললেন, "হয়তো তোমরা অঙ্গীকার পূরণ করো, নতুবা পাহাড় তোমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে এবং তোমাদেরকে পিষ্ট করা হবে।" এটা বাহ্যিকভাবে প্রতিশ্রুতি পূরণ করার উপর চাপ সৃষ্টি করার নামান্তর ছিলো; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, পাহাড়কে তাদের মাথার উপর ঝুলিয়ে দেয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শন এবং তাঁর কুদরতের এক অকাট্য প্রমাণ। এ থেকে অন্তরসমূহে এ প্রশান্তি অর্জিত হয় যে, নিশ্চয়ই এ (মহান) রসূল আল্লাহ্‌র কুদরতের প্রকাশস্থল। মনের এ প্রশান্তিই তাঁকে মান্য করার এবং কৃত অঙ্গীকার পূরণ করার প্রকৃত মাধ্যম।

টীকা-১১৩. অর্থাৎ পূর্ণ প্রচেষ্টা সহকারে।

★ এ আয়াতে একথা বুঝা যায় যে, বিশ্বে ইহুদী সম্প্রদায় লাঞ্ছনা এবং দারিদ্রের অভিশাপে অভিশপ্ত থাকবে, স্বাধীন জাতির মর্যাদা লাভ করতে পারবে না; কিন্তু বর্তমানে তাদের প্রতিষ্ঠিত ইস্রাঈলরাজ্য এর পরিপন্থী সাক্ষ্য বহন করে! এর জবাব হচ্ছে– সূরা আল-ই-ইমরানের আয়াতে এরশাদ হয়– اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ - অর্থাৎ 'তারা যদি আল্লাহ্‌র রজ্জুকে(আঁকড়ে ধরে) অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করে বা অন্য জাতির আশ্রয় ও সাহায্য প্রাপ্ত হয় তখন তারা ঐ অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভ করবে।' তাই তাদের অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন আর অন্যান্যরা দীর্ঘকাল যাবৎ উক্ত লাঞ্ছনা ভোগ করার পর আজ পর্যন্ত ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন শক্তিধর রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রত্যক্ষ সাহায্যে বেঁচে আছে মাত্র।

www.sunnibarta.com

টীকা-১১৪. এখানে 'কৃপা' ও 'রহমত' থেকে হয়তো 'তাওবা করার শক্তিদান'-ই উদ্দেশ্য কিংবা 'তাদের জন্য অবধারিত আযাবকে পিছিয়ে দেয়া।' (মাদারিক ইত্যাদি)

অন্য একটা অভিমত এও রয়েছে যে, 'আল্লাহ্‌র কৃপা ও রহমত' মানে 'হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তা'। অর্থাৎ যদি তোমাদের 'খাতামুল মুরসালীন' (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সত্তারূপী দৌলত অর্জিত না হতো এবং তাঁর হিদায়ত লাভ না হতো, তবে তোমাদের পরিণতি হতো ধ্বংস ও ক্ষতি।

টীকা-১১৫. 'আয়লা' নামক শহরে ইস্রাঈল সম্প্রদায়ের আবাস ছিলো। তাদের প্রতি শনিবার ইবাদতের জন্য নির্দ্ধারণ করার নির্দেশ ছিলো আর ঐ দিন যেন তারা মাছ শিকার বন্ধ রাখে এবং পার্থিব কার্যাদি থেকেও বিরত থাকে।

তাদের একদল লোক এ চালবাজি করলো যে, তারা শুক্রবার সমুদ্রের তীরে বহু গর্ত খনন করতো। আর শনিবার ভোরে সমুদ্র থেকে সেই গর্তগুলো পর্যন্ত ছোট ছোট খাল খনন করতো। সেগুলো দিয়ে মাছ পানির সাথে এসে গর্তে আটকা পড়তো। রবিবার সেই মাছগুলো শিকার করতো আর বলতো, "আমরা মাছগুলোকে পানি থেকে শনিবারে উঠাচ্ছিনা।" চল্লিশ কিংবা সত্তর বছরকাল তাদের এ অপকর্ম চলতে থাকে। যখন হযরত দাউদ (আলায়হিস্ সালাম)-এর নবূয়তের যমানা আসলো, তখন তিনি তাদেকে তা করতে নিষেধ করলেন। আর বললেন, "মাছগুলোকে আটক করাই শিকারের নামান্তর। শনিবারে যা করছো তা থেকে বিরত হও। নতুবা তোমরা কঠিন শাস্তিতে আক্রান্ত হবে।" তারা তা থেকে বিরত হয়নি। তিনি (হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালাম) দো'আ (অভিসম্পাত) করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বানরের আকৃতিতে বিকৃত করে দিলেন। তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও অনুভূতি শক্তি তো বহাল ছিলো; কিন্তু কথা বলার শক্তি লুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। তাদের শরীর থেকে দুর্গন্ধ নির্গত হতে লাগলো। নিজেদের এ শোচনীয় অবস্থার উপর কাঁদতে কাঁদতে মাত্র তিন দিনের মধ্যেই সবাই ধ্বংসের শিকার হলো। এদের বংশধর দুনিয়ায় বাকী নেই। তাদের সংখ্যা ছিলো সত্তর হাজারের কাছাকাছি।

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ فَلَوْلَا
فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ
مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٤﴾

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ
فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً
خٰسِـِٕيْنَ ﴿٦٥﴾

فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا
وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٦﴾

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖۤ اِنَّ اللّٰهَ
يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ؕ
قَالُوْۤا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ؕ قَالَ اَعُوْذُ
بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৪. অতঃপর, এর পরে তোমরা ফিরে গেছো। তারপর যদি আল্লাহ্‌র কৃপা এবং তাঁর রহমত তোমাদের উপর না হতো,তবে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যেতে (১১৪)।

৬৫. এবং নিশ্চয় নিশ্চয়, তোমাদের জানা আছে– তোমাদের মধ্যকার তারাই, যারা শনিবারে সীমা লংঘন করেছে(১১৫)। অতঃপর আমি তাদের উদ্দেশ্যে বললাম, '(তোমরা) হয়ে যাও ধিকৃত বানর!'

৬৬. অতঃপর আমি (ঐ বস্তির) এ ঘটনাকে এর পূর্ব ও পরবর্তীদের জন্য (শিক্ষনীয়) দৃষ্টান্ত করেছি এবং পরহেয্গারদের জন্য উপদেশ (করেছি)।

৬৭. এবং যখন মূসা আপন সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, 'খোদা তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন– তোমরা একটা গরু যবেহ করো (১১৬)।' (তারা) বললো, 'আপনি কি আমাদেরকে ঠাট্টার পাত্র বানাচ্ছেন (১১৭)?' তিনি (হযরত মূসা) বললেন, 'আল্লাহ্‌র শরণ (এ থেকে) যে, আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত হই (১১৮)!'

বনী ইস্রাঈলের দ্বিতীয় দল, যাদের সংখ্যাও ছিলো প্রায় বার হাজার। তারা ওদেরকে ঐ অপকর্ম থেকে বারণ করেছিলো। যখন এরা অমান্য করলো, তখন তারা ওদের ওবং নিজেদের মহল্লাগুলোর মাঝখানে দেয়াল নির্মাণ করে পৃথক হয়ে গেলো। তারা সবাই (শাস্তি থেকে) রক্ষা পেলো।

টীকা-১১৬. বনী ইস্রাঈল-এ 'আমীল' নামক একজন ধনশালী ব্যক্তি ছিলো। তার চাচত ভাই 'মীরাস' (উত্তরাধিকার সূত্রে ত্যাজ্য সম্পত্তি) পাবার লোভে তাকে হত্যা করে তার লাশ অন্য বস্তির ফটকে ফেলে আসলো। আর সে (হন্তা) নিজেই সে খুনের শাস্তি দাবী করে বসলো। সেখানকার লোকজন হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর নিকট আবেদন জানালো, "আপনি দো'আ করুন, যেন আল্লাহ্ এর প্রকৃত রহস্য উদঘাটন করে দেন।" এর উপর নির্দেশ এলো যেন তারা এক'টা গরু যবেহ করে এর কোন একটা অংশ নিহত ব্যক্তির মৃতদেহের উপর নিক্ষেপ করে। তখনই সে জীবিত হয়ে আপন হত্যকারীর নাম বলে দেবে।

টীকা-১১৭. কেননা, নিহত ব্যক্তির (হত্যাকাণ্ডের) অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এবং গরু যবেহ করার মধ্যে কোন প্রকার সামঞ্জস্য বুঝা যাচ্ছে না।

টীকা-১১৮. এমন জবাব, যা প্রশ্নের সাথে মিল রাখে না, মুর্খেরই কাজ। কিংবা এর অর্থ হচ্ছে– মোকদ্দমা দায়ের করা বা বিচার প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে ঠাট্টা করা অজ্ঞ লোকদেরই কাজ। নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর শান এর বহু উর্ধ্বে।

এক কথায়, যখনই বনী ইস্রাঈল বুঝতে পারলো যে, গরু যবেহ করা বাঞ্ছনীয়, তখন তারা তাঁর (হযরত মুসা) নিকট গরুর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কথা জিজ্ঞাসা

www.sunnibarta.com

করলো। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যদি বনী ইস্রাঈল গরু সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন না করতো, তবে যে কোন গরু যবেহ করলে যথেষ্ট হতো।

টীকা-১১৯. বিশ্বকুল সরদার হুযূর করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন, "যদি তারা 'ইন্‌শা আল্লাহ্' না বলতো তবে কখনো তারা গাভী পেতো না।"

মাস্‌আলাঃ প্রতিটি সৎ কাজে 'ইন্‌শা আল্লাহ্' (যদি আল্লাহ পাক ইচ্ছা করেন) বলা মুস্তাহাব এবং বরকত অর্জনের মাধ্যম।

টীকা-১২০. অর্থাৎ মনে এখনই শান্তনা এসেছে এবং পূর্ণাঙ্গরূপে গাভীর অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যাবলী জানা গেছে। অতঃপর তারা গাভীর তালাশ আরম্ভ করলো। সে এলাকাব্যাপী এ ধরণের একটি মাত্র গাভী ছিলো। সেটার অবস্থা এই–

বনী ইস্রাঈলে একজন নেক্‌কার ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর এক অল্প বয়স্ক সন্তান ছিলো। তাঁর নিকট একটা গরুর বাছুরী ব্যতীত অন্য কিছুই ছিলো না। তিনি বাছুরীটার ঘাড়ে একটা মোহর ছেপে দিয়ে সেটা আল্লাহ্‌র নামে ছেড়ে দিলেন। আর আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করলেন, "হে আমার প্রতিপালক! আমি এ বাছুরীটা আমার এ সন্তানের জন্য আপনারই তত্ত্বাবধানে জমা রাখছি, যাতে এ সন্তান বড় হলে এটা তার কাজে আসে।" এদিকে তাঁর ইন্তিকালতো হয়ে গেলো। ওদিকে বাছুরীটা আল্লাহ্‌র রক্ষণাবেক্ষণে জঙ্গলের মধ্যে লালিত হচ্ছিলো। ছেলেটা বয়োপ্রাপ্ত হলো এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে সৎ ও পরহেযগার হলো এবং মায়ের অনুগত ছিলো।

একদিন তার মা বললেন, "হে আমার চোখের আলো! তোমার পিতা তোমার জন্য আল্লাহ্‌রই নামে অমুক জঙ্গলে একটা গরু বাছুরী ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেটা বড় হয়েছে। জঙ্গলে গিয়ে সেটা নিয়ে এসো। আর আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করো যেন সেটা তোমাকে প্রদান করেন।"

ছেলেটা জঙ্গলে গাভীটা দেখতে পেলো এবং তার মায়ের বর্ণিত সব বৈশিষ্ট্যও গাভীতে পেয়েছিলো। আর আল্লাহ্‌র শপথ উচ্চারণ করে (সেটাকে) আহ্বান করলে সেটা হাযির হলো।

যুবক সেটা মায়ের খিদমতে হাযির করলো। মা তাকে বাজারে নিয়ে সেটা তিন দিনার মূল্যে বিক্রি করার নির্দেশ দিলেন, আর এ শর্তারোপ করলেন যেন উক্ত মূল্যে বিক্রি হলে পুনরায় তাঁর (মা) অনুমতি নেয়া হয়। তদানিন্তন যুগে এ ধরণের গরুর মূল্য সে এলাকায় মাত্র তিন দিনারই ছিলো।

যুবক যখন গাভীটা নিয়ে বাজারে এলো, তখন একজন ফিরিশ্‌তা খরিদ্দারের বেশে আসলেন এবং ঐ গাভীর মূল্য ছয় দিনার দেয়ার প্রস্তাব করলেন, কিন্তু শর্তারোপ করলেন যে, যুবক তার মায়ের অনুমতি নিতে পারবে না। যুবক এতে রাজি হলো না। অতঃপর যুবক মাকে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলো। মা ছয় দিনার মূল্যে গরুটা বিক্রি করতে সম্মতি দিলেন; কিন্তু পূর্বের ন্যায় তাঁর ইচ্ছা যাচাই করার শর্তখানা আরোপ করলেন। যুবক অতঃপর বাজারে এলো। এবার ফিরিশ্‌তা গরুর দাম বার দিনারে উন্নীত করলেন। আর বললেন, "এটা মায়ের পুনঃঅনুমতির উপর মওকূফ রেখোনা।" কিন্তু যুবক মানলোনা। অতঃপর সে মাকে তা অবগত করলো।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ؕ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ ؕ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذٰلِكَ ؕ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮. (তারা) বললো, 'আপন প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করুন যেন তিনি আমাদেরকে বলে দেন– গরুটা কেমন!' তিনি (হযরত মূসা বললেন, 'তিনি (আল্লাহ) এরশাদ করেছেন– সেটা এমন এক গাভী, যা না বৃদ্ধ, না অল্প বয়স্কা; বরং উভয়ের মাঝামাঝি (বয়সের)। সুতরাং পালন করো, তোমাদের প্রতি যা করার নির্দেশ হচ্ছে।'

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ ۙ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯. (তারা) বললো, 'আপনি আপন প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করুন যেন (তিনি) আমাদেরকে বলে দেন– এর রং কিরূপ হবে।' (হযরত মূসা) বললেন, 'তিনি (আল্লাহ পাক) এরশাদ করছেন– তা একটা হলুদ বর্ণের গাভী, যার রং হবে গাঢ় উজ্জ্বল (চমকিত), (যা) দর্শকদেরকে আনন্দ দেয়।'

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ۙ اِنَّ الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا ؕ وَاِنَّآ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০. (তারা) বললো, 'আপন প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করুন যেন তিনি আমাদেরকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, সেই গাভীটা কেমন! নিশ্চয় গাভীগুলো সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ হয়ে গেছে এবং আল্লাহ্ যদি চান, তবে আমরা দিশা পেয়ে যাবো (১১৯)।'

قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْاَرْضَ وَلَا تَسْقِى الْحَرْثَ ۚ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيْهَا ؕ قَالُوا الْـٰٔنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ؕ

৭১. (হযরত মূসা) বললেন, 'তিনি (আল্লাহ) এরশাদ করছেন, তা এমন একটা গাভী, যা দ্বারা কোন খিদমত লওয়া হয় না, না জমি কর্ষণে ব্যবহৃত হয়, না ক্ষেতে পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয়, নিখুঁত– যাতে কোন প্রকার দাগ নেই।' (তারা) বললো, 'এখনই আপনি সঠিক বর্ণনা এনেছেন (১২০)।'

www.sunnibarta.com

সেই দূরদর্শীনী মা ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন– ইনি কোন খরিদ্দার নন, কোন ফিরিশ্‌তা হবেন, যিনি পরীক্ষা করার জন্য আসেন। মা পুত্রকে বললেন, "এবার তুমি সে খরিদ্দারকে এ কথা জিজ্ঞাসা করবে– 'আপনি আমাদেরকে এ গাভীটা বিক্রি করার নির্দেশ দিচ্ছেন কিনা?' যুবক তাই করলো। ফিরিশ্‌তা বলে দিলেন, "এখন এটা রেখে দাও। যখন বনী ইস্রাঈলের লোকেরা (গরুটা) খরিদ করতে আসবে তখন এর এ দাম নির্দ্ধারণ করবে যে, সেটার চামড়া ভর্তি স্বর্ণ দিতে হবে।"

যুবক গাভীটা ঘরে নিয়ে এলো। আর যখন বনী ইস্রাঈল তালাশ করতে করতে তার বাড়ীতে এসে পৌঁছলো, তখন উক্ত দামই সাব্যস্ত করলো এবং হযরত মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর যামিনে গাভীটা বনী ইস্রাঈলের নিকট সোপর্দ করা হলো।

কতিপয় মাস্‌আলাঃ এ ঘটনা থেকে কয়েকটা মাসআলা প্রতিভাত হয়ঃ (১) যে ব্যক্তি স্বীয় পরিবার-পরিজনকে আল্লাহ্‌র হিফাযতে সোপর্দ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এমনিভাবে উৎকৃষ্ট ধরণের লালন-পালন করেন। (২) যে ব্যক্তি আপন মাল-দৌলত আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে তাঁরই আমানতে রাখে, আল্লাহ্ পাক তাতে বরকত দান করেন। (৩) মাতা-পিতার আনুগত্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পছন্দনীয়। (৪) 'গায়বী ফয়য' আল্লাহ্‌র রাহে ক্বোরবানী ও দান-সাদক্বাহ করার মাধ্যমে অর্জিত হয়। (৫) আল্লাহ্‌র রাহে উৎকৃষ্ট মাল দান করা উচিত। (৬) গাভী ক্বোরবানী করাই উত্তম।

فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧١﴾

অতঃপর তারা তা যবেহ করেছিলো এবং তারা যে যবেহ করবে তা বুঝা যাচ্ছিলোনা (১২১)।

রুকূ' – নয়

وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا ؕ وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭২. এবং যখন তোমরা একটা খুন সংঘটিত করেছিলে, তখন একে অন্যের প্রতি এর অপবাদ চাপিয়ে দিচ্ছিলে এবং আল্লাহ্‌র প্রকাশ করে দেয়ার ছিলো যা তোমরা গোপন করছিলে।

فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا ؕ كَذٰلِكَ يُحْىِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى ۙ وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩. অতঃপর আমি বললাম, 'এ নিহত ব্যক্তির গায়ে সে গাভীর একটা টুকরো নিক্ষেপ করো (১২২)।' আল্লাহ্ এভাবেই মৃতকে জীবিত করবেন এবং তোমাদেরকে আপন (কুদ্‌রতের) নিদর্শনসমূহ দেখাচ্ছেন, যাতে তোমরা উপলব্ধি করতে পারো (১২৩)।

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِىَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ؕ وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ ؕ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ؕ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪. অতঃপর, এরপর তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেলো (১২৪)। তখন তা পাথরসমূহের ন্যায় হয়; বরং তদপেক্ষাও কঠিনতর এবং পাথরগুলোর মধ্যে তো কিছু এমনও আছে, যেগুলো থেকে নদীসমূহ প্রবাহিত হয় এবং কতেক এমনও রয়েছে, যেগুলো ফেটে যায়– তখন সেগুলো থেকে পানি নির্গত হয়; এবং কতেক এমনও আছে, যেগুলো আল্লাহ্‌র ভয়ে গড়িয়ে পড়ে (১২৫)। এবং আল্লাহ্ তোমাদের কৃতকর্মগুলো সম্পর্কে অনবহিত নন।

টীকা-১২১. বনী ইস্রাঈল কর্তৃক পর্যায়ক্রমিক প্রশ্নাবলী, নিজেদের অবমাননার আশঙ্কা এবং গাভীর অগ্নিমূল্য থেকে এটাই প্রকাশ পাচ্ছিলো যে, তারা যবেহ করার ইচ্ছা রাখতো না; কিন্তু যখনই তাদের সব প্রশ্নের যথার্থ জবাব দেয়া হলো, তখন তারা গাভী যবেহ করতে বাধ্য হলো।

টীকা-১২২. বনী ইস্রাঈল গাভীটা যবেহ করে এর একটা অংশ দ্বারা নিহত ব্যক্তিকে আঘাত করলো। লোকটা আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে জীবিত হলো। তার গলার ক্ষতস্থান থেকে রক্তের ফোয়ারা প্রবাহিত হচ্ছিলো। সে স্বীয় চাচাত ভাইয়ের নাম উল্লেখ করে বললো, "সেই আমাকে হত্যা করেছে।" তখন তাকেও স্বীকার করতে হলো। আর হযরত মূসা (আলায়হিস সালাম) তার উপর 'ক্বিসাস' (খুনের বদলে খুন)-এর নির্দেশ দিলেন। অতঃপর শরীয়তের নির্দেশ হলো। (আয়াত দেখুন)।

মাস্‌আলাঃ হত্যাকারী হত্যাকৃতের 'মীরাস' (উত্তরাধিকার) থেকে বঞ্চিত থাকবে।

মাস্‌আলাঃ অবশ্য যদি বিচারক বিদ্রোহীকে হত্যা করেন কিংবা কেউ আত্মরক্ষার জন্য কোন আক্রমনকারীর আক্রমনকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে আর এতে সেই আক্রমনকারী নিহত হয়, তবে নিহত ব্যক্তির 'মীরাস' (উত্তরাধিকার) থেকে বঞ্চিত হবেনা। ★

টীকা-১২৩. এবং তোমরা অনুধাবন করো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা মৃতকে জীবন দানে সক্ষম এবং শেষ বিচারের দিন মৃতদেরকে জীবিত করা এবং তার কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ নেয়া সত্য।

টীকা-১২৪. এবং কুদরতের এমন মহান নিদর্শনসমূহ থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করোনি।

টীকা-১২৫. এতদ্‌সত্ত্বেও তোমাদের অন্তর প্রভাবিত হবার নয়। পাথরসমূহকেও আল্লাহ্ তা'আলা বুঝশক্তি দান করেছেন। এদের মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয় থাকে,

---

★ যদি সে ওয়ারিশ হয়।

www.sunnibarta.com

এরাও আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করে। (আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন)- وَاِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ অর্থাৎ "নিশ্চয়ই সব কিছু আল্লাহ্‌র প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে।" মুসলিম শরীফে হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন, "আমি সেই পাথরকে চিনি, যা আমাকে নবূয়ত প্রকাশের পূর্বে সালাম করতো।" তিরমিযী শরীফে হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, "আমি বিশ্বকুল সরদার হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মক্কার বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করেছি। (দেখেছি) যে কোন গাছপালা কিংবা পাহাড় (হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের) সামনে পড়তো প্রত্যেকটি তাঁকে اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (আস্‌সালামু আলায়কা এয়া রসূলাল্লাহ্) আরয করতো।"

اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ یُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِیْقٌ مِّنْهُمْ یَسْمَعُوْنَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ یُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ یَعْلَمُوْنَ ﴿۷۵﴾

৭৫. অতঃপর, হে মুসলমানগণ! তোমরা কি এ আশা পোষণ করো যে, এরা (ইহুদীগণ) তোমাদেরকে বিশ্বাস করবে? আর তাদের মধ্যকার একদলতো এমনই ছিলো যে, তারা আল্লাহ্‌র কালাম (বাণী) শ্রবণ করতো অতঃপর বুঝার পর সেটাকে জেনেশুনে বিকৃত করতো (১২৬)।

وَاِذَا لَقُوا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْۤا اٰمَنَّا ۚۖ وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْۤا اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَیْكُمْ لِیُحَآجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۷۶﴾

৭৬. এবং যখন মুসলমানদের সাথে মিলতো, তখন বলতো, 'আমরা ঈমান এনেছি (১২৭)।' আর যখন পরস্পর আলাদাভাবে মিলিত হয় তখন বলে, 'সেই জ্ঞান, যা আল্লাহ্ পাক তোমাদের উপর খুলে দিয়েছেন তা কি মুসলমানদেরকে বলে দিচ্ছো? এতে করে (তারা) তোমাদের প্রতিপালকের দরবারে তোমাদের বিরুদ্ধে দলিল পেশ করবে। তোমাদের কি বুঝ-শক্তি নেই?'

اَوَلَا یَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ مَا یُسِرُّوْنَ وَمَا یُعْلِنُوْنَ ﴿۷۷﴾

৭৭. তারা কি জানেনা যে, আল্লাহ্ জানেন যা কিছু তারা গোপন করে এবং যা কিছু তারা প্রকাশ (ঘোষণা) করে?

وَمِنْهُمْ اُمِّیُّوْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّاۤ اَمَانِیَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا یَظُنُّوْنَ ﴿۷۸﴾

৭৮. এবং তাদের মধ্যে এমন কিছু নিরক্ষর লোক রয়েছে, যারা কিতাব (১২৮) সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখেনা, কিন্তু মৌখিকভাবে পড়তে জানে মাত্র (১২৯) কিংবা নিজেদের কিছু মনগড়া কথাবার্তা; আর তারা নিরেট কল্পনার মধ্যে রয়েছে।

فَوَیْلٌ لِّلَّذِیْنَ یَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَیْدِیْهِمْ ۫ ثُمَّ یَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِیَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِیْلًا ؕ

৭৯. সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্যই যারা কিতাব নিজেদের হাতে রচনা করে, অতঃপর বলে বেড়ায়, 'এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই;' এ উদ্দেশ্যেই যে, এর পরিবর্তে তারা স্বল্প মূল্যই অর্জন করবে (১৩০)।

টীকা-১২৬. যেমন তারা তাওরীতে বিকৃতি সাধন করেছিলো এবং বিশ্বকুল সরদার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর না'ত (প্রশংসা) বদলে ফেলেছিলো।

টীকা-১২৭. শানে নুযূলঃ এ আয়াত সেই ইহুদীদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা বিশ্বকুল সরদার হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে ছিলো। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) ফরমায়েছেন, ইহুদী মুনাফিকগণ যখন সাহাবা কেরামের সাথে সাক্ষাত করতো তখন বলতো, "তোমরা যাঁর উপর ঈমান এনেছো আমরাও তাঁর উপর ঈমান এনেছি। তোমরা সত্যের উপর আছো এবং তোমাদের আক্বা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামও সত্য, তাঁর উক্তিগুলোও সত্য। আমরা তাঁর প্রশংসা ও গুণাবলীর বর্ণনা আমাদের কিতাব তাওরীতে পেয়ে থাকি।" এদেরকে ইহুদী নেতৃবর্গ তিরস্কার করতো। এর বর্ণনা আয়াতাংশ وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ (এবং তারা যখন আলাদা হতো)- এ রয়েছে। (খাযিন)

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ থেকে জানা গেলো যে, সত্য গোপন করা, সৈয়্যদে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের গুণাবলী গোপন করা এবং তাঁর 'কামালাত' (পূর্ণতাসমূহ) অস্বীকার করা ইহুদীদের স্বভাব। আজকালকার অনেক পথভ্রষ্টের মধ্যেও এ স্বভাব পরিলক্ষিত হয়।

টীকা-১২৮. 'কিতাব' মানে তাওরীত।

টীকা-১২৯. اَمَانِیّ - اُمْنِیَّةٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ 'মৌখিকভাবে পাঠ করা'। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে বর্ণিত, এ আয়াত শরীফের অর্থ হলো- মুলতঃ তারা কিতাব জানতো না; কিন্তু মৌখিকভাবে পড়তে পারতো, অর্থ ও মাহাত্ম্য বুঝা ব্যতীত। (খাযিন)

কোন কোন তফসীরকার আয়াতের এ অর্থও বর্ণনা করেছেন- اَمَانِیّ (আমানী) অর্থ 'সেসব মিথ্যা ও মনগড়া কথাবার্তা, যেগুলো ইহুদী সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের আলিমদের মুখে শুনেই যাচাই ব্যতিরেকে মেনে নিয়েছিলো।'

টীকা-১৩০. শানে নুযূলঃ যখন নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনা তৈয়্যবাহ্‌য় তাশরীফ এনেছিলেন তখন তাওরীতের আলিম সম্প্রদায় এবং ইহুদী সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ এ আশংকাবোধ করেছিলো যে, তাদের আয় বন্ধ হয়ে যাবে এবং নেতৃত্বও চলে যাবে। কারণ, তাওরীতে হুযূর সাল্লাল্লাহু

www.sunnibarta.com

আলায়হি ওয়াসাল্লামের গড়নগত বৈশিষ্ট্যাবলী এবং চরিত্রের গুণাবলী উল্লেখিত হয়েছে। লোকেরা যখন হুযূরকে এর অনুরূপ পাবে তৎক্ষণাৎ তাঁর উপর ঈমান নিয়ে আসবে আর তাদের ওলামা সম্প্রদায় এবং নেতৃবর্গকে পরিত্যাগ করবে। এ আশংকার কারণে তারা তাওরীতে পরিবর্তন বা বিকৃতি সাধন করেছিলো এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দেহ-আকৃতির বর্ণনা বিকৃত করেছিলো।

উদাহরণ স্বরূপ, তাওরীতে তাঁর গুণাবলীর উল্লেখ এরূপ ছিলো, "তাঁর চেহারা মুবারক আকর্ষণীয়, চুল মুবারক সুন্দর, মুবারক চক্ষুদ্বয় সুরমাময় আর তাঁর গড়ন হবে মাঝারি।" এসব মিটিয়ে দিয়ে তারা রচনা করলো– 'তিনি (হুযূর) হবেন খুব লম্বা গড়নের, চক্ষুর মণিদ্বয় নীলাভ, চুল কোঁকড়ানো।' এটাই জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতো। আর বলতো, "এটাই হলো আল্লাহ্‌র কিতাবের সারকথা।" তাদের ধারণা ছিলো– লোকেরা যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এর বিপরীত পাবে তখন তারা তাঁর উপর ঈমান আনবে না; বরং তাদেরই প্রতি আসক্ত থেকে যাবে। আর তাদের আয়-আমদানী কিঞ্চিত পরিমাণও হ্রাস পাবে না।

فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾

بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾ ع ٩

সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্যই, তাদের আপন হাতে কিতাব রচনার কারণে। আর দুর্ভোগ তাদের জন্যই, তাদের এ (অন্যায়) উপার্জনের দরুন।

৮০. এবং তারা (ইহুদীগণ) বললো, 'আমাদেরকে তো আগুন স্পর্শ করবে না, কিন্তু মাত্র দিন কতেক (১৩১)।' (হে হাবীব!) আপনি বলে দিন, 'তোমরা কি খোদার নিকট থেকে কোন অঙ্গীকার নিয়েছো? তবে তো আল্লাহ্ তা'আলা সে অঙ্গীকার কখনো ভঙ্গ করবেন না (১৩২), কিংবা আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন কিছু উক্তি করে থাকো যা সম্পর্কে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই!'

৮১. হাঁ, কেন এমন হবেনা? যারা পাপার্জন করেছে এবং তাদের পাপরাশি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে (১৩৩)– তারা দোযখবাসীদেরই অন্তর্ভূক্ত; স্থায়ীভাবে তাতেই থাকতে হবে।

৮২. যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারা জান্নাতবাসী। তারা সেখানে স্থায়ীভাবে থাকবে।

রুকূ' – দশ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ

৮৩. এবং যখন আমি বনী ইস্রাঈল থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, '(তোমরা) আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো (১৩৪)।

টীকা-১৩১. শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে বর্ণিত, ইহুদী সম্প্রদায় বলতো যে, তারা কখনো দোযখে প্রবেশ করবে না, কিন্তু কিছু সময়ের জন্য, যতদিন তাদের পূর্বপুরুষগণ 'গরু বাছুর'-এর পূজা করেছিলো। আর তা চল্লিশ দিন মাত্র। অতঃপর তারা শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। এর খণ্ডনে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১৩২. কেননা, মিথ্যা অতীব নিন্দনীয় দোষ। দোষক্রটি আল্লাহ্ পাকের শানে সম্পূর্ণ অসম্ভব। কাজেই, তাঁর পক্ষে মিথ্যা বলাতো সম্ভবই নয়। কিন্তু যখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সাথে মাত্র চল্লিশ দিন শাস্তি দেওয়ার পর তোমাদেরকে মুক্তি দেয়ার কোন ওয়াদাই করেননি, তখন তোমাদের এ দ'বী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হলো।

টীকা-১৩৩. এ আয়াতে 'গুনাহ্' অর্থ 'শির্ক ও কুফর' এবং 'পাপরাশি পরিবেষ্টন করেছে' মানে 'মুক্তির সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে' আর এ শির্ক ও কুফরের অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়েছে। কারণ, মু'মিন যতই মহাপাপী হোক না কেন, পাপরাশিতে পরিবেষ্টিত হয়না। কারণ, ঈমান, যা হচ্ছে– সর্ব বৃহৎ ইবাদত, তা তার সাথেই রয়েছে।

টীকা-১৩৪. আল্লাহ্ তা'আলা তাঁরই ইবাদত করার নির্দেশ প্রদানের পর মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। এতে জানা গেলো যে, মাতা-পিতার সেবা-যত্ন করা অতীব জরুরী। মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার অর্থ হচ্ছে– 'এমন কোন কথা না বলা কিংবা এমন কোন কাজ না করা, যাতে তাঁদের মনে আঘাত লাগে। আর শারীরিক ও আর্থিকভাবে তাঁদের সেবা-যত্ন করায় কোন প্রকার ক্রটি না করা। যখন তাঁদের প্রয়োজন হয় তখনই তাঁদের খিদমতে হাযির হওয়া।'

মাস্‌আলাঃ যদি মাতা-পিতা তাঁদের খিদমতের নিমিত্ত কোন নফল ইবাদত ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেন তবে তা ছেড়ে দেবে। তাঁদের খিদমত নফল ইবাদত অপেক্ষা অগ্রগণ্য।

মাস্‌আলাঃ কোন ওয়াজিব ইবাদত মাতা-পিতার নির্দেশে ত্যাগ করা যাবে না। মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নিয়মাবলী, যেগুলো বহুসংখ্যক হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত, তা হচ্ছে– অকপট চিত্তে তাঁদের সাথে ভালবাসা রাখা, চাল-চলন, কথাবার্তা ও উঠাবসায় আদব বজায় রাখাকে অত্যাবশ্যকীয় জানা,

www.sunnibarta.com

তাঁদের শানে সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করা, তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে থাকা, স্বীয় উৎকৃষ্ট মাল-দৌলত তাঁদের থেকে না বাঁচানো, তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের ওসীয়ত পূর্ণ করা, তাঁদের জন্য ফাতেহাখানি, দান-খয়রাত এবং ক্বোরআন মজীদ তেলাওয়াত ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁদের রূহে ঈসালে সাওয়াব করা, আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তাঁদের জন্য মাগফিরাত কামনা করা এবং প্রতি সপ্তাহে তাঁদের কবর যিয়ারত করা। (ফতহুল আযীয)

মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার মধ্যে একথাও অন্তর্ভূক্ত যে, যদি তাঁরা কোন গুনাহে অভ্যস্ত হন কিংবা কোন বদ-মযহাব (ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণকারী)-এর শিকার হয়ে পড়েন তবে তাঁদেরকে অতীব নম্রতা ও বিনয় সহকারে সংশোধন, খোদাভীতি এবং সঠিক আক্বীদা (আহলে সুন্নাত ওয়া জমা'আতের আক্বীদা)-এর দিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে থাকা। (খাযিন)

টীকা-১৩৫. 'সদালাপ'- অর্থ সৎ কার্যাবলীর দিকে উৎসাহ প্রদান এবং অসৎ কার্যাদি থেকে বাধা দেয়া। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণনা করেন, এর অর্থ হচ্ছে– বিশ্বকুল সরদার হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের শানে সঠিক ও সত্য কথা বলা। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, তবে তার জবাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পূর্ণতাসমূহ ও তাঁর গুণাবলী সঠিকভাবে বর্ণনা করা; তাঁর গুণাবলী গোপন না করা।

টীকা-১৩৬. অঙ্গীকারের পর,

টীকা-১৩৭. যাঁরা ঈমান এনেছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ও তাঁর সঙ্গীদের মতো, তাঁরা তো অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন।

টীকা-১৩৮. এবং তোমাদের সম্প্রদায়ের লোকদের অভ্যাসই হলো মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং ওয়াদা থেকে ফিরে যাওয়া।

টীকা-১৩৯. শানে নুযূলঃ তাওরীতে ইস্রাঈল সম্প্রদায় থেকে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিলো যেন তারা পরস্পরের মধ্যে একে অপরকে হত্যা না করে, মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত না করে এবং বনী ইস্রাঈলের কেউ কারো নিকট বন্দী হয়ে থাকলে তাকে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করে নেয়। এ অঙ্গীকার পূরণের জন্য তারা স্বীকারোক্তিও দিয়েছিলো, নিজেদের উপর সাক্ষীও হয়েছিলো; কিন্তু এর উপর স্থির রইলোনা এবং তা থেকে ফিরে গিয়েছিলো।

ঘটনার প্রকৃতি নিম্নরূপঃ মদীনা শরীফের পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইহুদীদের দু'গোত্র– বনূ ক্বোরায়যা ও বনূ নযীর বসবাস করতো। মদীনা শরীফে আরো দু'টি গোত্র– আউস এবং খায্‌রাজও বসবাস করতো। বনূ ক্বোরায়যা ছিলো আউস-এর মিত্র আর বনূ নযীর ছিলো খায্‌রাজের মিত্র। অর্থাৎ প্রত্যেক গোত্র স্বীয় বন্ধুগোত্রের সাথে এ শপথ সূত্রেই আবদ্ধ ছিলো যে, 'যদি আমাদের মধ্য থেকে কারো উপর কেউ হামলা করে বসে, তবে অপর মিত্রগোত্র তাকে সাহায্য করবে।' আউস এবং খাযরাজ পরস্পর যুদ্ধ করতো। বনূ ক্বোরায়যা আউস গোত্রের এবং বনূ নযীর খাযরাজের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতো এবং মিত্রগোত্রের সাথে মিলিত হয়ে একে অন্যের উপর তরবারি চালাতো। বনূ ক্বোরায়যা বনূ নযীরকে এবং বনূ নযীর বনূ ক্বোরায়যাকে হত্যা করতো, তাদের ঘরবাড়ী ধ্বংস করে দিতো এবং তাদেরকে তাদের বাসস্থান থেকে তাড়িয়ে দিতো।

কিন্তু যখন তাদের আপন গোত্রের লোককে তাদের বন্ধু-গোত্রের কেউ বন্দী করতো,তখন তারা তাদেরকে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করে নিতো। যেমন– বনূ নযীরের কোন ব্যক্তি যদি আউস গোত্রের হাতে বন্দী হতো তবে বনূ ক্বোরায়যা আউস গোত্রকে (আর্থিক) মুক্তিপণ দিয়ে তাকে মুক্ত করে নিতো। এতদসত্ত্বেও যদি সেই ব্যক্তি যুদ্ধের সময় তাদের নাগালে এসে যেতো তবে তাকে হত্যার বেলায় কোন প্রকার দ্বিধাবোধ করতো না।

তাদের ঐ অপকর্মের জন্য দোষারোপ করা হচ্ছে যে, 'যখন তোমরা আপন লোকদের হত্যা না করার, তাদেরকে বস্তিগুলো থেকে তাড়িয়ে না দেয়ার এবং তাদের বন্দীদেরকে মুক্ত করে নেয়ার অঙ্গীকার করেছিলে, তখন এর অর্থ কি এ যে, হত্যা ও তাড়ানোর বেলায় ক্ষমা করবে না, কিন্তু কেউ বন্দী হলে তাকে

وَذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَ
الْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّ
اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ ثُمَّ
تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿۸۳﴾

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ
دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ
دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ﴿۸۴﴾

ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ
وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ
تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ؕ
وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ
مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ؕ اَفَتُؤْمِنُوْنَ
بِبَعْضِ الْكِتٰبِ

আর আত্মীয়-স্বজনদের সাথে, এতিম ও মিসকীনদের সাথে এবং মানুষের সাথে সদালাপ করো (১৩৫), নামায কায়েম রাখো ও যাকাত প্রদান করো।' অতঃপর তোমরা ফিরে গিয়েছিলে (১৩৬), কিন্তু তোমাদের মধ্য থেকে অল্প সংখ্যক লোক (১৩৭); এবং তোমারা বিমুখ (১৩৮)।

৮৪. এবং যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম (এ মর্মে) যে, আপন লোকদেরকে খুন করবেনা এবং আপন লোকদেরকে তাদের বস্তিগুলো থেকে তাড়িয়ে দেবেনা। অতঃপর তোমরা তা অস্বীকার করেছিলে এবং তোমরা হলে সাক্ষী।

৮৫. অতঃপর, এই যে তোমরা! আপন লোকদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করেছো এবং আপন লোকদের মধ্য থেকে একটা দলকে তাদের মাতৃভূমি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছো, তাদের বিরুদ্ধে (তাদেরই বিরুদ্ধ-পক্ষীয়দেরকে) সাহায্য করছো গুনাহ্ ও সীমা লংঘনে। আর যদি তারা বন্দী হয়ে তোমাদের নিকট আসে, তবে তোমরা বিনিময় (মুক্তিপণ) দিয়ে (তাদেরকে) মুক্ত করে নিয়ে থাকো এবং তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়া তোমাদের উপর হারাম (১৩৯)। তবে কি খোদার কিছু সংখ্যক নির্দেশের

www.sunnibarta.com

মুক্ত করে নেবে? অঙ্গীকারের কিছু মেনে নেয়া এবং কিছু অমান্য করার কি অর্থ হতে পারে? যখন তোমরা হত্যা ও বিতাড়িত করা থেকে বিরত হওনি তখন তোমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছো এবং হারাম কাজে লিপ্ত হয়েছো। আর এ ধরণের হারাম কাজকে হালাল জ্ঞান করে কাফিরে পরিণত হয়েছো।'

মাস্‌আলাঃ এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, যুলুম ও হারামে সাহায্য করাও হারাম।

মাস্‌আলাঃ এ কথাও বুঝা গেলো যে, অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত হারামকে হালাল জানা কুফর।

মাস্‌আলাঃ এ কথাও প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্‌র কিতাবের একটা হুকুম অমান্য করাও গোটা কিতাবকে অমান্য করারই শামিল এবং কুফর।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ আয়াতে এ হুঁশিয়ারীও রয়েছে যে, যখন আল্লাহ্‌র বিধানগুলো থেকে কিছু মান্য করা এবং কিছু অমান্য করা কুফর, তখন ইহুদী সম্প্রদায় কর্তৃক হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অমান্য করার সাথে হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর নবূয়তকে মান্য করা কুফর থেকে রক্ষা করতে পারে না।

উপর ঈমান আনছো এবং কিছু সংখ্যক নির্দেশকে অস্বীকার করছো? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে এরূপ করে তার প্রতিফল কি? কিন্তু দুনিয়াতে অপমানিত হওয়াই (১৪০) এবং ক্বিয়ামতে কঠিনতম শাস্তির দিকে ধাবিত করা হবে; এবং আল্লাহ্ তোমাদের কার্যাদি সম্পর্কে অনবহিত নন (১৪১)।

وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۸۵﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۪ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿۸۶﴾

৮৬. এরাই হচ্ছে ঐসব লোক, যারা পরকালের পরিবর্তে পার্থিব জীবনকে খরিদ করেছে। সুতরাং তাদের উপর থেকে না শাস্তি হ্রাস করা হবে এবং না তাদের সাহায্য করা হবে।

রুকূ' - এগার

৮৭. এবং নিশ্চয়ই আমি মূসাকে কিতাব দান করেছি (১৪২) এবং তারপর একের পর এক রসূল প্রেরণ করেছি (১৪৩) এবং আমি (হযরত) মার্‌য়ামের পুত্র (হযরত) ঈসাকে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ দান করেছি (১৪৪) এবং 'পবিত্র রূহ' দ্বারা (১৪৫)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ۪ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ

টীকা-১৪০. পৃথিবীতে তো এ অবমাননা হলো যে, বনূ ক্বোরায়যা তৃতীয় হিজরী সনে নিহত হয়– একদিনে তাদের সাতশ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছিলো এবং বনূ নযীরের লোকদেরকে এর পূর্বেই বহিষ্কার করা হয়েছে। মিত্রদের খাতিরে আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারের বিরোধিতারই এটা পরিণাম-ফল ছিলো।

মাস্‌আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, কারো পক্ষপাতিত্বের মধ্যে ধর্মের বিরোধিতা করা পরকালীন শাস্তি ছাড়াও পার্থিব জীবনে অবমাননা এবং লাঞ্ছনারই কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

টীকা-১৪১. এতে যেমন অবাধ্যদের জন্য কঠিন শাস্তির এ হুমকি রয়েছে যে, আল্লাহ্ তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে অনবহিত নন, তোমাদের অবাধ্যতার উপর তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন; তেমনি মু'মিনগণ এবং সালেহীন বান্দাদের জন্য এ খোশখবরও রয়েছে যে, তাঁদের সৎ কার্যাদির জন্য তাঁরা উৎকৃষ্টতম প্রতিদান লাভ করবেন। (তাফসীর-ই-কবীর)

টীকা-১৪২. এ 'কিতাব' মানে তাওরীত, যা'তে আল্লাহ্ তা'আলার সমস্ত অঙ্গীকার উল্লেখিত ছিলো। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার ছিলো– প্রতিটি যুগের পয়গাম্বরগণ (আলায়হিমুস সালাম)– এর আনুগত্য করা, তাঁদের উপর ঈমান আনা এবং তাঁদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা।

টীকা-১৪৩. হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর যমানা থেকে হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর যমানা পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম) তাশরীফ আনয়ন করতে থাকেন। তাঁদের সংখ্যা চার হাজার বলে বর্ণিত হয়েছে। এ মহা সম্মানিত নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম) হযরত মুসা (আলায়হিস সালাম)-এর শরীয়তের রক্ষক এবং তাঁরই বিধি-নিষেধ বাস্তবায়নকারী ছিলেন। যেহেতু, শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পর নবূয়ত কেউ পেতে পারে না, সেহেতু 'শরীয়তে মুহাম্মদী' বা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের শরীয়তের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রচার-প্রসাররূপী খিদমতের ভার 'ওলামা-ই-রব্বানী' (আল্লাহ্ ওয়ালা হক্কানী আলিমগণ) এবং 'মুজাদ্দেদীন-ই-মিল্লাত' (দ্বীনের সংস্কারকগণ)- এর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

টীকা-১৪৪. এসব নিদর্শন বলতে হযরত ঈসা (আলায়হিস সালাম)-এর মু'জিযাসমূহকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন– মৃতকে জীবিত করা, অন্ধ এবং কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দান করা, পাখী তৈরী করা এবং অদৃশ্য বস্তু বা বিষয়াদির সংবাদ দেয়া ইত্যাদি।

টীকা-১৪৫. 'রূহুল কুদুস' বা 'পবিত্র আত্মা' বলতে হযরত জিব্রাঈল (আলায়হিস্ সালাম)-কেই বুঝায়। কারণ, তিনি হলেন রূহানী বা আত্মিক সত্তা; যিনি ওহী আনেন, যাঁর দ্বারা হৃদয়সমূহে জীবন সঞ্চারিত হয়। তিনি হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর সঙ্গে থাকতে আদিষ্ট ছিলেন। তাঁকে (হযরত ঈসা

www.sunnibarta.com

আলায়হিস্ সালাম) তেত্রিশ বছরের পবিত্র বয়সে আসমানের উপর উঠিয়ে নেয়া হয়। এ সময় পর্যন্ত হযরত জিব্রাঈল (আলায়হিস্ সালাম) হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর সফরে ও ঘরে অবস্থানকালে- কখনো তাঁর নিকট থেকে পৃথক হননি। এ 'রূহুল ক্বুদুস' বা পবিত্রাত্মার সহায়তা হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর এক মহান ফযীলত। বিশ্বকুল সরদার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কোন কোন উম্মতও 'রূহুল ক্বুদুস'-এর সাহায্য লাভ করেছেন। সহীহ্ বোখারী শরীফ ইত্যাদিতে বর্ণিত আছে– হযরত হাস্সান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর জন্য মিম্বর বিছানো হতো। তিনি না'ত শরীফ পাঠ করতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য দো'আ করতেন– "আল্লাহুমা আয়্যিদ্হু বিরূহিল ক্বুদুস!" (অর্থাৎ হে আল্লাহ্, তাকে 'রূহুল ক্বুদুস'-এর মাধ্যমে সাহায্য করো!)

টীকা-১৪৬. এরপরও ওহে ইহুদীরা! তোমাদের অবাধ্যতায় কোন প্রকার পরিবর্তন আসেনি।

টীকা-১৪৭. ইহুদীগণ নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম)-এর নির্দেশাবলী নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পেয়ে তাঁদেরকে অস্বীকার করতো আর সুযোগ পেলে তাঁদেরকে শহীদ করে ফেলতো। যেমন, তারা হযরত শা'ইয়া ও হযরত যাকারিয়া (আলায়হিমাস্ সালাম) সহ বহু সংখ্যক নবীকে শহীদ করেছিলো। (এমনকি,) নবীকুল সরদার হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকেও শহীদ করতে উদ্যত ছিলো– কখনো তাঁর উপর যাদু করেছে, কখনো খাদ্যের সাথে বিষ মিশিয়েছে। বিভিন্ন ধরণের ষড়যন্ত্র তাঁকে শহীদ করার উদ্দেশ্যে করেছে।

তাকে সাহায্য করেছি (১৪৬)। তবে কি যখন কোন রসূল তোমাদের নিকট এমন কিছু নিয়ে আসেন, যা তোমাদের মন চায়না (মনঃপূত হয়না), (তখনই তোমরা) অহংকার করো? অতঃপর সেসব (নবীগণ)-এর মধ্য থেকে একদলকে তোমরা অস্বীকার করছো এবং একদলকে শহীদ করছো (১৪৭)?

أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌۢ بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ۚ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾

৮৮. এবং ইহুদীগণ বললো, 'আমাদের হৃদয়গুলোর উপর পর্দা (আচ্ছাদন) পড়েছে' (১৪৮); বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর লা'নত (অভিশাপ) করেছেন তাদের কুফরের কারণে। সুতরাং তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই ঈমান আনে (১৪৯)।

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌۢ ۚ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

৮৯. এবং যখন তাদের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার সেই কিতাব (ক্বোরআন মজীদ) এসেছে, যা তাদের সাথে রয়েছে এমন কিতাব (তাওরীত)-এর সত্যায়ন করে (১৫০) এবং এর পূর্বে তারা সেই নবীর 'ওসীলা' ধরে কাফিরদের উপর বিজয় প্রার্থনা করতো (১৫১); অতঃপর যখন তাশরীফ এনেছেন তাদের নিকট সেই পরিচিত সত্তা, তখন তাঁকে অস্বীকারকারী হয়ে

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَٰبٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا۟ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُوا۟ كَفَرُوا۟ بِهِۦ

টীকা-১৪৮. ইহুদীগণ এটা উপহাস-চ্ছলে বলেছিলো। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের হিদায়ত তাদের অন্তরগুলো পর্যন্ত পৌঁছেনা। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের 'রদ্দ' (খণ্ডন) করেন– 'তারা বে-দ্বীন, মিথ্যাবাদী।' অন্তরগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা 'সৃষ্টিগত স্বভাবের' (فطرت) উপর সৃষ্টি করেছেন। সেগুলোর মধ্যে সত্যগ্রহণের যোগ্যতা রেখেছেন। তাদের কুফরেরই কুফল হলো– তারা নবীকুল সরদার হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নবূয়তকে স্বীকার করার পর অস্বীকার করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর লা'নত (অভিসম্পাত) করেছেন। এর প্রতিক্রিয়া এ হলো যে, সত্য গ্রহণের নি'মাত থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে।

টীকা-১৪৯. এ বিষয়বস্তুটা অন্যত্র এরশাদ হয়েছে–

بَل طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

('বরং আল্লাহ্ পাক সেসব হৃদয়ের উপর তাদের কুফরের কারণেই মোহর ছেপে দিয়েছেন। কাজেই, তারা ঈমান আনবে না, কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক'।)

টীকা-১৫০. নবীকুল সরদার হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নবূয়ত এবং হুযূরের গুণাবলীর বর্ণনার। (কবীর ও খাযিন)

টীকা-১৫১. শানে নুযূলঃ নবীকুল সরদার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নবূয়ত প্রকাশ এবং ক্বোরআন করীম নাযিল হবার পূর্বে ইহুদীগণ স্বীয় প্রয়োজন মিটানোর জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নামের ওসীলা ধরে প্রার্থনা করতো এবং কামিয়াব হতো। আর তারা এভাবে দো'আ করতো– اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا وَانْصُرْنَا بِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ অর্থাৎ "হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের 'নবী-ই-উম্মী' (আস্লী নবী)-এর ওসীলায় বিজয় ও সাহায্য দান করো।"

মাস্আলাঃ এতে বুঝা গেলো যে, আল্লাহ্র মাকবূল বান্দাদের ওসীলায় দো'আ-প্রার্থনা কবূল হয়। একথাও বুঝা গেলো যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের তাশরীফ আনয়নের পূর্বেও পৃথিবীতে তাঁর আবির্ভাবের প্রসিদ্ধি ছিলো। তখনও হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ওসীলায় সৃষ্টির প্রয়োজন মিটতো।

www.sunnibarta.com

টীকা-১৫২. এ অস্বীকার গোঁড়ামী, বিদ্বেষ এবং নেতৃত্ব-লোভের কারণেই ছিলো।

টীকা-১৫৩. অর্থাৎ মানুষকে তার আত্মার মুক্তির জন্য তাই করা উচিত যা দ্বারা তার মুক্তির আশা করা যায়। ইহুদীগণ এ মন্দ ব্যবসা করেছে যে, আল্লাহ্‌র নবী এবং তাঁর কিতাবকে অস্বীকার করেছে।

টীকা-১৫৪. ইহুদীদের কামনা ছিলো যে, 'খতমে নবূয়ত'-এর পদবী বনী ইস্রাঈল সম্প্রদায়ের কারো ভাগ্যে জুটুক!' যখন দেখলো যে, তারা (তা থেকে) বঞ্চিত হয়েছে, ইসমাঈল আলায়হিস্ সালামের বংশধরকেই (তা) দান করা হয়েছে, তখন হিংসার বশবর্তী হয়ে অস্বীকার করে বসেছে।

মাস্‌আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, হিংসা-বিদ্বেষ হারাম এবং বঞ্চিত হবারই কারণ।

বসেছে (১৫২)। অতএব, আল্লাহ্‌র লা'নত (অভিসম্পাত) অস্বীকারকারীদের উপর।

৯০. কতোই নিকৃষ্ট বিনিময়ে তারা আপন আত্মাগুলোকে খরিদ করেছে! (তা'হলো) আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত কিতাবকে (তারা) অস্বীকার করেছে (১৫৩) এ ঈর্ষায় যে, আল্লাহ্ আপন অনুগ্রহে স্বীয় যে বান্দার উপর ইচ্ছা করেন 'ওহী' নাযিল করেন (১৫৪)। সুতরাং (তারা) ক্রোধের উপর ক্রোধের উপযোগী হয়েছে (১৫৫)। আর কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি রয়েছে (১৫৬)।

৯১. এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্‌র নাযিলকৃতের (কিতাব) উপর ঈমান আনো (১৫৭), তখন বলে, 'যা আমাদের উপর নাযিল হয়েছে, আমরা তার উপর ঈমান রাখি (১৫৮);' এবং বাকীগুলোকে তারা অস্বীকার করে; অথচ তা সত্য, তাদের নিকট যা আছে তার সত্যায়ন করে (১৫৯)। (হে হাবীব!) আপনি বলে দিন, 'অতঃপর তোমরা পূর্ববর্তী নবীগণকে কেন শহীদ করেছো, যদি তোমাদের আপন কিতাবের উপর ঈমান থাকতো (১৬০)?'

৯২. এবং নিশ্চয় তোমাদের নিকট মূসা স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে তাশরীফ এনেছেন। অতঃপর, তোমরা এর পরে (১৬১) গো-বাছুরকে উপাস্য করে নিয়েছো এবং তোমরা অত্যাচারী ছিলে (১৬২)।

فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٩﴾

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَهُمْ اَنْ
يَّكْفُرُوْا بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ
يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ
مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى
غَضَبٍ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ
مُّهِيْنٌ ﴿٩٠﴾

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَاۤ اَنْزَلَ
اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْنَا
وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ ؕ وَهُوَ الْحَقُّ
مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ؕ قُلْ فَلِمَ
تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ
اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٩١﴾

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ
وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿٩٢﴾

টীকা-১৫৫. অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারের গযবের উপযোগী হয়েছে।

টীকা-১৫৬. এতে বুঝা গেলো যে, লাঞ্ছনা ও অবমাননাকর আযাব কাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট। মু'মিনদেরকে তাদের গুনাহ্‌র কারণে শাস্তি দেয়া হলেও তা লাঞ্ছনা ও অবমাননা সহকারে হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন–

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ "প্রকৃত সম্মান আল্লাহ্‌রই জন্য, তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য এবং মু'মিনদের জন্য।"

টীকা-১৫৭. এর দ্বারা ক্বোরআন পাক এবং ঐসব কিতাব ও সহীফাগুলোকে বুঝায়, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন। অর্থাৎ এ সবের উপর ঈমান আনো।

টীকা-১৫৮. এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য– তাওরীত।

টীকা-১৫৯. অর্থাৎ তাওরীতের উপর ঈমান আনার দাবী ভিত্তিহীন; যেহেতু ক্বোরআন পাক- যা তাওরীতের সত্যায়নকারী, এর অস্বীকার করা তাওরীতেরই অস্বীকারে গণ্য হলো।

টীকা-১৬০. এতেও তাদেরকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করা হচ্ছে যে, যদি তারা তাওরীতের উপর প্রকৃত ঈমান রাখতো, তবে নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-কে কখনো শহীদ করতো না।

টীকা-১৬১. অর্থাৎ হযরত মূসা আলায়হিস সালাম 'তূর' পাহাড়ে তাশ্‌রীফ নিয়ে যাবার পর

টীকা-১৬২. এতেও তাদেরকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করা হচ্ছে যে, তাদের মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর শরীয়তকে মান্য করার দাবী মিথ্যা। 'যদি তোমরা মান্য করতে, তবে হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)- এর 'আসা' (লাঠি), 'ইয়াদে বায়দা' (শুভ্রহস্ত মুবারক) ★ ইত্যাদি স্পষ্ট প্রমাণাদি প্রত্যক্ষ করার পর গো-বাছুরের পূজা করতে না।'

★ হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম) তাঁর নবূয়তের প্রমাণ তথা মু'জিযাস্বরূপ তাঁর হস্তকে যখন তাঁর বগলে রাখতেন, কিছুক্ষণ পর বের করলে তা পূর্ণ চন্দ্রের চেয়েও উজ্জ্বল হয়ে ঝলমল করতো এবং চমকিত হতো। এ জন্য তাঁর হস্ত মুকারককে 'ইয়াদে বায়দা' (يد بيضاء) বা 'শুভ্রহস্ত' বলা হতো।

www.sunnibarta.com

টীকা-১৬৩. তাওরীতের আহকাম মোতাবেক আমল করার

টীকা-১৬৪. এতেও তাদের ঈমানের দাবীকে মিথ্যা প্রমাণ করা হয়েছে।

টীকা-১৬৫. ইহুদীদের ভ্রান্ত দাবীগুলোর মধ্যে একটা দাবী ছিলো– 'জান্নাত শুধু তাদেরই জন্য'। এর খণ্ডন এভাবে করা হচ্ছে যে, 'যদি তোমাদের ধারণায়, জান্নাত তোমাদের জন্যই নির্দিষ্ট হয় এবং পরকালের দিক থেকে তোমরা নিশ্চিন্ত হও– আমলের কোন প্রয়োজন না হয়, তবে বেহেশ্‌তী নি'মাতগুলোর মুকাবিলায় পার্থিব মুসীবতগুলোর যন্ত্রণা কেন বরদাশ্‌ত করছো? মৃত্যু কামনা করো! তা'তো তোমাদের দাবীর ভিত্তিতে, শাস্তিরই কারণ। যদি তোমরা মৃত্যুর কামনা না করো, তবে তা তোমাদের মিথ্যুক হবার প্রমাণ হবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে– যদি তারা মৃত্যু কামনা করতো, তবে সবাই নিপাত যেতো এবং পৃথিবীর বুকে কোন ইহুদী অবশিষ্ট থাকতো না।

টীকা-১৬৬. এটা অদৃশ্যের সংবাদ এবং মু'জিযা। কারণ, ইহুদীগণ অতিমাত্রায় গোঁড়ামী ও কঠোর বিরোধিতা করা সত্ত্বেও মৃত্যু কামনার শব্দ উচ্চারণ করতে পারেনি।

টীকা-১৬৭. যেমন– শেষ যমনার নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ও ক্বোরআন মজীদের সাথে কুফর এবং তাওরীতে বিকৃতি সাধন ইত্যাদি।

মাস্‌আলাঃ মৃত্যুপ্রীতি এবং প্রতিপালকের সাক্ষাতের প্রবল আগ্রহ আল্লাহ্‌র মাকবূল বান্দাদেরই তরীক্বা। হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) প্রতি নামাযের পর প্রার্থনা করতেন–

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ شَهَادَةً فِىْ سَبِيْلِكَ وَوَفَاةً بِبَلَدِ رَسُوْلِكَ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমাকে তোমার রাস্তায় শাহাদাত এবং তোমার রসূলের শহরে ওফাত নসীব করো!"

সাধারণভাবে, সমস্ত সম্মানিত সাহাবী এবং বিশেষভাবে, বদর ও উহুদ যুদ্ধের শহীদগণ আর 'বায়'আত-ই-রিদওয়ান'– এ অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ আল্লাহ্‌র রাস্তায় মৃত্যুবরণ করাকে ভালবাসতেন। হযরত সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কাফিরদের সেনাপতি রুস্তম ইবনে ফরখ্‌যাদের নিকট যে চিঠি প্রেরণ করেছিলেন তাতে লিখেছিলেন–

اِنَّ مَعَنَا قَوْمًا يُّحِبُّوْنَ الْمَوْتَ كَمَا يُحِبُّ الْاَعَاجِمُ الْخَمْرَ -

অর্থাৎ "আমার সাথে এমন এক জাতি রয়েছে, 'যাঁরা মৃত্যুকে এতই ভালবাসেন, যেমন অনারবীয়রা মদকে ভালবাসে।"

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ؕ قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۗ وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ؕ قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖٓ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩. এবং (স্মরণ করো) যখন আমি তোমাদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছি (১৬৩) এবং 'তূর পাহাড়'কে তোমাদের মাথার উপর উত্তোলন করেছিলাম। 'গ্রহণ করো যা আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি, দৃঢ়ভাবে এবং শুনো!' (তারা) বললো, 'আমরা শ্রবণ করেছি ও অমান্য করেছি।' আর তাদের হৃদয়গুলোতে গো-বাছুর সিঞ্চিত হয়েছিলো তাদের কুফরের কারণে। (হে হাবীব!) আপনি বলে দিন, 'তোমাদেরকে তোমাদের (এ) ঈমান কী নিকৃষ্ট নির্দেশ দিচ্ছে, যদি (তোমরা) ঈমান রাখো (১৬৪)!'

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٩٤﴾

৯৪. (হে হাবীব!) আপনি বলে দিন, 'যদি পরকালীন নিবাস আল্লাহ্‌র নিকট শুধু তোমাদের জন্যই নির্দিষ্ট হয়, না অন্য কারো জন্য, তবে তো ভালো, মৃত্যু কামনা করো, যদি সত্যবাদী হও (১৬৫)!'

وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا ۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٩٥﴾

৯৫. এবং অবশ্যই কখনো তারা এর কামনা করবে না (১৬৬) সেই অপকর্মগুলোর কারণে, যেগুলো তারা পূর্বে করেছে (১৬৭) এবং আল্লাহ্‌ ভালোভাবে জানেন অত্যাচারীদেরকে।

এতে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ছিলো যে, মদের ত্রুটিপূর্ণ মাতলামীর প্রতি ভালবাসাকে দুনিয়ার প্রতি লালায়িত লোকেরাই পছন্দ করে থাকে; আর আল্লাহ্‌র প্রেমিকগণ 'মাহবুব-ই-হাক্বীক্বী' বা প্রকৃত বন্ধুর (আল্লাহ) সাথে মিলনের উপায় মনে করে মৃত্যুকে ভালবাসে। মোটকথা, ঈমানদারগণ পরকালের প্রতি আগ্রহ পোষণ করেন এবং যদি (তাঁরা) দীর্ঘ জীবনের কামনাও করেন, তবে তাও এ জন্য যে, সৎকর্ম করার জন্য এতে আরো কিছুকাল সময় পাবেন, যাতে পরকালের জন্য সৌভাগ্যের ভাণ্ডার আরো বৃদ্ধি করতে আর পারেন। যদি বিগত জীবনে কোন গুনাহ্‌র কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে, তবে তা থেকেও তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে নেবেন।

মাস্‌আলাঃ বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত আছে যে, পার্থিব কোন দুঃখে দুঃখিত হয়ে মৃত্যু কামনা করা উচিৎ নয় এবং প্রকৃতপক্ষে, পার্থিব বিপদাপদে অতিষ্ঠ হয়ে মৃত্যু কামনা করা ধৈর্য, (আল্লাহ্‌র প্রতি) সন্তুষ্টি, (আল্লাহ্‌র নিকট) আত্মসমর্পণ এবং (আল্লাহ্‌র উপর) ভরসা করার পরিপন্থী এবং (শরীয়তের দৃষ্টিতে) না জায়েয।

www.sunnibarta.com

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

৯৬. এবং নিঃসন্দেহে, আপনি অবশ্যই তাদেরকে এমনই পাবেন যে, তারা সব লোকের চেয়েও অধিককাল জীবিত থাকার একান্ত কামনা রাখে এবং মুশরিকদের মধ্যে এক (দল)-এর কামনা হচ্ছে যেন হাজার বছর বেঁচে থাকে (১৬৮) এবং তার এ দীর্ঘায়ু প্রদত্ত হওয়া তাকে আযাব থেকে মুক্তি দেবেনা। আর আল্লাহ্ তাদের কর্মকাণ্ড দেখছেন।

রুকূ' - বার

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٧﴾

৯৭. (হে হাবীব!) আপনি বলে দিন, 'যে কেউ জিব্রাঈলের শত্রু হয় (১৬৯), তবে সে (জিব্রাঈল) তো আপনারই হৃদয়ের উপর আল্লাহ্র নির্দেশে এ ক্বোরআন নাযিল করেছেন, পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর প্রত্যায়নকারী হিসেবে এবং সঠিক পথ-প্রদর্শন ও সুসংবাদ (হিসেবে) মুসলমানদের জন্য (১৭০)।

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ ﴿٩٨﴾

৯৮. যে কেউ শত্রু হয় আল্লাহ্র, তাঁর ফিরিশতাদের, তাঁর রসূলগণের, জিব্রাঈলের এবং মীকাঈলের, তবে আল্লাহ্ কাফিরদের শত্রু (১৭১)।

وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾

৯৯. এবং নিঃসন্দেহে, আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নাযিল করেছি (১৭২); এবং এগুলোকে অস্বীকার করবে না কিন্তু ফাসিক্ব লোকেরা।

أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾

১০০. এবং তবে কি যখনই কেউ কোন অঙ্গীকার করে (তখনই) তাদের মধ্য থেকে একদল সেটাকে ছুঁড়ে মারে? বরং তাদের অধিকাংশেরই ঈমান নেই (১৭৩)।

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ

১০১. এবং যখন তাদের নিকট তাশরীফ আনলেন আল্লাহ্র নিকট থেকে একজন রসূল (১৭৪), তাদের কিতাবগুলোর সমর্থকরূপে

টীকা-১৬৮. মুশরিক বা অংশীবাদীদের একটা দল অগ্নিপূজারী। তারা পরস্পরকে সম্মান প্রদর্শন ও সালাম প্রদানের স্থানে বলে زه هزار سال অর্থাৎ "হাজার বছর বেঁচে থাকো।" এর অর্থ হচ্ছে– অগ্নি পূজারী মুশরিক হাজার বছর বাঁচার কামনা রাখে। ইহুদীগণ তাদেরকেও ডিঙ্গিয়ে গেছে। জীবনের মায়া তাদের অন্তরে সর্বাধিক।

টীকা-১৬৯. শানে নুযূলঃ ইহুদী সম্প্রদায়ের আলিম আবদুল্লাহ্ ইবনে সূরিয়া বিশ্বকুল সরদার হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বললো, "আপনার নিকট আস্মান থেকে কোন্ ফিরিশতা আসেন?" এরশাদ ফরমালেন, "জিব্রাঈল।" ইবনে সূরিয়া বললো, "সে আমাদের শত্রু, কঠিন শাস্তি ও ভূমিধ্বস অবতারণ করে কয়েকবার আমাদের সাথে শত্রুতা করেছে। যদি আপনার প্রতি মীকাঈল আসতো, তবে আমরা আপনার উপর ঈমান আনতাম।"

টীকা-১৭০. কাজেই, ইহুদীদের শত্রুতা হযরত জিব্রাঈল (আলায়হিস্ সালাম)-এর প্রতি নিরর্থক; এবং তাদের যদি বিচারবোধ থাকতো, তবে তারা হযরত জিব্রাঈল (আলায়হিস্ সালাম)-কে ভালবাসতো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হতো। কারণ, তিনি এমন কিতাব এনেছেন, যা দ্বারা তাদের কিতাবের সত্যায়ন হয়। আর بُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ (মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ) এরশাদ করার মধ্যে ইহুদী সম্প্রদায়ের দাবীর খণ্ডন করা হয়েছে যে, 'এখন তো জিব্রাঈল (আলায়হিস্ সালাম) সঠিক পথের দিশা ও সুসংবাদ নিয়ে আসছেন। তারপরও কি তোমরা শত্রুতা থেকে বিরত হবে না?'

টীকা-১৭১. এ থেকে বুঝা গেলো যে, নবীগণ ও ফিরিশ্তাগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর সাথে শত্রুতা পোষণ করা কুফর এবং আল্লাহ্রই গযবের কারণ। আর আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের সাথে শত্রুতা আল্লাহ্রই সাথে শত্রুতা পোষণ করার শামিল।

টীকা-১৭২. শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ ইবনে সূরিয়া ইহুদীর জবাবে নাযিল হয়েছে, যে বিশ্বকুল সরদার হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলো, "হে মুহাম্মদ! আপনি আমাদের নিকট এমন কোন জিনিষ আনেন নি, যাকে আমরা চিনি এবং আপনার উপর কোন সুস্পষ্ট নিদর্শনও নাযিল হয়নি, যাকে আমরা অনুসরণ করতে পারি।"

টীকা-১৭৩. শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ মালিক ইব্নে সায়ফ ইহুদীর জবাবে নাযিল হয়েছে। যখন বিশ্বকুল সরদার হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইহুদী সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ তা'আলার সেই অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, যা তারা হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর ঈমান আনার প্রসঙ্গে করেছিলো, তখন ইবনে সায়ফ অঙ্গীকারের কথাই অস্বীকার করেছিলো।

টীকা-১৭৪. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

www.sunnibarta.com

টীকা-১৭৫. বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাওরীত ও যাবূর ইত্যাদি কিতাবের সত্যায়ন করতেন এবং স্বয়ং সেসব কিতাবেও হুযূর করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর তাশরীফ আনয়নের সুসংবাদ, তাঁর গুণাবলী এবং বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা ছিলো। এ কারণে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর শুভাগমন এবং তাঁর বরকতময় উপস্থিতিই সেসব কিতাবের প্রত্যায়ন করে। কাজেই, অবস্থার দাবী এ ছিলো যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর শুভাগমনের উপর ভিত্তি করে আহ্লে কিতাবের ঈমান তাদের কিতাবগুলোর উপর আরো অধিক মজবুত হোক। কিন্তু এরই বিপরীত, তারা নিজেদের কিতাবের সাথেও কুফর করেছে। মুফাস্সির সুদ্দীর অভিমত হচ্ছে– যখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর আবির্ভাব হয়েছিলো, তখন ইহুদীগণ তাওরীতের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা করে তাওরীত এবং ক্বোরআনকে পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ পেয়েছিলো বিধায় তারা তাওরীতকেও ছেড়ে দিয়েছিলো।

টীকা-১৭৬. অর্থাৎ ঐ কিতাবের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেনি। হযরত সুফিয়ান ইব্নে উয়ায়নাহ্র অভিমত হচ্ছে– ইহুদীগণ তাওরীতকে মূল্যবান রেশমী গিলাফে স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা খচিত ও সজ্জিত করে রেখে দিয়েছিলো; কিন্তু এর বিধি-নিষেধকে অমান্য করেছিলো।

টীকা-১৭৭. এ সব আয়াত থেকে জানা যায় যে, ইহুদীদের চারটা দল ছিলো– **১ম দলঃ** তাওরীতের উপর ঈমান এনেছিলো এবং তাঁরা এর বিধি-বিধানও মেনে নিয়েছিলো। তারা হলো– ঈমানদার কিতাবী সম্প্রদায়। তাদের সংখ্যা নগন্য। আর আল্লাহ্ পাকের এরশাদ– اَكْثَرُهُمْ (তাদের অধিকাংশ)-এর মধ্যে তাদের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

(১৭৫), তখন কিতাবীদের একটা দল আল্লাহ্র কিতাবকে তাদের পৃষ্ঠ-পেছনে নিক্ষেপ করেছে (১৭৬), যেন তারা কোন জ্ঞানই রাখেনা (১৭৭)।

نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ ۙ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۰۱﴾

১০২. এবং (তারা) তারই অনুসারী হয়েছে, যা শয়তান পাঠ করতো সুলায়মানের রাজত্বকালে (১৭৮); এবং সুলায়মান কুফর করেনি (১৭৯)। হাঁ, কাফির হয়েছিলো শয়তান (১৮০); (তারা) মানুষকে যাদু শিক্ষা দেয় এবং ঐ (যাদু), যা 'বাবেল' শহরে দু'জন ফিরিশতা– হারূত ও মারূতের উপর অবতীর্ণ হয়েছিলো। আর তারা দু'জন কাউকেও কিছু শিক্ষা দিতো না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা একথা বলে দিতোনা, 'আমরা তো নিছক পরীক্ষা। কাজেই, নিজ ঈমান হারিয়ে বসোনা (১৮১)!' অতঃপর (তারা)

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ؕ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ؕ

মানযিল - ১

২য় দলঃ প্রকাশ্যে তাওরীতের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিলো, এর নির্দ্ধারিত সীমা লংঘন করেছিলো এবং গোঁড়ামী অবলম্বন করেছিলো।

نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ

(তাদের মধ্যে একদল সেটাকে ছুঁড়ে মেরেছে)-এর মধ্যেই তাদের বর্ণনা রয়েছে।

৩য় দলঃ নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কথা ঘোষণা তো করেনি; কিন্তু নিজেদের মূর্খতার কারণে সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেই চলছিলো, এদের কথা

بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ -

(বরং তাদের অনেকেই ঈমানদার নয়)–এর মধ্যে উল্লেখিত হয়।

৪র্থ দলঃ প্রকাশ্যভাবেতো ঐ অঙ্গীকার মান্য করতো; কিন্তু অন্তরে অন্তরে বিদ্রোহ ও গোঁড়ামী দ্বারা এর বিরোধিতা করতে লাগলো। আর বানোয়াটভাবে মূর্খ সেজে বসতো। كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ - (যেন তারা কোন জ্ঞান রাখেনা) দ্বারা এদের সম্পর্কে জানা যায়।

টীকা-১৭৮. শানে নুযূলঃ হযরত সুলায়মান (আলায়হিস্ সালাম)-এর যমানায় বনী-ইস্রাঈল যাদু শিক্ষায় মগ্ন হয়েছিলো। তখন তিনি তাদেরকে তাতে বাধা দিলেন এবং (যাদুমন্ত্রের) বইগুলো তাদের নিকট থেকে বাজেয়াপ্ত করে তাঁর সিংহাসনের নীচে পুঁতে ফেললেন। হযরত সুলায়মান (আলায়হিস্ সালাম)-এর ওফাতের পর শয়তানগণ সেসব বই-পুস্তক বের করে জনগণকে বললো, "সুলায়মান (আলায়হিস্ সালাম) এ গুলোর জোরেই বাদশাহী করতেন।" বনী ইস্রাঈলের সৎ ব্যক্তিগণ ও ওলামা কেরাম এ কথা অস্বীকার করলেন কিন্তু তাদের অশিক্ষিত লোকেরা যাদু বিদ্যাকে হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালামেরই জ্ঞান বলে বিশ্বাস করে তা শিক্ষা করার দিকে অত্যধিক ঝুঁকে পড়লো। নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম)-এর কিতাবাদি ছেড়ে দিলো আর হযরত সুলায়মান (আলায়হিস্ সালাম)-এর সমালোচনা করতে আরম্ভ করলো। তারা নবীকুল সরদার হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যমানা পর্যন্ত এ অবস্থায় ছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আলায়হিস্ সালাম)-কে নির্দোষ ঘোষণা করে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর এ আয়াত শরীফ নাযিল করলেন।

টীকা-১৭৯. কেননা, তিনি হলেন একজন নবী। নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম) 'কুফর' থেকে সম্পূর্ণ সন্দেহাতীতভাবে 'মা'সূম' (বে-গুনাহ্) হন। তাঁদের প্রতি 'যাদুর' অপবাদ দেয়া জঘন্য ভ্রান্তি ও ভুল। কেননা, যাদু কুফরসমূহ থেকে মুক্ত হওয়াই বিরল।

টীকা-১৮০. যারা হযরত সুলায়মান (আলায়হিস্ সালাম)-এর উপর যাদুগরীর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিলো;

টীকা-১৮১. অর্থাৎ যাদু শিক্ষা করে তদনুযায়ী আমল করে, তাতে একান্তভাবে বিশ্বাস করে এবং সেটাকে 'মুবাহ' বা বৈধ জ্ঞান করে কাফির হয়োনা। এ যাদু অনুগত ও অবাধ্যদের মধ্যে পার্থক্য ও পরীক্ষার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলো। যে ব্যক্তি তা শিক্ষা করে তদনুযায়ী আমল করবে সে কাফির হয়ে যাবে– এ শর্তে যে, যদি এ যাদুর মধ্যে ঈমানের পরিপন্থী বাক্য এবং কার্যাদি থাকে। আর যে ব্যক্তি তা থেকে বেঁচে থাকে, শিখেনা, কিংবা শিক্ষা করে, কিন্তু

www.sunnibarta.com

তদনুযায়ী আমল করে না এবং এর মধ্যেকার কুফরগুলোতে বিশ্বাস করোনা, সে মু'মিন থাকবে। এটা ইমাম আবুল মানসূর মাতুরীদী ★ (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর অভিমত।

মাস্‌আলাঃ যে যাদু কুফর, সে ধরণের যাদুকার্য স' পাদনকারী যদি পুরুষ হয়, তবে তাকে কতল করা যাবে।

মাস্‌আলাঃ যে যাদু কুফর নয়, কিন্তু তা দ্বারা কারো প্রাণ বিনষ্ট করা যায়, তবে এ ধরণের যাদুগর রাহাজানিকারী বা ডাকাতদের অন্তর্ভূক্ত; চাই সে পুরুষ হোক, কিংবা স্ত্রীলোক।

মাস্‌আলাঃ যাদুকরের তাওবা কবূল হয়। (মাদারিক)

টীকা-১৮২. মাস্‌আলাঃ এ থেকে বুঝা যায় যে, প্রকৃত প্রভাব বিস্তারকারী (Real Cause) হলেন– আল্লাহ্ তা'আলা। আর উপকরণাদির প্রভাবও আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন।

টীকা-১৮৩. স্বীয় পরিণতি এবং কঠিন শাস্তির!

তাদের নিকট থেকে তাই শিখতো, যা বিরোধ-বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতো পুরুষ এবং তার স্ত্রীর মধ্যে। এবং তা দ্বারা কারো ক্ষতি সাধন করতে পারতো না, কিন্তু আল্লাহ্‌রই নির্দেশে (১৮২)। এবং তারা তাই শিক্ষা করে, যা তাদের ক্ষতি সাধন করবে, উপকার করবে না এবং নিশ্চয় নিশ্চয় তাদের জানা আছে যে, যে ব্যক্তি এ সওদা ক্রয় করেছে পরকালে তার কোন অংশ নেই; এবং নিশ্চয় তা কতোই নিকৃষ্ট বস্তু, যার বিনিময়ে তারা নিজেদের আত্মাসমূহ বিক্রি করেছে! যদি কোন রকমে তাদের জ্ঞান হতো (১৮৩)!

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ
بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ؕ وَمَا هُمْ
بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ
اللّٰهِ ؕ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا
يَنْفَعُهُمْ ؕ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ
مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ؕ
وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَهُمْ ؕ لَوْ كَانُوْا
يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

১০৩. এবং যদি তারা ঈমান আনতো (১৮৪) এবং সাবধানতা অবলম্বন করতো, তবে আল্লাহ্‌র নিকটস্থিত সাওয়াব অত্যধিক উত্তম যদি কোন প্রকারে তাদের জ্ঞান হতো!

وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ
عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٣﴾ ع ١٢

রুকূ' - তের

১০৪. হে ঈমানদারগণ (১৮৫)! 'রা-'ইনা' বলোনা এবং এভাবে আরয করো, 'হুযূর, আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখুন!' এবং প্রথম

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا
وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ؕ

টীকা-১৮৪. হযরত সৈয়্যদে কা-ইনাত হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং ক্বোরআন পাকের উপর,

টীকা-১৮৫. শানে নুযূলঃ যখন হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবা কেরামকে কিছু শিক্ষা-দীক্ষা দান করতেন তখন তাঁরা মধ্যখানে আরয করতেন– رَاعِنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (রা-'ইনা এয়া রাসূলাল্লাহ্)! এর অর্থ ছিলো– 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাদের অবস্থার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখুন! অর্থাৎ আপনার পবিত্রতম কালাম আমাদেরকে ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ দান করুন!' ইহুদীদের ভাষায় এ (রা-'ইনা) কলেমাটা বে-আদবীর অর্থ প্রকাশ করতো। তারা সে শব্দটা এ কুউদ্দেশ্যেই বলতে শুরু করলো।

হযরত সা'আদ ইবনে মু'আয (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইহুদীদের পরিভাষা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি একদিন তাদের মুখে এ কলেমাটা (রা-'ইনা) শুনে বললেন, "ওহে খোদার শত্রুরা! তোদের উপর খোদার লা'নত (অভিসম্পাত) হোক! আমি যদি এখন থেকে কারো মুখে এ কলেমাটা শুনি তবে তার গর্দান উড়িয়ে দেবো।" ইহুদীরা বললো, "আমাদের উপর তো আপনি রাগান্বিত হচ্ছেন; মুসলমানরাও তো এটাই বলে থাকে।" একথা শুনে তিনি দুঃখিত হয়ে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাযির হলেন। তখনই এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়, যার মধ্যেই رَاعِنَا (রা-'ইনা) বলতে নিষেধ করা হয়েছে এবং এরই সমার্থক শব্দ اُنْظُرْنَا (উনযুরনা) বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

মাস্‌আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, নবীগণ আলায়হিমুস্ সালামের প্রতি ইজ্জত ও সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁদের খেদমতে শিষ্টাচারমূলক কলেমা ব্যবহার করা ফরয। আর যে শব্দে বে-আদবীর লেশমাত্রও থাকে সে ধরণের শব্দ মুখে উচ্চারণ করাও নিষিদ্ধ।

★ আহলে সুন্নাতের তাত্ত্বিক দু'ধারা। যথা– (১) মাতুরীদিয়্যাহ্ ও (২) আশা-'ইরাহ্। 'মাতুরীদিয়্যাহ' হলেন– হযরত আবুল মান্‌সূর মাতুরীদীর অনুসারীগণ। আর 'আশা-'ইরাহ' হলেন হযরত আবুল হাসান আশ্'আরীর অনুসারীগণ।

অথবা এভাবে বলা যায়– হযরত আবুল মান্‌সূর মাতুরীদী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) আহ্‌লে সুন্নাত ওয়া জমা'আত-এর দু'জন তাত্ত্বিক ইমামের একজন। আক্বীদার বিচার-বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের লোকেরা তাঁকেই অনুসরণ করেন। অপরজন হলেন– হযরত আবুল হাসান আশ'আরী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)। তাঁর অনুসারীদেরকে 'আশা-'ইরাহ' বলা হয়। ইমাম শাফে'ঈ ও তাঁর অনুসারীগণ এবং অন্যান্যরাও আক্বীদার ক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণ করে থাকেন।

www.sunnibarta.com

টীকা-১৮৬. এবং 'সর্ব শরীর কর্ণ হয়ে' শুনো; যাতে এ ধরণের আরয করার প্রয়োজন না হয়– 'হুযূর, একটু কৃপাদৃষ্টি দিন।' কেননা, এটাই নবীর দরবারের আদব।

মাস্'আলাঃ নবীগণের দরবারে মানুষের উপর চূড়ান্ত পর্যায়ের আদব বজায় রাখা কর্তব্য।

টীকা-১৮৭. মাস্'আলাঃ 'লিল্ কাফিরীন' (কাফিরদের জন্য) আয়াতাংশের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর শানে বে-আদবী করা কুফর।

টীকা-১৮৮. শানে নুযূলঃ ইহুদীদের একটি দল মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব ও হিতকামিতা প্রকাশ করে আসছিলো। তাদেরকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে যে, কাফিরগণ তাদের হিতাকাঙ্খী হবার দাবীতে মিথ্যুক। (জুমাল)

টীকা-১৮৯. অর্থাৎ কিতাবী সম্প্রদায়ের কাফিরগণ ও মুশরিকদল উভয়ই মুসলমানদের সাথে শত্রুতা পোষণ করতো। আর এ বিদ্বেষে জ্বলতো যে, 'তাদের (মুসলমানগণ) নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নবূয়ত ও ওহী প্রদান করা হয়েছে আর মুসলমানদেরও এ বৃহত্তম নি'মাত অর্জিত হয়েছে। (খাযিন ইত্যাদি)

টীকা-১৯০. শানে নুযূলঃ ক্বোরআন করীম পূর্ববর্তী শরীয়তগুলোর বিধি-বিধান ও কিতাবগুলোকে রহিত করে দিয়েছে। এটা কাফিরদের নিকট অস্বাভাবিক বলে মনে হলো। তারা এটা নিয়ে সমালোচনা করলো। এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, রহিত আয়াতও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এবং রহিতকারী (নাসিখ)ও। উভয়ই স্বয়ং হিকমত।

কখনো রহিতকারী (আয়াত) রহিতকৃত (আয়াত) অপেক্ষা সহজ ও অধিক কল্যাণকর হয়। আল্লাহ্‌র কুদরতে বিশ্বাস স্থাপনকারীর মনে এ বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। সৃষ্টি জগতের মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা দিন দ্বারা রাতকে, গ্রীষ্মকাল দ্বারা শীত (ও বসন্ত) কালকে, যৌবন দ্বারা শৈশবকে, অসুস্থতা দ্বারা সুস্থতাকে, (শীত ও) বসন্তকাল দ্বারা হেমন্তকালকে রহিত করেন। এসব রহিতকরণ এবং পরিবর্তন হচ্ছে তাঁরই কুদরতের দলীল। সুতরাং এক আয়াত কিংবা একটা নির্দেশ রহিত হওয়ায় আশ্চর্যের কি আছে?

থেকেই মনযোগ সহকারে শুনো (১৮৬)। আর কাফিরদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি অবধারিত (১৮৭)।

১০৫. তারাই, যারা কাফির, কিতাবী কিংবা মুশরিক (১৮৮), তারা চায়না যে, তোমাদের উপর কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে (১৮৯) এবং আল্লাহ্ স্বীয় রহমত দ্বারা বিশেষভাবে মনোনীত করেন যাকে চান; এবং আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

১০৬. যখন আমি কোন আয়াতকে রহিত করে দিই কিংবা বিস্মৃত করে দিই (১৯০) তখন এর চেয়ে উত্তম কিংবা এর মতো (কোন আয়াত) নিয়ে আসবো। তোমার কি খবর নেই যে, আল্লাহ্ সব কিছু করতে পারেন?

وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٠٥﴾

مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ
وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ
خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ
مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿١٠٥﴾

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ
مِّنْهَاۤ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٦﴾

রহিতকরণের মাধ্যমে বস্তুতঃ পূর্ববর্তী (রহিতকৃত) হুকুমের মেয়াদ বা সময়সীমার বর্ণনা করা হয়। অর্থাৎ উক্ত হুকুমটা এ মেয়াদের জন্যই ছিলো এবং যথাযথ হিকমত ছিলো। কাফিরদের অজ্ঞতা যে, তারা রহিতকরণের উপর আপত্তি করে থাকে।

আর আহ্‌লে কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টান)-এর অপত্তি তাদের ধর্ম-বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণ থেকেও ভুল। (কারণ,) তাদেরকে অবশ্যই হযরত আদম (আলায়হিস সালাম)-এর শরীয়তের বিধি-বিধান রহিত হয়ে যাওয়ার কথা মেনে নিতে হয়। তদুপরি, একথাও স্বীকার করতে হবে যে, তাদের পূর্বে প্রতি শনিবার পার্থিব কাজ কারবার হারাম বা নিষিদ্ধ ছিলোনা, (পরে) তাদের উপরই হারাম করা হয়েছে। একথাও তাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে, তাওরীতে হযরত নূহ (আলায়হিস্ সালাম)-এর উম্মতের জন্য সমস্ত চতুষ্পদ প্রাণী হালাল বলে ঘোষণা করা হয়। হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর উপরও অনেক প্রাণী হারাম করে দেয়া হয়। এসব সত্ত্বেও রহিতকরণের যৌক্তিকতাকে অস্বীকার করা কিভাবে সম্ভব হতে পারে?

মাস্'আলাঃ যেভাবে এক আয়াত অন্য আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে যায়, তেমনি 'হাদীস-ই-মুতাওয়াতির' ★ দ্বারাও (আয়াত) রহিত হয়ে থাকে।

মাস্'আলাঃ কখনো শুধু 'তেলাওয়াত' রহিত হয়, কখনো শুধু হুকুম। কখনো তেলাওয়াত এবং হুকুম উভয়ই রহিত হয়ে থাকে।

ইমাম বায়হাক্বী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি) হযরত আবূ উমামা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন– একজন আনসারী সাহাবী শেষ রাতে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতে উঠলেন এবং সূরা ফাতিহার পর একটি সূরা, যা তিনি প্রত্যহ তেলাওয়াত করতেন, পাঠ করতে চেষ্টা করলেন।

★ যে হাদীসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমভাবে এমন বিরাট সংখ্যক বর্ণনাকারী থাকেন, যাঁদের মিথ্যার উপর একমত হওয়া বিশ্বাসযোগ্য নয় বা অসম্ভব বলে বিবেচিত হয়- তা মুহাদ্দেসীন কেরামের পরিভাষায় 'হাদীস-ই-মুতাওয়াতির'।

www.sunnibarta.com

কিন্তু তা মোটেই স্মরণে আসলো না এবং 'বিস্মিল্লাহ্' ছাড়া আর কোন কিছুই পড়তে পারলেন না। ভোরে এ ঘটনা অন্যান্য সাহাবীর নিকট বর্ণনা করলেন। তাঁরা বললেন, "আমাদেরও একই অবস্থা।" সবাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে গিয়ে ঘটনা আরয করলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "গত রাতে সেই সূরাটা উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। তেলাওয়াত এবং হুকুম উভয়ই রহিত হয়েছে। এমনকি যেসব কাগজে উক্ত সূরাটা লিপিবদ্ধ করা হয়েছিলো, সেগুলোর উপরও এর চিহ্ন পর্যন্ত বাকী থাকেনি।"

টীকা-১৯১. শানে নুযূলঃ ইহুদীগণ বলেছিলো, "হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! আপনি আমাদের নিকট এমনি একটা কিতাব আনয়ন করুন যা আস্‌মান থেকে একবারেই অবতীর্ণ হয়।" তাদের জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-১৯২. অর্থাৎ যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে সেগুলো গ্রহণ করার বেলায় অযৌক্তিক বাদানুবাদ করে এবং অন্যান্য আয়াতসমূহ তলব করে।

মাস্‌আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, যে সব প্রশ্নে ফ্যাসাদের আমেজ থাকে, সেসব প্রশ্ন বুযর্গদের সামনে উত্থাপন করা জায়েয নয় এবং সবচেয়ে বড় ফ্যাসাদের কারণ হচ্ছে তাই, যা থেকে অবাধ্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

টীকা-১৯৩. শানে নুযূলঃ উহুদ যুদ্ধের পর ইহুদী সম্প্রদায় হযরত হুযায়ফাহ্ ইবনে ইয়ামান এবং হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা)-কে বলেছিলো, "যদি তোমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে, তবে তোমাদের উপর এ বিপর্যয় আসতো না। কাজেই, তোমরা আমাদের ধর্মের প্রতি ফিরে এসো!" হযরত আম্মার তাদের জবাবে বলেছিলেন, "বলো! তোমাদের মতে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা কেমন?" তারা বললো, "অত্যন্ত গর্হিত কাজ।" অতঃপর তিনি বললেন, "আমি তো অঙ্গীকার করেছি যে, আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি বিশ্বকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) থেকে ফিরবো না। আর কখনো কুফরকে গ্রহণ করবো না।"

আর হযরত হুযায়ফাহ্ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, "আমি সন্তুষ্ট হয়েছি এ কথার উপর যে, আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক, মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাঁর রসূল, ইসলাম একটি সঠিক ধর্ম, ক্বোরআন হচ্ছে ঈমান, কা'বা হচ্ছে ক্বিবলা এবং মু'মিনগণ হচ্ছেন পরস্পর ভাই ভাই।" অতঃপর এ দু'জন সাহাবী হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর খিদমতে হাযির হলেন এবং তাঁকে (দঃ) ঘটনার বিবরণ শুনালেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করলেন, "তোমরা যথার্থই করেছো এবং তোমরা সাফল্য লাভ করেছো।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

১০৭. তোমাদের কি খবর নেই যে, আল্লাহ্‌রই জন্য আসমানসমূহ ও যমীনের বাদশাহী এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের না আছে কোন অভিভাবক এবং না আছে কোন সাহায্যকারী।	أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾
১০৮. তোমরা কি এটাই চাও যে, তোমাদের রসূলকে সেরূপই প্রশ্ন করবে, যেরূপ মূসার সাথে পূর্বে সংঘটিত হয়েছিলো (১৯১)? আর যে ব্যক্তি ঈমানের পরিবর্তে কুফর গ্রহণ করে (১৯২), সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।	أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۗ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٠٨﴾
১০৯. বহু কিতাবী কামনা করেছে (১৯৩), 'তারা যদি তোমাদেরকে (তোমাদের) ঈমান আনার পর কুফরের দিকে ফিরিয়ে দিতে পারতো!' তাদের অন্তরগুলোর বিদ্বেষবশতঃ (১৯৪), এর পর যে, তাদের নিকট সত্য অতিমাত্রায় প্রকাশিত হয়েছিলো। সুতরাং তোমরা ছেড়ে দাও (ক্ষমা করে দাও) ও এড়িয়ে যাও যে পর্যন্ত আল্লাহ্ নিজ হুকুম প্রদান করেন। নিশ্চয়, আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।	وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾
১১০. এবং নামায কায়েম রাখো ও যাকাত দাও (১৯৫)। এবং নিজেদের আত্মাগুলোর	وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ ۚ

টীকা-১৯৪. ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে অবহিত হবার পর ইহুদী সম্প্রদায়ের পক্ষে মুসলমানদের কুফর গ্রহণ ও ধর্মত্যাগ করার আকাংখা করা আর একথা কামনা করা যে, তাঁরা (মু'মিনগণ) ঈমান থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবেন, তাদের বিদ্বেষমূলক মনোভাবের কারণেই ছিলো। বস্তুতঃ 'বিদ্বেষ' এক জঘন্য দোষ।

মাস্‌আলাঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত, হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, "হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বেঁচে থাকো। হিংসা পূণ্যগুলোকে তেমনভাবে গ্রাস করে, যেমনিভাবে আগুন শুষ্ক কাঠকে।"

মাস্‌আলাঃ 'হাসাদ' (হিংসা) করা হারাম।

মাস্‌আলাঃ যদি কেউ তার ধন-সম্পদ ও সামাজিক প্রভাব দ্বারা গোমরাহী ও বে-দ্বীনী প্রসার করে তবে তার ফিৎনা থেকে রক্ষা পাবার জন্য তার ধ্বংস ও প্রভাবের অবসান কামনা করা হিংসার অন্তর্ভূক্ত নয় এবং হারামও নয়।

টীকা-১৯৫. মু'মিনদেরকে ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা ও তাদেরকে উপেক্ষা করার নির্দেশ দেয়ার পর তাঁদেরকে স্বীয় আত্মার পরিশুদ্ধির প্রতি

www.sunnibarta.com

মনোনিবেশ করতে উৎসাহিত করছেন।

টীকা-১৯৬. অর্থাৎ ইহুদী সম্প্রদায় বলছে যে, জান্নাতে শুধু ইহুদীরাই দাখিল হবে, আর খৃষ্টানদের দাবী হচ্ছে শুধু খৃষ্টানরাই। বস্তুতঃ এসব কথা তারা মুসলমানদেরকে দ্বীন-ইসলাম থেকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য বলে থাকে। যেমন, (আয়াত কিংবা হুকুম) রহিতকরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে নিছক সন্দেহগুলোকে তারা এ হীন আশায় পেশ করেছিলো যে, এতে মুসলমানদের মনে তাদের দ্বীন সম্পর্কে কিছুটা সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। অনুরূপভাবে, তাদেরকে (মুসলমানগণকে) জান্নাত থেকেও নিরাশ করে ইসলাম থেকে ফেরানোর চেষ্টা করেছে। সুতরাং পারার শেষাংশে তাদের উক্তির উল্লেখ আছে– وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا। [অর্থাৎ– 'এবং তারা বললো, 'তোমরা ইহুদী হও কিংবা খৃষ্টান হয়ে যাও! (তাহলে,) তোমরা হিদায়ত লাভ করবে।'] আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ ভিত্তিহীন কল্পনার খণ্ডন করছেন–

টীকা-১৯৭. মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, নেতিবাচক উক্তির দাবীদারের জন্যও প্রমাণ পেশ করা জরুরী। নতুবা, দাবী বাতিল ও অগ্রাহ্য হবে।

টীকা-১৯৮. চাই সে যে কোন যমানার হোক, কিংবা যে কোন বংশের হোক অথবা যে কোন গোত্রের হোক।

টীকা-১৯৯. এতে এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইহুদী এবং খৃষ্টানদের এ দাবী– 'জান্নাতের শুধু তারাই একক মালিক', সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেননা, জান্নাতে প্রবেশাধিকারের পূর্বশর্ত হচ্ছে– বিশুদ্ধ আক্বীদা এবং সৎকর্ম। এটা তাদের ভাগ্যে জোটেনি।

টীকা-২০০. শানে নুযূলঃ নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধিগণ বিশ্বকুল সরদার হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলো। তারপর ইহুদী আলিমগণও আসলো। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হলো। ইহুদীগণ বললো, "খৃষ্টানদের ধর্ম কিছুই নয়।" তারা হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম) ও ইঞ্জীলকে অস্বীকার করলো। অনুরূপভাবে, খৃষ্টানগণ ইহুদীদেরকে বললো, "তোমাদের ধর্ম কিছুই নয়।" আর তাওরীত ও হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-কে অস্বীকার করলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-২০১. অর্থাৎ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তারা এমন মুর্খসূলভ কথা বলেছে; অথচ ইঞ্জীল, যাকে খৃষ্টানগণ মান্য করে, তাতে তাওরীত ও হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর নবূয়তের স্বীকৃতি রয়েছে। অনুরূপভাবে, তাওরীত, যাকে ইহুদীগণ মান্য করে, তাতে হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর নবূয়ত ও ঐসব বিধি-নিষেধের স্বীকৃতি রয়েছে, যেগুলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁকে প্রদান করা হয়েছে।

টীকা-২০২. কিতাবী আলিমদের ন্যায় ঐসব মূর্খ, যাদের না ছিলো জ্ঞান, না ছিলো কিতাব; যেমন– মূর্তি উপাসক ও অগ্নি পূজারী প্রমুখ; (তারা) প্রত্যেক ধর্ম-বিশ্বাসীকে অস্বীকার করতে আরম্ভ করলো আর বলতে লাগলো, "তারা কিছুই নয়।" এসব মূর্খদের মধ্যে আরবের অংশীবাদীরাও ছিলো, যারা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর প্রদত্ত দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে এ ধরণের মন্তব্য করেছিলো।

টীকা-২০৩. শানে নুযূলঃ এ আয়াত বায়তুল মুক্বাদ্দাসের অবমাননা প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। এর **সংক্ষিপ্ত ঘটনা** হলো– রোমের খৃষ্টানগণ বনী ইস্রাইলের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করলো। তারা এদের যুদ্ধক্ষম পুরুষদের হত্যা করলো। তাদের ছেলেমেয়েকে বন্দী করলো। তাওরীত জ্বালিয়ে দিলো। আর বায়তুল মুক্বাদ্দাসের ধ্বংস সাধন করলো। তাতে অপবিত্র বস্তু নিক্ষেপ করলো, শূকর যবেহ করলো। (নাঊযু বিল্লাহ!) বায়তুল মুক্বাদ্দাস হযরত ওমর ফারূক্ব

وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۱۱۰﴾	জন্য যে উত্তম কাজ পূর্বে প্রেরণ করবে তা আল্লাহ্র নিকট পাবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের কাজ প্রত্যক্ষ করছেন।
وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۱۱﴾	১১১. এবং কিতাবীরা বললো, 'নিশ্চয় জান্নাতে যাবে না, কিন্তু সেই-ব্যক্তি, যে ইহুদী কিংবা খৃষ্টান হবে (১৯৬)।' এটা তাদের কল্পনাপ্রসূত আশা মাত্র। (হে হাবীব!) আপনি বলুন, '(তোমরা) পেশ করো স্বীয় প্রমাণ (১৯৭) যদি সত্যবাদী হও!'
بَلٰى ۚ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۪ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۱۱۲﴾ ع ۱۴	১১২. হাঁ, কেন (এমন) নয়? যে ব্যক্তি আপন চেহারা ঝুঁকিয়েছে আল্লাহ্র জন্য এবং সে হয় সৎকর্মপরায়ণ (১৯৮), তবে তার প্রতিদান তার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের না আছে কোন শংকা এবং না আছে কোন দুঃখ (১৯৯)।
রুকূ' - চৌদ্দ	
وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَىْءٍ ۖ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَىْءٍ ۙ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿۱۱۳﴾	১১৩. এবং ইহুদীরা বললো, 'খৃষ্টান কিছুই নয়।' আর খৃষ্টান বললো, 'ইহুদী কিছুই নয় (২০০)।' অথচ তারা কিতাব পাঠ করে (২০১)। এভাবে মূর্খরা তাদের মতো কথা বলেছে (২০২)। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা ক্বিয়ামত-দিবসে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন যে বিষয়ে তারা ঝগড়া করছে।
وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ	১১৪. এবং তার চেয়ে অধিক যালিম কে (২০৩), যে আল্লাহ্র মসজিদগুলোতে বাধা

www.sunnibarta.com

(রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত এরূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় ছিলো। তাঁর (হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু) বরকতময় শাসনামলে মুসলমানগণ এ পবিত্র ঘরের পুনঃনির্মাণ করলেন।

অন্য একটা অভিমত হচ্ছে– এ আয়াত শরীফ মক্কার অংশীবাদীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা ইস্‌লামের প্রারম্ভিক কালে বিশ্বকুল সরদার হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবীদেরকে কা'বা শরীফে নামায পড়তে বাধা দিয়েছিলো। হুদায়বিয়ার ঘটনার সময় এর মধ্যে নামায ও হজ্জ আদায়ে বাধা প্রদান করেছিলো।

টীকা-২০৪. নামায, খোৎবা, তাস্‌বীহ্, ওয়ায-নসীহত ও না'ত শরীফ– সবই যিক্‌রের শামিল। আর আল্লাহ্‌র যিক্‌রে বাধা দেয়া জঘন্য অপরাধ– সর্বত্রই, বিশেষ করে, মসজিদগুলোতে, যেগুলো এ পূণ্যময় কাজের জন্যই নির্মাণ করা হয়।

মাস্‌আলাঃ যে ব্যক্তি মসজিদকে যিক্‌র ও নামাযের অযোগ্য করে দেয়,সে মসজিদের ধ্বংস সাধনকারী ও বড় অত্যাচারী।

টীকা-২০৫. মাস্‌আলাঃ মসজিদের ধ্বংস সাধন যেমন নামায ও যিক্‌রে বাধা প্রদানের মধ্যে প্রকাশ পায়, তেমনি মসজিদ ভবনের ক্ষতি সাধন এবং এর অবমাননার মধ্যেও।

টীকা-২০৬. পৃথিবীতে তাদেরকে এ লাঞ্ছনাই দেয়া হয় যে, তাদেরকে হত্যা করা হয়, গ্রেফতার করা হয় এবং মাতৃভূমি থেকে অন্যত্র বিতাড়িত করা হয়; হযরত ওমর ফারূক্ব ও হযরত ওসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা)-এর খিলাফতকালে সিরিয়া তাদের হাতছাড়া হয়ে যায় এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাস থেকে অবমাননার সাথে বিতাড়িত হয়।

দেয় সেগুলোতে আল্লাহ্‌র নামের চর্চা হওয়া থেকে (২০৪), এবং সেগুলোর ধ্বংস সাধনে প্রয়াসী হয় (২০৫)? তাদের জন্য সঙ্গত ছিলো না যে, মসজিদসমূহে যাবে, কিন্তু ভয়-বিহ্বল হয়ে ★। তাদের জন্য রয়েছে পৃথিবীতে লাঞ্ছনা (২০৬) এবং তাদের জন্য পরকালে রয়েছে মহাশাস্তি।

أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ
فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ
أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ
فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾

১১৫. এবং পূর্ব-পশ্চিম সব আল্লাহ্‌রই। সুতরাং তোমরা যেদিকে মুখ করো সেদিকেই 'ওয়াজ্‌হুল্লাহ্' (খোদার রহমত তোমাদের দিকে নিবদ্ধ হয়) (২০৭)। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا
تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

টীকা-২০৭. শানে নুযূলঃ সাহাবা কেরাম রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে এক অন্ধকার রাতে সফরে ছিলেন। কা'বার দিক তাঁদের জানা ছিলো না। প্রত্যেকে যেদিকে নিজ নিজ অন্তর সাক্ষ্য দিয়েছিলো সেদিকে ফিরে নামায আদায় করলেন। ভোরে তাঁরা বিশ্বকুল সরদার হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে ঘটনা আরয করলেন। তখন এ আয়াত শরীফ নাযিল হলো।

মাস্‌আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, ক্বিবলার দিক স্থির করা সম্ভব না হলে যেদিকে ক্বিবলা বলে মনে বিশ্বাস জন্মে, সেদিকেই মুখ করে নামায পড়বে।

এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে অন্য অভিমত হচ্ছে– এটা সেই মুসাফির সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যে যানবাহনের উপর নফল নামায পড়ে। যান যেদিকেই মুখ করবে সেদিকেই তার নামায দূরস্ত হবে। বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসসমূহ থেকে এ মাস্‌আলা প্রমাণিত।

অন্য এক অভিমত হলো– যখন ক্বিবলা পরিবর্তনের আদেশ দেয়া হলো, তখন ইহুদীরা মুসলমানদের সমালোচনা করলো। তাদের জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, পূর্ব-পশ্চিম সব আল্লাহ্‌রই; তিনি যেদিকে চান, ক্বিবলা নির্দ্ধারণ করবেন। এতে কারো আপত্তির কি অধিকার আছে? (খাযিন)

অন্য একটা অভিমত হলো– এ আয়াত শরীফ দো'আ সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। হুযূরকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'কোন্ দিকে মুখ করে দো'আ করতে হবে।' এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

অন্য এক অভিমত হচ্ছে– এ আয়াত শরীফ সত্য থেকে পলায়ন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। আর أَيْنَمَا تُوَلُّوا (যেদিকে তোমরা মুখ করো) দ্বারা সম্বোধন তাদেরকেই করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র যিক্‌রে বাধা প্রদান করে এবং মসজিদসমূহের ধ্বংস সাধনে প্রয়াসী হয়। তারা পার্থিব লাঞ্ছনা ও পরকালীন কঠিন শাস্তি থেকে কখনো কোথাও পলায়ন করতে পারবে না। কেননা, পূর্ব ও পশ্চিম সবইতো আল্লাহ্‌র। যেখানেই পলায়ন করুক না কেন, তিনি তাকে পাকড়াও করবেন। এ দৃষ্টিকোণ্ থেকে وَجْهُ اللَّهِ (ওয়াজহুল্লাহ্)-এর অর্থ 'আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও উপস্থিতি'। (ফাত্‌হ)

আরেক অভিমত অনুযায়ী, এর অর্থ হচ্ছে– যদি কাফিরগণ কা'বা গৃহে নামায পড়তে বাধা প্রদান করে, তবে (হে মুসলমানগণ!) তোমাদের জন্য সমগ্র যমীনকে (ভূ-পৃষ্ঠ) 'মসজিদ' (নামায পড়ার উপযোগী) করে দেয়া হয়েছে। যেখান থেকেই চাও ক্বিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়ো।

★ অর্থাৎঃ ভয়-বিহ্বল হওয়া ছাড়া মসজিদগুলোতে প্রবেশ করা তাদের জন্য সঙ্গত ছিলো না।

www.sunnibarta.com

টীকা-২০৮. শানে নুযূলঃ ইহুদীগণ হযরত উযায়র আলায়হিস্ সালামকে এবং খৃষ্টানগণ হযরত মসীহ (ঈসা আলায়হিস্ সালাম)-কে 'খোদার পুত্র' বলেছে এবং আরবের মুশরিকগণ ফিরিশতাদেরকে 'খোদার কন্যা' বলেছে। তাদের জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন, ' سُبْحٰنَهٗ ' (সুব্হা-নাহু)। অর্থাৎ– 'তিনি পবিত্র এ থেকে যে, তাঁর সন্তান হবে।' তাঁর প্রতি সন্তানের সম্পর্ক রচনা করা হচ্ছে তাঁর প্রতি অপবাদ দেয়া ও বেয়াদবীই। হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে– আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন, "আদম সন্তান আমাকে গালি দিয়েছে, সে আমার সন্তান আছে বলে অপবাদ দিয়েছে; অথচ আমি সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রী থেকে পবিত্র।"

টীকা-২০৯. 'মামলূক হওয়া' সন্তান হওয়ার পরিপন্থী। যখন সমগ্র পৃথিবী তাঁরই মামলূক (বান্দা), তখন কেউ তাঁর 'সন্তান' কিভাবে হতে পারে?

মাস্আলাঃ যদি কেউ স্বীয় সন্তানের মালিক হয়ে যায় তখন সে (সন্তান) আযাদ হয়ে যাবে।

টীকা-২১০. যিনি কোন পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকেই বস্তুগুলোকে সেগুলোর সত্তাহীনতা থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন।

টীকা-২১১. অর্থাৎ সৃষ্টিজগৎ তাঁর ইচ্ছার সাথে সাথে অস্তিত্বে এসে যায়।

টীকা-২১২. অর্থাৎ কিতাবীগণ কিংবা মুশরিকগণ,

টীকা-২১৩. অর্থাৎ "বিনা মাধ্যমে নিজে কোন কথা বলেন না, যেমন ফিরিশতাগণ ও নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)- এর সাথে কথা বলেন?" এটা তাদের চরম অহংকার ও জঘন্য গোঁড়ামী। তারা নিজেদেরকে নবী ও ফিরিশতাদের সমকক্ষ মনে করেছে।

শানে নুযূলঃ রাফি' ইবনে খোযায়মাহ্ হুযূর আক্বাদাস্ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে বললো, "আপনি যদি আল্লাহ্র রসূল হন, তবে আল্লাহ্কে বলুন যেন তিনি আমাদের সাথে কথা বলেন। আর আমরাও যেন সেটা শুনতে পাই।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-২১৪. এটা ঐসব আয়াতকে গোঁড়ামীবশতঃ অস্বীকার করার শামিল, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন।

টীকা-২১৫. অন্ধত্ব ও দৃষ্টিহীনতায়, কুফর ও মনের কঠোরতায়। এ আয়াতে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে শান্তনা দেয়া হয়েছে– আপনি তাদের গোঁড়ামী ও অবাধ্যতামূলক অস্বীকারে দুঃখিত হবেন না। পূর্ববর্তী কাফিরগণও নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর সাথে এরূপ আচরণ করতো।

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿۱۱۶﴾

১১৬. এবং (তারা) বললো, আল্লাহ্ নিজের জন্য সন্তান রেখেছেন (গ্রহণ করেছেন)। পবিত্রতা তাঁরই ★ (২০৮); বরং তাঁরই মালিকানাধীন যা কিছু আসমানসমূহ এবং যমীনে রয়েছে (২০৯)। সবাই তাঁর সামনে গর্দান অবনত করেছে।

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۱۱۷﴾

১১৭. নতুন (নমুনা ছাড়া) সৃষ্টিকারী আসমান সমূহের ও যমীনের (২১০) এবং যখন কোন কিছুর নির্দেশ দেন তখন তাকে এটাই বলেন, 'হয়ে যাও!' তা সাথে সাথে হয়ে যায় (২১১)।

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَاۤ اٰيَةٌ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ؕ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿۱۱۸﴾

১১৮. এবং মূর্খরা বললো (২১২), 'আল্লাহ আমাদের সাথে কেন কথা বলেন না (২১৩)? কিংবা যদি আমাদের কোন নিদর্শনও মিলতো (২১৪)!' তাদের পূর্ববর্তীরাও এরূপই বলেছে– তাদের মতো কথা। এদের ও ওদের অন্তরগুলো একই ধরণের (২১৫)। নিশ্চয়ই আমি দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শনাবলী স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছি (২১৬)।

اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۙ وَّلَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ﴿۱۱۹﴾

১১৯. নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে। আর আপনাকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না (২১৭)।

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ؕ

১২০. এবং কখনো আপনার উপর ইহুদী ও খৃষ্টানগণ সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবেন না (২১৮)।

টীকা-২১৬. অর্থাৎ ক্বোরআন মজীদের আয়াতসমূহ ও সুস্পষ্ট মু'জিযাদি সুবিবেচকদের জন্য বিশ্বকুল সরদার হুযূর মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নবূয়তের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট; কিন্তু যে ব্যক্তি এ দৃঢ় বিশ্বাস অর্জনে প্রয়াসী নয় সে এসব প্রমাণ দ্বারা উপকৃত হতে পারবে না।

টীকা-২১৭. যে, তারা কেন ঈমান আনেনি! কারণ, আপনি তো স্বীয় ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন।

টীকা-২১৮. এবং এটা অসম্ভব। কেননা, তারাতো বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত।

★ অর্থাৎ; তাদের এ অপবাদ থেকে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র।

www.sunnibarta.com

قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ
اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي
جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ
اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ
حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۚ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ
بِهِ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٢١﴾ ع

(হে হাবীব!) আপনি বলে দিন, 'আল্লাহ্‌র হিদায়তই প্রকৃত হিদায়ত (২১৯)।' এবং (হে শ্রোতা, যেই হও!) যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর, তবে আল্লাহ্‌ থেকে কেউ না তোমার রক্ষাকারী হবে এবং না সাহায্যকারী (২২০)।

১২১. যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা যেমনি উচিত, তা পাঠ করে। তারাই তার উপর ঈমান রাখে। আর যারা এটাকে অস্বীকার করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত (২২১)।

রুকূ' – পনের

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ
الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي
فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٢٢﴾

১২২. হে য়া'কূবের বংশধরগণ! স্মরণ করো আমার ঐ অনুগ্রহকে, যা আমি তোমাদের উপর করেছি। আর ওটাও যে, আমি সে যুগের সকলের উপর তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি।

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ
عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا
عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا
هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٢٣﴾

১২৩. এবং ভয় করো সেদিনকে, যেদিন কোন প্রাণ অন্য প্রাণের বিনিময় হবেনা এবং না তাকে কিছু বিনিময় নিয়ে ছেড়ে দেয়া হবে এবং না কাফিরদেরকে কোন সুপারিশ উপকার করবে (২২২) এবং না তাদেরকে সাহায্য করা হবে।

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ
فَأَتَمَّهُنَّ ۖ

১২৪. এবং যখন (২২৩) ইব্রাহীমকে তাঁর প্রতিপালক কতিপয় কথা দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন (২২৪); অতঃপর তিনি সেগুলোকে পূর্ণ করে দেখিয়েছেন (২২৫)।

টীকা-২১৯. সেটাই অনুসরণের যোগ্য এবং এটা ছাড়া প্রতিটি পথ বাতিল ও ভ্রষ্টতাপূর্ণ।

টীকা-২২০. এ সম্বোধন উম্মতে মুহাম্মদিয়্যাহ্ (দঃ)-কে করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যখন জেনে নিয়েছো যে, নবীকুল সরদার হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তোমাদের নিকট সত্য ও হিদায়ত এনেছেন, তখন তোমরা কখনো কাফিরদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করোনা। যদি এমন করে থাকো, তবে তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা করার মতো কেউ নেই। (খাযিন)

টীকা-২২১. শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেছেন, "এ আয়াত শরীফ 'আহ্‌লে সফীনা' ★ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যাঁরা হযরত জাফর ইবনে আবী তালেব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সাথে হুযূর রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে হাযির হয়েছিলেন। তাঁদের সংখ্যা ছিলো ৪০। তন্মেধ্যে ৩২ জন আবিসিনিয়াবাসী আর ৮ জন সিরীয় ধর্মগুরু। তাঁদের মধ্যে 'বুহায়রা' নামক পাদ্রীও ছিলেন। অর্থ এ যে, বস্তুতঃ এ তাওরীতের উপর ঈমান স্থাপনকারী তারাই, যারা সেটার যথাযথ তেলাওয়াত করে থাকে, পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন ছাড়াই পাঠ করে এবং এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে ও মান্য করে। আর এর মধ্যে সৃষ্টিকুল সরদার হুযূর মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রশংসা ও গুণাবলী দেখে হুযূরের উপর ঈমান আনে। সুতরাং হুযূরকে যে অবিশ্বাস করে সে তাওরীতের উপর ঈমান রাখে না।

টীকা-২২২. এতে ইহুদীদের উক্তির খণ্ডন করা হয়েছে। তারা বলতো, "আমাদের পিতৃপুরুষগণ বুযর্গ ছিলেন। তাঁরা আমাদেরকে সুপারিশ করে মুক্ত করে নেবেন।" এ আয়াতে এ বলে তাদেরকে নিরাশ করা হচ্ছে যে, সুপারিশ কাফিরদের জন্য নয়।

টীকা-২২৩. হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর জন্ম হয় আহ্‌ওয়ায প্রদেশের 'সূস্' নামক স্থানে। অতঃপর তাঁর পিতা তাঁকে নামরূদের রাজ্য 'বাবেল' (ব্যাবিলন)-এ নিয়ে আসেন। ইহুদী, খৃষ্টান এবং আরবের অংশীবাদীগণ (মুশরিকগণ)ও সবাই তাঁর উন্নত মর্যাদার কথা স্বীকার করে। আর তারা তাঁর বংশে জন্মগ্রহণ করার উপর গৌরব করে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ঐসব অবস্থা বর্ণনা করেছেন, যেগুলোর কারণে সকলের উপর ইসলাম কবূল করা অপরিহার্য হয়ে যায়। কেননা, যেসব বিষয় 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর অপরিহার্য করেছেন, সেগুলো ইসলামের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্ভূক্ত।

টীকা-২২৪. আল্লাহ্ তা'আলার পরীক্ষা হলো– বান্দার উপর কোন দায়িত্ব অপরিহার্য করে দিয়ে অন্যান্যদের নিকট সেটা 'ভাল কিংবা মন্দ হওয়া'কে প্রকাশ করে দেন।

টীকা-২২৫. যে সব কথা আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর উপর পরীক্ষার জন্য ওয়াজিব করেছিলেন, সেগুলো সম্পর্কে ক্বোরআনের

★ হযরত জাফর তাইয়্যার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) প্রথমাবস্থায় আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। যখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মদীনা শরীফে হিজরত করলেন এবং সেখানে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হতে লাগলো, চতুর্দিকে মুসলমানদের প্রতি মদীনা শরীফে হিজরত করে আসার নির্দেশ হলো, তখন আবিসিনিয়ায় আশ্রিত মুসলমানদের দলটি হযরত জাফর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর নেতৃত্বে মদীনা শরীফের দিকে 'সফীনা' বা নৌযান যোগে রওনা দিয়েছিলেন। এজন্য তাঁরা 'আহ্‌লে সফীনা' বা 'নৌযান আরোহী দল' নামে প্রসিদ্ধ।

www.sunnibarta.com

ব্যাখ্যাকারীদের কতিপয় অভিমত রয়েছে–

হযরত ক্বাতাদাহ্‌র অভিমত হচ্ছে– সেগুলো হজ্জের বিধান। হযরত মুজাহিদ বলেছেন, এ থেকে সেই দশটা কাজ বুঝানো উদ্দেশ্য, যেগুলো পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা-এর এক অভিমত হচ্ছে– ঐ দশটা কাজ হচ্ছেঃ (১) গোঁফ ছোট করা, (২) কুল্লী করা, (৩) নাকে পরিচ্ছন্নতার জন্য পানি ব্যবহার করা, (৪) মিস্‌ওয়াক করা, (৫) মাথায় সিঁথি কাটা, (৬) নখ কাটা, (৭) বগলের লোম পরিস্কার করা, (৮) নাভীতল পরিষ্কার করা, (৯) খত্‌না করা এবং (১০) পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা। এসব কাজ হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস সালাম)-এর উপর ওয়াজিব ছিলো। তবে, আমাদের উপর এ গুলোর কতেক ওয়াজিব এবং কতেক সুন্নাত।

قَالَ اِنِّیْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِیْ ؕ قَالَ لَا یَنَالُ عَهْدِی الظّٰلِمِیْنَ ﴿۱۲۴﴾

(আল্লাহ্) এরশাদ করেন, 'আমি তোমাকে মানুষের ইমাম সাব্যস্তকারী হই।' (হযরত ইব্রাহীম) আরয করলেন, 'এবং আমার বংশধরদের মধ্যে থেকেও।' (আল্লাহ্) এরশাদ করলেন, 'আমার প্রতিশ্রুতি অত্যাচারীদের ভাগ্যে জোটেনা (২২৬)।'

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ؕ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّی ؕ وَعَهِدْنَاۤ اِلٰۤی اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ اَنْ طَهِّرَا بَیْتِیَ لِلطَّآئِفِیْنَ وَالْعٰكِفِیْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿۱۲۵﴾

১২৫. এবং (স্মরণ করুন,) যখন আমি এ ঘরকে (২২৭) মানবজাতির জন্য আশ্রয়স্থল ও নিরাপদ স্থান করেছি (২২৮) এবং (বলেছিলাম,) ইব্রাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ করো (২২৯)!' এবং আমি ইব্রাহীম ও ইস্‌মাঈলকে তাগিদ দিয়েছিলাম, 'আমার ঘরকে খুব পবিত্র করো– তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী এবং রুকূ' ও সাজদাকারীদের জন্য।'

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِیْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗۤ اِلٰی عَذَابِ النَّارِ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِیْرُ ﴿۱۲۶﴾

১২৬. এবং যখন ইব্রাহীম আরয করলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! এ শহরকে নিরাপদ করে দাও! আর এর অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন ধরণের ফল থেকে জীবিকা দান করো! যারা তাদের মধ্যে আল্লাহ্ ও পরকালের উপর ঈমান আনবে (২৩০)।' এরশাদ করলেন, 'এবং যারা কাফির হবে তাদেরকেও এর সামান্য ভোগ করার জন্য দেবো। অতঃপর তাদেরকে দোযখের কঠিন শাস্তির দিকে (ধাবিত হতে) বাধ্য করবো এবং তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান ফিরে যাবার।'

টীকা-২২৬. মাস্‌আলাঃ অর্থাৎ তাঁর বংশধরদের মধ্যে যাঁরা অত্যাচারী (কাফির) তারা ইমামতের পদ-মর্যাদা পাবেনা।

মাস্‌আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, কাফির মুসলমানদের নেতা হতে পারে না। আর মুসলমানদের জন্যও কাফিরদের অনুসরণ করা জায়েয হবে না।

টীকা-২২৭. 'বায়ত' (ঘর) দ্বারা কা'বা শরীফ বুঝানো হয়েছে। এর মধ্যে সমগ্র 'হেরম শরীফ'ও শামিল রয়েছে।

টীকা-২২৮. 'নিরাপদ স্থল' করার এই অর্থ যে, কা'বার হেরম শরীফে হত্যা ও লুণ্ঠন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কিংবা এর অর্থ– সেখানে শিকারের জন্তুর পর্যন্ত নিরাপত্তা রয়েছে। এমনকি, হেরম শরীফের অভ্যন্তরে সিংহ এবং বাঘ ইত্যাদিও শিকারকে ধাওয়া করে না; বরং ছেড়ে দিয়ে ফিরে যায়।

অন্য এক অভিমত হলো– মু'মিন বান্দা এতে প্রবেশ করে আল্লাহ্‌র কঠিন আযাব বা শাস্তি থেকে নিরাপত্তা লাভ করে।

'হেরম'-কে হেরম এ জন্য বলা হয় যে, এর অভ্যন্তরে হত্যা, যুলুম ও শিকার করা হারাম ও নিষিদ্ধ। (তাফসীর-ই-আহ্‌মদী)

যদি কোন দোষী ব্যক্তিও তাতে প্রবেশ করে, তবে তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না। (মাদারিক)

টীকা-২২৯. 'মাক্বাম-ই-ইব্রাহীম' হচ্ছে– ঐ পাথর, যার উপর দাঁড়িয়ে (হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম) 'কাবা মু'আয্‌যামাহ্' নির্মাণ করেছিলেন। আর এর উপর তাঁর (হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম) ক্বদম মুবারকের চিহ্ন বিদ্যমান। এটাকে নামাযের স্থান হিসেবে নির্দ্ধারণ করার হুকুম 'মুস্তাহাব নির্দেশক।'

অন্য এক অভিমত হচ্ছে– উক্ত নামায দ্বারা তাওয়াফের দু'রাক'আত নামাযই উদ্দেশ্য। (আহ্‌মদী ইত্যাদি)

টীকা-২৩০. যেহেতু 'ইমামত'-এর ক্ষেত্রে لَا یَنَالُ عَهْدِی الظّٰلِمِیْنَ [আমার প্রতিশ্রুতি (ইমামত) যালিমদের ভাগ্যে জোটেনা।] এরশাদ হয়েছিলো,সেহেতু হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) তাঁর প্রার্থনায় শুধু মু'মিনদেরকেই খাস করেছেন। বস্তুতঃ এটাই আদবের মহিমা। আল্লাহ্ তা'আলা মেহেরবানী করেছেন, তাঁর প্রার্থনা কবূল করেছেন এবং এরশাদ করেছেন, "জীবিকা সবাইকে দেয়া হবে– মু'মিনদেরকেও কাফিরদেরকেও।" কিন্তু কাফিরদের জীবিকা হবে নগণ্য। অর্থাৎ শুধু পার্থিব জীবনেই তারা উপকৃত হতে পারবে।

www.sunnibarta.com

টীকা-২৩১. প্রথমবার কাবা শরীফের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন হযরত আদম (আলায়হিস সালাম); এবং নূহ (আলায়হিস্ সালাম)-এর তুফানের পর হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) সেই ভিত্তির উপর তা নির্মাণ করেছিলেন। এ বিশেষ নির্মাণকাজ তাঁরই পবিত্র হস্তে সম্পাদিত হয়। এর জন্য পাথর সংগ্রহ করে আনার খিদমত ও সৌভাগ্য হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম-এর ভাগ্যেও জুটেছিল। উভয় মহান ব্যক্তিত্ব তখন এ প্রার্থনাই করেছিলেন, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ খিদমত ও বন্দেগী গ্রহণ করো।"

টীকা-২৩২. এ মহা সম্মানিত ব্যক্তিদ্বয় আল্লাহ্র একান্ত অনুগত এবং নিতান্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁদের এ প্রার্থনা এ জন্যই ছিলো যে, (তাঁরা) আনুগত্য ও নিষ্ঠায় আরো অধিক পূর্ণতার আকাংখা পোষণ করেন। বন্দেগীর স্বাদ কখনো মিটেনা। সুব্হানাল্লাহ্! যেমন কবি বলেন, فکرِ ہرکس بقدرِ ہمت اوست অর্থাৎ 'প্রত্যেকের চিন্তাধারা তার হিম্মত অনুপাতেই হয়'।

টীকা-২৩৩. হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আলায়হিমাস্ সালাম) ছিলেন 'মা'সূম' বা নিষ্পাপ। তাঁদের পক্ষ থেকে এটা নিতান্ত বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ এবং আল্লাহ্-ওয়ালাদের জন্য শিক্ষার আদর্শ ছিলো।

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمٰعِيلُ ۚ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ۖ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

১২৭. এবং যখন উঠাচ্ছিলো ইব্রাহীম এ ঘরের ভিত্তিগুলো এবং ইসমাঈল, এ প্রার্থনারত অবস্থায়– 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ থেকে গ্রহণ করো (২৩১)। নিশ্চয় তুমিই শ্রোতা, জ্ঞাতা।

১২৮. হে প্রতিপালক আমাদের! এবং আমাদেরকে তোমারই সামনে গর্দান অবনতকারী (২৩২) এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকে একটা উম্মতকে তোমারই অনুগত করো। আমাদেরকে আমাদের 'ইবাদতের নিয়ম-কানুন বলে দাও এবং আমাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ সহকারে দৃষ্টিপাত করো (২৩৩)। নিশ্চয় তুমিই অত্যন্ত তাওবা কবূলকারী, দয়ালু।

১২৯. হে প্রতিপালক আমাদের! এবং প্রেরণ করো তাদের মধ্যে (২৩৪) একজন রসূল তাদেরই মধ্য থেকে, যিনি তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট তেলাওয়াত করবেন এবং তাদেরকে তোমার কিতাব (২৩৫) ও পরিপক্ক জ্ঞান (২৩৬) শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে

মাস্আলাঃ এ স্থানটা প্রার্থনা কবূল হবারই এবং এখানে দো'আ ও তাওবা করা হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর সুন্নাত।

টীকা-২৩৪. অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আলায়হিমাস্ সালাম)-এর বংশধরদের অনুকূলে এ দো'আ নবীকুল সরদার হযরত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের জন্যই ছিলো। অর্থাৎ কা'বা মুআয্যামার নির্মাণ কাজের মহান খিদমত সম্পন্ন করা এবং তাওবা ও ইসতিগফার করার পর হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আলায়হিমাস্ সালাম)-এ প্রার্থনাই করেছিলেন– "হে প্রতিপালক! তোমার মাহবূব, শেষ যমনার নবী হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আমাদেরই বংশের মধ্য থেকে প্রকাশ করো এবং এ মর্যাদা আমাদেরকেই দান করো।" এ প্রার্থনা কবূল হয়েছে এবং হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর পুত্র হযরত ইস্মাঈল (আলায়হিস্ সালাম)-এর বংশের মধ্যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ব্যতীত আর কোন নবী আসেন নি। হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর বংশধরদের মধ্যে অন্যান্য নবীগণ হযরত ইসহাক্ব (আলায়হিস্ সালাম)-এর বংশ থেকে আবির্ভূত হন।

মাস্আলাঃ বিশ্বকুল সরদার হুযূর করীম, রাঊফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মীলাদ শরীফ নিজেই বর্ণনা করেছেন। ইমাম বাগাভী (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি) একটা হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, "আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট 'খাতামুন্নবীয়্যীন' (শেষ নবী) হিসেবেই লিখিত ছিলাম এমতাবস্থায়ই, যখন হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর পবিত্র গড়নের খামীর তৈরী হচ্ছিলো। আমি তোমাদেরকে আমার প্রাথমিক অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছি– আমি হলাম হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর দো'আ, হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর সুসংবাদ, আমি আপন মহীয়সী মাতার সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা, যা তিনি আমার বেলাদতের সময় দেখেছিলেন এবং তাঁর সামনে একটা উজ্জ্বল 'নূর' প্রকাশিত হয়েছিলো, যার আলোকে সিরিয়ার রাজ-প্রাসাদ এবং অট্টালিকাগুলো তাঁর চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়েছিলো।" এ হাদীসে হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর প্রার্থনা বলতে ঐ প্রার্থনাকেই বুঝায়, যা এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ দো'আ কবূল করেছেন এবং শেষ যমানায় নবীকুল সরদার হুযূর মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে প্রেরণ করেছেন। তাঁর এ অনুগ্রহের উপর আল্লাহ্রই জন্য সমস্ত প্রশংসা। (জুমাল ও খাযিন)

টীকা-২৩৫. 'এ কিতাব' দ্বারা 'পবিত্র ক্বোরআন' এবং 'এর শিক্ষা' দ্বারা এর 'তত্ত্ব ও অর্থসমূহ শিখানো' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-২৩৬. 'হিকমত' শব্দের অর্থ সম্পর্কে অনেক অভিমত রয়েছে– কারো মতে, 'হিকমত' অর্থ 'ফিক্বহ'। হযরত ক্বাতাদাহ্র অভিমতানুসারে, 'হিকমত'

www.sunnibarta.com

সুন্নাহ্রই নাম। কেউ কেউ বলেন, 'হিকমত' 'আহকাম' (বিধি-বিধান) সম্বন্ধীয় জ্ঞানকেই বলা হয়। সারকথা হলো– 'হিকমত' হচ্ছে 'ইলমে আস্‌রার বা গূঢ় রহস্যসমূহের জ্ঞান'।

টীকা-২৩৭. 'পবিত্র করা'র এ অর্থ যে, সত্তা ও আত্মাসমূহের ফলক (বা মূল উপাদান)-কে ময়লা থেকে পবিত্র করে পর্দা অপসারণ করা এবং যোগ্যতার লুক্কায়িত শক্তির আয়নাকে পরিষ্কার করে সেগুলোকে এমন যোগ্য করে তোলা, যেন সেগুলোর মধ্যে সৃষ্টির তত্ত্বসমূহ উদ্ভাসিত হতে পারে।

টীকা-২৩৮. শানে নুযূলঃ ইহুদী আলিমদের মধ্য থেকে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম ইসলাম গ্রহণ করার পর স্বীয় দুই ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাজির ও সালমাহ্কে ইসলামের দিকে আহ্বান করলেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমাদের জানা আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাওরীতে এরশাদ করেছেন– আমি হযরত ইসমাঈল (আলায়হিস্ সালাম)-এর বংশধর থেকে একজন নবী পয়দা করবো, যাঁর নাম হবে 'আহমদ'। যে ব্যক্তি তাঁর উপর ঈমান আনবে সে সঠিক রাস্তা পাবে। আর যে ব্যক্তি ঈমান আনবে না সে মালঊন (অভিশপ্ত)।" একথা শুনে সালমাহ্ ঈমান আনলেন; কিন্তু মুহাজির ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো।

এ ঘটনার উপর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত শরীফ নাযিল করে একথা প্রকাশ করে দিলেন যে, যখন হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) নিজেই এ মহা সম্মানিত রসূল প্রেরিত হবার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, তখন যে ব্যক্তি তাঁর দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর দ্বীন থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিলো।

এর মধ্যে ইহুদী, খৃষ্টান এবং আরবের মুশরিকদের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, যারা গর্ব করে ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর সাথে নিজেদের সম্পর্কের দাবী করতো। যখন তারা তাঁর (হযরত ইব্রাহীম) দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো তখন তাদের আর আভিজাত্য র'ইলো কোথায়?

টীকা-২৩৯. 'রিসালত' ও 'বন্ধুত্ব' দ্বারা যথাক্রমে, রসূল ও বন্ধু (খলীল) করেছেন।

টীকা-২৪০. যাঁদের জন্য রয়েছে উন্নত মর্যাদাসমূহ। কাজেই, যখন হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) উভয় জাহানে সম্মানের অধিকারী, তখন তাঁর তরীক্বা এবং ধর্ম থেকে যে বিরত থাকে সে নিঃসন্দেহে অজ্ঞ ও নির্বোধ।

টীকা-২৪১. শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। তারা বলেছিলো যে, হযরত য়া'কূব (আলায়হিস্ সালাম) তাঁর ওফাতের দিন স্বীয় বংশধরদেরকে ইহুদী মতবাদেই প্রতিষ্ঠিত থাকার ওসীয়ত করে গিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা এদের এ মিথ্যা অপবাদের জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল করেছেন– (খাযিন)। অর্থাৎ (এরশাদ করেন,) হে বনী ইস্রাঈল! তোমাদের পূর্ব-পুরুষগণ হযরত য়া'কূব (আলায়হিস্ সালাম)-এর (ইহ জীবনের) শেষ মুহূর্তে তাঁরই নিকট উপস্থিত ছিলেন, যখন তিনি স্বীয় পুত্রদের ডেকে তাদের নিকট থেকে ইসলাম ও আল্লাহ্র একত্ববাদের স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন। আর সেই স্বীকারোক্তি ছিলো– যা আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে।

টীকা-২৪২. হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালামকে (আয়াতে) হযরত য়া'কূব (আলায়হিস্ সালাম)-এর পূর্ব পুরুষদের অন্তর্ভূক্ত করা এ জন্যই ছিলো

وَيُزَكِّيْهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ
ع اَلْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٢٩﴾

অতি পবিত্র করবেন (২৩৭)। নিশ্চয়, তুমিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

রুকূ' – ষোল

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ
اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَقَدِ
اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ
فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٣٠﴾
اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗۤ اَسْلِمْ ۙ قَالَ
اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٣١﴾
وَوَصّٰى بِهَاۤ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ
وَيَعْقُوْبُ ؕ يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى
لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ
اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٣٢﴾ ؕ
اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ
يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ۙ اِذْ قَالَ
لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ
بَعْدِىْ ؕ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ
وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ
وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚۖ وَّنَحْنُ
لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿١٣٣﴾

১৩০. এবং ইব্রাহীমের দ্বীন থেকে কে বিমুখ হবে (২৩৮) ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যে অন্তরের (দিক দিয়ে) নির্বোধ? এবং নিশ্চয় নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে তাকে মনোনীত করে নিয়েছি (২৩৯); এবং নিশ্চয় সে পরকালে আমার খাস নৈকট্যের উপযোগীদের অন্তর্ভূক্ত (২৪০)।

১৩১. যখন তাকে তার প্রতিপালক বললেন, 'গর্দান অনবত করো (আত্মসমর্পণ করো)!' আরয করলো, 'আমি গর্দান অনবত করেছি তাঁরই জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক।

১৩২. এবং সেই দ্বীন সম্পর্কে ওসীয়ত করেছিলো ইব্রাহীম স্বীয় পুত্রদেরকে এবং য়া'কূবও– 'হে আমার পুত্রগণ! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এ দ্বীনকে মনোনীত করে নিয়েছেন। সুতরাং মৃত্যুবরণ করোনা, কিন্তু মুসলমান হয়ে।'

১৩৩. বরং তোমাদের মধ্য থেকে (তোমরা) নিজেরাই উপস্থিত ছিলে (২৪১) যখন য়া'কূবের নিকট মৃত্যু এসেছিলো; যখনই তিনি আপন পুত্রদেরকে বলেছিলেন, 'আমার পরে কার ইবাদত করবে?' (তারা) আরয করলো, 'আমরা ইবাদত করবো তাঁরই, যিনি খোদা হন আপনার এবং আপনার পিতামহ ইব্রাহীম, ইসমাঈল (২৪২) এবং ইসহাক্বের, একমাত্র খোদা; এবং আমরা তাঁরই সামনে গর্দান রেখেছি।

www.sunnibarta.com

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْـَٔلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾

১৩৪. এ (২৪৩) এক উম্মত; যারা গত হয়েছে (২৪৪), তাদের জন্য রয়েছে যা তারা অর্জন করেছে এবং তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা অর্জন করবে; এবং তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তোমাদেরকে কোন প্রশ্ন করা হবে না।

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾

১৩৫. এবং কিতাবীরা বললো (২৪৫), 'ইহুদী কিংবা খৃষ্টান হয়ে যাও, ঠিক পথ পাবে!' (হে হাবীব!) আপনি বলুন, 'বরং আমি তো ইব্রাহীমের দ্বীনকেই গ্রহণ করছি, যিনি সব রকমের বাতিল থেকে মুক্ত ছিলেন এবং মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না (২৪৬)।'

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ ۖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾

১৩৬. এভাবে আরয করো, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র উপর এবং তারই উপর, যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, আর যা অবতারণ করা হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক্ব, য়া'কূব এবং তাঁরই বংশধরদের উপর। আর (তারই উপর,) যা দান করা হয়েছে মূসা ও ঈসাকে এবং যা দান করা হয়েছে অন্যান্য নবীগণকে তাঁদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। আমরা তাঁদের কারো উপর ঈমান আনার ক্ষেত্রে পার্থক্য করিনা এবং আমরা আল্লাহ্‌র সামনে গর্দান রেখেছি।

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾

১৩৭. অতঃপর তারাও যদি এভাবে ঈমান আনতো, যেমন তোমরা এনেছো, তবেই তো তারা হিদায়ত (সঠিক পথের দিশা) পেয়ে যেতো। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তারা নিরেট একগুঁয়েমীর মধ্যে রয়েছে (২৪৭)। তবে হে মাহবূব! অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ্‌ই তাদের দিক থেকে আপনার জন্য যথেষ্ট হবেন এবং তিনিই শ্রোতা, জ্ঞাতা (২৪৮)।

ক. তিনি তাঁর চাচা হন। চাচা পিতারই স্থলাভিষিক্ত। যেমন, হাদীস শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। তাঁর (হযরত ইসমাঈল) নাম হযরত ইসহাক্ব (আলায়হিস্ সালাম)-এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে দু'টি কারণে। একটি কারণ হচ্ছেঃ তিনি হযরত ইসহাক্ব (আলায়হিস্ সালাম) অপেক্ষা বয়সে চৌদ্দ বছরের বড় ছিলেন। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছেঃ তিনি নবীকুল সরদার হুযূর করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এর পিতামহ।

টীকা-২৪৩. অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম ও হযরত য়া'কূব (আলায়হিমাস্ সালাম) এবং তাঁদের মুসলিম বংশধরগণ।

টীকা-২৪৪. হে ইহুদীরা! তোমরা তাদের নামে মিথ্যা রটনা করোনা।

টীকা-২৪৫. শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বর্ণনা করেছেন, এ আয়াত শরীফ ইহুদী সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এবং নাজরানবাসী খৃষ্টানদের জবাবে নাযিল হয়েছে। ইহুদীরা তো মুসলমানদের উদ্দেশ্যে এ কথা বলেছিলো যে, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামই সমস্ত নবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আর তাওরীত সব কিতাব অপেক্ষা উত্তম এবং ইহুদী ধর্মই সব ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এতদ্‌সঙ্গে, তারা হযরত সরওয়ারে কা-ইনাত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, ইঞ্জীল এবং ক্বোরআনকে অস্বীকার করে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেছিলো, "তোমরা ইহুদী হয়ে যাও" অনুরূপভাবে, খৃষ্টানগণও তাদের ধর্মই একমাত্র সত্য বলে দাবী করে মুসলমানদেরকে খৃষ্টান হয়ে যাওয়ার আহ্বান করেছিলো। এ জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-২৪৬. এ আয়াতে ইহুদী ও খৃষ্টান ইত্যাদি সম্প্রদায়ের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, তোমরা তো মুশরিক (অংশীবাদী)। এ জন্য তোমাদের হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর ধর্মের অনুসারী বলে দাবী করা ভিত্তিহীন। অতঃপর মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে এরশাদ হচ্ছে যেন তারাও ইহুদী এবং খৃষ্টানদেরকে বলে দেয়- "আমরা তো ঈমান এনেছি।" (আয়াত দেখুন!)

টীকা-২৪৭. এবং তাদের মধ্যে সত্য-সন্ধানের চিহ্নও নেই।

টীকা-২৪৮. এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি যে, তিনি স্বীয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আধিপত্য দান করবেন। এর মধ্যে অদৃশ্যের সংবাদও রয়েছে যে, ভবিষ্যতে অর্জিত হবে এমন বিজয়ের কথা প্রথম থেকেই প্রকাশ করেছেন। এতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এ মু'জিযার বহিঃপ্রকাশ ঘটে যে, আল্লাহ্ তা'আলার এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে। আর এ অদৃশ্যের সংবাদও সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কাফিরদের বিদ্বেষ, গোঁড়ামী এবং ষড়যন্ত্রগুলোর কারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কোন প্রকার ক্ষতি হয়নি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামই জয়ী হয়েছেন। বনূ ক্বোরায়যাকে হত্যা করা হলো, বনূ নযীর আপন জন্মস্থান থেকে বহিষ্কৃত হলো। আর ইহুদী ও খৃষ্টানদের উপর 'জিয্য়া' অবধারিত হলো।

www.sunnibarta.com

صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ
مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۖ وَّنَحْنُ
لَهٗ عٰبِدُوْنَ ﴿۱۳۸﴾
قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِى اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا
وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَآ اَعْمَالُنَا
وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ
مُخْلِصُوْنَ ﴿۱۳۹﴾
اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ
وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ
كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ۗ قُلْ ءَاَنْتُمْ
اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ۗ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ
كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ۗ
وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴۰﴾
تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا
كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا
ع ۱۶ تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴۱﴾

১৩৮. আমরা আল্লাহ্‌র রং গ্রহণ করেছি (২৪৯) এবং আল্লাহ্‌র রং অপেক্ষা কার রং অধিক উত্তম? এবং আমরা তাঁরই ইবাদত করি।

১৩৯. (হে হাবীব!) আপনি বলুন, 'আল্লাহ্ সম্পর্কে (আমাদের সাথে) কি (তোমরা) বিতর্ক করছো (২৫০)? অথচ তিনি আমাদেরও মালিক এবং তোমাদেরও (২৫১); এবং আমাদের কর্ম আমাদের সাথে আর তোমাদের কর্ম তোমাদের সাথে; এবং আমরা শুধু তাঁরই (২৫২);

১৪০. বরং তোমরা এটাই বলে থাকো যে, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক্ব, য়া'কূব এবং তাঁদের পুত্রগণ ইহুদী কিংবা খৃষ্টান ছিলেন। (হে হাবীব!) আপনি বলুন, 'জ্ঞান কি আমাদের বেশী, না আল্লাহ্‌র (২৫৩)? এবং তার চেয়ে অধিক অত্যাচারী কে, যার নিকট রয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষে সাক্ষ্য, আর সে তা গোপন করে (২৫৪)? এবং খোদা তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অনবহিত নন।'

১৪১. সেই একটা জনগোষ্ঠী, যারা গত হয়েছে। তাদের জন্য তাদের অর্জিত বস্তু আর তোমাদের জন্য তোমাদের অর্জিত বস্তু। আর তাদের কর্মসমূহ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবেনা। ★

টীকা-২৪৯. অর্থাৎ যেভাবে রং কাপড়ের বাইরে ও ভিতরে প্রসারিত হয়, অনুরূপভাবে, আল্লাহ্‌র দ্বীনের সত্য বিশ্বাসগুলোও আমাদের শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের ভিতরে ও বাইরে, অন্তর ও শরীর তাঁরই রঙে রঞ্জিত হয়ে গেছে। আমাদের রং (শুধু) জাহেরী রং নয়, যা কোন উপকারই করে না; বরং এটা অন্তরসমূহকে পবিত্র করে। বাইরে এর চিহ্নসমূহ চালচলন ও কার্যকলাপ থেকে প্রকাশ পায়। খৃষ্টানগণ যখন কাউকে আপন ধর্মে দাখিল করে কিংবা তাদের নিকট কোন সন্তান জন্ম নেয় তখন তারা পানিতে হলদে রং মিশিয়ে তাতে সে ব্যক্তি কিংবা পুত্রকে ডুব দেয়ায় আর বলে থাকে, "এখন সে প্রকৃত খৃষ্টান হয়েছে।" এ আয়াতে এরই খণ্ডন করা হয়েছে যে, এ জাহেরী রং কোন কাজে আসবে না।

টীকা-২৫০. শানে নুযূলঃ ইহুদীগণ মুসলমানদেকে বলেছিলো, "আমরাই সর্বপ্রথম আসমানী কিতাব প্রাপ্ত। আমাদের ক্বিবলাই প্রাচীনতম, আমাদের ধর্মই প্রাচীন। নবীগণ আমাদের মধ্য থেকে আবির্ভূত হয়েছেন। সুতরাং বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যদি নবী হতেন, তবে তিনি অবশ্যই আমাদের মধ্য থেকে আবির্ভূত হতেন।" তাদের জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-২৫১. তাঁরই পূর্ণ ইখতিয়ার। তিনি আপন বান্দাদের মধ্য থেকে যাঁকেই ইচ্ছা নবী করেন– হোক আরব থেকে, নতুবা অন্য কোন দেশ বা গোত্র থেকে।

টীকা-২৫২. আমরা অন্য কাউকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ স্থির করিনা এবং ইবাদত ও আনুগত্য শুধু তাঁরই জন্য করি। কাজেই, আমরাই প্রকৃত সম্মান ও পুরস্কারের উপযোগী।

টীকা-২৫৩. এর অকাট্য জবাব হচ্ছে এটাই যে, আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞাত। কাজেই, তিনিই যখন বলেছেন–

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ
يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا

(অর্থাৎ 'হযরত ইব্রাহীম না ছিলেন ইহুদী, না ছিলেন খৃষ্টান) তখন তোমাদের এ কথা বাতিল ও ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে।

টীকা-২৫৪. এটা হচ্ছে ইহুদীদের অবস্থা, যারা আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষ্যগুলো গোপন করেছে, যা তাওরীতে উল্লেখিত ছিলো, তা হলো, 'মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁরই নবী'। আর তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলী হবে এরূপ এবং হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম মুসলমানই ছিলেন আর একমাত্র গ্রহণীয় ধর্ম হচ্ছে ইসলাম; ইহুদী বা খৃষ্টান ধর্ম নয়। ★

★ 'প্রথম পারা' সমাপ্ত।

www.sunnibarta.com

দ্বিতীয় পারা

টীকা-২৫৫. শানে নুযূলঃ এ আয়াত ইহুদীদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। যখন বায়তুল মুক্বাদ্দাসের পরিবর্তে কা'বা মো'আয্যমাকে ক্বিবলা করা হলো,তখন এর উপর তারা সমালোচনা করতে আরম্ভ করলো। কেননা, এটা তাদের অপছন্দনীয় ছিলো এবং তারা 'রহিতকরণ'-এ বিশ্বাসী ছিলো না।

এক অভিমতানুসারে, এ আয়াত শরীফ মক্কার মুশরিকদের প্রসঙ্গে এবং অপর এক অভিমত অনুসারে, মুনাফিকদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। আর এটাও হতে পারে যে, তা দ্বারা কাফিরদের এ সমস্ত দলের কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা, তিরস্কার ও সমালোচনায় সবাই শরীক ছিলো।

আর কাফিরদের সমালোচনার পূর্বে ক্বোরআন পাকে এর সংবাদ দেয়া অদৃশ্য বিষয়াদির সংবাদসমূহেরই অন্তর্ভূক্ত।

(আয়াতে) সমালোচনাকারীদেরকে এ জন্যই নির্বোধ বলা হয়েছে যে, তারা নিতান্ত সুস্পষ্ট কথার উপর আপত্তি করেছে; অথচ পূর্ববর্তী নবীগণ শেষ নবীর বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে তাঁর উপাধি 'যুল ক্বিবলাতাঈন' (দু' ক্বিবলার অধিকারী) হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আর ক্বিবলা পরিবর্তন একথারই বাস্তব প্রমাণ যে, ইনি হচ্ছেন সেই মহা-মর্যাদাবান নবী, যাঁর সম্পর্কে পূর্ববর্তী নবীগণ সংবাদ দিয়ে এসেছেন। এমন সুস্পষ্ট নিদর্শন থেকে উপকার গ্রহণ না করা, বরং আপত্তিকারী হওয়া পূর্ণ নির্বুদ্ধিতারই প্রমাণ।

টীকা-২৫৬. 'ক্বিবলা' সেই দিককে বলা হয়, যার প্রতি মুখ করে মানুষ নামায আদায় করে। এখানে 'ক্বিবলা' দ্বারা 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-২৫৭. তাঁরই ইখতিয়ার হচ্ছে- যে দিককেই ইচ্ছা ক্বিবলা করবেন। অন্য কারো আপত্তি করার কি অবকাশ আছে? বান্দার কাজ হচ্ছে- আনুগত্য করা।

রুকূ' - সতের

سَيَقُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّىٰهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾

১৪২. এখন বলবে (২৫৫) নির্বোধ লোকেরা, 'কে ফিরিয়ে দিলো মুসলমানদেরকে তাদের সেই ক্বিবলা থেকে, যার উপর (তারা) ছিলো (২৫৬)?' আপনি বলে দিন, 'পূর্ব-পশ্চিম সব আল্লাহরই (২৫৭)। তিনি যাকে চান সোজা পথে পরিচালিত করেন।'

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ

১৪৩. এবং কথা হলো এরূপই যে, আমি তোমাদেরকে সব উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির উপর সাক্ষী হও (২৫৮)।

টীকা-২৫৮. ইহ ও পরকালে।

মাস্আলাঃ পৃথিবীতে তো এই যে, মুসলমানদের সাক্ষ্য মু'মিন ও কাফির সবারই বেলায় শরীয়ত মোতাবেক গ্রহণযোগ্য । কিন্তু কাফিরদের সাক্ষ্য মুসলমানদের বেলায় নির্ভরযোগ্য নয়।

মাস্আলাঃ এ থেকে এটাও প্রতিভাত হয় যে, এ উম্মতগণের 'ঐকমত্য' (اجماع) অনিবার্যরূপে গ্রহণযোগ্য দলীল।

মাস্আলাঃ মৃতদের বেলায়ও এ উম্মতের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। রহমত ও আযাবের ফিরিশতাগণ তদনুযায়ী কাজ করে থাকেন। সেহাহ্র হাদীসে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখ দিয়ে একটা জানাযা অতিক্রম করলো। সাহাবা কেরাম মৃত ব্যক্তিটির প্রশংসা করলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "অনিবার্য হয়েছে।" অতঃপর অন্য একটা জানাযা অতিক্রম করলো। সাহাবা কেরাম (মৃত ব্যক্তিটির) দোষ-ত্রুটির কথা আলোচনা করলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "অবধারিত হয়েছে।" 'হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আরয করলেন, "হুযূর! কি জিনিষ অবধারিত হয়েছে?" হুযূর এরশাদ করলেন, "প্রথম মৃতের তোমরা প্রশংসা করেছো। তার জন্য বেহেশ্ত অনিবার্য হয়েছে। অপর মৃতজনের তোমরা দোষ-ত্রুটি আলোচনা করেছো। তার জন্য দোযখ অবধারিত হয়েছে। তোমরা হলে পৃথিবীতে আল্লাহ্র সাক্ষী।" অতঃপর হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এ আয়াত শরীফ তেলাওয়াত করলেন।

মাস্আলাঃ এসব সাক্ষ্য প্রদান উম্মতের মধ্যে সৎ ব্যক্তিবর্গ ও সত্যবাদীদের জন্য নির্দিষ্ট এবং এসব সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবার জন্য রসনার সংযম পূর্বশর্ত। যারা রসনাকে সংযত করেনা, বরং অনর্থক ও শরীয়ত বিরোধী কথাবার্তা তাদের মুখে উচ্চারিত হতে থাকে এবং অন্যায়ভাবে অভিশম্পাত করে থাকে, সেহাহ্র হাদীস শরীফে বর্ণিত, রোজ ক্বিয়ামতে তারা না সুপারিশকারী হবে, না সাক্ষী।

এ উম্মতের একটা সাক্ষ্য এটাও যে, পরকালে যখন পূর্ব ও পরবর্তী সবাই একত্রিত হবে এবং কাফিরদের উদ্দেশ্যে বলা হবে, "তোমাদের নিকট কি আমার পক্ষ থেকে ভীতি প্রদর্শনকারী ও বিধি-নিষেধ পৌঁছানোর জন্য কেউ আসেননি?" তখন তারা তা অস্বীকার করবে এবং বলবে, "না, কেউ যায়নি।" সম্মানিত নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হবে। তাঁরা আরয করবেন, "এরা মিথ্যুক। আমরা তাদের নিকট আপনার বিধি-নিষেধ পৌঁছিয়ে দিয়েছি।" এর উপর তাঁদের (নবীগণ) নিকট থেকে প্রমাণ প্রতিষ্ঠাকরণের নিমিত্ত দলীল তলব করা হবে। তাঁরা আরয করবেন, "উম্মতে মুহাম্মদী-ই আমাদের সাক্ষী।" (তখন) এ উম্মতই নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম)-এর পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন যে, ঐসব সত্তা যথাযথভাবে পৌঁছিয়েছেন। তখন পূর্ববর্তী উম্মতের কাফিরগণ বলবে, "এরা কি করে জানে? তারা তো আমাদের পরে পৃথিবীতে এসেছে।" জিজ্ঞাসা করা হবে- তোমরা কি করে জানতে পারলে? তারা আরয করবে, "হে প্রতিপালক! আপনি আমাদের প্রতি আপনার রসূল হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রেরণ করেছেন, ক্বোরআন পাক নাযিল করেছেন। এর মাধ্যমে আমরা অকাট্য ও নিশ্চিতভাবে অবগত হয়েছি যে, সম্মানিত নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম) ধর্ম প্রচারের গুরুদায়িত্ব পরিপূর্ণরূপে পালন করেছেন।" অতঃপর নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে তাঁর উম্মতগণের এ সাক্ষ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। হুযূর করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাদের সত্যায়ন করবেন।

www.sunnibarta.com

মাস্‌আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, পরিচিত বস্তু সম্পর্কে পরস্পর পরস্পর থেকে শ্রবণের ভিত্তিতে দেয় সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ যেসব বিষয়াদি সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান শুনেই অর্জিত হয় তার উপর সাক্ষ্য দেয়া যায়।

টীকা-২৫৯. উম্মতগণের তো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অবহিত করণের মাধ্যমে পূর্ববর্তী উম্মতগণের অবস্থাদি এবং নবীগণের ধর্মপ্রচার সম্পর্কে অকাট্য ও নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয়েছে এবং রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র অনুগ্রহক্রমে, নবূয়তের জ্যোতি দ্বারা প্রত্যেকের অবস্থা, তার ঈমানের হাক্বীক্বত, সৎ কিংবা অসৎ কর্মসমূহ এবং নিষ্ঠা ও কপটতা– সব কিছু সম্পর্কে অবহিত।

মাসআলাঃ এ জন্যই হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাক্ষ্য পৃথিবীতে শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী উম্মতের পক্ষে গ্রহণযোগ্য। এ কারণেই হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আপন যুগের উপস্থিতদের সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন, যেমন- সাহাবা, স্বীয় পবিত্র স্ত্রীগণ ও আহ্‌লে বায়তের ফযীলত ও বৈশিষ্ট্যাবলী অথবা অনুপস্থিতগণ ও পরবর্তীদের সম্পর্কে, যেমন- হযরত ওয়াইস ও ইমাম মাহদী প্রমুখ সম্পর্কে; এসব কিছুর উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য।

মাস্‌আলাঃ প্রত্যেক নবীকে তাঁর উম্মতের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করা হয়, যাতে ক্বিয়ামত দিবসে সাক্ষ্য দিতে পারেন। যেহেতু, আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাক্ষ্য 'ব্যাপক' (عام) হবে, সেহেতু হুযূর সমস্ত উম্মতের অবস্থাদি সম্পর্কে অবগত আছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এখানে شَهِيْدٌ (সাক্ষী) 'অবহিত' (مطلع) অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। কেননা, 'শাহাদত' (شهادت) শব্দটা 'জ্ঞান' ও 'অবগতি' অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমান–

وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ شَهِیْدٌ

(অর্থাৎ- আল্লাহ্ প্রত্যেক কিছু সম্পর্কে জ্ঞাত, অবহিত।)

وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ؕ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ؕ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۴۳﴾

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۪ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ؕ

আর এ রসূল তোমাদের রক্ষক ও সাক্ষী (২৫৯); এবং হে মাহবূব! আপনি ইতিপূর্বে যেই ক্বিবলার উপর ছিলেন, আমি সেটাকে এজন্যই নির্দ্ধারণ করেছিলাম যেন দেখি– কে রসূলের অনুসরণ করছে আর কে উল্টো পায়ে ফিরে যাচ্ছে (২৬০)। এবং নিশ্চয় এটা ভারী (কঠিন), কিন্তু তাদের উপর (ভারী ছিলোনা) যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা হিদায়ত প্রদর্শন করেছেন। আর আল্লাহ্‌র জন্য এটা শোভা পায় না যে, তিনি তোমাদের ঈমানকে ব্যর্থ করবেন (২৬১)। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের উপর অত্যন্ত দয়ার্দ্র, দয়ালু।

১৪৪. আমি লক্ষ্য করছি বারবার আপনার আসমানের দিকে তাকানো (২৬২)। সুতরাং অবশ্যই আমি আপনাকে ফিরিয়ে দেবো সেই ক্বিবলার দিকে, যাতে আপনার সন্তুষ্টি রয়েছে। এখনই আপন মুখ ফিরিয়ে নিন মসজিদে হারামের দিকে; এবং হে মুসলমানগণ! তোমরা যেখানেই থাকো স্বীয় মুখ সেটার দিকে ফিরাও (২৬৩)।

টীকা-২৬০. বিশ্বকুল সরদার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রথমে কা'বার দিকে নামায পড়তেন। হিজরতের পর বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়। সতের মাসের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত সেদিকে নামায আদায় করেন। পরে কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়। এ ক্বিবলা পরিবর্তনের একটা হিকমত এরূপ এরশাদ হয়েছে যে, এতে কাফির ও মু'মিনের মধ্যে পার্থক্য ও বাছাই হয়ে যাবে। সুতরাং তাই হয়েছে।

টীকা-২৬১. শানে নুযূলঃ বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে নামায পড়ার সময়-কালে যেসব সাহাবী ইন্তেকাল করেছেন, তাঁদের আত্মীয়-স্বজন ক্বিবলা পরিবর্তনের পর তাঁদের নামাযের হুকুম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। এর উপর এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর (তাঁদেরকে) শান্তনা দেয়া হয়েছে যে, তাঁদের নামাযগুলো বিফল হয়নি। সেগুলোর উপর সাওয়াব পাবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ 'নামায'কে 'ঈমান' শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, নামায আদায় করা, বিশেষতঃ জমা'আত সহকারে পড়া ঈমানেরই প্রমাণ।

টীকা-২৬২. শানে নুযূলঃ বিশ্বকুল সরদার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কা'বা মু'আয্যমাকেই ক্বিবলা করা আন্তরিকভাবে কাম্য ছিলো। আর হুযূর এ আশায়ই আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করতেন। এর উপর এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি নামাযের মধ্যেই কা'বা শরীফের দিকে ফিরে গিয়েছিলেন। তাঁর সাথে মুসলমানগণও সেদিকে মুখ ফিরালেন।

মাস্‌আলাঃ এ থেকে জানা গেলো যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সন্তুষ্টি গ্রহণযোগ্য এবং তাঁরই খাতিরে কা'বাকে ক্বিবলা করা হয়েছে।

টীকা-২৬৩. এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, নামাযের মধ্যে ক্বিবলার দিকে মুখ করা 'ফরয'।

www.sunnibarta.com

টীকা-২৬৪. কেননা, তাদের কিতাবসমূহে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর গুণাবলীর পরম্পরায় এ কথারও উল্লেখ ছিলো যে, তিনি বায়তুল মুক্বাদ্দাস থেকে কা'বার দিকে ফিরবেন। আর তাদের নবীগণ সুসংবাদসমূহের সাথে সাথে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর এ নিদর্শনও বর্ণনা করেছিলেন যে, তিনি 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' ও 'কা'বা'-উভয় ক্বিবলার দিকেই নামায পড়বেন।

টীকা-২৬৫. কেননা, নিদর্শন তারই জন্য উপকারী হতে পারে, যে কোন সন্দেহের কারণে অস্বীকারকারী হয়। এরাতো হিংসা ও গোঁড়ামীর বশবর্তী হয়ে অস্বীকার করছে। এ থেকে তাদের কি উপকার হবে?

টীকা-২৬৬. অর্থ হচ্ছে- এ ক্বিবলা 'মানসূখ' (রহিত) হবে না। কাজেই, কিতাবীদের এ আকাংখা না রাখা চাই যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাদের মধ্যে কারো ক্বিবলার দিকে ফিরবেন।

وَإِنَّ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ
أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ
بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٤﴾
وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ
بِكُلِّ أٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا
أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ
بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ
أَهْوَآءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ
مِنَ الْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ
الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٥﴾
اَلَّذِيْنَ أٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ
كَمَا يَعْرِفُوْنَ أَبْنَآءَهُمْ ؕ وَإِنَّ
فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ
وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٤٦﴾
اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ
مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿١٤٧﴾

আর যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে, তারা নিশ্চয় জানে যে, এটা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য (২৬৪) এবং আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অনবহিত নন।

১৪৫. এবং যদি আপনি সেই কিতাবীদের নিকট সমস্ত নিদর্শন নিয়ে আসেন, (তবুও) তারা আপনার ক্বিবলার অনুসরণ করবে না (২৬৫) এবং না আপনি তাদের ক্বিবলার অনুসরণ করবেন- (২৬৬) এবং তারা পরস্পরের মধ্যেও একে অপরের ক্বিবলার অনুসারী নয় (২৬৭); এবং (ওহে শ্রোতা! যেই হওনা কেন,) যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর উপর চলো, এর পরে যে, তোমার জ্ঞান অর্জিত হয়েছে, তখন তুমি অবশ্যই যালিম হবে।

১৪৬. যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি (২৬৮) তারা এ নবীকে এমনিভাবে চিনে যেমন মানুষ তার পুত্র-সন্তানদের চিনে (২৬৯) এবং নিশ্চয়ই তাদের একটা দল জেনে বুঝে সত্য গোপন করে (২৭০)।

১৪৭. (হে শ্রোতা!) এটা সত্য তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে (অথবা সত্য সেটাই, যা তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে আসে)। সুতরাং হুশিয়ার! তুমি সন্দেহ করোনা।

টীকা-২৬৭. প্রত্যেকের ক্বিবলা পৃথক। ইহুদীরাতো 'সাখ্‌রা-ই-বায়তুল মুক্বাদ্দাস'কে তাদের ক্বিবলা সাব্যস্ত করে থাকে এবং খৃষ্টানরা বায়তুল মুক্বাদ্দাসের ঐ পূর্ব পার্শ্বস্থ স্থানকে ক্বিবলা সাব্যস্ত করে, যেখানে হযরত মসীহ (ঈসা আলায়হিস্ সালাম)-এর পবিত্র 'রূহ' ফুৎকার সম্পন্ন হয়েছিলো। (ফাত্‌হ)

টীকা-২৬৮. অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের আলেমগণ।

টীকা-২৬৯. অর্থ এই যে, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে শেষ যমানার নবী বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলী এমনি বিশদরূপে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, সেগুলোর মাধ্যমে কিতাবী আলেমগণের মনে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের শেষ নবী হবার সম্পর্কে কোন সংশয় ও সন্দেহ অবশিষ্ট থাকতে পারেনা। আর তারা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সেই সর্বোন্নত পদমর্যাদা সম্পর্কে পূর্ণতম ধারণা সহকারে অবহিত ছিলো। ইহুদী সম্প্রদায়ের দক্ষ আলেমদের (আহ্‌বার) মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলেন। তখন হযরত ওমর ফারূক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন- يَعْرِفُوْنَهٗ (ইয়া'রিফূনাহু) আল্-আয়াতের মধ্যে যে পরিচিতির কথা এরশাদ করা হয়েছে, তার প্রকৃতি কি? তিনি জবাবে বললেন, "হে ওমর! আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখা মাত্রই নিঃসন্দেহে চিনতে পেরেছি এবং আমার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে চিনতে পারা আমার সন্তান-সন্ততিদের চেনার চাইতে বহুগুণ পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ।" হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, "তা কিভাবে?" তিনি বললেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি- হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে তাঁরই প্রেরিত রসূল। তাঁর গুণাবলী আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের কিতাব তাওরীতে বর্ণনা করেছেন। সন্তান-সন্ততিদের পক্ষে এমনি 'ইয়াক্বীন' (নিশ্চয়তা) কিভাবে হতে পারে? স্ত্রীলোকদের অবস্থা এমনি অকাট্যভাবে কিরূপে জানা যেতে পারে?" (এ জবাব শুনে) হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর কপালে চুম্বন দিলেন।

মাস্‌আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, 'যৌন-কামনা'-এর ক্ষেত্র ছাড়া ধর্মীয় ভালবাসার উচ্ছ্বাসে কপাল চুম্বন করা জায়েয।

টীকা-২৭০. অর্থাৎ তাওরীত ও ইঞ্জীলের মধ্যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলোকে কিতাবী আলেমদের একটা দল হিংসা ও গোঁড়ামী বশতঃ জেনেশুনে গোপন করে।

মাস্‌আলাঃ সত্য গোপন করা অবাধ্যতা ও গুনাহ্‌র শামিল।

www.sunnibarta.com

রুকূ' - আঠার

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۴۸﴾

১৪৮. প্রত্যেকের জন্য মুখ করার একটা দিক রয়েছে যে, সেদিকেই সে মুখ করে। সুতরাং এটা চাও যে, সৎ কার্যাবলীতে অন্যান্যদের থেকে অগ্রে চলে যাবে। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, আল্লাহ্ তোমাদের সবাইকে একত্রিত করে আনবেন- (২৭১)। নিশ্চয় আল্লাহ্ যা চান, করেন।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴۹﴾

১৪৯. এবং যেখান থেকেই আসো (২৭২) আপন মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফিরাও এবং তা নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য। এবং আল্লাহ্ তোমাদের কার্যাদি সম্পর্কে অনবহিত নন।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۢ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِىْ ۙ وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِىْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿۱۵۰﴾

১৫০. এবং হে মাহবূব! আপনি যেখান থেকেই আসুন না কেন আপনার মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফিরান। এবং হে মুসলমানগণ! তোমরা যেখানে থাকো না কেন, আপন মুখ সেটারই দিকে করো, যাতে তোমাদের বিরুদ্ধে লোকদের কোন বিতর্ক না থাকে (২৭৩); কিন্তু তাদের মধ্যে যারা অবিচার করে (২৭৪), তবে তাদেরকে ভয় করোনা এবং আমাকেই ভয় করো। আর এটা এ জন্যই যে, আমি আমার অনুগ্রহ তোমাদের উপর পূর্ণ করবো এবং কোন প্রকারে তোমরা সঠিক পথের দিশা পাবে।

كَمَاۤ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۵۱﴾

১৫১. যেমন আমি তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করেছি একজন রসূল তোমাদের মধ্য থেকে (২৭৫), যিনি তোমাদের উপর আমার আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেন, তোমাদেরকে পবিত্র করেন (২৭৬) এবং কিতাব ও পরিপক্ক জ্ঞান শিক্ষা দেন (২৭৭)। আর তোমাদের সেই শিক্ষা দান করেন, যার জ্ঞান তোমাদের ছিলোনা।

فَاذْكُرُوْنِىْۤ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ﴿۱۵۲﴾

১৫২. সুতরাং (তোমরা) আমার স্মরণ করো, আমিও তোমাদের চর্চা করবো (২৭৮) আর আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো এবং আমার কৃতঘ্ন হয়োনা।

টীকা-২৭১. ক্বিয়ামতের দিন সবাইকে একত্রিত করবেন এবং তাদের আমলসমূহের প্রতিদান দেবেন।

টীকা-২৭২. অর্থাৎ, চাই তোমরা যে কোন শহর থেকে সফরের উদ্দেশ্যে বের হও, নামাযে কিন্তু নিজেদের মুখ 'মসজিদে হারাম' (কা'বা)-এর দিকে ফিরাও।

টীকা-২৭৩. এবং কাফিরগণ সমালোচনা করার সুযোগ না পায় যে, তাঁরা ক্বোরাঈশ গোত্রীয়দের বিরোধিতা করতে গিয়ে হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আলায়হিমাস্ সালাম)-এর ক্বিবলাকেও ছেড়ে দিয়েছে; অথচ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হলেন তাঁদেরই বংশধর এবং তাঁদের মহত্ব ও মহা মর্যাদার কথা স্বীকারও করে থাকেন।

টীকা-২৭৪. এবং গোঁড়ামীর ভিত্তিতে অনর্থক আপত্তি উত্থাপন করে।

টীকা-২৭৫. অর্থাৎ সৈয়দে আলম মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

টীকা-২৭৬. শির্ক ও গুনাহ্র অপবিত্রতা থেকে।

টীকা-২৭৭. 'হিকমত' (পরিপক্ক জ্ঞান) দ্বারা মুফাস্সিরগণ 'ফিক্বহ শাস্ত্রের জ্ঞান' বুঝিয়েছেন।

টীকা-২৭৮. **'যিক্র'** তিন প্রকারের হয়ে থাকেঃ ১) মৌখিক (لسانی), ২) আন্তরিক (قلبی) এবং ৩) অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সহকারে (بالجوارح)।

মৌখিক যিক্র হচ্ছে- তাস্বীহ, তাক্বদীস (আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা জ্ঞাপক যিক্র) এবং হামদ ও প্রশংসা ইত্যাদি বর্ণনা করা। খোতবা, তাওবা, ইসতিগফার ইত্যাদিও এর অন্তর্ভূক্ত।

আন্তরিক যিক্র হচ্ছে- আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহরাজির কথা স্মরণ করা, তাঁর মহত্ব, সর্বোন্নত মর্যাদা এবং তাঁরই কুদরতের প্রমাণাদির উপর চিন্তা-ভাবনা করা। আলেমগণের (ফক্বীহ্গণ) মাস্আলা বা কোন বিষয়ের সমাধান বের করার জন্য গবেষণা করাও এর অন্তর্ভূক্ত।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সহকারে যিক্র হচ্ছে- অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আল্লাহ্র ইবাদতে মশগুল হওয়া। যেমন হজ্জ্বব্রত পালনের উদ্দেশ্যে সফর করা। এটা এ প্রকারের যিক্রের শামিল।

নামায উক্ত তিন প্রকারের যিক্রকেই শামিল করে। তাসবীহ, তাকবীর, সানা ও ক্বিরআত ইত্যাদি তো মৌখিক যিক্র এবং অন্তরের নম্রতা, একাগ্রতা ও নিষ্ঠা (ইখলাস) অন্তরের যিক্র। আর ক্বিয়াম, রুকূ' ও সাজদাহ্ ইত্যাদি হচ্ছে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যিক্র।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, "তোমরা আনুগত্য সহকারে আমাকে স্মরণ করো,

www.sunnibarta.com

আমি তোমাদেরকে আমার সাহায্য সহকারে স্মরণ করবো।" বোখারী ও মুসলিম (সহীহাঈন)-এর হাদীসে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন, "যদি বান্দা আমাকে একাকী স্মরণ করে, তবে আমিও তাকে অনুরূপভাবে স্মরণ করি, আর যদি সে আমাকে জমা'আত সহকারে (সম্মিলিতভাবে) স্মরণ করে, তবে আমি তাকে তদপেক্ষা উত্তম জমা'আতের মধ্যে স্মরণ করি।"

ক্বোরআন ও হাদীসে যিক্‌রের বহু ফযীলত বর্ণিত হয়। আর এটা (যিক্‌র) সব ধরণের যিক্‌রকে শামিল করে- সরবে যিকরকেও নীরবে যিক্‌রকেও।

টীকা-২৭৯. হাদীস শরীফে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে যখন কোন কঠিন বা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হাযির হতো,তখন তিনি নামাযে মশগুল হতেন। আর নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার মধ্যে 'ইস্‌তিস্‌ক্বার নামায' (বৃষ্টি প্রার্থনার নামায) ও 'সালাতে হাজত' (প্রয়োজন মিটানোর জন্য প্রার্থনার নামায)-ও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

টীকা-২৮০. শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ বদরের যুদ্ধের শহীদদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। লোকজন শহীদদের সম্পর্কে মন্তব্য করতো- 'অমুকের ইন্তিকাল হয়েছে, সে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে।' তাদের জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-২৮১. মৃত্যুর পরপরই আল্লাহ্ তা'আলা শহীদদেরকে জীবন দান করেন। তাঁদের রূহগুলোর প্রতি রিযক্ব পেশ করা হয়। তাদেরকে বিভিন্ন শান্তি প্রদান করা হয়। তাঁদের 'আমল' চালু থাকে। ফলে, তাঁদের সাওয়াব ও প্রতিদান বাড়তেই থাকে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, শহীদদের রূহগুলো সবুজ পাখীর গড়নের মধ্যে জান্নাতে ভ্রমণ করে থাকে এবং সেখানকার ফল ও নি'মাতসমূহ আহার করে থাকে।

মাস্‌আলাঃ আল্লাহ তা'আলার অনুগত বান্দাগণ তাঁদের কবরে বেহেশ্‌তী নি'মাতসমূহ পেয়ে থাকেন।

'শহীদ' সেই মুসলমানকে বলে, যার উপর শরীয়তের বিধি-বিধান বর্তায় এবং ধারাল অস্ত্র দ্বারা অন্যায়ভাবে নিহত হয়। আর তাকে হত্যা করার কারণে হন্তাকে কোন জরিমানা পরিশোধ করতে হয়নি; কিংবা তাকে যুদ্ধের ময়দানে মৃত অথবা জখমপ্রাপ্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে, কিন্তু সে আর কোন প্রকার আরাম পায়নি (সুস্থ হয়নি, পরে মারা গেছে)।

পৃথিবীতে এ ধরনের শহীদের বেলায় শরীয়তের বিধান হলো- না তাঁকে গোসল দিতে হয়, না কাফন; (বরং) তাঁর আপন পোষাকেই (নিহত হবার সময় যা তাঁর পরনে ছিলো) রাখা হবে। এমতাবস্থায়ই তাঁর জন্য (জানাযার) নামায পড়া হবে। এমতাবস্থাতেই তাঁকে দাফন করা হবে।

রুকূ' - উনিশ

১৫৩. হে ঈমানদারগণ! সবর ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাও (২৭৯)। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবরকারীদের সাথে রয়েছেন।

১৫৪. এবং যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলোনা (২৮০); তারা জীবিত; হাঁ, তোমাদের খবর নেই (২৮১)।

১৫৫. এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা (২৮২) এবং কিছু ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ঘাটতি দ্বারা (২৮৩)। এবং সুসংবাদ শুনান ঐসব সবরকারীদেরকে;

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ
وَالصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۵۳﴾
وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ
اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ﴿۱۵۴﴾
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ
وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ
وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۵۵﴾

পরকালে শহীদের মর্যাদা বহু উর্ধ্বে। এমনও কিছু শহীদ আছেন, যাঁদের বেলায় দুনিয়ার এসব বিধানতো জারী হয়নি; কিন্তু আখিরাতে তাঁদের জন্য শহীদের মর্যাদা রয়েছে। যেমন-যে পানিতে ডুবে কিংবা দেয়ালের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করেছে; বিদ্যার্জন ও হজ্জের সফরে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় মৃত্যুবরণকারী; আর 'নিফাস' (প্রসবের পর রক্তক্ষরণ) জনিত কারণে মৃত্যুবরণকারীনী স্ত্রীলোক; পেটের পীড়া, মহামারী, অর্ধাঙ্গ (ذات الجنب) এবং 'সিল' (سل) রোগে আক্রান্ত হয়ে ও জুম'আর দিবসে মৃত্যুবরণকারী প্রমুখ।

টীকা-২৮২. 'পরীক্ষা' বলে বাধ্য ও অবাধ্য বান্দাদের অবস্থা প্রকাশ করাই বুঝানো হয়েছে।

টীকা-২৮৩. ইমাম শাফে'ঈ (রাহ্‌মাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি) এ আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন– এখানে 'ভয়' মানে 'আল্লাহ্‌র ভয়', 'ক্ষুধা' মানে 'বান্দাদের রোযাসমূহ', 'ধন-সম্পদের ঘাটতি' মানে 'যাকাত ও সাদক্বাহ্‌সমূহ প্রদান করা', 'জীবনসমূহের ঘাটতি' মানে 'রোগের কারণে মৃত্যু হওয়া', 'ফল-ফসলের ঘাটতি' মানে 'সন্তান-সন্ততির মৃত্যু'। কেননা, সন্তান-সন্ততি হচ্ছে 'হৃদয়ের ফল'।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়- বিশ্বকুল সরদার হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "যখন কারো শিশু সন্তানের মৃত্যু হয়,তখন আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাকে বলেন, তোমরা কি আমার বান্দার শিশু সন্তানের মৃত্যু ঘটিয়েছো?" তাঁরা আরয করেন, "হাঁ, হে প্রতিপালক।" তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, "তোমরা কি তার হৃদয়ের ফল কেড়ে নিয়েছো?" তাঁরা আরয করেন, "হাঁ, হে প্রতিপালক।" আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, "এতে আমার বান্দা কি বলেছে?" তাঁরা আরয করেন, "সে আপনার প্রশংসা (হাম্‌দ) করেছে এবং اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পাঠ করেছে।" তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তার জন্য বেহেশ্‌তে প্রাসাদ তৈরী করো আর সেই প্রাসাদের নাম রাখো 'বায়তুল হাম্‌দ'।"

হিকমতঃ মুসীবত আসার পূর্বেই সংবাদ দেয়ার কতিপয় হিকমত (রহস্য) রয়েছেঃ

www.sunnibarta.com

https://khasmujaddedia.wordpress.com/

১) এতে বিপদের সময় মানুষের পক্ষে ধৈর্যধারণ করা সহজতর হয়।

২) কাফিররা যখন দেখবে যে, মুসলমানরা বালা-মুসীবতের সময়ও ধৈর্যশীল, (আল্লাহ্‌র) কৃতজ্ঞ এবং স্থিরতা সহকারেই নিজেদের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকছে, তখন তারা ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে জানতে পারবে এবং ইসলামের দিকে ধাবিত হবে।

৩) ভবিষ্যতে আসবে এমন বিপদ সংঘটিত হবার পূর্বেই সে সম্পর্কে সংবাদ দেয়া নিঃসন্দেহে অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ দান এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মু'জিযাই।

৪) মুনাফিককদের পা পরীক্ষার কথা শুনতেই উপড়ে যাবে। ফলে, মু'মিন ও মুনাফিকের মধ্যেকার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

টীকা-২৮৪. হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, বিপদের সময়- إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পাঠ করা আল্লাহ্‌র রহমত (অবতীর্ণ) হবার কারণ হয়। একথাও হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, মু'মিনের কষ্টকে আল্লাহ্ তা'আলা তার গুনাহ্‌র জন্য কাফ্‌ফারায় পরিণত করেন।

টীকা-২৮৫. 'সাফা' ও 'মারওয়া', মক্কা মুকার্‌রমার দু'টি পর্বত, যে দু'টি পর্বত, কা'বা মু'আয্‌যমার পূর্ব দিকে পরস্পর মুখোমুখি অবস্থিত। 'মারওয়া' উত্তরমুখী, 'সাফা' দক্ষিণমুখী, জবলে আবী ক্বোবায়স (আবী ক্বোবায়স পর্বত)-এর পাদদেশে (دامن) অবস্থিত। হযরত হাজেরা ও হযরত ইসমাঈল (আলায়হিমাস সালাম) উক্ত দু'টি পর্ব্বতের নিকটে, ঐ স্থানেই, যেখানে 'ঝমঝম' (কূপ) অবস্থিত, আল্লাহ্‌র নির্দেশে বসবাস করতে থাকেন। তদানিন্তনকালে এ এলাকাটা ছিলো কঙ্করময় অনাবাদী। এখানে না কোন খাদ্য-শস্য জন্মাতো, না ছিলো পানি।

১৫৬. যারা হচ্ছে (এমনসব লোক যে,) যখন তাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে তখন বলে, 'আমরাতো আল্লাহ্‌রই মালিকানাধীন এবং আমাদেরকে তাঁরই প্রতি ফিরে যেতে হবে' (২৮৪)।

১৫৭. এসব লোক হচ্ছে তারাই, যাদের উপর তাদের প্রতিপালকের দরূদসমূহ এবং রহমত বর্ষিত হয়। আর এসব লোকই সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত।

১৫৮. নিশ্চয় 'সাফা' ও 'মারওয়া' (২৮৫) আল্লাহ্‌র নিদর্শনগুলোর অন্তর্ভূক্ত (২৮৬)। সুতরাং যে কেউ এ ঘরের হজ্জ্ কিংবা ওমরাহ্ সম্পন্ন করে; তার উপর কোন গুনাহ্ নেই– এ দু'টি প্রদক্ষিণ করায় (২৮৭); এবং যে কেউ কোন সৎকর্ম স্বতঃস্ফূর্তভাবে করবে, তবে আল্লাহ্ সৎ কর্মের পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।

اَلَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ
قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿١٥٦﴾
اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ
رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۟ وَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ﴿١٥٧﴾
اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ
اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ؕ
وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ
شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ﴿١٥٨﴾

এখানে পানাহারের যোগ্য বস্তু বলতে কিছুই ছিলো না। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ্‌র এ প্রিয় বান্দাগণ ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। হযরত ইসমাঈল (আলায়হিস্ সালাম) অতি অল্পবয়স্ক শিশু ছিলেন। পিপাসায় যখন তাঁর প্রাণ যায় যায় অবস্থা, তখন হযরত হাজেরা অস্থির হয়ে সাফা পর্বতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। সেখানেও পানি পেলেন না। তখন তা থেকে নেমে এসে মাঝখানে নিম্নভূমি দৌড়ে অতিক্রম করে 'মারওয়া' পর্যন্ত পৌঁছলেন। এভাবে সাতবার প্রদক্ষিণ হলো। আর আল্লাহ্ তা'আলা

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ

(নিশ্চয়, আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।)-এর 'জল্‌ওয়া' (জ্যোতি) এমনভাবে প্রতিফলিত করলেন যে, অদৃশ্য থেকে একটা পানির ফোয়ারা 'ঝমঝম' প্রবাহিত করে দিলেন এবং তাঁরই ধৈর্য ও নিষ্ঠার বরকতে তাঁর অনুসরণে উক্ত দু'টি পর্বতের মাঝখানে যারা দৌঁড়াবে তাদেরকে আল্লাহ্‌র দরবারে মাকবূল বান্দা হিসেবে অভিহিত করেছেন। আর এ দু'টি পর্বতকে প্রার্থনা কবূল হবার স্থান করেছেন।

টীকা-২৮৬. 'শা'আ-ইরুল্লাহ্' মানে 'দ্বীনের নিদর্শনসমূহ'– চাই সেগুলো স্থান হোক, যেমন- কা'বা, আরাফাত, মুয্‌দালিফাহ্, জিমারে সালাসাহ্, সাফা ও মারওয়াহ, মিনা এবং মসজিদসমূহ; অথবা সেগুলো সময় হোক, যেমন- রমযান, আশ্‌হুরে হুরুম (সম্মানিত মাসসমূহ-রজব, যিলক্বদ, যিলহজ্জ্ ও মুহর্‌রম), ঈদুল ফিতর, ঈদুল আয্‌হা, জুমু'আহ্ ও আইয়্যামে তাশরীক্ব (১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্জ্) ইত্যাদি- এসবই দ্বীনের নিদর্শন; অথবা হোক অন্যান্য চিহ্ন, যেমন- আযান, ইক্বামত, জমা'আত সহকারে নামায, জুমু'আহ্ ও দু'ঈদের নামায ও খত্‌না- এসবও দ্বীনের নিদর্শন।

টীকা-২৮৭. শানে নুযূলঃ জাহেলী যুগে 'সাফা' ও 'মারওয়া' পর্বত দু'টির উপর দু'টি মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিলো। 'সাফা'র উপর যে মূর্তিটি ছিলো সেটার নাম 'আসাফ' (اساف) এবং 'মারওয়া'র উপর যেটি ছিলো সেটার নাম 'না-ইলাহ্'। কাফিররা যখন সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে প্রদক্ষিণ করতো তখন এ দু'টি বোতের গায়ে সে দু'টির সম্মানার্থে হাত বুলাতো। ইসলামী যুগে মূর্তি তো ভেঙ্গে দেয়া হলো, কিন্তু যেহেতু কাফিররা এখানে মুশরিকানা কাজ করতো, সেহেতু সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে প্রদক্ষিণ করা মুসলমানদের নিকট কঠিন মনে হচ্ছিলো। কারণ, এতে কাফিরদের মুশরিকানা কাজের সাথে কিঞ্চিত সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য রয়েছে। এ আয়াতে তাঁদের মনের এ সন্দেহটা দূরীভূত করে সান্তনা দেয়া হলো- 'যেহেতু তোমাদের নিয়ত একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌রই ইবাদতের, সেহেতু তোমাদের কাজের কাফিরদের কাজের সাথে সাদৃশ্যের আশংকা নেই। আর যেভাবে, জাহেলী যুগে কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে কাফিরগণ মূর্তি স্থাপন করেছিলো, এখন ইসলামের যুগে মূর্তিগুলো অপসারণ করা হয়েছে এবং কা'বা শরীফের তাওয়াফ করা বৈধ ও তা দ্বীনের নিদর্শনাদির

www.sunnibarta.com

অন্তর্ভূক্তই রয়েছে। অনুরূপভাবে, কাফিরদের মূর্তি পূজার কারণে 'সাফা' ও 'মারওয়াহ্' আল্লাহ্র নিদর্শন হওয়ায় কোনরূপ পার্থক্য আসেনি।'

মাস্‌আলাঃ 'সা'ঈ' (অর্থাৎ সাফা ও মারওয়ার মধ্যখানে প্রদক্ষিণ করা) ওয়াজিব। হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণিত, বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এ কাজটা সর্বদা (নিয়মিতভাবে) করতেন। এটা ছেড়ে দিলে 'দম' দেয়া অর্থাৎ ক্বোরবানী ওয়াজিব হয়।

মাস্‌আলাঃ 'সাফা' ও 'মারওয়া'র মাঝখানে সা'ঈ করা 'হজ্জ' ও 'ওমরাহ্' উভয়ের মধ্যে অপরিহার্য। পার্থক্য এ যে, হজ্জের সময় আরাফাতে যাওয়া এবং সেখান থেকে কা'বার তাওয়াফের জন্য আসা পূর্বশর্ত, কিন্তু ওমরাহ্র জন্য আরাফাতে যাওয়া পূর্বশর্ত নয়।

মাস্‌আলাঃ ওমরাহ্কারী যদি মক্কার বাইরে অন্যত্র থেকে আগমন করে, তবে তাকে সোজা পথে মক্কায় এসে তাওয়াফ করতে হবে। আর যদি সে মক্কারই অধিবাসী হয় তবে তাকে 'হেরম' শরীফ থেকে বাইরে গিয়ে সেখানে 'কা'বা'র তাওয়াফের জন্য ইহরাম বেঁধে আস্‌তে হবে।

হজ্জ ও ওমরাহ্র মধ্যে একটা পার্থক্য এটাও যে, হজ্জ বছরে মাত্র একবার হতে পারে। কেননা, আরাফাতে 'আরফাহ্-দিবসে' অর্থাৎ ৯ই যিলহজ্জ তারিখে যাওয়া, যা হজ্জের পূর্বশর্ত, বছরে একবার মাত্র সম্ভব। কিন্তু ওমরাহ্ প্রতিদিনই করা যায়। এর জন্য কোন সময় নির্দ্ধারিত নেই।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا
مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ
مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ
أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ
اللَّاعِنُونَ ﴿١٥٩﴾
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا
فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ
كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾
خَالِدِينَ فِيهَا ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ
الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿١٦٢﴾
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا
هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

১৫৯. নিশ্চয় ঐ সব লোক, যারা আমার নাযিলকৃত সুস্পষ্ট বার্তাগুলো ও হিদায়তকে গোপন করে (২৮৮) এর পরে যে, মানুষের জন্য আমি সেটা কিতাবের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছি, তাদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ (রয়েছে) এবং অভিশম্পাতকারীদের অভিশম্পাতও (২৮৯)।

১৬০. কিন্তু ঐসব লোক, যারা তাওবা করে, সংশোধন করে এবং সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করে, তবে আমি তার তাওবা কবুল করবো এবং আমিই হলাম মহান তাওবা কবুলকারী, দয়ালু।

১৬১. নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা কুফর করেছে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের উপর অভিশম্পাত রয়েছে– আল্লাহ্, ফিরিশ্‌তাকুল এবং মানবকুল– সবারই (২৯০)।

১৬২. তারা তাতে স্থায়ীভাবে থাকবে। না তাদের উপর থেকে শাস্তি লঘু করা হবে, না তাদেরকে কোন বিরাম দেয়া হবে।

১৬৩. এবং তোমাদের মা'বূদ হলেন একমাত্র মা'বূদ (২৯১)। তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই; কিন্তু তিনিই মহান দয়ালু, করুণাময়।

টীকা-২৮৮. এ আয়াত শরীফ ইহুদী আলিমদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা, যিনার শাস্তিস্বরূপ পাথর বর্ষণের নির্দেশ সম্বলিত আয়াতসমূহ এবং তাওরীতের অন্যান্য বিধি-নিষেধ গোপন করতো।

মাস্‌আলাঃ ধর্মীয় জ্ঞানের বিষয়াদি প্রকাশ করা ফরয।

টীকা-২৮৯. এখানে 'লা'নতকারী' বলতে ফিরিশ্‌তা ও মু'মিনদের কথা বুঝানো হয়েছে। অন্য এক অভিমতানুযায়ী, আল্লাহ্র সমস্ত বান্দার কথাই বুঝানো হয়েছে।

টীকা-২৯০. মু'মিন তো কাফিরদের উপর লা'নত করবেনই, কাফিরগণও ক্বিয়ামতের দিন পরস্পর পরস্পরের উপর লা'নত করবে।

মাস্‌আলাঃ এ আয়াতে তাদেরকেই অভিশম্পাত করা হয়েছে, যারা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। এ থেকে বুঝা গেলো যে, যার মৃত্যু কুফরের উপর হয়েছে বলে জানা যায়, তার উপর লা'নত করা জায়েয।

মাস্‌আলাঃ কোন গুনাহ্গার মুসলমানের উপর নির্দিষ্ট করে লা'নত করা জায়েয নয়। কিন্তু অনির্দিষ্টভাবে জায়েয। যেমন, হাদীস শরীফে চোর ও সুদখোর প্রমুখের উপর লা'নত এসেছে।

টীকা-২৯১. শানে নুযূলঃ কাফিরগণ সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বললো, "আপনি আল্লাহ্ পাকের শান ও গুণাবলী বর্ণনা করুন!" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদেরকে বলা হয়েছে যে, উপাস্য শুধু একই; না তিনি বিভিন্ন অংশ সম্পন্ন সত্তা হন, না বিভিন্নভাগে বিভক্ত; না তাঁর কোন উপমা আছে, না কোন সমকক্ষ। 'উলূহিয়্যাৎ' (উপাস্য হওয়া) এবং 'রাবূবিয়াত' (প্রতিপালক হওয়া)-এর মধ্যে কেউ তাঁর শরীক নেই।

তিনি একক সত্তা আপন কার্যাদিতে, সব সৃষ্টিকে তিনি একাই সৃষ্টি করেছেন। আপন সত্তায় তিনিই একক, কেউ তাঁর সমকক্ষও নয়। স্বীয় গুণাবলীতে তিনিই একক; কেউ তাঁর সমতুল্য নেই।

আবূ দাউদ ও তিরমিযী শরীফের হাদীসে বর্ণিত- আল্লাহ্ তা'আলার 'ইস্‌মে আযম' (শ্রেষ্ঠতম নাম)-এ আয়াতেই রয়েছে। একটা হচ্ছে আয়াত-

الٓمٓ ـ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْاٰيَة ; অপরটা হচ্ছে وَاِلٰهُكُمْ .... ।

www.sunnibarta.com

টীকা-২৯২. কা'বা মু'আয্যমার চতুর্পার্শ্বে মুশরিকদের ৩৬০টা মূর্তি ছিলো। সেগুলোকে তারা উপাস্য জ্ঞান করতো। তারা এ কথা শুনে বড় আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলো যে, মা'বূদ বা উপাস্য শুধু একই, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। এজন্য তারা হুযূর সৈয়দে আলম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এমন একটা আয়াত (নিদর্শন) চাইলো, যা (আল্লাহ্‌র) একত্ববাদের পক্ষে বিশুদ্ধ দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যায়। এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাদেরকে এ'তে একথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ১) আসমান ও এর উচ্চতা এবং তা কোন স্তম্ভ ও যোগসূত্র ব্যতিরেকেই স্থির থাকা; ২) সূর্য, চন্দ্র, তারকা ও নক্ষত্র ইত্যাদি- যা কিছু এ'তে দেখা যায়- এ সবই; ৩) পৃথিবী ও এর প্রশস্থতা আর পানির উপরই তা বিস্তৃত হওয়া; পাহাড়, সমুদ্র, প্রস্রবণ, খনিসমূহ, মণিমুক্তা, বৃক্ষরাজি, শাক-সব্জি, ফলমূল; ৪) রাত-দিনের পরিক্রমা ও হ্রাস-বৃদ্ধি; ৫) নৌকা-জাহাজ ও সেগুলো নিয়ন্ত্রিত থাকা, এগুলো খুব ভারী হওয়া সত্ত্বেও পানির উপর ভাসমান থাকা, মানুষ এগুলোতে আরোহণ করে সমুদ্রের বিভিন্ন আশ্চর্যজনক দৃশ্য অবলোকন করা আর ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এগুলোকে পরিবহণের কাজে ব্যবহার করা; ৬) বৃষ্টি ও তা দ্বারা শুষ্ক ও মৃত হবার পর যমীনকে ফলমূল ও বৃক্ষলতায় সজীব করা, তা'তে নতুন প্রাণের সঞ্চার করা আর পৃথিবীতে বিচিত্র রকমের প্রাণী দ্বারা পরিপূর্ণ করা- যে গুলোর মধ্যে নিহিত রয়েছে অসংখ্য অভাবনীয় হিকমত বা প্রজ্ঞা; অনুরূপভাবে, ৭) বিভিন্ন ধরনের বায়ুপ্রবাহ, এর বিভিন্ন প্রকৃতি ও আশ্চর্যজনক দৃশ্য এবং ৮) মেঘমালা ও তার এতো অধিক পরিমাণ পানি সহকারে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যখানে দুদোল্যমান থাকা– এ আটটা বিষয়, যেগুলো মহান সর্বশক্তিমান খোদ্ মোখ্‌তার (স্বাধীন) সত্তার ইল্‌ম ও হিকমত এবং তাঁর একত্ববাদের পক্ষে অকাট্য ও মজবুত প্রমাণ। এ বিষয়গুলো আল্লাহ্‌র একত্ববাদের প্রমাণ বহন করার বহুবিধ কারণ রয়েছে; যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হচ্ছে- এসব ক'টি বিষয় হচ্ছে 'সম্ভাবনাময় বিষয়াদি' (امور ممكنه)। আর এগুলোর অস্তিত্ব বিভিন্ন পন্থায় সম্ভব ছিলো। কিন্তু এগুলো অস্তিত্বে এসেছে কতগুলো নির্দ্ধারিত ও সুপরিকল্পিত পন্থায়।

রুকূ' - বিশ

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ
الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ
النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ
مِنْ مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ
وَّتَصْرِيفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ
بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ
لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ أَنْدَادًا يُّحِبُّونَهُمْ
كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِينَ اٰمَنُوْٓا أَشَدُّ
حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوْٓا
إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ
جَمِيعًا ۙ وَّأَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾

১৬৪. নিশ্চয় আসমানগুলো (২৯২) ও যমীনের সৃষ্টি, রাত ও দিনের নিয়মিত পরিবর্তন, জলযান- যা সমুদ্রে মানুষের উপকার নিয়ে বিচরণ করে, আল্লাহ্ তা'আলা আস্‌মান থেকে যেই পানি বর্ষণ করে মৃত যমীনকে তা দ্বারা পুনর্জীবিত করেছেন ও যমীনে প্রত্যেক প্রকারের জীবজন্তু বিস্তার করেছেন, বিভিন্ন বায়ুর দিক পরিবর্তন এবং সে-ই মেঘ যা আসমান ও যমীনের মাঝখানে হুকুমের নিয়ন্ত্রণাধীন– এ সবের মধ্যে জ্ঞানবান লোকদের জন্য অবশ্যই সমূহ নিদর্শন রয়েছে।

১৬৫. এবং কিছুলোক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করে নেয়, যাদেরকে (তারা) আল্লাহ্‌রই মতো ভালবাসে এবং ঈমানদারদের অন্তরে আল্লাহ্‌র ন্যায় কারো ভালবাসা নেই। আর কেমন (অবস্থা) হবে যদি দেখে যালিমগণ ঐ সময়, যখন আযাব তাদের চোখের সামনেই এসে পড়বে? এ জন্যই যে, সমস্ত শক্তি আল্লাহ্‌রই এবং এজন্যই যে, আল্লাহ্‌র শাস্তি অত্যন্ত কঠিন।

এ'তে একথার প্রমাণ সুস্পষ্ট হয় যে, নিশ্চয় এসব বিষয়ের জন্য একজন স্রষ্টা ও তত্ত্বাবধায়ক অবশ্যই রয়েছেন। এ মহান সর্বশক্তিমান ও হিকমতময় সত্তা স্বীয় হিকমত ও ইচ্ছানুসারে যেমনই চান, সৃষ্টি করে থাকেন। এ'তে কারো হস্তক্ষেপ ও আপত্তি করার কোন অবকাশ নেই। তিনিই সন্দেহাতীতভাবে একক উপাস্য।

কেননা, যদি তাঁর সাথে অন্য কোন উপাস্য কল্পনা করা যায়, তবে তাকেও তো এসব বিষয়ের উপর শক্তিমান বলে কল্পনা করতে হবে। তখন নিম্নলিখিত দু'অবস্থার যে কোন একটার সম্মুখীন হওয়া বাঞ্ছনীয় হবে– ১) হয়তো কিছু সৃষ্টি করা ও তাতে প্রভাব বিস্তার করার ইচ্ছায় উভয়ে একমত হবে, কিংবা ২) হবেনা। যদি একমত হয়, তবে একটা মাত্র বস্তুর অস্তিত্বের ক্ষেত্রে দু'প্রভাব বিস্তারকারীর প্রভাব বিস্তার করা বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়বে। এটা অসম্ভব। কেননা, এ'তে একদিকে যেমন معلول (সৃষ্টি) উভয় প্রভাব বিস্তারকারীর প্রতি মুখাপেক্ষী না হওয়া, অন্য দিকে আবার উভয়ের দিকে মুখাপেক্ষী হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়বে। কেননা, علت (স্রষ্টা) যখন স্বাধীন হয়, তখন معلول (সৃষ্টি) শুধু তারই মুখাপেক্ষী হয়, অন্য কারো মুখাপেক্ষী হয়না। আর যদি উভয়কেই علت مستقله বা 'স্বাধীন স্রষ্টা' হিসেবে ধরে নেয়া হয়, তবে معلول (সৃষ্টি) উভয়েরই মুখাপেক্ষী হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যদি কোনটার মুখাপেক্ষী না হয়, তবে দু'টি পরস্পর বিরোধী বস্তু (نقيضين) একই সাথে একস্থানে একত্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয় হয়ে যায়; অথচ তাও অসম্ভব।

আর যদি একথা ধরে নেয়া হয় যে, প্রভাব উভয়ের মধ্য থেকে একজনেরই, তবে কোন কারণ ব্যতিরেকেই একটাকে অপরের উপর প্রাধান্য দিতে হয় (ترجيح بلا مرجح)। এ'তে অপরটার অক্ষমতা প্রকাশ পাবে, যা (অক্ষমতা) উপাস্য হবার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আর যদি একথাই কল্পনা করা হয় যে, উভয় প্রভাব বিস্তারকারীর ইচ্ছাই পরস্পর বিরোধী, তবে পরস্পর মতানৈক্য (تمانع وتطارد) অপরিহার্য হয়। অর্থাৎ তখন একজন কোন বস্তুর অস্তিত্বের ইচ্ছা প্রকাশ করবে আর অপরজন তখনই সেটার অস্তিত্বহীনতার ইচ্ছা করবে। তখন একই সময়ে সে বস্তুটা অস্তিত্ব ও অস্তিত্বহীনতা– উভয় অবস্থার শিকার হবে অথবা কোনটাই হবেনা। এ দু'টি কল্পনাই বাতিল ও ভিত্তিহীন। সুতরাং এটা আবশ্যক হবে যে, হয়তো বস্তুটার অস্তিত্ব প্রকাশ পাবে,

www.sunnibarta.com

কিংবা অস্তিত্বহীনতা- যে কোন একটা অবস্থাই হবে। যদি বস্তুটা অস্তিত্বে এসে যায়, তবে অস্তিত্বহীনতার ইচ্ছা প্রকাশকারী অক্ষম প্রমাণিত হলো; উপাস্যই রইলোনা। আর যদি সে-ই বস্তু অস্তিত্বহীনই রয়ে যায়, তবে সেটার অস্তিত্বের ইচ্ছা পোষণকারী অসমর্থই রয়ে গেলো, উপাস্যই রইলোনা। সুতরাং একথাই প্রমানিত হলো যে, উপাস্য শুধু একমাত্র সত্তাই হতে পারেন। আর উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকারের বিষয়াদি অগণিত কারণেই আল্লাহ্‌র একত্ববাদের প্রমাণ বহন করে।

টীকা-২৯৩. এটা হচ্ছে ক্বিয়ামত-দিবসের বিবরণ; যখন মুশরিকরা ও তাদের নেতৃবৃন্দ, যারা তাদেরকে কুফরের প্রতি উৎসাহিত করেছিলো, একস্থানে একত্রিত হবে এবং আযাব (শাস্তি) অবতীর্ণ হতে দেখে একে অপরের উপর নারায হয়ে যাবে।

টীকা-২৯৪. অর্থাৎ ঐসব সম্পর্ক, যেগুলো পৃথিবীতে তাদের মধ্যে বিরাজ করতো; চাই তা বন্ধুত্বের সম্পর্ক হোক, কিংবা আত্মীয়তার হোক; অথবা পরস্পর একাত্মতার প্রতিশ্রুতি হোক।

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾

১৬৬. যখন অসন্তুষ্ট হবে নেতৃবৃন্দ স্বীয় অনুসারীদের প্রতি (২৯৩) এবং দেখবে আযাব আর ছিন্ন হয়ে যাবে তাদের সম্পর্কের সমস্ত বন্ধন (২৯৪),

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾

১৬৭. এবং বলবে অনুসারীরা, 'হায়! যদি আমাদের পুনরায় ফিরে যাওয়া (সম্ভব) হতো (পৃথিবীতে), তবে আমরাও তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম– যেমন তারা আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। এভাবেই আল্লাহ্ তাদেরকে দেখাবেন তাদের কার্যাবলী তাদের পরিতাপরূপে (২৯৫) এবং তারা দোযখ থেকে কখনো বের হবার নয়।

রুকূ' – একুশ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

১৬৮. হে মানবজাতি! তোমরা আহার করো যা কিছু যমীনে (২৯৬) হালাল, পবিত্র রয়েছে এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

১৬৯. সে তো তোমাদেরকে কেবল মন্দ ও অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেবে এবং এরই যে, আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন সব কথাবার্তা রচনা করো, যে সম্বন্ধে তোমাদের খবর নেই।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ

১৭০. এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহর অবতীর্ণ (নির্দেশ)-এর অনুসরণ করো (২৯৭)!'

টীকা-২৯৫. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অসৎ কার্যাদি তাদেরই সম্মুখে হাযির করবেন। তখন তাদের এজন্যই নিতান্ত অনুশোচনা হবে যে, কেন তারা এসব কাজ করেছিলো।

অন্য একটি অভিমত হচ্ছে- তাদেরকে বেহেশ্‌তের স্থানগুলো (বাসস্থান ও মহলগুলো) দেখিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বলা হবে, "যদি তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করতে, তবে এগুলো তোমাদের জন্যই ছিলো।" অতঃপর এসব বাসস্থান ও মহল মু'মিনদেরকেই দিয়ে দেয়া হবে। এর উপর তারা দুঃখিত ও লজ্জিত হবে।

টীকা-২৯৬. এ আয়াত শরীফ সেসব ব্যক্তির প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বজরা ইত্যাদি শস্যকে হারাম সাব্যস্ত করেছিলো। এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, আল্লাহ্ তা'আলার হালালকৃত বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করা তাঁর 'রায্‌যাক্বিয়াত' (জীবিকাদাতা হওয়া)-এরই প্রতি বিদ্রোহের শামিল। মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীস শরীফে আছে- আল্লাহ তা'আলা এরশাদ ফরমান, "যে মাল-দৌলত আমি আপন বান্দাদেরকে দান করি তা তাদের জন্য হালাল (বৈধ)।" আর তাতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, "আমি আপন বান্দাদেরকে বাতিলের সাথে সম্পর্কহীন করেই সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদের নিকট শয়তান ও তার অনুসারীরা আসলো এবং তারা তাদেরকে দ্বীন থেকে বিচ্যুত করে বিপথে পরিচালিত করলো। আর আমি যা কিছু তাদের জন্য হালাল করেছি সেগুলোকে তারা হারাম বা অবৈধ বলে গণ্য করতে লাগলো।"

অন্য এক হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বর্ণনা করেন, "আমি এ আয়াত শরীফ সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে তেলাওয়াত করেছি। তখন হযরত সা'আদ ইব্‌নে আবী ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) দণ্ডায়মান হয়ে আরয করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি দো'আ করুন যেন আল্লাহ পাক আমাকে 'মুস্তাজাবুদ দা'ওয়াত' (দো'য়া কবূল হয় এমন নৈকট্যধন্য বান্দা) করে দেন।" হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "হে সা'আদ! স্বীয় আহার্য পবিত্র রাখো, তবে 'মুস্তাজাবুদ দা'ওয়াত' হতে পারবে। ঐ যাতে পাকের শপথ, যাঁর কুদরতের হাতে আমি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রাণ, মানুষ যখন তার পেটে হারাম আহার্যের লোক্বমা ধারণ করে, তখন চল্লিশ দিন পর্যন্ত কবূলিয়াতের সৌভাগ্য থেকে সে বঞ্চিত থাকে।" (তাফসীর-ই-ইবনে কাসীর)

টীকা-২৯৭. 'তাওহীদ' (আল্লাহ্‌র একত্ববাদ) এবং ক্বোরআন মজীদের উপর ঈমান আনো! আর পবিত্র বস্তুগুলোকে হালাল জ্ঞান করো, যেগুলোকে আল্লাহ্ পাক হালাল করেছেন।

www.sunnibarta.com

টীকা-২৯৮. যখন পূর্ব-পুরুষগণ দ্বীনী বিষয়াদি বুঝতে পারে না এবং সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত হয়না, তখন তাদের অনুসরণ করা আহমক্বী ও পথভ্রষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়।

টীকা-২৯৯. অর্থাৎ চতুষ্পদ প্রাণী রাখালের শুধু আওয়াজই শুনে থাকে, তার কথার অর্থ বুঝতে পারেনা। এমনি অবস্থা ঐসব কাফিরেরও, যারা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় আহ্বান শুনতে পায়; কিন্তু এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে এ বুনিয়াদী কল্যাণকর বাণী থেকে উপকার গ্রহণ করেনা।

টীকা-৩০০. তা এজন্য যে, তারা সত্য কথা শ্রবণ করে এর উপকার গ্রহণকারী হয়নি, সত্যের বাণী তাদের মুখে উচ্চারিত হয়নি এবং উপদেশগুলো থেকে তারা উপকার গ্রহণ করেনি।

টীকা-৩০১. মাস্'আলাঃ এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, আল্লাহ্ তা'আলার নি'মাতগুলোর উপর তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য।

টীকা-৩০২. যে হালাল প্রাণী যবেহ করা ব্যতিরেকে মৃত্যুবরণ করে কিংবা শরীয়তের পরিপন্থী কোন পন্থায় যাকে হত্যা করা হয়। যেমন- শ্বাসরুদ্ধ হয়ে কিংবা লাঠি, পাথর, ঢিল, বিস্ফোরক ও গুলি ইত্যাদি দ্বারা আঘাত করে হত্যা করা হলে, অথবা কোন উঁচু স্থান থেকে নীচে পতিত হয়ে, কোন প্রাণীর শিং-এর আঘাতে আহত হয়ে বা হিংস্র প্রাণী দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নিহত হলে সেটাকে 'মড়া' বলে। আর এ মৃত পশুর হুকুমের অন্তর্ভূক্ত হয়--জীবিত পশুর শরীরের সেই অংশও, যা কেটে আল্যাদা করা হয়।

মাস্'আলাঃ মৃত পশুর মাংস খাওয়া হারাম; কিন্তু এর সংস্কারকৃত চামড়া কোন কাজে ব্যবহার করা, এর লোম, শিং, হাড় ও লেজের উদ্গম স্থান এবং খুর ইত্যাদি ব্যবহার করা জায়েয। (তাফসীর-ই-আহমদী)

টীকা-৩০৩. প্রত্যেকটা প্রাণীর রক্ত হারাম, যদি তা প্রবহমান হয়। একথা অন্য আয়াতে সুস্পষ্টরূপে এরশাদ হয়েছে- أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا (অর্থাৎঃ তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে প্রবহমান রক্ত।)

টীকা-৩০৪. খিন্যীর (শূকর)-এর দেহ অপবিত্র। এর মাংস, চামড়া, লোম ও নখ ইত্যাদি দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই নাপাক ও হারাম। এর কোন একটা অঙ্গও কাজে লাগানো বৈধ নয়। যেহেতু পূর্ব থেকেই আহারের কথা উল্লেখিত হয়ে আসছে, সেহেতু এখানেও শুধু মাংসের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

টীকা-৩০৫. যে পশুকে যবেহ করার সময় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নাম লওয়া হয়- চাই আলাদাভাবে হোক অথবা আল্লাহ্র নামের সাথে অন্যের নাম 'অব্যয়পদ' দ্বারা সংযোজন করে (عطف) হোক, তা হারাম।

মাস্'আলাঃ আর যদি অব্যয় পদ (حروف عطف) ছাড়া অন্যের নাম আল্লাহ্র নামের সাথে উচ্চারণ করা হয়, তবে তা মাক্রূহ হবে।

মাস্'আলাঃ যবেহ যদি শুধু আল্লাহ্র নামেই করা হয় আর এর পূর্বে কিংবা পরে (যবেহ করার সময় নয়,) অন্য কারো নাম লওয়া হয়, যেমন- যদি এমনই বলে, 'আক্বীক্বার ছাগল, ওলীমার দুম্বা' কিংবা যার পক্ষ থেকে পশুটা যবেহ করা হচ্ছে, তার নাম নিলো, অথবা যে-ই আউলিয়া কেরামের প্রতি ঈসালে সাওয়াব করার উদ্দেশ্যে যবেহ করা হচ্ছে, তার নাম উল্লেখ করলো, তবে তা জায়েয হবে; এ'তে কোন ক্ষতি নেই। (তাফ্সীর-ই-আহমদী)

টীকা-৩০৬. مضطر বা 'অনন্যোপায়' হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে হারাম বস্তু আহার করতে একান্ত বাধ্য হয়, আর তা আহার না করলে তার জীবন সংশয়পূর্ণ হয়- হয়ত তার ক্ষুধা অথবা দারিদ্রের কারণে তার প্রাণ রক্ষা করা মুশ্কিল হয়ে পড়ে আর কোন হালাল বস্তুও নাগালে না আসে, কিংবা

তখন বলে, 'বরং আমরা তারই অনুসরণ করবো, যার উপর আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি।' যদিও কি তাদের পিতৃপুরুষরা না কোন বিবেক রাখে, না হিদায়ত (২৯৮)?

قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ﴿۱۷۰﴾

১৭১. এবং কাফিরদের উপমা সে-ই ব্যক্তির ন্যায়, যে ডাকে এমন কিছুকে, যা শুধু ডাক-হাঁক ছাড়া আর কিছুই শুনেনা (২৯৯)– বধির, মূক, অন্ধ। সুতরাং তাদের বুঝ শক্তি নেই (৩০০)।

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً ؕ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿۱۷۱﴾

১৭২. হে ঈমানদারগণ! খাও, আমার প্রদত্ত পবিত্র বস্তুগুলো এবং আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, যদি তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করো (৩০১)।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿۱۷۲﴾

১৭৩. তিনি এ সবই তোমাদের উপর হারাম করেছেন- মড়া (৩০২), রক্ত (৩০৩), শূকরের মাংস (৩০৪) এবং ঐ পশু, যাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নাম নিয়ে যবেহ করা হয়েছে (৩০৫); তবে যে ব্যক্তি অনন্যোপায় হয় (৩০৬), না এমন যে, একান্ত কামনার বশবর্তী হয়ে আহার করে, এমনও নয় যে, প্রয়োজনের সীমা লংঘন করে, তবে তার গুনাহ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۷۳﴾

www.sunnibarta.com

কেউ তাকে হারাম খেতে এমনিভাবে বাধ্য করছে যে, তা থেকে বিরত থাকলে তার প্রাণ নাশের আশংকা হয়- এমন সব অবস্থায় শুধু প্রাণ রক্ষার্থে হারাম বস্তু কেবল প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থাৎ এতটুকু আহার করা জায়েয, যতটুকু আহার করলে তার মৃত্যুর ভয় আর থাকেনা।

টীকা-৩০৭. শানে নুযূলঃ ইহুদী সম্প্রদায়ের ওলামা ও নেতৃবর্গ, যারা আশা করতো যে, শেষ যমানার নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাদের মধ্য থেকেই প্রেরিত হবেন। যখন তারা দেখলো যে, বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অন্য গোত্র থেকে প্রেরিত হয়েছেন,তখন তাদের আশংকা হলো যে, লোকজন তাওরীত এবং ইঞ্জীলে হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রশংসা ও গুণাবলী দেখে তাঁরই আনুগত্যের দিকে ঝুঁকে পড়বে এবং তাদের নযরানা ও হাদিয়া-তোহ্ফা সবই বন্ধ হয়ে যাবে, ক্ষমতা চলে যাবে। এ আশংকার কারণে তাদের অন্তরে হিংসার সৃষ্টি হলো এবং তাওরীত ও ইঞ্জীলে, যাতে হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রশংসা, গুণ এবং তাঁর নবুয়তকালের বিবরণ ছিলো, তারা তা গোপন করলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

মাস্আলাঃ গোপন করা এটাও যে, কিতাবের আসল বিষয়বস্তু সম্পর্কে কাউকেও অবগত হতে না দেয়া, কাউকেও পড়িয়ে না শুনানো এবং না দেখানো। আর একথাও গোপন করার শামিল যে, নানা ধরণের ভুল ব্যাখ্যা করে অর্থ পরিবর্তনের চেষ্টা করা এবং কিতাবের আসল অর্থকে ঢাকা দেয়া।

টীকা-৩০৮. অর্থাৎ পার্থিব নগন্য উপকার লাভের জন্য সত্য গোপন করে।

টীকা-৩০৯. কেননা, এ ঘুষ এবং হারাম অর্থ-সম্পদ, যা সত্য গোপন করার পরিবর্তে তারা নিয়েছে, তা তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে পৌঁছিয়ে দেবে।

১৭৪. ঐসব লোক, যারা গোপন করে (৩০৭) আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ কিতাবকে এবং এর পরিবর্তে হীন বিনিময় গ্রহণ করে (৩০৮), তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করে (৩০৯); এবং আল্লাহ্ ক্বিয়ামতের দিন না তাদের সাথে কথা বলবেন এবং না তাদেরকে পবিত্র করবেন; আর তাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি (অবধারিত)।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾

১৭৫. ঐসব লোক, যারা হিদায়তের পরিবর্তে গোমরাহী খরিদ করেছে এবং ক্ষমার পরিবর্তে আযাবকে, তবে আগুনের উপর তাদের কি পর্যায়ের বরদাশ্ত শক্তি রয়েছে!

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾

১৭৬. এটা এজন্যই যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিতাব সত্য সহকারে নাযিল করেছেন; এবং নিঃসন্দেহে যে সব লোক কিতাব সম্বন্ধে বিরোধ সৃষ্টি করছে (৩১০), নিশ্চয়ই তারা চূড়ান্ত পর্যায়ের ঝগড়াটে।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾

রুকূ' - বাইশ

১৭৭. কোন মৌলিক পূণ্য এ নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে (৩১১) হাঁ, মৌলিক পূণ্য হলো এ যে, ঈমান আনবে- আল্লাহ, ক্বিয়ামত-দিবস, ফিরিশ্তাগণ, কিতাব ও নবীগণের উপর (৩১২);

لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ

টীকা-৩১০. শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা তাওরীত সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করেছে- কেউ সেটাকে 'সত্য' বলেছে, কেউ বলেছে 'বাতিল'। কেউ কেউ এর ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছে, আর কেউ কেউ এতে বিকৃতি সাধন করেছে।

অন্য এক অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত মুশরিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তখন 'কিতাব' মানে হবে- 'ক্বোরআন'। আর তাদের 'মতভেদ' মানে- তাদের কেউ কেউ এটাকে 'কবিতা' বলে আখ্যায়িত করতো, কেউ বলতো 'যাদু' আর কেউ বলতো 'গণনা'।

টীকা-৩১১. শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায় দু'টি সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা, ইহুদীরা 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস'-এর পূর্বদিককে এবং খৃষ্টানগণ সেটার পশ্চিম দিককে ক্বিবলা সাব্যস্ত করে রেখেছিলো। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধারণা ছিলো যে, শুধু এ ক্বিবলার দিকে মুখ ফিরানোই যথেষ্ট। এ আয়াতে তাদের ধারণার খণ্ডন করা হয়েছে যে, 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' ক্বিবলা হওয়া 'মানসুখ' (রহিত) হয়ে গেছে। (মাদারিক)

তাফসীরকারকদের অন্য অভিমত এটাও যে, এ সম্বোধন আহ্লে কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টান) ও মু'মিনগণ- সবারই জন্য ব্যাপক। আর তখন অর্থ হবে এ যে, 'শুধু ক্বিবলামুখী হওয়া' মৌলিক পূণ্য নয়,যতক্ষণ পর্যন্ত আক্বীদা দুরস্ত না হয় এবং অন্তর নিষ্ঠার সাথে ক্বিবলার প্রভুর দিকে মনোনিবেশ না করে।

টীকা-৩১২. এ আয়াতে পূণ্যকাজের ছয়টি তরীক্বা বা নিয়মের কথা এরশাদ হয়েছে। যথা- ১) ঈমান আনা, ২) ধন-দৌলত দান করা, ৩) নামায ক্বায়েম করা, ৪) যাকাত প্রদান করা, ৫) ওয়াদা পূরণ করা এবং ৬) ধৈর্য ধারণ করা।

ঈমানের বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে এইঃ

প্রথমতঃ আল্লাহ তা'আলার উপর এ মর্মে ঈমান আনা যে, তিনি চিরঞ্জীব, স্বাধিষ্ট, সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, স্বয়ংসম্পূর্ণ (غنى), সর্বশক্তিমান,

www.sunnibarta.com

আযালী, আবাদী (আদি-অন্তহীন চিরস্থায়ী যাত), একক ও শরীক বিহীন।

দ্বিতীয়তঃ ক্বিয়ামতের উপর ঈমান আনা এ মর্মে যে, তা সত্য। তাতে বান্দাদের হিসাব-নিকাশ হবে, কর্মফল প্রদান করা হবে। আল্লাহ্‌র মাকবূল বান্দাগণ অন্যের জন্য সুপারিশ করবেন। সৈয়্যদে আলম হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সৌভাগ্যবানদেরকে 'হাউযে কাউসার'-এর নিকট এর পানি দ্বারা তৃপ্ত করবেন। 'পুল-সিরাত'-এর উপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে। আর এ দিবসের সমস্ত অবস্থা, যে গুলোর বর্ণনা ক্বোরআন মজীদে এসেছে কিংবা নবীকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন- সবই সত্য।

তৃতীয়তঃ ফিরিশ্‌তাদের উপর এ মর্মে ঈমান আনা যে, তাঁরা আল্লাহ্‌রই সৃষ্ট এবং একান্ত অনুগত বান্দা- নয় পুরুষ, নয় স্ত্রী। তাঁদের সংখ্যা সম্পর্কে আল্লাহ্‌ই অবগত আছেন। চারজন তাঁদের মধ্যে আল্লাহ্‌র অতীব নৈকট্য প্রাপ্ত- হযরত জিব্রাঈল, হযরত মীকাঈল, হযরত ইস্রাফীল ও হযরত আয্‌রাঈল (আলায়হিমুস্ সালাম)।

চতুর্থতঃ এ মর্মে আল্লাহ্‌র কিতাবগুলোর উপর ঈমান আনা যে, যেসব কিতাব আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন, সবই সত্য। তন্মধ্যে চারটা মহান কিতাব- ১) তাওরীত, যা হযরত মূসার উপর, ২) ইঞ্জীল, যা হযরত ঈসার উপর, ৩) যাবূর, যা হযরত দাঊদের উপর (আলায়হিমুস্ সালাম) এবং ৪) ক্বোরআন, যা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর নাযিল হয়েছে। আর পঞ্চাশখানা সহীফা হযরত শীস্ (আলায়হিস্ সালাম)-এর উপর, ত্রিশখানা হযরত ইদ্‌রীস (আলায়হিস্ সালাম)-এর উপর, দশখানা হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর উপর এবং দশখানা হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম)-এর উপর নাযিল হয়েছে।

পঞ্চমতঃ সমস্ত নবীর উপর এ মর্মে ঈমান আনা যে, তাঁরা সবাই আল্লাহ তা'আলারই প্রেরিত এবং মা'সূম অর্থাৎ সকল প্রকার গুনাহ্ থেকে পবিত্র। তাঁদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। তাঁদের মধ্যে ৩১৩ জন 'রসূল'।

نَبِيِّيْنَ পদটাকে جمع مذكر سالم -এর صيغه রূপে উল্লেখ করা ইঙ্গিত করে যে, নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম) পুরুষই হয়ে থাকেন। কোন মহিলা কখনো নবী হয়নি। যেমন- وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا। الاٰيَــة — (অর্থাৎঃ হে হাবীব! আমি আপনার পূর্বে প্রেরণ করিনি, কিন্তু কতগুলো পুরুষকেই- আ- আয়াত) থেকে প্রমাণিত।

'ঈমানে মুজ্‌মাল' (ঈমানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ) হচ্ছে- একথা বিশ্বাস করা ও স্বীকারোক্তি দেয়া)- اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَبِجَمِيْعِ مَاجَآءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (অর্থাৎঃ আমি ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র উপর এবং ঐসব বিষয়ের উপর, যা নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন।) (তাফসীর-ই-আহ্‌মদী)

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَ
الْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ
السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ
وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ
وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا
وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ
وَحِيْنَ الْبَاْسِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا
وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ

আল্লাহ্‌র প্রেমে আপন প্রিয় সম্পদ দান করবে আত্মীয়-স্বজন, এতিমগণ, মিস্‌কীনগণ, মুসাফির ও সাহায্য প্রার্থীদেরকে আর গর্দানসমূহ মুক্তকরণে (৩১৩); এবং নামায কায়েম রাখবে ও যাকাত প্রদান করবে। আর আপন প্রতিশ্রুতি পূরণকারীরা যখন প্রতিশ্রুতি দেয় এবং ধৈর্যধারণকারীরা বিপদে, সংকটে এবং জিহাদের সময়। এরাই হচ্ছে- ঐসব লোক, যারা আপন কথা সত্য প্রমাণ করেছে এবং এরাই হচ্ছে খোদাভীরু।

১৭৮. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর ফরয (৩১৪)

টীকা-৩১৩. 'ঈমান'-এর পর আমলের এবং এ পরম্পরায় মাল-দৌলত দান করার কথা বর্ণনা করেছেন। এর ছয়টা খাত উল্লেখ করেছেন। 'গর্দান মুক্ত করা' দ্বারা 'ক্রীতদাসদের আযাদ করা' বুঝানো হয়েছে। এসব ক'টি মুস্তাহাব পন্থায় মাল-দৌলত দান করার বিবরণ ছিলো।

মাস্‌আলাঃ এ আয়াতে বুঝা যায় যে, মুমূর্ষ অবস্থায়, জীবন থেকে নিরাশ হয়ে সাদ্‌ক্বাহ্ প্রদান করা অধিক সাওয়াবের পরিচায়ক। যেমন, হযরত আবূ হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু) থেকে বর্ণিত হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণিত।

মাস্‌আলাঃ হাদীস শরীফে আছে, আত্মীয়-স্বজনকে সাদক্বাহ্ দেয়ার মধ্যে দু'টি সাওয়াব পাওয়া যায়- এক) সাদক্বাহ করার এবং অন্যটা আত্মীয়তা রক্ষা (صـلـه رحـمى) করার। (নাসাঈ শরীফ)

টীকা-৩১৪. শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ 'আউস' ও 'খায্‌রাজ' গোত্রদ্বয় সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। উভয়ের মধ্যে এক গোত্র অপর গোত্র অপেক্ষা শক্তি, জনসংখ্যা, ধনৈশ্বর্য ও আভিজাত্যে অধিকতর (মর্যাদাবান) ছিলো। এরা (অধিকতর শক্তিশালী গোত্র) শপথ করেছিলো যে, তারা আপন গোত্রের ক্রীতদাসের বিনিময়ে (ক্বিসাস হিসেবে) অন্য গোত্রের আযাদ ব্যক্তিকে, স্ত্রীলোকের বিনিময়ে পুরুষকে এবং একজনের বিনিময়ে দু'জনকে কতল করবে। জাহেলী যুগে লোকেরা এ ধরণের সীমা লংঘনে অভ্যস্ত ছিলো। ইসলামী যুগে এ মামলা হুযূর সৈয়্যদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে পেশ করা হলো। অতঃপর এ আয়াত শরীফ নাযিল হলো আর ন্যায় ও সাম্যের নির্দেশ দেয়া হলো। ওরাও তাতে রাজী ছিলো।

ক্বোরআন মজীদে ক্বিসাসের মাস্‌আলা কয়েকটা আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে ক্বিসাস ও ক্ষমা- উভয় প্রকারের 'মাস্‌আলা' রয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলার এই অনুগ্রহের বর্ণনা রয়েছে যে, তিনি আপন বান্দাদেরকে ক্বিসাস লওয়া এবং ক্ষমা করার মধ্যে ইখ্‌তিয়ার দিয়েছেন- চাই ক্বিসাস গ্রহণ করুক

www.sunnibarta.com

কিংবা ক্ষমা করুক। আয়াতের শুরুতে ক্বিসাস ওয়াজিব (অপরিহার্য) হবার বিবরণ আছে।

টীকা-৩১৫. এ থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারীর উপর ক্বিসাস ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয়। চাই সে আযাদ ব্যক্তিকে হত্যা করুক কিংবা ক্রীতদাসকে, মুসলমানকে করুক কিংবা কাফিরকে, পুরুষকে করুক কিংবা স্ত্রীলোককে। কেননা, قَتْلٰى, যা قَتِيْل -এর বহুবচন, সব ধরনের নিহত ব্যক্তিকে শামিল করে। হ্যাঁ, যাকে শরীয়তের প্রমাণ 'খাস' করে দেয়★ সে 'খাস' হবে। ★ (আহ্‌কামুল ক্বোরআন)

টীকা-৩১৬. এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি হত্যা করেছে তাকেই হত্যা করা হবে- চাই সে আযাদ হোক কিংবা ক্রীতদাস, পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক। আর জাহেলী যুগের প্রথা যুলুমই, যা তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিলো। তা ছিলো- আযাদ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যুদ্ধ হলে তারা একজনের বিনিময়ে দু'জনকে হত্যা করতো, ক্রীতদাসদের মধ্যে হলে ক্রীতদাসের বিনিময়ে আযাদকে হত্যা করতো, স্ত্রীলোকদের মধ্যে হলে স্ত্রীলোকের বিনিময়ে পুরুষকে হত্যা করতো, আর শুধু হন্তাকে হত্যা করেই তারা সন্তুষ্ট থাকতোনা। তা আয়াতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

টীকা-৩১৭. অর্থ এই যে, যেই হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির অভিভাবক (وَلِى) কিছু ক্ষমা করে দেয়, আর তার উপর আর্থিক জরিমানা অপরিহার্যরূপে নির্দ্ধারণ করে দেয়া হয়, এর উপর নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের দাবী করার বেলায় ন্যায়সঙ্গত পন্থা অবলম্বন করা উচিত। আর হন্তাও (قاتل) 'রক্তমূল্য' (خون بها) উৎকৃষ্ট পন্থায় পরিশোধ করবে। এ'তে আর্থিক বিনিময়ের উপর সন্ধি করার বিবরণ দেয়া হয়েছে। (তাফসীর-ই-আহ্‌মদী)

মাস্‌আলাঃ নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের এটা ইচ্ছাধীন যে, চাই হন্তাকে কোন বিনিময় ব্যতিরেকেই ক্ষমা করে দিক্ কিংবা আর্থিক বিনিময়ের উপর সন্ধি করুক। যদি সে এতে রাজি না হয় এবং ক্বিসাসই চায়, তবে ক্বিসাসই ফরয থাকবে। (জুমাল)

মাস্‌আলাঃ যদি নিহত ব্যক্তির সমস্ত অভিভাবক 'ক্বিসাস' ক্ষমা করে দেয়, তবে হন্তার উপর কিছুই অপরিহার্য থাকেনা।

মাস্‌আলাঃ যদি আর্থিক বিনিময়ের উপর সন্ধি করে, তবে ক্বিসাস বাতিল হয়ে যায় এবং 'আর্থিক বিনিময়' অপরিহার্য রয়ে যায়। (তাফসীর-ই-আহ্‌মদী)

মাস্‌আলাঃ নিহত ব্যক্তির অভিভাবককে হত্যাকারীর 'ভাই' বলার মধ্যে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, হত্যা যদিও মহাপাপ, তবুও তা দ্বারা ঈমানী ভ্রাতৃত্ব ছিন্ন হয়না। এ'তে খারেজী সম্প্রদায়ের দাবীর খণ্ডন রয়েছে, যারা 'কবীরাহ্ গুনাহ্‌কারী'কে কাফির সাব্যস্ত করে।

টীকা-৩১৮. অর্থাৎ জাহেলী যুগের প্রথানুসারে, হত্যাকারী নয় এমন ব্যক্তিকে হত্যা করে কিংবা রক্তমূল্য গ্রহণ করে কিংবা ক্ষমা করার পর হত্যা করে।

টীকা-৩১৯. কেননা, 'ক্বিসাস' নির্দ্ধারিত হবার পর মানুষ হত্যাকার্য থেকে বিরত হবে এবং প্রাণসমূহ রক্ষা পাবে।

টীকা-৩২০. অর্থাৎ শরীয়তের নিয়ম মোতাবেক, ন্যায়-বিচার করবে এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে এক তৃতীয়াংশের অধিক ওসীয়ত করবে না। আর ধনী ব্যক্তিদেরকে গরীবদের উপর প্রাধান্য দেবে না।

মাস্‌আলাঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ ওসীয়ৎ ফরয ছিলো। যখন 'মীরাস'-এর বিধান নাযিল হলো, তখন 'মান্‌সূখ' (منسوخ) বা রহিত হয়ে গেছে। এখন যে ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) নয়, তার জন্য তৃতীয়াংশের কম ওসীয়ত করা মুস্তাহাব, এ শর্তে যে, যদি ওয়ারিশগণ গরীব (মুখাপেক্ষী) না হয়, কিংবা ত্যাজ্য সম্পত্তি পাওয়ার পর আর গরীব না থাকে, নতুবা ত্যাজ্য সম্পত্তি ওসীয়তকৃত সম্পত্তি থেকে অধিকতর উত্তম। (তাফসীর-ই-আহ্‌মদী)

الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى ۖ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ۖ
فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ
فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ
بِاِحْسَانٍ ۖ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ
اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٨﴾

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ
يّٰاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٩﴾

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ
الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا ۖ ۚ الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٨٠﴾

যে, যাদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে তাদের খুনের বদলা লও (৩১৫)- আযাদের বদলে আযাদ, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং নারীর বদলে নারী (৩১৬)। সুতরাং যার প্রতি তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছু ক্ষমা (প্রদর্শন করা) হয়েছে (৩১৭), তাহলে উত্তমভাবে তলব করা বিধেয় এবং সুন্দরভাবে আদায় করা। এটা হচ্ছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের বোঝা হাল্কা করা এবং তোমাদের উপর দয়া। অতঃপর, এর পরে যে সীমা লংঘন করবে (৩১৮) তার জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

১৭৯. এবং খুনের বদলা লওয়ার মধ্যে তোমাদের জীবন রয়েছে, হে বিবেকসম্পন্ন লোকেরা (৩১৯)! যেন তোমরা কোন প্রকারে বাঁচতে পারো।

১৮০. তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে যে, যখন তোমাদের মধ্যে কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়, যদি সে কোন ধন-সম্পদ রেখে যায়, তবে যেন 'ওসীয়ত' করে যায়- আপন পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য, প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক (৩২০)। এটা অপরিহার্য খোদা-ভীরুদের উপর।

★ অর্থাৎ তার হুকুম স্বতন্ত্র।

www.sunnibarta.com

টীকা-৩২১. চাই সে ওসীয়তকৃত ব্যক্তি হোক, কিংবা অভিভাবক হোক কিংবা সাক্ষী; চাই সেই পরিবর্তন লিখায় করুক কিংবা বন্টনের বেলায় করুক অথবা সাক্ষী দানের সময়ে করুক। যদি সেই ওসীয়ত শরীয়ত মোতাবেক হয়, তা'হলে পরিবর্তনকারী গুনাহ্গার হবে।

টীকা-৩২২. এবং অন্যান্যরা চাই তারা ওসীয়তকারী হোক, কিংবা ঐসব ব্যক্তি হোক, যাদের পক্ষে ওসীয়ৎ করা হয়েছে, দায়িত্ব থেকে মুক্ত।

টীকা-৩২৩. অর্থ এ যে, ওয়ারিশ কিংবা ওসীয়তকৃত (وصـــى) ব্যক্তি অথবা ইমাম কিংবা কাযী (বিচারক)-যে কেউ ওসীয়তকারীর পক্ষ থেকে অবিচার বা অন্যায় পদক্ষেপের আশংকা বোধ করবেন, তিনি যদি ঐ ব্যক্তি, যার পক্ষে ওসীয়ৎ করা হয় (موصىٰ لـهٗ) কিংবা ওয়ারিশদের মধ্যে, শরীয়ত মোতাবেক সন্ধি করিয়ে দেন, তবে গুনাহ্গার হবেন না। কেননা, তিনি সত্যের হিফাযতের জন্য বাতিলকে পরিবর্তন করেছেন।

অন্য এক অভিমত এটাও রয়েছে যে, (এখানে) সে ব্যক্তিই উদ্দেশ্য, যে ওসীয়তের সময় লক্ষ্য করে যে, ওসীয়তকারী ন্যায়ের সীমা লংঘন করছে এবং শরীয়ত বিরোধী পন্থা ইখ্তিয়ার করছে, তবে তাকে এতে বাধা দেয় এবং হক ও ন্যায়ের নির্দেশ প্রদান করে।

টীকা-৩২৪. এ আয়াতের মধ্যে রোযাসমূহ ফরয হবার বিবরণ রয়েছে।

রোযা শরীয়তের পরিভাষায় এরই নাম যে, মুসলমান- চাই পুরুষ হোক কিংবা 'হায়য' ★ ও 'নিফাস' ★★ থেকে পবিত্রা নারী হোক, সোব্হে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইবাদতের নিয়তে পানাহার ও সহবাস বর্জন করবে। (আলমগীরী ইত্যাদি)।

রমযানের রোযা ১০ই শাওয়াল, ২য় হিজরীতে ফরয করা হয়। (দুর্রুল মুখ্তার ও খাযিন)

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, রোযা চিরাচরিত ইবাদত। হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর যমানা থেকে সমস্ত শরীয়তে তা ফরয হয়ে এসেছে, যদিও দিন ও বিধানাবলী ভিন্ন ছিলো; কিন্তু মূল রোযা সমস্ত উম্মতের উপর অপরিহার্য ছিলো।

টীকা-৩২৫. এবং তোমরা পাপ কার্যাদি থেকে বাঁচতে পারো। কারণ, এটা কু-প্রবৃত্তিকে দমনের মাধ্যম ও খোদাভীরুদের বিশেষ চিহ্ন (شـــعـار)।

টীকা-৩২৬. অর্থাৎ শুধু রমযানের একটা মাস।

টীকা-৩২৭. 'সফর' দ্বারা ঐ ভ্রমণই বুঝায়, যা তিন দিনের দূরত্ব অপেক্ষা কম না হয়। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রুগ্ন ও সফররত ব্যক্তিকে এ অবকাশ দিয়েছেন যে, যদি সে রমযান মাসে রোযা পালনের ফলে রোগবৃদ্ধি কিংবা মৃত্যুর আশংকাবোধ করে, অথবা সফরে অসুবিধা ও কষ্টের (আশংকা বোধ করে), তবে সে রোগ-ভোগ ও সফরের দিনগুলোতে রোযা ভঙ্গ করবে এবং এর পরিবর্তে নিষিদ্ধ দিনগুলো ব্যতিরেকে অন্যান্য দিনগুলোতে সেগুলোর ক্বাযা করবে। নিষিদ্ধ দিন পাঁচটা, যেগুলোতে রোযা পালন করা জায়েয নয়ঃ- দু'ঈদের দিন ও যিলহজ্জ্ মাসের ১১শ, ১২শ এবং ১৩শ দিবস।

১৮১. সুতরাং যে ব্যক্তি ওসীয়ত শ্রবণ করার পর পরিবর্তন সাধন করে (৩২১), তবে তার গুনাহ্ সেসব পরিবর্তনকারীদের উপরই বর্তাবে (৩২২)। নিশ্চয় আল্লাহ্ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

فَمَنْ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَاۤ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۸۱﴾

১৮২. তারপর যে ব্যক্তি এ আশংকা বোধ করে যে, ওসীয়তকারী কিছু অন্যায় কিংবা পাপ করেছে, অতঃপর সে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তার উপর কোন গুনাহ্ নেই (৩২৩)। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۸۲﴾

রুকূ' - তেইশ

১৮৩. হে ঈমানদারগণ (৩২৪)! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন পূর্ববর্তীদের উপর ফরয হয়েছিলো, যাতে তোমাদের পরহেযগারী অর্জিত হয় (৩২৫);

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۸۳﴾

১৮৪. নির্দিষ্ট দিনসমূহ (৩২৬)। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ রুগ্ন হও কিংবা সফরে থাকো (৩২৭),

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ

মাস্আলাঃ পীড়িত ব্যক্তির জন্য শুধু মনের আশংকার (وهـــم) ভিত্তিতে রোযা ভঙ্গ করা বৈধ নয়; যতক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রমাণ অথবা অভিজ্ঞতা কিংবা কোন প্রকাশ্য ফাসিক নয় এমন চিকিৎসকের অভিমত দ্বারা মনের অধিকতর ধারণা অর্জিত না হয় এ মর্মে যে, রোযা রোগ দীর্ঘস্থায়ী হবার কিংবা বৃদ্ধি পাবার কারণ হবে।

মাস্আলাঃ যে বাস্তবে পীড়িত না হয়, কিন্তু মুসলমান চিকিৎসক একথা বলেন যে, সে রোযা রাখলে পীড়িত হয়ে পড়বে, সেও পীড়িত হিসেবে বিবেচিত হবে।

মাস্আলাঃ গর্ভবতী অথবা স্তন্য পান করায় এমন নারী যদি এ আশংকা করে যে, রোযা রাখলে সন্তানের কিংবা তার আপন প্রাণহানি ঘটবে কিংবা পীড়িত

★ মাসিক রক্তস্রাব।

★★ প্রসবোত্তর রক্তস্রাব।

www.sunnibarta.com

হয়ে পড়বে, তবে তার জন্যও রোযা ভঙ্গ করা বৈধ।

মাস্‌আলাঃ যে মুসাফির ভোর-উদয় হবার পূর্বে সফর আরম্ভ করেছে তার জন্য রোযা ভঙ্গ করা বৈধ; কিন্তু যে ব্যক্তি ফজর হওয়ার পর সফর আরম্ভ করে তার জন্য ঐ দিনের রোযা ভঙ্গ করা বৈধ নয়।

টীকা-৩২৮. মাস্‌আলাঃ যে বৃদ্ধ কিংবা বৃদ্ধা বার্দ্ধক্যজনিত কারণে রোযা রাখার সামর্থ্য রাখেনা আর ভবিষ্যতেও সামর্থ্য ফিরে পাবার আশা বাকী থাকেনা তাকে 'শায়খ-ই-ফানী' (মৃত্যুর মুখোমুখি বৃদ্ধ) বলা হয়। তার জন্য বৈধ যে, সে রোযা ভঙ্গ করবে এবং প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে অর্দ্ধ সা' অর্থাৎ সাড়ে পঁচাত্তর টাকা (তোলা) ★ পরিমাণ গম অথবা গমের আটা অথবা তার দ্বিগুণ 'যব' কিংবা এর মূল্য 'ফিদিয়া' হিসেবে প্রদান করবে।

মাস্‌আলাঃ যদি 'ফিদিয়া' প্রদানের পর রোযা রাখার সামর্থ্য ফিরে পায়, তবে রোযা পালন ওয়াজিব (অপরিহার্য) হবে।

মাস্‌আলাঃ যদি 'শায়খ-ই-ফানী' গরীব হয় এবং 'ফিদিয়া' প্রদানে অক্ষম হয়, তবে সে আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং স্বীয় অপারগতাজনিত ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে।

টীকা-৩২৯. অর্থাৎ 'ফিদিয়া'র পরিমাণ অপেক্ষা বেশী প্রদান করবে।

فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ
فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن
تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن
تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ
الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن
شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ
وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ
بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ
عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي
قَرِيبٌ ۖ

অতঃপর ততোসংখ্যক রোযা অন্যান্য দিন-সমূহে। আর যাদের মধ্যে এর সামর্থ্য না থাকে তারা এর বিনিময়ে দেবে একজন মিস্‌কীনের খাবার (৩২৮)। অতঃপর যে ব্যক্তি নিজ থেকে সৎকর্ম অধিক করবে (৩২৯) তবে তা তার জন্য উত্তম এবং রোযা রাখা তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর যদি তোমরা জানো (৩৩০)।

১৮৫. রমযানের মাস, যাতে ক্বোরআন অবতীর্ণ হয়েছে (৩৩১), মানুষের জন্য হিদায়ত ও পথ নির্দেশ এবং মীমাংসার সুস্পষ্ট বাণীসমূহ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে, সে যেন অবশ্যই সেটার রোযা পালন করে। আর যে ব্যক্তি রুগ্ন হয় কিংবা সফরে থাকে, তবে ততোসংখ্যক রোযা অন্যান্য দিনসমূহে। আল্লাহ্ তোমাদের উপর সহজই চান এবং তোমাদের উপর ক্লেশ চান না; আর এ জন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূরণ করবে (৩৩২) এবং আল্লাহ্‌র মহিমা বর্ণনা করবে এর উপর যে, তিনি তোমাদেরকে হিদায়ত করেছেন। আর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

১৮৬. এবং হে মাহবূব! যখন আপনাকে আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, আমি তো নিকটেই আছি (৩৩৩);

টীকা-৩৩০. এ থেকে প্রতিভাত হয় যে, যদিও মুসাফির ও পীড়িতদের জন্য রোযা ভঙ্গ করার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু অধিক উত্তম ও শ্রেয় হচ্ছে রোযা রাখা।

টীকা-৩৩১. এর অর্থে তাফসীর-কারকদের কতিপয় অভিমত রয়েছেঃ

এক) রমযান হচ্ছে এমন মাস যার মহিমা ও মর্যাদা প্রসঙ্গে ক্বোরআন পাক অবতীর্ণ হয়েছে।

দুই) ক্বোরআন করীম অবতরণের প্রারম্ভ রমযানেই হয়েছে।

তিন) এই যে, সম্পূর্ণ ক্বোরআন করীম রমযান মুবারকের শবে ক্বদরে 'লওহ্-ই-মাহফূয্' থেকে প্রথম আস্‌মানের প্রতি অবতারণ করা হয় এবং 'বায়তুল ইয্‌যাত' (সম্মানিত গৃহ)-এর মধ্যে থাকে। এটা হচ্ছে এ আসমানের উপর একটা বিশেষ স্থান। এখান থেকে সময় সময়, হিকমতের চাহিদানুসারে, যতটুকু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হয়েছে, জিব্রাঈল আমীন নিয়ে আসতে থাকেন। এ অবতরণ দীর্ঘ তেইশ বছর কালে পরিপূর্ণ হয়েছে।

টীকা-৩৩২. হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "মাস উনত্রিশ দিনেরও হয়। সুতরাং চাঁদ দেখে রোযা আরম্ভ করো এবং চাঁদ দেখে রোযা ছাড়ো। যদি উনত্রিশে রমযান চন্দ্র দর্শন না ঘটে, তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ করো।"

টীকা-৩৩৩. এ'তে আল্লাহ্‌র সন্ধানকারীদের সাধনার বিবরণ রয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র ইশ্‌কের উপর স্বীয় চাহিদাসমূহ ক্বোরবানী করেছেন; যাঁরা তাঁরই প্রত্যাশী। তাঁদেরকে নৈকট্য ও মিলনের সুসংবাদ দ্বারা আনন্দিত করা হয়েছে।

শানে নুযূলঃ সাহাবীদের একটা দল আল্লাহ্‌র প্রেমোচ্ছ্বাসে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লামের দরবারে আরয করলেন, "আমাদের প্রতিপালক কোথায়?" এর জবাবে নৈকট্যের সুসংবাদ দ্বারা ধন্য করে এরশাদ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা 'স্থান' থেকে পবিত্র। যে বস্তু অন্য কিছুর সাথে স্থানগত নৈকট্য রাখে সেটা তার দূরবর্তী বস্তু থেকে অবশ্যই দূরত্বও রাখে। আর আল্লাহ তা'আলা সমস্ত বান্দারই নিকটে আছেন; কোন স্থানে

★ অর্দ্ধ সা' = ১৭৫ ১/২ তোলা বা দু'কেজি ৫ গ্রাম প্রায়।

www.sunnibarta.com

অবস্থানকারীর পক্ষে এমনটি সম্ভবপর নয়। নৈকট্যের স্তরসমূহে পৌঁছা বান্দার পক্ষে তখনই সম্ভব, যখন সে আলস্য পরিহার করে। কবির ভাষায়ঃ

دوست نزدیک تر از من بمن است
ویں عجیب تر کہ من از وے دُورم

অর্থাৎ ঃ "বন্ধু আমার অতি নিকটে; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি তার থেকে দূরে।"

টীকা-৩৩৪. দো'আ হচ্ছে- 'প্রয়োজন উপস্থাপন করা'। আর اِجَابَتْ (ইজাবত) বা 'প্রার্থনা গ্রহণ করা' হচ্ছে- প্রতিপালক আপন বান্দার প্রার্থনার জবাবে لَبَّيْكَ عَبْدِىْ (আমি হাযির, হে আমার বান্দা!) বলা; 'মনস্কামনা পূরণ করা' অন্য কিছু। তাও কখনো তাঁর কৃপায় তৎক্ষণাৎ হয়ে যায়, কখনো তাঁর হিকমতানুসারে, কিছুটা দেরীতে হয়। কখনো বান্দার প্রয়োজন দুনিয়াতেই মিটানো হয়, কখনো আখিরাতে। কখনো বান্দার উপকার অন্য কিছুতে হয়, তখন তাই দান করা হয়।

কখনো বান্দা প্রিয়ভাজন হয়। তার প্রয়োজন এজন্যই দেরীতে মিটানো হয় যেন সে দেরীক্ষণ পর্যন্ত দো'আ-প্রার্থনায় মশগুল থাকে।

أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا
دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ
وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ
يَرْشُدُوْنَ ﴿١٨٦﴾
أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ
إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ
كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ
بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللَّهُ
لَكُمْ ۚ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا

প্রার্থনা গ্রহণ করি আহ্বানকারীর যখন আমাকে আহ্বান করে (৩৩৪)। সুতরাং তাদের উচিৎ যেন আমার নির্দেশ মান্য করে এবং আমার উপর ঈমান আনে, যাতে পথের দিশা পায়।

১৮৭. রোযাসমূহের রাত্রিগুলোতে আপন স্ত্রীদের নিকটে যাওয়া তোমাদের জন্য হালাল হয়েছে (৩৩৫); তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক। আল্লাহ্ জেনেছেন যে, তোমরা নিজেদের আত্মাগুলোকে অবিশ্বস্ততার মধ্যে ফেলছিল, অতঃপর তিনি তোমাদের তাওবা কবূল করেছেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন (৩৩৬)। সুতরাং এখন তোমরা তাদের সাথে সঙ্গত হও (৩৩৭); এবং তালাশ করো- আল্লাহ্ যা তোমাদের ভাগ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন (৩৩৮); এবং পানাহার করো (৩৩৯)

কখনো প্রার্থনাকারীর মধ্যে সততা ও নিষ্ঠা ইত্যাদি দো'আ কবূল হবার শর্তাবলী থাকেনা। এ কারণেই আল্লাহ্র সৎ ও মাকবূল বান্দাদের দ্বারা দো'আ করানো হয়।

মাস্আলাঃ কোন অবৈধ বিষয়ের জন্য দো'আ করা বৈধ নয়। দো'আর নিয়মাবলীর অন্যতম হচ্ছে- অন্তরের একাগ্রতার (حضورِ قلب) সাথে কবূল হবার 'ইয়াক্বীন' (দৃঢ় বিশ্বাস) রেখে দো'আ করা এবং এ অভিযোগ না করা যে, আমার দো'আ কবূল হয়নি।

তিরমিযী শরীফের হাদীসে আছে- নামাযের পর 'হামদ' ও 'সানা' (আল্লাহ্র প্রশংসাবাক্য) ও 'দরূদ শরীফ' পাঠ করবে অতঃপর দো'আ করবে।

টীকা-৩৩৫. শানে নুযূলঃ পূর্ববর্তী শরীয়তগুলোতে ইফতারের পর পানাহার ও স্ত্রী সহবাস করা এশার নামায পর্যন্ত (সময়ের জন্য) হালাল ছিলো। এশার নামাযের পর এসব কাজ রাত্রি বেলায়ও হারাম হয়ে যেতো। এ বিধান হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের যুগ পর্যন্ত স্থায়ী ছিলো। কোন কোন সাহাবী দ্বারা রমযানের রাত্রিসমূহে এশার পর স্ত্রী সহবাস সংঘটিত হয়ে যায়। তাঁদের মধ্যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুও ছিলেন। এজন্য এসব হযরত লজ্জিত হলেন এবং রসূলে পাকের দরবারে অবস্থা বর্ণনা করেন। আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করলেন আর এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো এবং বলে দেয়া হলো যে, ভবিষ্যতের জন্য রমযানের রাত্রি সমূহে মাগরিব থেকে সোব্হে সাদেক্ব পর্যন্ত স্ত্রী সহবাস হালাল করা হলো।

টীকা-৩৩৬. এ 'অবিশ্বস্ততা' বলতে ঐ স্ত্রী সহবাস বুঝায় যা বৈধ হবার পূর্বে রমযানের রাতগুলোতে মুসলমানদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিলো। সেটার ক্ষমা ঘোষণা করে তাদেরকে শান্তনা দেয়া হয়েছে।

টীকা-৩৩৭. এ নির্দেশটা 'মুবাহ' (বৈধতা) নির্দেশক; এখন ঐ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়েছে এবং রমযানের রাতগুলোতে স্ত্রী সহবাস বৈধ করা হয়েছে।

টীকা-৩৩৮. এতে পথ নির্দেশ রয়েছে যে, স্ত্রী সঙ্গম বংশ-বিস্তার ও সন্তান-সন্ততি অর্জনের উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিত; যার ফলে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও ধর্ম শক্তিশালী হয়।

তাফসীরকারদের একটা অভিমত এও রয়েছে যে, এর অর্থ হচ্ছে– স্ত্রী সহবাস শরীয়তের নির্দেশ মোতাবেক হওয়া চাই- যে স্থানে (অঙ্গে) ও যে নিয়মে বৈধ করেছে তা যেন লংঘন না করে। (তাফসীর-ই-আহ্মদী)

অপর এক অভিমত এটাও যে, যা আল্লাহ্ লিপিবদ্ধ করেছেন তারই সন্ধান করার অর্থ হচ্ছে- রমযানের রাত্রিগুলোত অধিক ইবাদত এবং জাগ্রত থেকে 'শবে ক্বদর' তালাশ করা।

টীকা-৩৩৯. এ আয়াত সারমাহ্ বিন ক্বায়স সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি মেহনতী লোক ছিলেন। একদিন রোযাবস্থায় পূর্ণ দিবস আপন জমিতে কাজ

www.sunnibarta.com

করার পর সন্ধ্যায় ঘরে আসলেন। স্ত্রীর নিকট খাবার চাইলেন। সে রান্না কার্যে লেগে গেলো। এদিকে তিনি ছিলেন পরিশ্রান্ত। ইত্যবসরে, তাঁর চোখে নিদ্রা নেমে আসলো। যখন খাবার তৈরী করে তাঁকে জাগ্রত করলো, তখন তিনি আহারে অস্বীকৃতি জানালেন। কেননা, সে যুগে ঘুমিয়ে পড়ার পর রোযাদারের জন্য পানাহার নিষিদ্ধ হয়ে যেতো। এমতাবস্থায়ই তিনি পরবর্তী দিনের রোযা রেখে দিলেন। দূর্বলতা চরমে পৌঁছে গিয়েছিলো। দুপুরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। তাঁরই প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো। আর রমযানের রাত্রিগুলোতে তাঁরই কারণে পানাহার বৈধ করা হলো; যেমনি ভাবে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর তাওবা ও অনুশোচনার কারণে 'স্ত্রী সঙ্গম' হালাল হয়েছে।

টীকা-৩৪০. 'রাত'-কে কৃষ্ণরেখা ও 'সোব্হে সাদেক'-কে শুভ্র রেখার সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। অর্থ এই যে, তোমাদের জন্য পানাহার করা রমযানের রাতগুলোতে মাগরিব থেকে সোব্হে সাদেক পর্যন্ত বৈধ করা হয়েছে। (তাফসীর-ই-আহ্মদী)

মাস্আলাঃ সোব্হে সাদেক পর্যন্ত অনুমতি দেয়ার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, 'জানাবত' ★ রোযার অন্তরায় নয়। (সুতরাং) 'জানাবত'-এর অবস্থায় যার ভোর হয়েছে সে গোসল করে নেবে। তার রোযা ত্রুটিমুক্ত। (তাফসীর-ই-আহ্মদী)

মাস্আলাঃ এ থেকে ইমামগণ এ মাসআলা বের করেছেন যে, রমযানের রোযার নিয়ত করা দিনের বেলায়ও জায়েয।

حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا
الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ
وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِى الْمَسٰجِدِ ۗ
تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ۗ
كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿۱۸۷﴾

وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ
لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸۸﴾

এ পর্যন্ত যে, তোমাদের নিকট প্রকাশ পেয়ে যাবে শুভ্ররেখা কৃষ্ণরেখা থেকে, ভোর হয়ে (৩৪০); অতঃপর রাত আসা পর্যন্ত রোযাগুলো সম্পূর্ণ করো (৩৪১); এবং স্ত্রীদের গায়ে হাত লাগাবে না যখন তোমরা মসজিদগুলোতে ই'তিকাফরত থাকো (৩৪২)। এগুলো আল্লাহ্র সীমারেখা, সেগুলোর নিকটে যেওনা। আল্লাহ্ এভাবেই বর্ণনা করেন লোকদের জন্য আপন নিদর্শনগুলো, যাতে তাদের পরহেয্গারী অর্জিত হয়।

১৮৮. এবং পরস্পরের মধ্যে একে অপরের অর্থ- সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করোনা এবং না বিচারকদের নিকট তাদের মুকাদ্দমা এজন্য পৌঁছাবে যে, লোকজনের কিছু ধন-সম্পদ অবৈধভাবে গ্রাস করে নেবে (৩৪৩), জেনে-বুঝে।

টীকা-৩৪১. এ থেকে রোযার শেষ সীমা সম্পর্কে জানা যায়। আর এ মাসআলা প্রমাণিত হয় যে, রোযাবস্থায় পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে কোন একটা সংঘটিত করলে তার উপর কাফ্ফারা অপরিহার্য হয়ে যায়। (মাদারিক)

মাস্আলাঃ ইমামগণ এ আয়াতকে 'সওম-ই-ভিসাল' (صوم وصال) অর্থাৎ রাতদিন ইফতার ব্যতিরেকেই রোযা পালন করা নিষিদ্ধ হবার পক্ষে প্রমাণ সাব্যস্ত করেন।

টীকা-৩৪২. এতে বিবরণ রয়েছে যে, রমযানের রাতিগুলোতে রোযাদারের জন্য স্ত্রী সহবাস হালাল; যদি সে ই'তিকাফরত না হয়।

মাসআলাঃ ই'তিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের নিকটবর্তী হওয়া ও চুম্বন-আলিঙ্গন করা হারাম।

মাস্আলাঃ পুরুষদের ই'তিকাফের জন্য মসজিদ জরুরী।

মাস্আলাঃ ইতিকাফকারীর জন্য মসজিদে পানাহার করা ও শয়ন করা জায়েয।

মাস্আলাঃ স্ত্রীলোকদের ই'তিকাফ তাদের ঘরের মধ্যেই জায়েয।

মাস্আলাঃ ই'তিকাফ এমনসব মসজিদেই বৈধ যেগুলোতে জমা'আত কায়েম হয়।

মাস্আলাঃ ই'তিকাফে 'রোযা' পূর্বশর্ত।

টীকা-৩৪৩. এ আয়াতে অন্যায়ভাবে কারো ধন-সম্পদ গ্রাস করা হারাম (কঠোরভাবে নিষিদ্ধ) ঘোষণা করা হয়েছে- চাই লুণ্ঠন করে হোক, কিংবা ছিনিয়ে নিয়ে হোক, অথবা চুরি করে হোক, কিংবা জুয়া খেলে হোক অথবা হারাম তামাশাদি কিংবা হারাম কার্যাদি অথবা হারাম বস্তুসমূহের পরিবর্তে; অথবা ঘুষ কিংবা মিথ্যা সাক্ষ্য অথবা চোগলখুরীর মাধ্যমে- এ সবই নিষিদ্ধ ও হারাম।

মাস্আলাঃ এ থেকে প্রতিভাত হয় যে, অন্যায়ভাবে হীন স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য কারো বিরুদ্ধে মুকাদ্দমা সাজানো এবং তাকে বিচারকমণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত করা না জায়েয ও হারাম। অনুরূপভাবে, স্বীয় স্বার্থোদ্ধারের উদ্দেশ্যে অপরের ক্ষতি করার জন্য বিচারকমণ্ডলীর উপর প্রভাব খাটানো ও ঘুষ ইত্যাদি দেয়া হারাম। যারা বিচারকমণ্ডলীর ঘনিষ্ট লোক, তারা যেন এ আয়াতের নির্দেশের প্রতি দৃষ্টি রাখে। হাদীস শরীফে মুসলমানদের ক্ষতিসাধনকারীদের প্রতি লা'নত (অভিশম্পাত) করা হয়েছে।

★ এমন অপবিত্রতা, যার কারণে গোসল করা ফরয হয়। যেমন- স্ত্রী-সহবাস, যৌন-উত্তেজনা সহকারে বীর্যপাত ইত্যাদির কারণে শরীর নাপাক হওয়া। এমনই নাপাকীর অবস্থায় কারো ভোর হলে তার রোযা ত্রুটিমুক্ত।

www.sunnibarta.com

টীকা-৩৪৪. শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ হযরত মু'আয ইবনে জবল ও হযরত সা'লাবাহ্ ই'বনে গানাম আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আন্হুমা)-এর প্রশ্নের জবাবে নাযিল হয়েছে। তাঁরা দু'জনই আরয করেছিলেন, "হে আল্লাহ্র রসূল (দঃ)! চন্দ্রের এ অবস্থা কেন? তা প্রথমে খুব সরু হয়ে উদিত হয়, তারপর দিন দিন বাড়তে থাকে, এভাবে শেষ পর্যন্ত পূর্ণ আলোকিত হয়ে যায়। অতঃপর ছোট হতে থাকে। এভাবে পূর্বের ন্যায় সরু হয়ে যায়। কেন এক অবস্থায় থাকে না?" এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিলো- চন্দ্র বড় ও ছোট হবার হিকমত বা রহস্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা। কোন কোন তাফসীরকারের ধারণা হচ্ছে প্রশ্নের উদ্দেশ্য, এ পরিবর্তনের 'কারণ' জিজ্ঞাসা করা।

টীকা-৩৪৫. চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির উপকারিতাসমূহ বর্ণনা করেছেন- তা হচ্ছে সময়ের কতগুলো প্রতীক। আর মানুষের শত সহস্র ধর্মীয় ও পার্থিব কার্যাদি এরই সাথে সম্পর্কযুক্ত। কৃষি, ব্যবসা, লেনদেনের মামলাসমূহ, রোযা ও ঈদের সময়, স্ত্রী লোকদের ইদ্দতসমূহ ★ হায়য্ (ঋতুস্রাব)-এর দিন সমূহ, গর্ভধারণ এবং ভূমিষ্ঠ শিশুর স্তন্য পানের (رضاعت) সময়সীমা, শিশুর স্তন্যপান বন্ধ করানোর সময় এবং হজ্বের বিভিন্ন সময় তা (চন্দ্রের পরিবর্তন) থেকে জানা যায়। কেননা, প্রথমে যখন চাঁদ সরু থাকে তখন প্রত্যক্ষকারী ধারণা করে নেয় যে, এগুলো হচ্ছে- মাসের প্রারম্ভিক দিন। আর যখন চাঁদ পূর্ণমাত্রায় আলোকিত হয় তখন জানা যায় যে, এটা মাসের মাঝামাঝি তারিখ। আর যখন চন্দ্র একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন বুঝা যায় যে, এখন মাস শেষ হয়ে যাচ্ছে। এভাবে এর মধ্যবর্তী দিনসমূহে চন্দ্রের অবস্থাদির কথাও বুঝা যায়। অতঃপর মাস থেকে বছরের হিসাব হয়। এটা এমন একটা খোদায়ী কুদরতের যন্ত্র, যা আকাশের বুকে সর্বদা (নিয়মিত) চালু অবস্থায় থাকছে। আর প্রত্যেক দেশে, প্রতিটি ভাষাভাষী লোক, বিদ্বান এবং নিরক্ষর- সবাই এ থেকে আপন আপন হিসাব জেনে নেয়।

টীকা-৩৪৬. শানে নুযূলঃ অন্ধকার যুগের লোকদের অভ্যাস ছিলো যে, যখন তারা হজ্বের জন্য 'ইহরাম' বাঁধতো তখন কোন ঘরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতোনা। যদি নেহায়েত কোন প্রয়োজন হতো, তবে পেছনে দরজা কেটে প্রবেশ করতো আর এটাকে পূণ্যময় কাজ বলে ধারণা করতো। এর খণ্ডনে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৩৪৭. চাই ইহ্রামের অবস্থায় হোক কিংবা ইহরাম বিহীন অবস্থায়।

টীকা-৩৪৮. ৬ষ্ঠ হিজরী সনে হুদায়বিয়ার ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো। এ বৎসর সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনা তৈয়্যবাহ্ থেকে ওমরাহ্র উদ্দেশ্যে মক্কা মুকার্রামাহ্ রওনা দেন। মুশরিকগণ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মক্কা মুকার্রামাহ্য় প্রবেশ করতে বাধা দিলো এবং (শেষ পর্যন্ত) এ মর্মে সন্ধি হলো যে, তিনি (দঃ) পরবর্তী বছর তাশরীফ আনবেন। তখন তাঁর জন্য তিন দিন মক্কা মুকাররামাহ্ খালি করে দেয়া হবে। সুতরাং পরবর্তী বছর ৭ম হিজরী সালে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওমরাহ্র 'কাযা' দেয়ার জন্য তাশরীফ আনয়ন করলেন। তখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ১৪০০ জনের একটা জমা'আত ছিলো। মুসলমানগণ এ আশংকা করলেন যে, কাফিরগণ অঙ্গীকার রক্ষা করবে না এবং মক্কার হেরম শরীফে 'শাহ্র-ই-হারাম' অর্থাৎ যিলক্বদ মাসে যুদ্ধ করবে। এ দিকে মুসলমানগণ থাকবেন ইহ্রাম পরিহিত অবস্থায়। এ অবস্থায় যুদ্ধ করা মুশকিল। কেননা, জাহেলী যুগ থেকে ইসলামের প্রারম্ভিককাল পর্যন্ত না হেরম শরীফের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করা বৈধ ছিলো, না মাহে হারাম-এ (অর্থাৎ যিলক্বদ, যিলহজ্জ্, মুহর্রম ও রজব মাসে), না ইহরাম পরিহিত অবস্থায়। সুতরাং তখন তাঁরা এমতাবস্থায় যুদ্ধের অনুমতি মিলবে কিনা- এ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। এর প্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

রুকূ' - চব্বিশ

১৮৯. (হে হাবীব!) আপনাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে (তারা) জিজ্ঞাসা করছে (৩৪৪)। আপনি বলে দিন, 'সেটা সময়ের কতগুলো প্রতীক, মানবজাতি ও হজ্জের জন্য (৩৪৫)। আর এটা কোন পূণ্যময় কাজ নয় যে, (৩৪৬) গৃহগুলোর মধ্যে পেছনের দরজা কেটে আসবে। হাঁ, পূণ্য তো খোদাভীরুতাই; এবং গৃহসমূহে দরজাগুলো দিয়েই প্রবেশ করো (৩৪৭)। আর আল্লাহ্কে ভয় করতে থাকো এ আশায় যে, সাফল্য অর্জন করবে।'

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ؕ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ؕ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۱۸۹﴾

১৯০. এবং আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করো (৩৪৮) তাদের বিরুদ্ধে, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে (৩৪৯)

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ

টীকা-৩৪৯. এর অর্থ হয়ত এই যে, যে সব কাফির তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিংবা যুদ্ধের সূচনা করে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে দ্বীনের মর্যাদা রক্ষা ও দ্বীনের সাহায্যের জন্য যুদ্ধ করো। এ নির্দেশ ইসলামের প্রারম্ভিক কালে প্রযোজ্য ছিলো। অতঃপর তা রহিত করা হয়েছে। আর কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অপরিহার্য হলো– চাই তারা যুদ্ধের সূচনা করুক কিংবা নাই করুক।

অথবা এ অর্থ যে, 'যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ইচ্ছা রাখে।' এ কথা (ইচ্ছা) সকল কাফিরের মধ্যে রয়েছে। কেননা তারা সবাই দ্বীন-ইসলামের

★ তালাকপ্রাপ্তা হয়ে কিংবা স্বামীর মৃত্যুর পর পর স্ত্রীলোককে যেই নির্দ্ধারিত সময় আপন্ আপন ঘরে অপেক্ষা করতে হয় তাই 'ইদ্দত'। 'হায়য' বা 'রজঃস্রাব' হয় এমন স্ত্রীলোকের ইদ্দত তালাকের পর তিন হায়য। 'হায়য' হয়না এমন স্ত্রীলোকের ইদ্দত তিন মাস। আর অন্তঃসত্তা স্ত্রীলোকের ইদ্দত গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত। কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মৃত্যুবরণ করলে তাকে চারমাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হয়। ইদ্দত পালনের এ সময়সীমার মধ্যে স্ত্রীলোকদের সাজসজ্জা এবং অন্য বিয়ের প্রস্তাব প্রদান বা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হয়।

www.sunnibarta.com

وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ
اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿۱۹۰﴾

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ
وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ
وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا
تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ
فَاقْتُلُوْهُمْ ؕ كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۹۱﴾

فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۹۲﴾

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ
فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ؕ
فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا
عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۹۳﴾

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ
وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى
عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ
مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۹۴﴾

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا
بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛۚ وَاَحْسِنُوْا ۛۚ
اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۹۵﴾

এবং সীমা অতিক্রম করোনা (৩৫০)। আল্লাহ্ পছন্দ করেন না সীমা অতিক্রমকারীদেরকে।

১৯১. এবং কাফিরদেরকে যেখানে পাও হত্যা করো (৩৫১) এবং তাদেরকে বের করে দাও (৩৫২) যেখান থেকে তোমাদেরকে তারা বের করেছিলো (৩৫৩)। আর তাদের ফিৎনা তো হত্যা অপেক্ষাও প্রচণ্ডতর (৩৫৪) এবং মসজিদে হারামের নিকট তাদের সাথে যুদ্ধ করোনা (৩৫৫) যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের সাথে সেখানে যুদ্ধ না করে। আর যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তবে তাদেরকে হত্যা করো (৩৫৬)। কাফিরদের এটাই শাস্তি।

১৯২. অতঃপর যদি তারা বিরত থাকে (৩৫৭), তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

১৯৩. এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যে যাবৎ কোন ফিৎনা না থাকে এবং এক আল্লাহ্রই ইবাদত হতে থাকে। অতঃপর যদি তারা বিরত হয় (৩৫৮), তবে আক্রমণ নেই, কিন্তু যালিমদের উপর।

১৯৪. পবিত্র মাসের পরিবর্তে পবিত্র মাস এবং আদবের পরিবর্তে আদব (৩৫৯)। যে তোমাদের উপর আক্রমণ করবে তাকে (তোমরা) আক্রমণ করো ততটুকুই, যতটুকু সে করেছে; এবং আল্লাহ্কে ভয় করতে থাকো। আর জেনে রেখো- আল্লাহ্ খোদাভীরুদের সাথে রয়েছেন।

১৯৫. এবং আল্লাহ্র পথে ব্যয় করো (৩৬০) এবং নিজেদের হাতে ধ্বংসের মধ্যে পতিত হয়োনা (৩৬১) এবং সৎকর্মপরায়ণ হয়ে যাও। নিশ্চয় সৎকর্মপরায়ণগণ আল্লাহ্র প্রিয়।

বিরোধী এবং মুসলমানদের শত্রু। যদিও তারা কোন কারণ বশতঃ যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে; কিন্তু সুযোগ পেলেই তাতে ত্রুটি করবেনা।

এ অর্থও হতে পারে যে, 'যে সব কাফির যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের মুকাবিলায় আসে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী হয় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।' এমতাবস্থায়, দুর্বল, বৃদ্ধ, শিশু, পাগল, পঙ্গু, অন্ধ, অসুস্থ এবং স্ত্রীলোক প্রমুখ- যারা যুদ্ধক্ষম নয়, তারা এ নির্দেশের আওতায় পড়বেনা। এদেরকে হত্যা করা বৈধ হবেনা।

টীকা-৩৫০. যারা যুদ্ধ করার উপযুক্ত নয়, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করোনা কিংবা যাদের সাথে তোমরা সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হয়েছো; কিংবা আহ্বান ব্যতিরেকে যুদ্ধ করোনা। কেননা, শরীয়তের নিয়ম হচ্ছে- প্রথমে কাফিরদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা হবে। যদি (তারা ইসলাম গ্রহণে) অস্বীকার করে, তবে 'জিয্য়া' তলব করা হবে। এতেও যদি অস্বীকৃতি জানায়, তবে যুদ্ধ করা যাবে। এ অর্থের ভিত্তিতে, আয়াতের হুকুম বহাল আছে, রহিত নয়।
(তাফসীর-ই-আহ্মদী)

টীকা-৩৫১. চাই হেরম হোক, কিংবা হেরম ব্যতীত অন্য কোন স্থান।

টীকা-৩৫২. মক্কা মুকার্রামাহ্ থেকে

টীকা-৩৫৩. গত বছর। সুতরাং মক্কা বিজয়ের দিন যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করেনি, তাদের বেলায় এটাই করা হয়েছিলো।

টীকা-৩৫৪. 'ফ্যাসাদ' (ফিৎনা) দ্বারা 'শির্ক' বুঝানো হয়েছে; কিংবা মুসলমানদেরকে মক্কা মুকাররামায় প্রবেশ করতে বাধা প্রদান করা।

টীকা-৩৫৫. কেননা, এটা 'হেরম' শরীফের মর্যাদার পরিপন্থী।

টীকা-৩৫৬. কারণ, তারা হেরম শরীফের মর্যাদাহানি করেছে।

টীকা-৩৫৭. হত্যা ও শির্ক থেকে।

টীকা-৩৫৮. কুফর ও বাতিল পূজা থেকে।

টীকা-৩৫৯. যখন গত বছর, ৬ষ্ঠ হিজরী সনের যিলক্বদ মাসে আরবের মুশরিকগণ 'পবিত্র মাস'-এর মর্যাদা ও আদবের তোয়াক্কা করেনি এবং তোমাদেরকে ওমরাহ্ আদায় করতে বাধা দিয়েছে, তখন এ মর্যাদাহানি তাদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছে এবং এর পরিবর্তে আল্লাহ্র শক্তি প্রদানক্রমে, ৭ম হিজরী সনের যিলক্বদ মাসে তোমরা ওমরাহ্ ক্বাযা করার সুযোগ পেয়েছো।

টীকা-৩৬০. এ থেকে ধর্মীয় সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ্র আনুগত্য ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করাই বুঝানো হয়েছে- চাই জিহাদ হোক, কিংবা অন্যান্য সৎ কাজ হোক।

টীকা-৩৬১. আল্লাহ্র পথে ব্যয়-কার্য পরিহার করাও ধ্বংসের কারণ এবং অপব্যয়ও। অনুরূপভাবে, অন্যান্য বস্তুও, যা বিপদ এবং ধ্বংসের কারণ হয়, সে সব বস্তু থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়; এমনকি অস্ত্র ছাড়া যুদ্ধের ময়দানে যাওয়া কিংবা বিষপান করা কিংবা অন্য যে কোন পন্থায় আত্মহত্যা করা।

মাস্আলাঃ উলামা কেরাম এ মাস্আলাও অনুমান করেছেন যে, যেই শহরে মহামারী দেখা দেয় সেখানে যাওয়া উচিত নয়, যদিও সেখানকার লোকদের সেখান থেকে অন্যত্র পলায়ন করা নিষিদ্ধ।

www.sunnibarta.com

টীকা-৩৬২. এবং সে দু'টি কাজ সেগুলোর 'ফরযসমূহ' ও 'শর্তাবলী' সহকারে খাস আল্লাহ্‌র জন্য, আলস্য ও ত্রুটি ব্যতীতই পূর্ণ করো।

হজ্জ্ হচ্ছে- ইহ্‌রাম পরিধান করে ৯ই যিলহজ্জ্ তারিখে 'আরাফাত'-এ অবস্থান করা এবং কা'বা মু'আয্‌যমায় তাওয়াফ করা। এর জন্য সময় নির্দ্ধারিত আছে; যার মধ্যে এসব কাজ সম্পন্ন করা হয়; তবেই হজ্জ্ (আদায়) হয়।

মাস্‌আলাঃ হজ্জ্, অধিকতর গ্রহণযোগ্য মতানুসারে, ৯ম হিজরী সনে ফরয হয়েছে। এটার ফরয হওয়া অকাট্য।

হজ্জের ফরযসমূহঃ ১) ইহ্‌রাম বাঁধা, ২) আরাফাতে অবস্থান করা এবং ৩) তাওয়াফ-ই-যিয়ারত।

হজ্জের ওয়াজিবসমূহঃ ১) মুযদালিফায় অবস্থান করা, ২) 'সাফা' ও 'মারওয়া' পর্বতদ্বয়ে প্রদক্ষিণ (সা'ঈ) করা, ৩) 'রামী' বা কঙ্কর নিক্ষেপ করা, ৪) মীক্বাতের বাইরে থেকে আগত হাজীদের জন্য প্রত্যাবর্তনের তাওয়াফ এবং ৫) মাথা মুণ্ডানো কিংবা চুল কাটা।

ওমরাহ্‌র রুকনঃ তাওয়াফ এবং সা'ঈ (সাফা ও মারওয়ার মধ্যখানে প্রদক্ষিণ করা) আর এর 'শর্ত' হচ্ছে ইহ্‌রাম এবং মাথা মুণ্ডানো।

হজ্জ্ ও ওমরাহ্ করার চারটা নিয়ম আছেঃ যথা- ১) ইফ্‌রাদ বিল হজ্জ্ (অর্থাৎ 'হজ্জ্-ই-ইফরাদ')ঃ তা হচ্ছে হজ্জের মাসগুলোতে অথবা তার পূর্বে, মীক্বাত থেকে অথবা তার পূর্বে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধবে এবং অন্তরে এর নিয়ত করবে- চাই 'তালবিয়াহ্'র সময় মুখে এর উচ্চারণ করুক, কিংবা না-ই করুক।

২) ইফরাদ বিল ওমরাহ্ঃ তা হচ্ছে 'মীক্বাত' থেকে কিংবা এর পূর্বে, হজ্জের মাসগুলোতে কিংবা এর পূর্বে 'ওমরাহ্‌র ইহ্‌রাম' বাঁধবে এবং অন্তরে এর ইচ্ছা করবে, চাই তাল্‌বিয়াহ্‌র সময় এর উল্লেখ করুক কিংবা না-ই করুক এবং এর জন্য হজ্জের মাসসমূহে কিংবা এর পূর্বে তাওয়াফ করবে কিংবা সেই বছর হজ্জ্ করুক বা না-ই করুক; কিন্তু হজ্জ্ ও ওমরাহ্‌র 'ইলমাম-ই-সহীহ্' করবে এভাবে যে, আপন পরিবার-পরিজনের দিকে হালাল হয়ে ফিরে যাবে।

সূরা ঃ ২ বাক্বারা ৭২ পারা ঃ ২

১৯৬. এবং হজ্জ্ ও ওমরাহ্ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পূর্ণ করো (৩৬২)। অতঃপর যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও (৩৬৩), তবে ক্বোরবানী প্রেরণ করো, যা সহজলভ্য হয় (৩৬৪) এবং আপন মস্তক মুণ্ডন করোনা যতক্ষণ পর্যন্ত ক্বোরবানীর পশু আপন ঠিকানায় পৌঁছে না যায় (৩৬৫)। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পীড়িত হয় কিংবা তার মাথায় কিছু ক্লেশ থাকে (৩৬৬), তবে তার বিনিময় (ফিদিয়া) দেবে- রোযা (৩৬৭) কিংবা সাদ্‌ক্বাহ্ (৩৬৮),

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ۚ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ

মানযিল - ১

৩) ক্বিরানঃ তা হচ্ছে হজ্জ্ ও ওমরাহ্ দু'টিই একই ইহ্‌রামে একত্রিত করবে। সে ইহ্‌রাম, মীক্বাতে বাঁধা হোক কিংবা তার আগে, হজ্জের মাসসমূহে হোক কিংবা এর পূর্বে। প্রথম থেকেই হজ্জ্ ও ওমরাহ্ উভয়টারই নিয়ত করবে, চাই তাল্‌বিয়াহ্‌র সময় উভয়ের উল্লেখ করুক কিংবা না-ই করুক। প্রথমে ওমরাহ্‌র কার্যাদি আদায় করবে অতঃপর হজ্জের।

৪) তামাত্তু'ঃ তা হচ্ছে- মীক্বাত থেকে কিংবা এর পূর্বে, হজ্জের মাসসমূহে কিংবা এর আগে ওমরাহ্‌র ইহ্‌রাম বাঁধবে এবং হজ্জের মাসসমূহে ওমরাহ্ করবে; কিংবা অধিকাংশ তাওয়াফ তার হজ্জের মাসসমূহে হবে এবং হালাল হয়ে হজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধবে। আর সে বছরই হজ্জ্ করবে এবং হজ্জ্ ও ওমরাহ্‌র মাঝখানে আপন পরিবার-পরিজনের সাথে 'ইলমাম-ই-সহীহ্' ★ করবে না। (মিস্‌কীন ও ফাত্‌হ)

মাস্‌আলাঃ এ আয়াত থেকে ওলামা কেরাম 'হজ্জ্-ই-ক্বিরান' প্রমাণিত করেছেন।

টীকা-৩৬৩. হজ্জ্ কিংবা ওমরাহ্ থেকে; আরম্ভ করার, ঘর থেকে বের হবার এবং ইহ্‌রামধারী হয়ে যাবার পরে; অর্থাৎ যদি তোমাদের হজ্জ্ ও ওমরাহ্ আদায়ে কোন বাধা সম্মুখে উপস্থিত হয়, চাই সেটা শত্রুর ভয় হোক কিংবা পীড়া ইত্যাদি, এমনি অবস্থায় তোমরা ইহ্‌রাম থেকে বের হয়ে এসো।

টীকা-৩৬৪. উট কিংবা গাভী অথবা ছাগল। আর এ ক্বোরবানী প্রেরণ করা ওয়াজিব।

টীকা-৩৬৫. অর্থাৎ হেরমের অভ্যন্তরে যেখানে সেগুলো যবেহ করার নির্দেশ আছে।

মাস্‌আলাঃ এ ক্বোরবানী হেরম-এর বাইরে হতে পারেনা।

টীকা-৩৬৬. যার কারণে সে মাথা মুণ্ডাতে বাধ্য হয় এবং মাথা মুণ্ডন করে নেয়,

টীকা-৩৬৭. তিন দিনের

টীকা-৩৬৮. ছয়জন মিস্‌কীনের খাবার। প্রত্যেক মিস্‌কীনের জন্য পৌণে দু'সের গম। ★★

★ إِلْمَام (ইলমাম) - এর অভিধানিক অর্থ- এসে অবতরণ করা। ফিক্বহ্-এর পরিভাষায় إلمام صحيح (ইলমাম-ই-সহীহ) হচ্ছে ইহরাম থেকে হালাল হয়ে আপন পরিবার-পরিজনের দিকে (স্বীয় মাতৃভূমি বা স্বদেশে) ফিরে আসা।

★★ এটা অর্দ্ধ সা'-এর সমপরিমাপ। অবশ্য, অন্য হিসাব মোতাবেক 'অর্দ্ধ সা' হচ্ছে ২ কেজি প্রায় ৫ গ্রাম। এটাই সর্বাধিক সঠিক ও উত্তম পরিমাপ। (সূরা বাক্বারাঃ টীকা নং ৩২৮ এর পাদটীকা দ্রষ্টব্য)

www.sunnibarta.com

কিংবা ক্বোরবানী। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ থাকবে, তখন যে ব্যক্তি হজ্জের সাথে ওমরাহ্ মিলানোর ফায়দা উঠায় (৩৬৯) তার উপর ক্বোরবানী রয়েছে যেমনি সহজলভ্য হয় (৩৭০); অতঃপর যার জন্য সম্ভবপর না হয়, তবে সে তিনটা রোযা হজ্জের দিনগুলোতে রাখবে (৩৭১) এবং সাতটা যখন আপন গৃহে ফিরে যাবে- এ পূর্ণ দশটা হলো। এ হুকুম তারই জন্য যে মক্কার বাসিন্দা নয় (৩৭২); আর আল্লাহ্কে ভয় করতে থাকো এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্র শাস্তি কঠিন।

أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا
رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ
ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

রুকূ' - পঁচিশ

১৯৭. হজ্জের কতিপয় মাস রয়েছে, সুবিদিত (৩৭৩), অতঃপর যে ব্যক্তি এ গুলোতে হজ্জের নিয়ত করে (৩৭৪), তবে না স্ত্রীদের সামনে সম্ভোগের আলোচনা করা হবে, না কোন গুনাহ্, না কারো সাথে ঝগড়া (৩৭৫) হজ্জের সময় পর্যন্ত এবং তোমরা যে-ই উত্তম কাজ করবে আল্লাহ্ সেটা জানেন (৩৭৬); আর পাথেয় সঙ্গে নাও। কারণ, নিশ্চয় উত্তম পাথেয় হচ্ছে- খোদাভীরুতা (৩৭৭) এবং আমাকে ভয় করতে থাকো, হে বিবেকবানগণ (৩৭৮)!

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَن
فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا
فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا
تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ
اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ
الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي
الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

তার উপর ঐসব বস্তু অপরিহার্য, যে গুলোর কথা সামনে উল্লেখ করা হচ্ছে।

টীকা-৩৭৫. رفث (রাফাস্) হচ্ছে- স্ত্রী সম্ভোগ কিংবা স্ত্রীদের সামনে সম্ভোগের কথা আলোচনা করা অথবা অশ্লীল কথা বলা। কিন্তু বিবাহ এ'তে অন্তর্ভূক্ত নয়।

মাস্আলাঃ 'মুহরিম' অথবা 'মুহরিমাহ্ (যথাক্রমে, ইহ্রামধারী পুরুষ ও ইহ্রামধারীণী মহিলা)-এর বিবাহ্ জায়েয; সম্ভোগ জায়েয নয়।

فسوق (ফুসূক্ব) দ্বারা (আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের) 'আদেশ অমান্য করা এবং পাপাচারসমূহ' আর جدال (জিদাল) দ্বারা 'ঝগড়া-বিবাদ' বুঝানো হয়েছে; চাই আপন সঙ্গী কিংবা সেবকের সাথে হোক অথবা অন্যান্য লোকদের সাথে।

টীকা-৩৭৬. মন্দ কাজগুলো থেকে বারণ করার পর সৎ কার্যাদির প্রতি উৎসাহিত করেছেন যে, গুনাহ্র স্থলে খোদাভীরুতা এবং ঝগড়া-বিবাদের স্থলে প্রশংসনীয় চরিত্র অবলম্বন করো।

টীকা-৩৭৭. শানে নুযূলঃ কোন কোন ইয়েমেনবাসী পাথেয়-বিহীন অবস্থায় হজ্জের জন্য রওনা দিতো এবং নিজেরা নিজেদেরকে (আল্লাহ্র উপর) 'ভরসাকারী' বলতো। আর মক্কা মুকার্রমায় পৌঁছে ভিক্ষা করা আরম্ভ করতো এবং কখনো লুণ্ঠন ও পর-দ্রব্য আত্মসাৎ করে বসতো। তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে আর নির্দেশ দেয়া হয়েছে, "পাথেয় নিয়েই রওনা দাও, অন্যান্যদের উপর বোঝা চাপিয়ে দিও না, ভিক্ষা করোনা। কেননা, উত্তম পাথেয় হচ্ছে খোদাভীরুতা।"

অন্য এক অভিমত হচ্ছে, "পরহেয্গারীরূপী পাথেয় সাথে নাও।" দুনিয়াবী সফরের জন্য যেমন পাথেয় জরুরী, তেমনি আখিরাতের সফরের জন্যও পরহেয্গারীর পাথেয় অপরিহার্য।

টীকা-৩৭৮. অর্থাৎ বিবেকের (আক্বল্) দাবী হচ্ছে- 'খোদার ভয়'। যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করেনা সে বিবেকহীনদের মতোই।

www.sunnibarta.com

টীকা-৩৭৯. শানে নুযূলঃ কোন কোন মুসলমান মনে করেছেন যে, হজ্জের পথে যে ব্যক্তি ব্যবসা করছে, কিংবা ভাড়ার উপর উট চালায় তার আবার হজ্জই-বা কি? এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

মাস্আলাঃ যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যবসার কারণে হজ্জের কার্যাদি পালনে কোন ক্ষতি না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যবসা 'মুবাহ্' (বৈধ)।

টীকা-৩৮০. 'আরাফাত' একটা স্থানের নাম, যা 'মাওক্বেফ' বা হাজীদের বিশেষ 'অবস্থানস্থল'।

দোহ্হাক এর অভিমত হচ্ছে- হযরত আদম ও হযরত হাওয়া (আলায়হিমাস্ সালাম) পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবার পর ৯ই যিলহজ্জ্ 'আরাফাত' নামক স্থানে পুনর্মিলিত হন এবং পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পারলেন। এ জন্যই সেই দিবসের নাম 'আরফাহ্' এবং সেই স্থানের নাম হয় 'আরাফাত'।

একটা অভিমত এরূপও রয়েছে যে, যেহেতু বান্দাগণ সেদিন নিজেদের গুনাহ্সমূহের 'ই'তিরাফ' বা স্বীকার করে থাকেন, সেহেতু সে দিনের নাম 'আরফাহ্' হয়েছে।

মাস্আলাঃ আরাফাতে অবস্থান করা ফরয। কেননা, افاضه বা প্রত্যাবর্তন করা (আরাফাতে) অবস্থান করা ছাড়া কল্পনাও করা যায় না।

টীকা-৩৮১. 'তাল্বিয়াহ্' (تلبيه বা 'লাব্বায়কা .... লা-শরীকা লাকা লাব্বায়কা' বলা), 'তাহ্লীল' ('লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্' বলা), 'তাকবীর' ('আল্লাহু আকবর' বলা), 'সানা' (আল্লাহর প্রশংসা বাক্য পাঠ করা) এবং দো'আর মাধ্যমে কিংবা মাগরিব ও এশা নামাযের মাধ্যমে।

টীকা-৩৮২. 'মাশ্আর-ই-হারাম' হচ্ছে- 'ক্বোযাহ্ পর্বত', যার উপর ইমাম দাঁড়ান।

১৯৮. তোমাদের উপর কোন গুনাহ্ নেই (৩৭৯) যে, আপন প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করবে। কাজেই, যখন 'আরাফাত' থেকে প্রত্যাবর্তন করবে (৩৮০) তখন আল্লাহ্র স্মরণ করো (৩৮১) 'মাশ্'আর-ই-হারাম'★-এর নিকটে (৩৮২) এবং তাঁর স্মরণ করো যেভাবে তিনি তোমাদেরকে হিদায়ত করেছেন এবং নিশ্চয় এর পূর্বে তোমরা বিভ্রান্ত ছিলে (৩৮৩)।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۪ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿۱۹۸﴾

১৯৯. অতঃপর কথা হচ্ছে হে ক্বোরাঈশীগণ! তোমরাও সেই স্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করো যে স্থান থেকে অন্যান্য লোক প্রত্যাবর্তন করে (৩৮৪) এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াবান।

ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۹۹﴾

২০০. অতঃপর যখন (তোমরা) আপন হজ্জের কাজ পূর্ণ করে নাও (৩৮৫),

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ

মাস্আলাঃ 'ওয়াদী-ই-মুহাস্সার' ব্যতীত সমগ্র মুয্দালিফাই 'মাওক্বেফ' (অবস্থানের বিশেষ স্থান)। এখানে অবস্থান করা ওয়াজিব। কোন ওযর ব্যতীত এটা (অবস্থান করা) পরিহার করলে 'দম' ওয়াজিব হয়। আর 'মাশ্'আর-ই-হারাম'-এর নিকট অবস্থান করা উত্তম।

টীকা-৩৮৩. 'আল্লাহর স্মরণ' ও 'ইবাদত' -এর কোন নিয়ম কানূন তোমাদের জানা ছিলোনা।

টীকা-৩৮৪. ক্বোরাঈশ বংশীয় লোকেরা মুয্দালিফায় দাঁড়িয়ে থাকতো এবং অন্য লোকদের সাথে আরাফাতে অবস্থান করতোনা। অন্যান্য লোকেরা যখন আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করতো তখন তারা মুয্দালিফাহ্ থেকে প্রত্যাবর্তন করতো। আর এতে তাদের মহত্ব মনে করতো। এ আয়াতে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন তারাও অন্যান্য লোকের সাথে আরাফাতে অবস্থান করে এবং একই সাথে প্রত্যাবর্তন করে। এটাই হচ্ছে- হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আলায়হিমাস্ সালাম)-এর সুন্নাত।

টীকা-৩৮৫. সংক্ষেপে হজ্জের নিয়মঃ হাজী ৮ই যিলহজ্জের সকালে মক্কা মুকার্‌রামাহ্ থেকে মিনার দিকে রওনা দেবে। সেখানে 'আরফাহ্-দিবস' অর্থাৎ ৯ই যিল্হজ্জের ফজর পর্যন্ত অবস্থান করবে। সেদিনই 'মিনা' থেকে আরাফাতে আসবে। সূর্য পশ্চিম দিকে হেলার পর ইমাম দু'টি খোৎবা পাঠ করবেন। এখানে হাজী যোহর ও আসরের নামায ইমামের সাথে যোহরের সময় একত্রিত করে আদায় করবে। এ দু'টি নামাযের জন্য একটা মাত্র আযান হবে আর তাকবীর (তাহ্রীমাহ্) হবে দু'টি। আর দু'টি নামাযের মাঝখানে যোহরের সুন্নাত ছাড়া অন্য কোন নফল নামায পড়া যাবে না। এ (দু'ওয়াক্ত নামাযকে) একত্রিত করণের জন্য 'ইমাম আযম' (প্রধান ইমাম) থাকা বাঞ্ছনীয়। যদি 'ইমাম আযম' বা প্রধান ইমাম না থাকেন কিংবা ইমাম গোমরাহ্ বদ-মযহাব হয়, তবে প্রতিটি নামায আলাদাভাবে আপন আপন ওয়াক্তে আদায় করে নিতে হবে এবং আরাফাতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করবে। অতঃপর মুয্দালিফার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে এবং ক্বোযাহ্ পর্বতের নিকট অবতরণ করবে। মুয্দালিফায় মাগরিব ও এশার নামায একত্রিত করে এশার সময়েই আদায় করবে। আর (পরদিন) ফজরের নামায খুব প্রারম্ভিক সময়ে অন্ধকার থাকতেই আদায় করবে। 'ওয়াদী-ই-মুহাস্সার' ব্যতীত সমগ্র মুয্দালিফাহ্ এবং 'বত্নে আরনাহ্' ব্যতীত সমগ্র আরাফাতই 'মাওক্বেফ' (অবস্থানের স্থান)।

যখন ভোর খুব উজ্জ্বল হবে তখন 'রোজে নাহ্র' অর্থাৎ ১০ই যিলহজ্জ্ মিনার দিকে আসবে এবং 'বত্নে ওয়াদী' থেকে জামরাহ্-ই-আক্বাবাহ্য় সাতবার পাথর নিক্ষেপ (রামী) করবে। অতঃপর যদি চায় ক্বোরবানী করবে। অতঃপর মাথা মুণ্ডাবে কিংবা চুল ছাঁটবে। অতঃপর 'আইয়্যামে নাহ্র' (১০, ১১ ও

★ 'মাশ্'আর-ই-হারাম' মানে হচ্ছে 'পবিত্র ও সম্মানিত স্থান।' এখানে 'মুয্দালিফার' কথা এরশাদ করা হচ্ছে।

www.sunnibarta.com

১২ই যিলহজ্জ্-এর মধ্য থেকে কোন এক দিন (মক্কায় গিয়ে) 'তাওয়াফে যিয়ারত' করবে। তারপর মিনায় এসে যাবে। এখানে তিনদিন অবস্থান করবে। আর ১১ই যিলহজ্জ্ সূর্য হেলার পর তিনটা জামরাতেই পাথর নিক্ষেপ (রামী) করবে। রামী সেই জামরাহ্ থেকে আরম্ভ করবে, যা মসজিদ (খায়ফ্)-এর নিকটে অবস্থিত। অতঃপর যা এর পরে আছে, অতঃপর 'জামরাহ্-ই-আক্বাবাহ্'য়। প্রত্যেকটায় সাতবার করে। অতঃপর পরদিন (১২ই যিলহজ্জ্) এমনই করবে। অতঃপর ১৩ই যিলহজ্জ্ (যদি ১২ই যিলহজ্জ্ মিনা থেকে মক্কায় চলে না আসে) এমনই (রামী) করবে। তারপর মক্কা মুকার্‌রামায় ফিরে আসবে। (বিস্তারিত বিবরণ ফিক্বহের কিতাবাদিতে উল্লেখিত রয়েছে।) ★

টীকা-৩৮৬. জাহেলী যুগে আরবীয়গণ হজ্জের পর কা'বা শরীফের নিকট আপন-আপন পিতৃপুরুষদের বিভিন্ন গুণাবলী বর্ণনা করতো। ইসলামে বলা হয়েছে যে, এগুলো হচ্ছে- আত্ম প্রচারণা ও লোক-দেখানোর কতগুলো অনর্থক কথাবার্তা। এর পরিবর্তে একান্ত উদ্যম ও আগ্রহ সহকারে আল্লাহ্কে স্মরণ করো।

তখন আল্লাহ্র স্মরণ এমনভাবে করো, যেমন আপন পিতা ও পিতামহকে স্মরণ করছিলে (৩৮৬); বরং তদপেক্ষা বেশী; এবং কোন মানুষ এ ভাবে বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে দাও।' আর পরকালে তার কোন অংশ নেই।

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ؕ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿۲۰۰﴾

২০১. আর কেউ এমন বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে আখিরাতে কল্যাণ দাও আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো (৩৮৭)।'

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۱﴾

২০২. এমন লোকদের জন্য তাদের উপার্জন থেকে ভাগ রয়েছে (৩৮৮) এবং আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী (৩৮৯)।

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۲۰۲﴾

২০৩. এবং আল্লাহ্কে স্মরণ করো গণনাকৃত দিনগুলোতে (৩৯০)। অতঃপর যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করে দু'দিনের মধ্যে চলে যায়, তার উপর কোন গুনাহ্ নেই আর যে ব্যক্তি রয়ে যায়, তবে তার উপর গুনাহ নেই, খোদাভীরুর জন্য (৩৯১) এবং আল্লাহ্কে ভয় করতে থাকো। আর জেনে রেখো যে, তোমাদেরকে তাঁরই দিকে উঠতে হবে।

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْۤ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقٰى ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿۲۰۳﴾

মাস্'আলাঃ এ আয়াত থেকে উচ্চস্বরে এবং জমা'আত সহকারে যিক্র করার প্রমাণ মিলে।

টীকা-৩৮৭. দু'প্রকার প্রার্থনাকারীর কথা বর্ণনা করেছেন। এক প্রকার হচ্ছে- ঐসব কাফির, যাদের প্রার্থনায় শুধু পার্থিব কামনা থাকতো, আখিরাতের উপর তাদের কোন বিশ্বাসই ছিলোনা। তাদের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে যে, আখিরাতে তাদের কোন অংশ নেই। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে- সেই ঈমানদারগণ, যাঁরা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়েরই কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেন।

মাস্'আলাঃ মু'মিন দুনিয়ার কল্যাণ, যা প্রার্থনা করে তাও বৈধ কাজ এবং দ্বীনের সাহায্য ও শক্তির জন্যই। এজন্য তার এ দো'আও ধর্মীয় কার্যাদির অন্তর্ভূক্ত।

টীকা-৩৮৮. **মাস্'আলাঃ** এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, দো'আ হচ্ছে উপার্জন ও (ধর্মীয়) আমলের অন্তর্ভূক্ত। হাদীস শরীফে বর্ণিত, হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-অধিক সময় এ দো'আই করতেন-

اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ؕ

(অর্থাৎ: হে আল্লাহ্! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দাও, আখিরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো।)

টীকা-৩৮৯. অতিসত্ত্বর ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত করে বান্দাদের থেকে হিসাব নেবেন। কাজেই, বান্দারও উচিত যেন সে দো'আ ও ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি তাড়াতাড়ি অগ্রসর হয়। (মাদারিক ও খাযিন)

টীকা-৩৯০. এ 'সব দিন' দ্বারা 'আইয়্যামে তাশরীক্ব' (১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্জ্) এবং 'আল্লাহ্র স্মরণ' দ্বারা 'নামাযসমূহের পর এবং পাথর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলা' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৩৯১. কোন কোন তাফসীরকারের অভিমত হচ্ছে- জাহেলী যুগে মানুষ দু'দলে বিভক্ত ছিলো। কেউ কেউ যারা তাড়াতাড়ি করতো তাদেরকে গুনাহ্গার বলতো; কেউ কেউ যারা বিলম্ব করতো তাদেরকে। ক্বোরআন পাক ঘোষণা করেছে যে, এ দু'দলের কেউই গুনাহ্গার নয়।

★ আমার সংকলিত 'হজ্জে বায়তুল্লাহ্ ও যিয়ারতে মদীনা মুনাওয়ারাহ্' (হজ্জ্ গাইড) দ্রষ্টব্য; যা বিশুদ্ধরূপে পবিত্র হজ্জ্ ও বরকতময় যিয়ারত পালনের একটা সুবিন্যস্ত ও সচিত্র পুস্তক; সরল বাংলা-আরবীতে মুদ্রিত। -বঙ্গানুবাদক

www.sunnibarta.com

২০৪. এবং কোন মানুষ এমনও আছে যে, পার্থিব জীবনে তার কথাবার্তা তোমার নিকট ভালো লাগবে (৩৯২) এবং সে আপন অন্তরের কথার উপর আল্লাহ্‌কে সাক্ষী আনে এবং সে (প্রকৃতপক্ষে,) সবচেয়ে বেশী ঝগড়াটে।

২০৫. যখন সে পৃষ্ঠ ফেরায় তখন পৃথিবীতে ফ্যাসাদ ছড়িয়ে বেড়ায় এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণসমূহ বিনষ্ট করে এবং আল্লাহ্ ফ্যাসাদের প্রতি সন্তুষ্ট নন।

২০৬. এবং যখন তাকে বলা হয়, 'আল্লাহকে ভয় করো', তখন তার জিদ্ আরো বৃদ্ধি পায়, গুনাহ্‌র (৩৯৩)। এমন লোকদের জন্য দোযখই যথেষ্ট। আর সেটা নিশ্চয় অত্যন্ত মন্দ বিছানা।

২০৭. এবং কোন কোন মানুষ আপন আপন আত্মাকে বিক্রি করে (৩৯৪) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির তালাশে। আর আল্লাহ্ বান্দাদের উপর দয়াবান।

২০৮. হে ঈমানদারগণ! (তোমরা) ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ করো (৩৯৫); এবং শয়তানের পদাংকগুলোর উপর চলো না (৩৯৬)। নিঃসন্দেহে, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

২০৯. এবং যদি এর পরও তোমাদের পদস্খলন ঘটে যে, তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নির্দেশ এসেছে (৩৯৭), তবে জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ মহা পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

২১০. কিসের প্রতীক্ষায় রয়েছে (৩৯৮)?

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ
فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ
عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾
وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ
لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ
الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ؕ وَاللّٰهُ لَا
يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾
وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ
الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ؕ
وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ
ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ
رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي
السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ
الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٠٨﴾
فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ
فَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٠٩﴾

هَلْ يَنْظُرُوْنَ

টীকা-৩৯২. শানে নুযূলঃ এটা এবং এর পূর্ববর্তী আয়াত আখ্‌নাস্ ইবনে শোরায়ক্ব মুনাফিক সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। সে হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে হাযির হয়ে অতি ভক্তি সহকারে মিষ্ট মিষ্ট কথাবার্তা বলতো এবং স্বীয় ইসলাম ও হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ভালবাসার দাবী করতো। আর এর উপর শপথ করতো এবং গোপনে ফ্যাসাদ সৃষ্টির কাজে লিপ্ত থাক্‌তো। মুসলমানদের গৃহপালিত পশু সে হত্যা করেছিলো এবং তাদের শস্যক্ষেতে অগ্নি সংযোগ করেছিলো।

টীকা-৩৯৩. 'গুনাহ' দ্বারা অত্যাচার ও গোঁড়ামী এবং উপদেশের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করাই বুঝানো উদ্দেশ্য। (খাযিন)

টীকা-৩৯৪. শানে নুযূলঃ হযরত সোহায়ব ইবনে সিনান রূমী মক্কা মুকার্‌রমাহ্ থেকে হিজরত করে হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হবার জন্য মদীনা তৈয়্যবার দিকে রওনা দিলেন। ক্বোরাঈশ বংশীয় একদল মুশরিক তাঁর পিছু ধাওয়া করলো। তখন তিনি আপন সাওয়ারী থেকে নেমে স্বীয় শরাশ্রয় থেকে তীর বের করে বলতে লাগলেন, "হে ক্বোরাঈশীরা! তোমাদের মধ্য থেকে কেউ আমার নিকটে আসতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে আপন শরাশ্রয় খালি করে ফেলবো এবং অতঃপর যতক্ষণ আমার হাতে তলোয়ার থাকবে আমি তা চালাতে থাকবো; শেষ পর্যন্ত তোমাদের দল খতম হয়ে যাবে। যদি তোমরা আমার ধন-সম্পদ চাও, যা মক্কা মুকার্‌রমায় পূতে রাখা হয়েছে, তবে আমি তোমাদেরকে তার ঠিকানা বলে দেবো। তোমরা আমার প্রতি উদ্যত হয়োনা!" এরা তাতে রাজী হয়ে গেলো। আর তিনি তাঁর সব অর্থ-সম্পদের ঠিকানা বলে দিলেন। তিনি যখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে হাযির হলেন, তখনই এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো। হুযূর (দঃ) তেলাওয়াত ফরমালেন এবং এরশাদ করলেন, "তোমাদের এ প্রাণ বিক্রি খুবই উপকারী ব্যবসা।"

টীকা-৩৯৫. শানে নুযূলঃ কিতাবী সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম এবং তাঁর সাথীগণ হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর ঈমান আনার পর হযরত মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর শরীয়তের কোন কোন আহ্‌কামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। শনিবারকে সম্মান করতেন, এ দিবসে শিকার করা থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য বলে জানতেন, উটের দুধ ও মাংস থেকে বিরত থাকতেন। আর এ খেয়ালই পোষণ করতেন যে, ইসলামে তো এসব কাজ 'মুবাহ্'। কাজেই, এসব কাজ করা জরুরী নয়। আর তাওরীতে এ কাজগুলো থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয় করা হয়। কাজেই, এগুলো ছেড়ে দেয়ার মধ্যে ইসলামের বিরোধিতাও নেই এবং হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর শরীয়তের উপরও আমল হয়ে যায়। এর উপর এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে এবং এরশাদ হয়েছে, "ইসলামের বিধি-নিষেধের পূর্ণরূপে অনুসরণ করো। অর্থাৎ তাওরীতের আহকাম রহিত হয়ে গেছে। এখন সেগুলো পালন করোনা।" (খাযিন)

টীকা-৩৯৬. এবং তার প্ররোচনা ও সংশয়সমূহে প্রবেশ করোনা।

টীকা-৩৯৭. এবং সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসা সত্ত্বেও ইসলামের পরিপন্থী কোন পন্থা অবলম্বন করে বসো,

টীকা-৩৯৮. দ্বীন-ইসলামকে বর্জনকারী এবং শয়তানের অনুসারীরা?

www.sunnibarta.com

إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿٢١٠﴾

কিন্তু এরই যে, আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি আসবে ছেয়ে ফেলা মেঘের মধ্যে এবং ফিরিশ্তাগণ অবতীর্ণ হবে (৩৯৯)। আর কাজের ফয়সালা হয়ে গেছে এবং সমস্ত কাজের প্রত্যাবর্তন আল্লাহ্রই দিকে।

রুকূ' - ছাব্বিশ

سَلْ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ كَمْ ءَاتَيْنَٰهُم مِّنْ ءَايَةٍۭ بَيِّنَةٍ ۗ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢١١﴾

২১১. বনী ইস্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করো আমি কতগুলো সুস্পষ্ট নিদর্শনই তাদেরকে প্রদান করেছি (৪০০) আর যে আল্লাহ্র আগত অনুগ্রহকে পরিবর্তন করেছে (৪০১), তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র শাস্তি কঠিন।

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۘ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾

২১২. কাফিরদের দৃষ্টিতে পার্থিব জীবনকে সুশোভিত করা হয়েছে (৪০২) এবং মুসলমানদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে (৪০৩) এবং খোদাভীতিসম্পন্নরা তাদের উর্দ্ধে থাকবে ক্বিয়ামত-দিবসে (৪০৪) আর আল্লাহ্ যাকে চান অগণিত দান করেন।

كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ ۚ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

২১৩. লোকেরা একই দ্বীনের উপর ছিলো (৪০৫); অতঃপর আল্লাহ্ নবীগণকে প্রেরণ করলেন সুসংবাদদাতারূপে (৪০৬) এবং সতর্ককারীরূপে (৪০৭); আর তাঁদের সাথে সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছেন (৪০৮), যাতে তা লোকদের মধ্যেকার মতভেদগুলোর মীমাংসা করে দেয় এবং কিতাবের মধ্যে মতভেদ তারাই সৃষ্টি করেছে, যাদেরকে তা প্রদান করা হয়েছিলো (৪০৯) এর পর যে, তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন এসেছে (৪১০) পরস্পরের অবাধ্যতার কারণে। অতঃপর আল্লাহ্ ঈমানদারগণকে ঐ সত্য বিষয় দেখিয়ে দিয়েছেন, যা'তে তারা বিবাদ করছিলো, আপন নির্দেশে এবং আল্লাহ্ যাকে চান সরল পথ দেখান।

টীকা-৩৯৯. যারা আযাব দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত।

টীকা-৪০০. অর্থাৎ তাদের নবীগণের মু'জিযাসমূহকে তাঁদের নবূয়তের সত্যতার পক্ষে প্রমাণ স্থির করেছি; তাঁদের বাণী ও তাঁদের কিতাবসমূহকে দ্বীন-ইসলামের সত্যতার পক্ষে সাক্ষী করেছি।

টীকা-৪০১. 'আল্লাহ্র অনুগ্রহ' দ্বারা 'আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ' বুঝানো হয়েছে, যেগুলো পথ-নির্দেশনা ও হিদায়তেরই মাধ্যম এবং সেগুলোর মাধ্যমে গোমরাহী থেকে নাজাত পাওয়া যায়। সেগুলোর মধ্যে ঐসব নিদর্শনও রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা ও গুণাবলী এবং হুযূরের নবূয়ত ও রিসালতের বিবরণ রয়েছে। ইহুদী ও খৃষ্টানদের বিকৃতি সাধন ঐ অনুগ্রহ পরিবর্তনের নামান্তর মাত্র।

টীকা-৪০২. তারা সেটার মূল্যায়ন করে এবং সেটারই উপর মৃত্যুবরণ করে।

টীকা-৪০৩. এবং পার্থিব সামগ্রীর প্রতি তাঁদের অনাসক্তি দেখে তাঁদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আম্মার ইবনে ইয়াসির এবং সোহায়ব ও বিলাল (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুম)-কে দেখে কাফিরগণ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো এবং দুনিয়ার ধন-সম্পদের অহংকারে নিজেরা নিজেদেরকে উচ্চ মনে করতো।

টীকা-৪০৪. অর্থাৎ ঈমানদার ক্বিয়ামত দিবসে উন্নত শ্রেণীর জান্নাতসমূহে থাকবেন। আর অহংকারী কাফিরগণ জাহান্নামে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে।

টীকা-৪০৫. হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের যুগ থেকে হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামের যুগ পর্যন্ত সমস্ত মানুষ এক দ্বীন ও একই শরীয়তের উপর ছিলো। অতঃপর তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হলো। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামকে প্রেরণ করলেন। তিনিই সর্বপ্রথম প্রেরিত রসূল। (খাযিন)

টীকা-৪০৬. ঈমানদার ও অনুগতদেরকে সাওয়াবের। (মাদারিক ও খাযিন)

টীকা-৪০৭. কাফির ও অবাধ্যদের প্রতি শাস্তির। (খাযিন)

টীকা-৪০৮. যেমন, হযরত আদম, শীস ও ইদ্রীস (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর উপর 'সহীফাহ্সমূহ', হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের উপর তাওরীত, হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের উপর ইঞ্জীল, হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালামের উপর যাবূর এবং খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ক্বোরআন (নাযিল হয়েছে)।

টীকা-৪০৯. এ মতভেদ পরিবর্তন ও বিকৃতি এবং ঈমান ও কুফর সহকারে ছিলো; যেমন- ইহুদী ও খৃষ্টানগণ কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছে। (খাযিন)

টীকা-৪১০. অর্থাৎ এ মতভেদ অজ্ঞতার কারণে ছিলোনা, বরং

www.sunnibarta.com

টীকা-৪১১. এবং যেমন দুঃখ-কষ্ট তাদের উপর অতিবাহিত হয়েছে তেমনি তোমাদের উপর এখনো আসেনি।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত আহ্যাব (বা খন্দক)-এর যুদ্ধের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যেখানে মুসলমানগণ শীত ও ক্ষুধা ইত্যাদির অসহনীয় কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এতে তাঁদেরকে ধৈর্যের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র পথে কষ্ট সহ্য করা পুরাকাল থেকেই আল্লাহ্‌র খাস বান্দাদের নিয়ম চলে আসছে। এখনো তো তোমরা পূর্ববর্তীদের মতো কষ্টের সম্মুখীন হও নি।

বোখারী শরীফে হযরত খাব্বাব ইব্‌নে ইর্‌ত (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কা'বা শরীফের ছায়ায় আপন চাদর মুবারককে বালিশ বানিয়ে আরাম ফরমাচ্ছিলেন। আমরা হুযূরের দরবারে আরয করলাম, "হুযূর! আমাদের জন্য কেন দো'আ করছেন না, আমাদের কেন সাহায্য করছেন না?" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা কারারুদ্ধ হতো, মাটিতে গর্ত খনন করে তা'তে পুঁতে ফেলা হতো, করাত দিয়ে চিরে দ্বিখণ্ডিত করা হতো এবং লোহার চিরুণী দিয়ে তাদের শরীরের মাংস আঁচড়ে ফেলা হতো। এরূপ কোন কষ্টই তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে নিবৃত্ত করতে পারতো না।"

টীকা-৪১২. অর্থাৎ দুঃখ-কষ্ট এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো যে, ঐ সব উম্মতের রসূল এবং তাঁদের অনুগত মু'মিনগণও সাহায্য প্রার্থনায় ত্বরা করছিলেন; অথচ রসূল বড়ই ধৈর্যশীল হয়ে থাকেন। তাঁদের সাহাবীগণও। কিন্তু এমন চরম পর্যায়ের মুসীবতসমূহ সত্ত্বেও সেসব লোক আপন দ্বীনের উপর অটল থাকেন এবং কোন মুসীবত ও বালা তাঁদের অবস্থায় পরিবর্তন আনতে পারেনি।

২১৪. তোমরা কি এ ধারণায় রয়েছো যে, জান্নাতে চলে যাবে? আর এখনো তোমাদের উপর পূর্ববর্তীদের মতো রোয়েদাদ (অবস্থা) আসেনি (৪১১)। স্পর্শ করেছে তাদেরকে সংকট ও দুঃখ-কষ্ট এবং প্রকম্পিত করা হয়েছে, শেষ পর্যন্ত বলে ওঠেছে রসূল (৪১২) এবং তাঁর সঙ্গেকার ঈমানদারগণ, 'কখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য (৪১৩)?' শুনে নাও! 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র সাহায্য সন্নিকটে।'

২১৫. আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে (৪১৪), 'কি ব্যয় করবে?' আপনি বলুন, 'যা কিছু সম্পদ সৎ কাজে ব্যয় করো, তবে তা মাতা-পিতা, নিকটাত্মীয়গণ, এতিমগণ, অভাবগ্রস্তগণ ও মুসাফিরদের জন্য; এবং যা সৎকর্ম করবে (৪১৫), নিশ্চয় আল্লাহ্ তা জানেন (৪১৬)।

২১৬. তোমাদের উপর ফরয হয়েছে আল্লাহ্‌র পথে জ্জিহাদ করা আর তা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় (৪১৭) এবং সম্ভবতঃ তোমাদের নিকট কোন বিষয় অপছন্দ হবে অথচ তা তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর হয়; এবং সম্ভবতঃ কোন বিষয় তোমাদের পছন্দনীয় হবে অথচ তা তোমাদের পক্ষে অকল্যাণকর হয়। আর আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জানো না (৪১৮)।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

টীকা-৪১৩. এর জবাবে তাদেরকে শান্তনা দেয়া হয়েছে এবং এই এরশাদ হয়েছে-

টীকা-৪১৪. শানে নুযূলঃ এ আয়াত আমর ইবনে জামূহের এক প্রশ্নের জবাবে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি একজন বৃদ্ধ লোক ছিলেন এবং বড় ধনবান ছিলেন। তিনি হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আরয করেছিলেন, "কী ব্যয় করবো এবং কার উপর ব্যয় করবো?" এ আয়াতে তাঁকে বলে দেয়া হয়েছে, "যে প্রকার কিংবা যে পরিমাণ অর্থ-সম্পদ ব্যয় করবে- কম হোক, কিংবা বেশী; তাতে সাওয়াব আছে। আর এর ব্যয়ের খাত এগুলোই।" (আয়াত দ্রষ্টব্য)।

মাস্‌আলাঃ আয়াতে নফল-সাদ্‌ক্বাহ্‌র বিবরণ রয়েছে। মাতাপিতাকে যাকাত ও ওয়াজিব-সাদ্‌ক্বাহ্‌সমূহ প্রদান করা বৈধ নয়। (জুমাল ইত্যাদি)

টীকা-৪১৫. এটা সব ধরণের সৎকর্মকে শামিল করে- আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় হোক, কিংবা অন্য কিছু। অন্যান্য খাতগুলোও এর অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

টীকা-৪১৬. সেটার প্রতিদান প্রদান করবেন।

টীকা-৪১৭. মাস্‌আলাঃ জ্জিহাদ করা ফরয- যখন সেটার পূর্বশর্তগুলো পাওয়া যায়। (যেমন) যদি কাফিরগণ মুসলমানদের রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ করে তবে জ্জিহাদ করা 'ফরয-ই-আইন' ★ হয়ে যায়; নতুবা, 'ফরয-ই-কিফায়া'। ★★

টীকা-৪১৮. যে, তোমাদের পক্ষে কি উত্তম! সুতরাং তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র নির্দেশের আনুগত্য করা এবং সেটাকেই উত্তম মনে করাই অপরিহার্য; যদিও তা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় মনে হয়।

★ প্রত্যেকের উপর প্রত্যক্ষভাবে অপরিহার্য।

★★ যে কোন একটা জনগোষ্ঠী করলে সবার পক্ষে যথেষ্ট।

www.sunnibarta.com

রুকূ' - সাতাশ

২১৭. আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করার হুকুম সম্পর্কে (৪১৯)। আপনি বলুন, 'তাতে যুদ্ধ করা মহাপাপ (৪২০) এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয়া, তাঁর উপর ঈমান না আনা, মসজিদে হারাম থেকে নিবৃত্ত রাখা এবং সেখানে বসবাসকারীদেরকে বের করে দেয়া (৪২১)- আল্লাহ্‌র নিকট এ গুনাহ তা অপেক্ষাও বড় এবং তাদের ফ্যাসাদ (৪২২) হত্যা অপেক্ষাও ভীষণতর (৪২৩)।' আর (তারা) সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ না তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেবে, যদি সম্ভবপর হয় (৪২৪); এবং তোমাদের মধ্যে যে কেউ আপন দ্বীন থেকে ফিরে যায় অতঃপর কাফির হয়ে মৃত্যুবরণ করে, তবে ঐসব লোকের কর্ম নিষ্ফল হয়েছে দুনিয়ায় ও আখিরাতে [৪২৫ (ক)] এবং তারা দোযখবাসী। তাতে তারা সর্বদা থাকবে।

২১৮. ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং ঐসব লোক, যারা আল্লাহ্‌র জন্য আপন ঘরবাড়ী ত্যাগ করেছে ও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের প্রত্যাশী; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াবান [৪২৫ (খ)]।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ؕ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ؕ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۫ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ؕ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ؕ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۲۱۷﴾

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۱۸﴾

টীকা-৪১৯. শানে নুযূলঃ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহ্‌শের নেতৃত্বে মুজাহিদদের একটা দলকে (একটা) অভিযানে রওনা করলেন। তাঁরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করলেন। তাঁদের ধারণা ছিলো যে, সেটা 'জুমাদাল্ উখ্‌রা'-এর শেষ দিন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে, ঐ মাসটা ২৯ তারিখে সমাপ্ত হয়েছিলো। ফলে, সেদিনটা ছিলো রজবের প্রথম তারিখ। এ জন্য কাফিরগণ মুসলমানদেরকে দোষারোপ করলো এবং বললো, "তোমরা সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করছো।" আর হুযূরের নিকট সে সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে থাকে। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৪২০. কিন্তু সাহাবীদের দ্বারা এ গুনাহ্ সম্পন্ন হয়নি। কেননা, চন্দ্র উদিত হবার খবরই তাঁদের নিকট ছিলোনা। তাঁদের ধারণায় ঐ দিনটা পবিত্র মাস রজবের ছিলোনা।

মাস্'আলাঃ পবিত্র মাসসমূহের মধ্যে যুদ্ধ হারাম হবার বিধান আয়াত اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ (মুশরিকদেরকে যেখানে পাও হত্যা করো) দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

টীকা-৪২১. যা মুশরিকদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে যে, তারা হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদেরকে হুদায়বিয়ার সন্ধির বছর কা'বা মু'আয্‌যমায় যেতে বাধা দিয়েছিলো এবং তাঁর মক্কা মু'আয্‌যমায় অবস্থান-কালে তাঁকে ও তাঁর সাহাবা কেরামকে এতই কষ্ট দিয়েছিলো যে, সেখান থেকে হিজরতই করতে হলো।

টীকা-৪২২. অর্থাৎ মুশরিকদের যে, তারা শির্ক করে এবং হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও মু'মিনদেরকে মসজিদে হারাম থেকে বাধা দেয় ও বিভিন্ন ধরণের কষ্ট দেয়।

টীকা-৪২৩. কেননা, হত্যা তো কখনো কখনো 'মুবাহ্' (বৈধ) হয় এবং 'কুফর' কোন অবস্থাতেই 'মুবাহ্' নয়। আর এখানে তারিখ সন্দেহপূর্ণ হওয়া যুক্তিসঙ্গত অজুহাত। কিন্তু কাফিরদের কুফরের জন্য তো কোন ওযর-অজুহাতই নেই।

টীকা-৪২৪. এতে এ মর্মে খবর দেয়া হয়েছে যে, কাফিরগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে সর্বদাই শত্রুতা পোষণ করবে। কখনো এর বিপরীত হবে না। আর যতটুকুই তাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে, তারা মুসলমানদেরকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চালাতে থাকবে। اِنِ اسْتَطَاعُوْا থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহক্রমে, তারা তাদের এ কু-উদ্দেশ্যে সফলকাম হবেনা।

টীকা-৪২৫ (ক). মাস্'আলাঃ এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মত্যাগী (মুরতাদ্দ্) হওয়ার কারণে সমস্ত আমল বাতিল হয়ে যায়। পরকালে তো এভাবে যে, তারা কোন প্রতিদান ও পুরস্কার পাবেনা। আর দুনিয়ায় এভাবে যে, শরীয়ত মুরতাদ্দ্‌কে হত্যা করার নির্দেশ দেয়। তার স্ত্রী তার জন্য হালাল (বৈধ) থাকেনা। সে স্বীয় নিকটাত্মীয়দের ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে 'মীরাস' পাওয়ার উপযোগী থাকেনা। তার ধন-সম্পদ নিরাপদ থাকে না। তার প্রশংসা করা ও তাকে সাহায্য সহযোগীতা করা জায়েয নয়। (রূহুল বয়ান ইত্যাদি)

টীকা-৪২৫ (খ). শানে নুযূলঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহ্‌শের নেতৃত্বে যেসব মুজাহিদ প্রেরিত হয়েছিলেন তাঁদের সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, "যেহেতু তাঁরা অবগত ছিলেন না যে, ঐ দিবসটা রজবের, এ কারণে ঐ দিনে যুদ্ধ করা পাপ তো হয়নি, কিন্তু এর কোন সাওয়াবও পাওয়া যাবে না।" এর জবাবে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাঁদেরকে বলা হয়েছে যে, তাঁদের এই জিহাদ গ্রহণযোগ্য। তাঁদেরকে এ জন্য আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ পাবার প্রত্যাশী থাকা চাই এবং তাঁদের এ আশা অবশ্যই পূর্ণ হবে। (খাযিন)

www.sunnibarta.com

২১৯. আপনাকে মদ ও জুয়ার বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। আপনি বলুন, 'সে দু'টিতে মহাপাপ রয়েছে এবং মানুষের জন্য কিছু পার্থিব উপকারও। আর সে দু'টির পাপ সে দু'টির উপকার অপেক্ষা বড় (৪২৬)'। আর আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে-কি ব্যয় করবে (৪২৭)? আপনি বলুন, 'যা উদ্বৃত্ত থাকে (৪২৮)।' অনুরূপভাবে, আল্লাহ্ তোমাদের নিকট নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা করে সম্পন্ন করো-

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِؕ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَاؕ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ؕ قُلِ الْعَفْوَؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَۙ ﴿٢١٩﴾

২২০. দুনিয়া ও আখিরাতের কাজ (৪২৯)। আর আপনাকে এতিমদের মাস্‌আলা জিজ্ঞাসা করছে (৪৩০)। আপনি বলুন, 'তাদের কল্যাণ করা উত্তম' এবং যদি নিজেদের ও তাদের ব্যয় একত্র করে নাও, তবে তারা তোমাদের ভাই; এবং খোদা খুব ভালভাবে জানেন অনিষ্টকারীকে হিতকারীদের থেকে; এবং আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِؕ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰىؕ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌؕ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٠﴾

মাস্‌আলাঃ يَـرْجُـوْنَ থেকে সুস্পষ্ট হলো যে, কর্মের ফলে তার প্রতিদান অনিবার্য হয়না; বরং সাওয়াব দান করা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ মাত্র।

টীকা-৪২৬. হযরত আলী মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বলেন, "যদি মদের একটা মাত্র ফোঁটা কূপে পতিত হয় অতঃপর ঐ স্থানের উপর মিনারা নির্মাণ করা হয়, তবে আমি সেটার উপর আযান-ধ্বনি উচ্চারণ করবোনা; আর যদি সমুদ্রে মদের ফোঁটা পতিত হয়, অতঃপর সমুদ্র শুষ্ক হয়ে যায়, আর সেখানে ঘাস জন্মে, তবে আমি তাতে আমার পশুগুলোকে চরাবোনা।"

সুব্‌হানাল্লাহ্! গুনাহ্‌র প্রতি কী পরিমাণ ঘৃণা! আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তাঁদের অনুসরণের শক্তি দান করুন!

মদ তৃতীয় হিজরীতে 'আহ্‌যাব' বা খন্দকের যুদ্ধের কয়েক দিন পর হারাম করা হয়েছে। এর পূর্বে একথা ঘোষণা করা হয়েছিলো যে, জুয়া ও মদের গুনাহ্ সে দু'টির উপকার অপেক্ষা বেশী। উপকার তো এই যে, মদ্যপান করলে কিছুটা আনন্দের সঞ্চার হয় কিংবা সেটার বেচাকেনার কারণে ব্যবসায়িক লাভ পাওয়া যায়। আর জুয়ায় কখনো বিনামূল্যে অর্থ-সম্পদ হাতে আসে। আর পাপরাশি ও ফিত্‌না-ফ্যাসাদতো অগণিতই- বিবেকভ্রষ্টতা, ব্যক্তিত্ববোধের অবসান, ইবাদতসমূহ থেকে বঞ্চিত থাকা, মানুষের সাথে বিভিন্ন শত্রুতা, সবার দৃষ্টিতে লাঞ্ছিত হওয়া এবং অর্থ-সম্পদের বিনাশ।

এক বর্ণনায় এসেছে যে, জিব্রাঈল আমীন হুযূর পুরনূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরয করলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট জা'ফর তাইয়্যার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু)-এর চারটা চারিত্রিক গুণ পছন্দনীয়। হুযূর হযরত জা'ফর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি আরয করলেন, "একটা হচ্ছে এ যে, আমি কখনো মদ্যপান করিনি। অর্থাৎ তা হারাম ঘোষিত হবার পূর্বেও। আর এর কারণ এটা ছিলো যে, আমি জানতাম- সেটার কারণে বিবেক বিনষ্ট হয়ে যায়; অথচ আমি চাইতাম আমার বিবেক আরো সতেজ হোক।

দ্বিতীয় স্বভাব হচ্ছে- অন্ধকার যুগেও আমি কখনো প্রতিমার পূজা করিনি। কারণ, আমি জানতাম যে, তা পাথর মাত্র; না উপকার করতে পারে, না অপকার।

তৃতীয় স্বভাব এই যে, কখনো আমি যিনায় লিপ্ত হইনি। কারণ, আমি সে কাজটাকে লজ্জাহীনতা মনে করতাম এবং

চতুর্থ স্বভাব হচ্ছে- আমি কখনো মিথ্যা বলিনি। কেননা, আমি সেটাকে হীনমন্যতা মনে করতাম।"

মাস্‌আলাঃ 'সতরঞ্জ' (দাবা) ও তাস ইত্যাদি হার-জিতের খেলা এবং যেগুলোয় বাজি লাগানো হয়- সবই জুয়ার শামিল এবং হারাম। (রুহুল বয়ান)

টীকা-৪২৭. শানে নুযূলঃ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে দান-সাদ্‌ক্বাহ্ করার প্রতি উৎসাহিত করলেন। তখন তাঁর পবিত্রতম দরবারে আরয করা হলো, "সেটার পরিমাণ কি হবে, এরশাদ করুন! কতটুকু মাল আল্লাহ্‌র পথে প্রদান করতে হবে?" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। (খাযিন)

টীকা-৪২৮. অর্থাৎ যতটুকু তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের ব্যয় ফরয ছিলো। সাহাবা কেরাম আপন সম্পদ থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ রেখে অবশিষ্ট সবটুকুই আল্লাহ্‌র পথে সাদ্‌ক্বাহ্ করে ফেলতেন। এ বিধান যাকাতের বিধান-সম্বলিত আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

টীকা-৪২৯. যে, যতটুকু তোমাদের পার্থিব প্রয়োজন মিটানোর জন্য যথেষ্ট হয়, তা রেখে অবশিষ্ট সবকিছু স্বীয় পরকালীন মঙ্গলের জন্য দান করে দাও। (খাযিন)

টীকা-৪৩০. যে, তাদের ধন-সম্পদকে আপন সম্পদের সাথে একত্রিত করার বিধান কি?

শানে নুযূলঃ اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا অবতীর্ণ হবার পর লোকেরা এতিমদের অর্থ-সম্পদ পৃথক করে ফেললো এবং তাদের পানাহারও আলাদা করে নিলো। ফলে, এসব অবস্থাও দেখা দেয় যে, যেই খাদ্য এতিমদের জন্য তৈরী করা হয়েছে এবং তা থেকে উদ্বৃত্ত রয়েছে তা খারাপই হয়ে গেছে, কিন্তু কারো কাজে আসেনি। এতে এতিমদের ক্ষতি হলো। এসব অবস্থা দেখে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহাহ্ হুযূর বিশ্বকুল

www.sunnibarta.com

সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে আরয করলেন, "যদি এতিমদের ধন-সম্পদ রক্ষার মানসে তার খাদ্যকে তার অভিভাবকগণ আপন খাবারের সাথে একত্রিত করে নেয়, তবে তার বিধান কি?" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে, আর এতিমদের উপকারার্থে একত্রিত করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

টীকা-৪৩১. শানে নুযূলঃ হযরত মারসাদ গাণাভী একজন বীর পুরুষ ছিলেন। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মক্কা মুকার্‌রামায় রওনা করলেন, যাতে সেখান থেকে সুকৌশলে মুসলমানদেরকে বের করে নিয়ে আসেন। সেখানে আন্নাক্ব নাম্নী একজন অংশীবাদীনী নারী ছিলো, যে অন্ধকার যুগে তাঁর সাথে ভালবাসা রাখতো। সে সুন্দরী ও ধনবতী ছিলো। যখন তাঁর আগমনের সংবাদ পেলো, তখন সে তাঁর নিকট আসলো ও মিলন প্রার্থীনী হলো। তিনি আল্লাহ্‌র ভয়ে তা থেকে বিরত রইলেন আর বললেন, "ইসলাম অনুমতি দেয়না।" তখন সে বিয়ের জন্য দরখাস্ত করলো। তিনি বললেন, "এটাও রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অনুমতির উপর নির্ভর করে।"

আপন দায়িত্ব পালন শেষে তিনি যখন পবিত্রতম দরবারে এসে হাযির হয়ে অবস্থা বর্ণনা করে বিয়ে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। (তাফসীর-ই-আহ্‌মদী)

কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন, যে কেউ নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কুফর করে, সে মুশরিক; যদিও সে আল্লাহ্‌কে এক বলে স্বীকার করে ও আল্লাহ্‌র তাওহীদের দাবীদার হয়।" (খাযিন)

টীকা-৪৩২. শানে নুযূলঃ একদিন হযরত আবদুল্লাহ্ ই'বনে রাওয়াহাহ্ কোন ত্রুটির কারণে আপন ক্রীতদাসীকে চপেটাঘাত করেছিলেন। অতঃপর পবিত্রতম দরবারে হাযির হয়ে এর উল্লেখ করলেন। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি আরয করলেন, "সে আল্লাহ্‌র একত্ব ও হুযূরের রিসালতের সাক্ষ্য দেয়, রমযানের রোযা রাখে, খুব বেশী ওযূ করে এবং নামায পড়ে।" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "সে মু'মিনা।" তিনি আরয করলেন, "তাহলে তাঁরই শপথ, যিনি আপনাকে সত্য নবী করে প্রেরণ করেছেন, আমি তাকে আযাদ করে তার সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হবো।" অতঃপর তিনি তাই করলেন।

এর উপর লোকেরা তাঁকে তিরস্কার করলো এ বলে যে, তুমি একটা কৃষ্ণ-অবয়বা ক্রীতদাসীকে বিয়ে করেছো, অথচ অমুক "মুশ্‌রিকা স্বাধীনা নারী তোমারই জন্য হাযির! সে সুন্দরীও, ধনবতীও। এর জবাবে অবতীর্ণ হয়েছে- وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ অর্থাৎ মুসলিমা ক্রীতদাসী মুশ্‌রিকা নারী অপেক্ষা উত্তম, যদিও মুশ্‌রিকা নারী স্বাধীনা হয় এবং সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের কারণে আকর্ষনীয়া হয়।"

টীকা-৪৩৩. এর মধ্যে নারীর অভিভাবকগণকে সম্বোধন করা হয়েছে।

মাস্‌আলাঃ মুসলিমা নারীর বিবাহ মুশরিক ও কাফিরের সাথে বাতিল ও হারাম।

টীকা-৪৩৪. সুতরাং তাদের নিকট থেকে দূরে সরে থাকা আবশ্যকীয় ও তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা স্থাপন করা অবৈধ।

টীকা-৪৩৫. শানে নুযূলঃ আরবের লোকেরা ইহুদী এবং অগ্নি-পূজারীদের ন্যায় রজঃস্রাবগ্রস্ত স্ত্রীদেরকে পূর্ণ ঘৃণা করতো। সাথে পানাহার করা, একস্থানে

২২১. এবং অংশীবাদীনী নারীদেরকে বিবাহ করোনা যতক্ষণ পর্যন্ত না মুসলমান হয়ে যায় (৪৩১) এবং নিশ্চয় মুসলমান ক্রীতদাসী, অংশীবাদীনী নারী অপেক্ষা উত্তম (৪৩২) যদিও সে তোমাদেরকে চমৎকৃত করে এবং মুশরিকদের বিবাহে দিওনা যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমান না আনে (৪৩৩)। আর নিশ্চয় মুসলমান ক্রীতদাস মুশরিক অপেক্ষা উত্তম যদিও সে তোমাদেরকে চমৎকৃত করে। তারা দোযখের দিকে আহ্বান করে (৪৩৪) এবং আল্লাহ্ জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন স্বীয় নির্দেশে; আর আপন নিদর্শনসমূহ লোকদের জন্য বর্ণনা করেন, যাতে তারা উপদেশ মান্য করে।

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ؕ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ؕ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖۚ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۲۲۱﴾

রুকূ' - আঠাশ

২২২. এবং (হে হাবীব!) আপনাকে (লোকেরা) জিজ্ঞাসা করছে রজঃস্রাবের হুকুম (৪৩৫)। আপনি বলুন, 'সেটা অশুচিতা; সুতরাং (তোমরা) স্ত্রীদের নিকট থেকে পৃথক থাকো রজঃস্রাবের দিনগুলোতে এবং তাদের নিকটে যেওনা যতক্ষণ না পবিত্র হয়ে যায়। অতঃপর যখন পবিত্র হয়ে যায়, তখন তাদের নিকট যাও যেখান থেকে তোমাদেরকে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পছন্দ করেন অধিক তাওবাকারীদেরকে এবং পছন্দ করেন পবিত্রতা অবলম্বনকারীদেরকে।

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ؕ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿۲۲۲﴾

www.sunnibarta.com

থাকা অপছন্দনীয় ছিলো; বরং কঠোরতা এতটুকু পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো যে, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবং তাদের সাথে কথাবার্তা বলাও হারাম মনে করতো। আর খৃষ্টানগণ এর বিপরীত। রজঃস্রাবের দিনগুলোতে স্ত্রীদের সাথে গভীর ভালবাসা সহকারে মশগুল হয়ে যেতো এবং তাদের সাথে মেলামেশায় অতীব অতিশয়তা অবলম্বন করতো। মুসলমানগণ হুযূর (দঃ)-কে রজঃস্রাবের বিধান জিজ্ঞাসা করলেন। এর জবাবে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং চরম (افـــراط) ও নরম (تفــــــريط) পন্থাসমূহ পরিহার করে মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বনের শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। আর বলে দেয়া হয়েছে যে, রজঃস্রাবের অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা নিষিদ্ধ।

টীকা-৪৩৬. অর্থাৎ স্ত্রী-সহবাস থেকে বংশ বিস্তৃতির ইচ্ছা করো; প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার নয়।

টীকা-৪৩৭. অর্থাৎ সৎ-কার্যাদি কিংবা স্ত্রী-সহবাসের পূর্বক্ষণে 'বিস্‌মিল্লাহ্' পাঠ করো।

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۪ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۫ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٢٣﴾

২২৩. তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত স্বরূপ। অতএব, (তোমরা) এসো আপন আপন ক্ষেতসমূহে যেভাবে ইচ্ছা করো (৪৩৬)। এবং নিজেদের মঙ্গলের কাজ পূর্বাহ্নে করো (৪৩৭)। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকো এবং জেনে রেখো যে, তোমাদেরকে তাঁর সাথে মিলতে হবে। আর হে মাহবূব! সুসংবাদ দিন ঈমানদারদেরকে।

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٤﴾

২২৪. এবং আল্লাহ্‌কে তোমাদের শপথগুলোর (এ মর্মে) নিশানা (অজুহাত) বানিয়ে নিওনা (৪৩৮) যে, 'সৎকর্ম, পরহেয্‌গারী এবং মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন (না) ★ করার শপথ করে নেবে। ★★ এবং আল্লাহ্ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٢٥﴾

২২৫. আল্লাহ্ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না সেসব শপথের মধ্যে, যা অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখ থেকে বের হয়ে যায়। হাঁ, সেটারই উপর পাকড়াও করেন, যে কাজ তোমাদের অন্তরসমূহ করেছে (৪৩৯); এবং আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, সহনশীল।

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٢٦﴾

২২৬. এবং ঐসব লোক, যারা শপথ করে বসে আপন স্ত্রীদের নিকট যাবার (বেলায়), তাদের জন্য চারমাসের অবকাশ রয়েছে। অতঃপর যদি সেই মেয়াদের মধ্যে ফিরে আসে, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٧﴾

২২৭. এবং যদি ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা পাকাপোক্ত করে নেয়, তবে আল্লাহ্ শ্রোতা, জ্ঞাতা (৪৪০)।

টীকা-৪৩৮. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহাহ্ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আপন ভগ্নিপতি নো'মান ইবনে বশীর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু)-এর ঘরে যাওয়া, তাঁর সাথে কথাবার্তা বলা এবং তাঁর প্রতিপক্ষের সাথে তাঁর সন্ধি স্থাপন করিয়ে দেয়া থেকে বিরত থাকার শপথ করেছিলেন। যখন সে সম্পর্কে তাঁকে বলা হতো, তখন তিনি বলে দিতেন, "আমি শপথ করেছি। এ কারণে এ কাজটা আমি করতে পারছিনা।" এপ্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে এবং সৎ কর্ম করা থেকে বিরত থাকার শপথ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

মাস্‌আলাঃ যদি কোন ব্যক্তি সৎ কাজ থেকে বিরত থাকার শপথ করে নেয়,তবে তার সে শপথকে পূর্ণ না করা উচিৎ; বরং সে (উক্ত) সৎ কাজটা করে নেবে এবং শপথের কাফ্‌ফারা আদায় করবে। মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত, রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে শপথ করে বসে, অতঃপর জানতে পারলো যে, কল্যাণ ও উপকার তার বিপরীত বিষয়ের মধ্যে (নিহিত), তখন তার জন্য সেই উত্তম কাজটা করা এবং শপথের কাফ্‌ফারা দেয়া উচিত।

মাস্‌আলাঃ কোন কোন মুফাস্‌সির একথাও বলেছেন যে, এ আয়াত থেকে অধিক পরিমাণে শপথ করা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়।

টীকা-৪৩৯. শপথ তিন ধরণের হয়ে থাকে। যথা- ১) লাগ্‌ভ (لـغــو), ২) গুমূস (غموس) এবং ৩) মুন্'আক্বিদাহ্ (منعقـــده)।

লাগ্‌ভ (لـغــو) হচ্ছে কোন গত হয়েছে এমন কাজের উপর তা আপন ধারণায় সঠিক জেনে শপথ করা; অথচ প্রকৃতপক্ষে তা তার বিপরীত হয়। এটা মার্জনাযোগ্য এবং সেটার উপর কাফ্‌ফারা নেই।

গুমূস (غـمـوس) হচ্ছে- কোন গত হয়েছে এমন কাজের উপর সজ্ঞানে মিথ্যা শপথ করা। এ কারণে সে গুনাহ্‌গার হবে।

মুন্'আক্বিদাহ্ (منعقـــده) হচ্ছে- ভবিষ্যতের কোন কাজের উপর ইচ্ছাকৃতভাবে শপথ করা। এ শপথ যদি ভঙ্গ করে, তবে গুনাহ্‌গার হবে এবং কাফ্‌ফারাও অপরিহার্য হবে।

টীকা-৪৪০. শানে নুযূলঃ জাহেলী যুগে মানুষের একটা প্রথা ছিলো যে, তারা আপন স্ত্রীদের থেকে অর্থ-সম্পদ তলব করতো। যদি তারা তা দিতে অস্বীকার

★ এখানে ' لا ' (না) পদটা উহ্য রয়েছে। (জালালাঈন)

★★ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নামে শপথসমূহকে পাপ কাজ করার কিংবা সৎ কার্যাদি না করার বাহানা-অজুহাত বানিয়ে নেয়া উচিৎ নয়। (নূরুল ইরফান)

www.sunnibarta.com

করতো, তবে এক বৎসর, দু'বৎসর, তিন বৎসর কিংবা ততোধিককাল তাদের নিকট যেতোনা এবং সহবাস বর্জন করার শপথ করে বসতো। আর তাদেরকে পেরেশানীর মধ্যে নিক্ষেপ করতো। তারা (তখন) না বিধবা যে, অন্যত্র কোথাও আপন ঠিকানা করে নিতে পারতো, না স্বামীধারীনী যে, স্বামীর পক্ষ থেকে আরাম পেতো। ইসলাম এ অত্যাচারকে দূরীভূত করেছে। আর এ ধরণের শপথকারীদের জন্য চার মাসের মেয়াদ নির্দ্ধারিত করে দিয়েছে। অর্থাৎ যদি স্ত্রী থেকে চার মাস কিংবা ততোধিক সময়ের জন্য অথবা অনির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সহবাস না করার শপথ করে বসে, যাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'ঈলা' (ایـــلاء) বলে, তবে তার জন্য চার মাস অপেক্ষা করার অবকাশ রয়েছে। এ সময়-সীমার মধ্যে খুব চিন্তা-ভাবনা করে নেবে যে, স্ত্রীকে ছেড়ে দেয়া তার জন্য মঙ্গলময় হবে, নাকি রাখা। যদি রাখা উত্তম মনে করে এবং সে মেয়াদ-কালের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করে, তবে বিবাহ বহাল থাকবে এবং শপথের কাফ্ফারা অপরিহার্য হবে। আর যদি সে সময়ের মধ্যে ফিরে না আসে এবং শপথও ভঙ্গ না করে, তবে সেই স্ত্রী 'বিবাহ-বন্ধন' থেকে বের হয়ে যাবে এবং তার উপর 'তালাক্ব-ই-বা-ইন' ★ বর্তাবে।

মাস্আলাঃ যদি পুরুষ স্ত্রী-সঙ্গমের সামর্থ্য রাখে তবে 'প্রত্যাবর্তন' সহবাস দ্বারাই করতে হবে। আর যদি কোন কারণে অক্ষম হয়, তবে সামর্থ্য ফিরে পাবার পর সহবাসের প্রতিশ্রুতিই 'প্রত্যাবর্তন' বলে গণ্য হবে। (তাফসীর-ই-আহ্মদী)

২২৮. এবং তালাক্ব প্রাপ্তারা আপন আত্মাগুলোকে সংযত করবে তিন রজঃস্রাব পর্যন্ত (৪৪১); এবং তাদের জন্য হালাল নয় যে, তারা তা গোপন করবে যা আল্লাহ্ তাদের গর্ভাশয়ে সৃষ্টি করেছেন (৪৪২) যদি আল্লাহ্ এবং ক্বিয়ামতের উপর ঈমান রেখে থাকে (৪৪৩); এবং তাদের স্বামীদের উক্ত মেয়াদের মধ্যে তাদেরকে পুনঃগ্রহণ করার অধিকার থাকে যদি আপোষ-নিষ্পত্তি চায় (৪৪৪)। আর নারীদেরও হক তেমনিই রয়েছে যেমন রয়েছে তাদের উপর, শরীয়তানুযায়ী (৪৪৫); এবং পুরুষদের তাদের (নারীগণ) উপর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে; এবং আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ
ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ
يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ
اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ
وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ؕ وَلَهُنَّ مِثْلُ
الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۪ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ
حَكِيْمٌ ﴿۲۲۸﴾ ع

রুকূ' - ঊনত্রিশ

২২৯. এ তালাক্ব (৪৪৬) اَلطَّلَاقُ

মানযিল - ১

টীকা-৪৪১. এ আয়াতের মধ্যে তালাক্ব-প্রাপ্তা স্ত্রীগণের 'ইদ্দত'-এর বিবরণ রয়েছে। যেসব স্ত্রীলোককে তাদের স্বামীগণ তালাক্ব দিয়েছে- যদি সে (আক্দ্-এর পর) স্বামীর নিকট না গিয়ে থাকে, কিংবা তার সাথে 'খিলওয়াত-ই-সহীহাহ্' ★★ না হয়, তবে তো তার উপর 'তালাক্বের ইদ্দত'-ই নেই। যেমন, আয়াত- مَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ - -এর মধ্যে এরশাদ হয়েছে। আর যেসব নারীর অল্প-বয়স্ক হওয়া কিংবা বার্দ্ধক্যের কারণে 'হায়য' (রজঃস্রাব) হয়না কিংবা যারা গর্ভবতী হয় তাদের 'ইদ্দতের' বিবরণ 'সূরা তালাক্ব'-এ আসবে। অবশিষ্ট যেসব আযাদ স্ত্রীলোক রয়েছে এখানে তাদের 'ইদ্দত' ও 'তালাক্ব'-এর বিবরণ রয়েছে যে, তাদের 'ইদ্দত' তিন রজঃস্রাব।

টীকা-৪৪২. সেটা গর্ভ হোক কিংবা রজঃস্রাব হোক। কেননা, সেটা গোপন রাখলে পূনঃগ্রহণ এবং সন্তানের মধ্যে স্বামীর যে হক আছে, তা বিনষ্ট হবে।

টীকা-৪৪৩. অর্থাৎ এটা ঈমানদারীরই দাবী।

টীকা-৪৪৪. অর্থাৎ 'তালাক্ব-ই-রাজ'ঈ' ★★★ -এর মধ্যে ইদ্দতের অভ্যন্তরে স্বামী স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করতে পারে; চাই স্ত্রী রাজী থাকুক কিংবা না-ই থাকুক। কিন্তু যদি স্বামী আপোষ-নিষ্পত্তি করতে চায় তবেই এরূপ করবে, কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে না করা উচিত, যেমন অন্ধকার যুগের লোকেরা স্ত্রীকে পেরেশান করার জন্য করতো।

টীকা-(৪৪৫)। অর্থাৎ যে ভাবে স্ত্রীদের উপর স্বামীদের হক বা কর্তব্যাদি আদায় করা ওয়াজিব; অনুরূপভাবে, স্বামীগণের উপর স্ত্রীদের হকসমূহের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখা অপরিহার্য।

টীকা-৪৪৬. অর্থাৎ 'তালাক্ব-ই-রাজ'ঈ' ★★★★।

শানে নুযূলঃ একজন স্ত্রীলোক বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করলো, তার স্বামী বলেছে যে, সে তাকে তালাক্ব দিতে ও পুনঃগ্রহণ করতে থাকবে। প্রতিবারেই যখন তালাক্বের 'ইদ্দত' অতিবাহিত হবার কাছাকাছি হবে তখন পুনঃগ্রহণ করবে, অতঃপর আবার তালাক্ব দেবে। এভাবে সারা জীবন তাকে বন্দী করে রাখবে। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আর বলে দেয়া হয়েছে যে, 'তালাক্ব-ই-রাজ'ঈ' দু'বার পর্যন্ত। এরপর পুনরায় তালাক্ব দিলে তাকে পূনঃগ্রহণের অধিকার থাকবেনা।

★ 'তালাক্ব-ই-বা-ইন'ঃ বিবাহ বিচ্ছেদের পদ্ধতি বিশেষ। এ পদ্ধতিতে স্ত্রীর সাথে বিবাহ-বন্ধন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

★★ স্বামী ও স্ত্রী এমন কোন স্থানে আলাদা হওয়া, যেখানে সহবাসে শরীয়তসম্মত কোন কারণ বাধাদানকারী না হয়।

★★★ 'তালাক্ব-ই-রাজ'ঈ' হচ্ছে এমন এক বা দু'তালাক্ব, যার 'ইদ্দত'-এর অভ্যন্তরে স্বামী ইচ্ছা করলে তাকে পূনঃগ্রহণ করতে পারে।

★★★★ যে তালাক্বের পর ইদ্দতের মধ্যে ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করা যায়।

www.sunnibarta.com

مَرَّتٰنِ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّاۤ اَنْ يَّخَافَاۤ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۲۹﴾

দু'বার পর্যন্ত। অতঃপর উত্তম পন্থায় রেখে দেয়া (৪৪৭) অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দেয়া (৪৪৮)। আর তোমাদের পক্ষে বৈধ নয় যে, যা কিছু স্ত্রীদেরকে দিয়েছো (৪৪৯) তা থেকে কিছু ফেরৎ নেবে (৪৫০); কিন্তু যখন উভয়ের আশংকা হয় যে, আল্লাহ্‌র সীমারেখাগুলো কায়েম করবেনা (৪৫১); অতঃপর যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, তারা উভয়ে ঠিকভাবে সে সীমারেখাগুলোর উপর থাকবেনা, তবে তাদের উপর কোন গুনাহ্ নেই এর মধ্যে যে, কিছু বিনিময় দিয়ে স্ত্রী নিষ্কৃতি গ্রহণ করবে (৪৫২)। এগুলো আল্লাহ্‌র সীমারেখা; এগুলো থেকে অগ্রে অগ্রসর হয়োনা এবং যারা আল্লাহ্‌র সীমারেখাগুলো থেকে আগে বাড়ে, তবে সেসব লোকই যালিম।

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ؕ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ اَنْ يَّتَرَاجَعَاۤ اِنْ ظَنَّاۤ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿۲۳۰﴾

২৩০. অতঃপর যদি তৃতীয় তালাক্ব তাকে প্রদান করে, তবে তখন সেই স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না যতক্ষণ না অন্য স্বামীর নিকট থাকবে (৪৫৩); অতঃপর অন্য স্বামী যদি তাকে তালাক্ব দিয়ে দেয়, তবে এতে তাদের উভয়ের উপর গুনাহ্ বর্তাবে না যে, তারা পরস্পর পূনর্মিলিত হবে (৪৫৪), যদি মনে করে যে, আল্লাহ্‌র সীমারেখাগুলো রক্ষা করতে সমর্থ হবে আর এগুলো আল্লাহ্‌র সীমারেখা, যেগুলো স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন জ্ঞানসম্পন্নদের জন্য।

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ

২৩১. এবং যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক্ব দাও এবং তাদের মেয়াদ (ইদ্দতপূর্তি) এসে পৌঁছে (৪৫৫)

শানে নুযূলঃ এ আয়াত আবদুল্লাহ্-তনয়া জামীলাহ্‌র প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। এ জামীলাহ্ সাবেত ইবনে ক্বায়স ইবনে শাম্মাসের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন এবং স্বামীর প্রতি তিনি পূর্ণ ঘৃণা পোষণ করতেন। রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে তিনি স্বীয় স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন এবং কোন মতেই তাঁর (স্বামী) নিকট থাকতে রাজী হননি। তখন সাবেত বললেন, "আমি তাকে একটা বাগান দিয়েছি। যদি সে আমার নিকট থাকতে অপছন্দ করে এবং আমার নিকট থেকে বিচ্ছেদ চায়, তবে যেন আমাকে সেই বাগান ফেরৎ দেয়। তবেই আমি তাকে মুক্ত করে দেবো।" জামিলাহ্ সেটা মেনে নিলেন। সাবেত বাগানটা ফেরৎ নিলেন এবং তালাক্ব দিলেন। এ ধরনের তালাক্বকে খুলা' (خلع) বলা হয়।

মাস্‌আলাঃ 'খুলা' তালাক্ব-ই-বা-ইন-ই।

মাস্‌আলাঃ 'খুলা'র মধ্যে 'খুলা' শব্দের উল্লেখ করা জরুরী।

মাস্‌আলাঃ যদি বিচ্ছেদপ্রার্থী স্ত্রী হয়, তবে 'খুলা'র মধ্যে 'মহর'-এর পরিমাণ অপেক্ষা অধিক গ্রহণ করা মাকরূহ। আর যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে অবাধ্যতা না হয়, স্বামীই বিচ্ছেদ চায়, তবে তালাক্বের পরিবর্তে অর্থ গ্রহণ করা পুরুষের (স্বামী) জন্য সর্বাবস্থায়ই মাকরূহ।

টীকা-৪৪৭. পুনঃগ্রহণ করে

টীকা-৪৪৮. এভাবে যে, পুনঃগ্রহণ করবে না এবং 'ইদ্দত' অতিবাহিত হয়ে স্ত্রী 'বা-ইনাহ্' ★ হয়ে যাবে।

টীকা-৪৪৯. অর্থাৎ মহর

টীকা-৪৫০. তালাক্ব দেয়ার সময়।

টীকা-৪৫১. যে সব কর্তব্য স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্কে রয়েছে;

টীকা-৪৫২. অর্থাৎ তালাক্ব আদায় করে নেবে।

টীকা-৪৫৩. মাস্‌আলাঃ তিন তালাক্বের পর স্ত্রী তার স্বামীর উপর কঠোরভাবে হারাম হয়ে যায়। তখন না তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করা যায়, না পূনর্বার বিবাহ, যতক্ষণ না 'হালালাহ্' হয়; অর্থাৎ 'ইদ্দত পূর্তির' পর অন্য কারো সাথে বিবাহ করবে এবং সে সহবাস করার পর তালাক্ব দেবে, অতঃপর 'ইদ্দত' অতিবাহিত হবে।

টীকা-৪৫৪. দ্বিতীয়বার বিবাহ করে নেবে,

টীকা-৪৫৫. অর্থাৎ ইদ্দত পূর্ণ হবার নিকটবর্তী হয়।

★ অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তাকে পূর্ব-বিবাহের ভিত্তিতে আর পুনঃগ্রহণ করা যাবে না।

www.sunnibarta.com

শানে নুযূলঃ এ আয়াত সাবেত ইব্‌নে ইয়াসার আনসারী সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তিনি আপন স্ত্রীকে তালাক্ব দিতেন, আর যখন ইদ্দত খতম হবার নিকটবর্তী হতো তখন রাজ্'আত (পুনঃগ্রহণ) করতেন, যাতে স্ত্রী আট্‌কা পড়ে থাকে।

টীকা-৪৫৬. অর্থাৎ সীমারেখা রক্ষা করার এবং সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে 'রাজ'আত' করো।

টীকা-৪৫৭. এবং 'ইদ্দত' অতিবাহিত হতে দাও, যাতে সে ইদ্দতপূর্তির পর আযাদ হয়ে যায়।

টীকা-৪৫৮. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হুকুমের বিরোধিতা করে গুনাহ্‌গার হয়।

টীকা-৪৫৯. এ ভাবে যে, সেগুলোর তোয়াক্কা করবে না এবং সেগুলোর পরিপন্থী কাজ করবে।

টীকা-৪৬০. অর্থাৎ তোমাদেরকে মুসলমান করেছেন এবং নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উম্মত করেছেন।

তখন ঐ সময় পর্যন্ত হয়তো উত্তমরূপে রেখে দেবে (৪৫৬); অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দেবে (৪৫৭) এবং তাদেরকে ক্ষতি সাধনের জন্য আটক করে রাখবে না, যাতে সীমালংঘনকারী হয়ে যাও। আর যে এরূপ করে সে নিজেরই ক্ষতি করে (৪৫৮); এবং আল্লাহ্‌র আয়াতগুলোকে ঠাট্টা-তামাশার বস্তু করোনা (৪৫৯); এবং স্মরণ করো আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে, যা তোমাদের উপর রয়েছে (৪৬০) আর সেটাকে, যা তোমাদের উপর কিতাব ও হিকমত (৪৬১) অবতীর্ণ করেছেন তোমাদেরকে উপদেশ দেয়ার জন্য এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকো ও জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ সবকিছু জানেন (৪৬২)।

فَاَمۡسِكُوۡهُنَّ بِمَعۡرُوۡفٍ
اَوۡ سَرِّحُوۡهُنَّ بِمَعۡرُوۡفٍ ۪ وَلَا
تُمۡسِكُوۡهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعۡتَدُوۡا ۚ وَمَنۡ
يَّفۡعَلۡ ذٰلِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهٗ ؕ
وَلَا تَتَّخِذُوۡٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ۡ وَّ
اذۡكُرُوۡا نِعۡمَتَ اللّٰهِ عَلَيۡكُمۡ وَمَآ
اَنۡزَلَ عَلَيۡكُمۡ مِّنَ الۡكِتٰبِ وَالۡحِكۡمَةِ
يَعِظُكُمۡ بِهٖ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعۡلَمُوۡٓا
اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيۡمٌ ۲۳۱

তিন চতুর্থাংশ

রুকূ' - ত্রিশ

২৩২. এবং যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক্ব দাও এবং তাদের মেয়াদকাল পূর্ণ হয়ে যায় (৪৬৩), তবে হে স্ত্রীদের অভিভাবকরা! তাদেরকে বাধা দিওনা এ থেকে যে, (তারা) আপন আপন স্বামীদের সাথে বিবাহ করে নেবে (৪৬৪), যখন পরস্পর শরীয়তের বিধিমতো রাজি হয়ে যায় (৪৬৫)। এ উপদেশ তাকেই দেয়া যায়, যে তোমাদের মধ্য থেকে আল্লাহ্ ও ক্বিয়ামতের উপর ঈমান রাখে। এটা তোমাদের জন্য অধিকতর পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র। আর আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জানো না।

وَاِذَا طَلَّقۡتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ
اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوۡهُنَّ اَنۡ
يَّنۡكِحۡنَ اَزۡوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوۡا
بَيۡنَهُمۡ بِالۡمَعۡرُوۡفِ ؕ ذٰلِكَ يُوۡعَظُ
بِهٖ مَنۡ كَانَ مِنۡكُمۡ يُؤۡمِنُ بِاللّٰهِ
وَالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ ؕ ذٰلِكُمۡ اَزۡكٰى لَكُمۡ
وَاَطۡهَرُ ؕ وَاللّٰهُ يَعۡلَمُ وَاَنۡتُمۡ لَا تَعۡلَمُوۡنَ ۲۳۲

২৩৩. এবং জননীগণ স্তন্যপান করাবে আপন সন্তানদেরকে (৪৬৬)

وَالۡوَالِدٰتُ يُرۡضِعۡنَ اَوۡلَادَهُنَّ

টীকা-৪৬১. 'কিতাব' দ্বারা ক্বোরআন এবং 'হিকমত' দ্বারা ক্বোরআনের আহকাম ও রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতই বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৪৬২. তাঁর নিকট কিছু গোপন নেই।

টীকা-৪৬৩. অর্থাৎ তাদের ইদ্দত অতিবাহিত হয়েছে।

টীকা-৪৬৪. যাদেরকে তারা আপন বিবাহের জন্য সাব্যস্ত করেছে- চাই তারা নুতন হোক, কিংবা এ তালাক্বদাতাগণ অথবা এদের পূর্বে যারা তালাক্ব দিয়েছিলো,

টীকা-৪৬৫. আপন সমপর্যায়ের ক্ষেত্রে 'মহর-ই-মিস্‌ল' ★-এর উপর। কেননা, এর বিপরীত অবস্থায় অভিভাবকগণ আপত্তি ও হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখেন।

শানে নুযূলঃ মা'ক্বাল ইব্‌নে ইয়াসার মুযানীর বোনের বিবাহ আসেম ইবনে আদীর সাথে হয়েছিলো। তিনি তালাক্ব দিলেন। আর ইদ্দত অতিবাহিত হবার পর আসেম তাকে পুনরায় বিবাহের প্রস্তাব করলে মা'ক্বাল বাধ সাধলেন। তাঁরই সম্পর্কে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। (বোখারী শরীফ)

টীকা-৪৬৬. তালাক্বের বিবরণের পর এ প্রশ্নটা স্বভাবতঃ সামনে এসে যায় যে, যদি তালাক্ব প্রাপ্তা স্ত্রীলোকের কোলে স্তন্যপায়ী শিশু থাকে, তবে এ বিচ্ছেদের পর তার লালন-পালনের উপায় কি হবে? এ কারণে এ কথা হিকমতসম্মত যে, শিশুর লালন-পালনের ব্যাপারে মাতা-পিতার উপর যে সব বিধি-বিধান রয়েছে, সেগুলো এ স্থানে বর্ণনা করা হবে। কাজেই, এখানে এসব মাস্‌আলার বিবরণ দেয়া হয়েছে।

মাস্‌আলাঃ মাতা চাই তালাক্বপ্রাপ্তা হোক কিংবা না-ই হোক, তার উপর নিজ শিশুকে স্তন্যপান করানো ওয়াজিব- এ শর্তে যে, পিতার নিকট বিনিময় দিয়ে দুধ পান করানোর সামর্থ্য না থাকে কিংবা কোন ধাত্রী পাওয়া না যায় কিংবা শিশু (আপন) মাতা ব্যতীত অন্য কারো দুধ গ্রহণ না করে। যদি এসব অবস্থা

★ নিজ সমপর্যায়ের স্ত্রীলোককে প্রদত্ত মহর। ধর্ম, সৌন্দর্য, সম্পদ, বয়স ও বংশ এতে বিবেচ্য।

www.sunnibarta.com

না হয় অর্থাৎ শিশুর লালন-পালন বিশেষ করে মায়ের দুধের উপর নির্ভরশীল না হয়, তবে মায়ের উপর দুধ পান করানো ওয়াজিব নয়, মুস্তাহাব। (তাফসীর-ই-আহমদী ও জুমাল ইত্যাদি)

টীকা-৪৬৭. অর্থাৎ এ সময়সীমা পূর্ণ করা অপরিহার্য নয়- যদি শিশুর প্রয়োজন না থাকে এবং দুধ ছাড়ানো তার জন্য ক্ষতিকর না হয় তবে এর চেয়ে কম সময়ের মধ্যেও স্তন্যপান বন্ধ করা জায়েয। (তাফসীর-ই-আহমদী ও খাযিন ইত্যাদি)

টীকা-৪৬৮. অর্থাৎ পিতা। এ বর্ণনাভঙ্গী থেকে বুঝা গেলো যে, বংশপরিচয় পিতার সাথে সম্পৃক্ত।

টীকা-৪৬৯. মাস্‌আলাঃ শিশুর লালন-পালন এবং তাকে দুধ পান করানো পিতার দায়িত্বে ওয়াজিব। তার জন্য তিনিই ধাত্রী নিয়োগ করবেন। কিন্তু যদি মাতা আপন আগ্রহে স্বীয় শিশুকে দুধ পান করায়, তবে তা হবে মুস্তাহাব।

মাস্‌আলাঃ স্বামী আপন স্ত্রীর উপর শিশুকে দুধ পান করানোর জন্য চাপ সৃষ্টি করতে পারে না এবং না স্ত্রী স্বামী থেকে শিশুকে দুধ পান করানোর বিনিময় দাবী করতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিবাহ-বন্ধনে কিংবা (তালাক্ব প্রাপ্তা হয়ে) তার ইদ্দতের মধ্যে থাকে।

পূর্ণ দু'বছর, তারই জন্য, যে স্তন্যপানকাল পূর্ণ করতে চায় (৪৬৭) এবং সন্তান যার (৪৬৮) তার উপর স্ত্রীদের ভরণ-পোষণ করা কর্তব্য, বিধি-মোতাবেক (৪৬৯)। কোন আত্মার উপর বোঝা রাখা হবে না, কিন্তু তার সাধ্য পরিমাণ, যেন জননীকে ক্ষতিগ্রস্ত না করা হয় তার সন্তান দ্বারা (৪৭০) এবং না সন্তান যার তাকে তার সন্তানদের দ্বারা (৪৭১); [কিংবা জননী যেন কষ্ট না দেয় আপন সন্তানকে এবং না সন্তান যার, সে তার সন্তানদেরকে (৪৭২)] এবং যে পিতার স্থলাভিষিক্ত, তার উপরও অনুরূপই অপরিহার্য। অতঃপর যদি পিতা-মাতা উভয়ে পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে স্তন্যপান বন্ধ করতে চায়, তবে তাদের উপর গুনাহ্ বর্তাবে না। আর যদি তোমরা চাও যে, ধাত্রীদের দ্বারা আপন সন্তানদেরকে স্তন্যপান করাবে, তবুও তোমাদের অপরাধ নেই- যখন, যা প্রদান করা সাব্যস্ত হয়েছিলো তা বিধিমত তাদেরকে অর্পণ করে দাও। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকো এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম দেখছেন।

حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا
وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

২৩৪. এবং তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রীদের রেখে যায়, তারা (স্ত্রীগণ) চারমাস দশ দিন নিজেদের বিরত করে রাখবে (৪৭৩)। অতঃপর যখন তাদের 'ইদ্দত' পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন, হে অভিভাবকগণ! তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে না সে কাজে, যা স্ত্রীগণ নিজেদের মামলায় শরীয়ত মোতাবেক করবে এবং আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের কার্যাদির খবর রয়েছে।

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ
يَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۚ
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

মাস্‌আলাঃ যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক্ব দিয়ে থাকে এবং ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে সে (স্ত্রী) শিশুকে স্তন্য পান করানোর বিনিময় গ্রহণ করতে পারে।

মাস্‌আলাঃ যদি পিতা কোন স্ত্রী লোককে নিজ শিশুকে দুধ পান করানোর জন্য বিনিময়ের উপর নিয়োগ করে থাকে এবং তার (শিশু) মাতা অনুরূপ বিনিময়ের উপর কিংবা বিনামূল্যে দুধ পান করানোর উপর রাজী হয়, তবে মাতাই দুধ পান করানোর জন্য অধিক হকদার। যদি 'মাতা' অধিক বিনিময় চায়, তবে পিতাকে তার (মাতা) নিকট থেকে দুধ পান করানোর জন্য বাধ্য করা যাবে না। (তাফসীর-ই-আহমদী ও মাদারিক)

المعروف দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, 'আর্থিক সঙ্গতি ও মর্যাদানুসারে হওয়া চাই- কার্পণ্য ও অপব্যয় ব্যতিরেকে।'

টীকা-৪৭০. অর্থাৎ তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্তন্য পান করানোর জন্য বাধ্য করা যাবেনা।

টীকা-৪৭১. অধিক বিনিময় দাবী করে।;

টীকা-৪৭২. 'মাতা শিশুকে কষ্ট দেয়া' এটাই যে, তাকে সময় মতো দুধ না দেয়া এবং তার প্রতি তত্ত্বাবধানের দৃষ্টি না রাখা, কিংবা নিজের প্রতি তাকে আকৃষ্ট করার পর ছেড়ে দেয়া।

আর 'পিতা শিশুকে কষ্ট দেয়া' হচ্ছে- মাতৃ অনুরক্ত শিশুকে মায়ের নিকট থেকে কেড়ে নেয়া কিংবা মায়ের প্রাপ্যের ক্ষেত্রে কার্পণ্য করা, যার কারণে শিশু ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

টীকা-৪৭৩. গর্ভবতীর 'ইদ্দত' তো সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। যেমন সুরা তালাক্বে উল্লেখিত আছে। এখানে গর্ভবতী নয় এমন স্ত্রীলোকের বিবরণ রয়েছে। যার স্বামী মৃত্যুবরণ করে তার 'ইদ্দত' চার মাস দশদিন। এ সময়-সীমার মধ্যে সে না বিবাহ করবে, না আপন বাসস্থান ত্যাগ করবে, না বিনা ওযরে তৈল ব্যবহার করবে, না খুশ্‌বু লাগাবে, না সাজবে, না রঙ্গিন কিংবা রেশমী পোষাক পরিধান করবে, না মেহেদী লাগাবে, না নতুন বিয়ের কথা খোলাখুলি বলবে। আর যে স্ত্রীলোক 'তালাক্ব-ই-বাইন' এর ইদ্দতে থাকে তারও একই হুকুম। অবশ্য, যে স্ত্রীলোক 'তালাক্ব-ই-রাজ'ঈ'-এর ইদ্দতে থাকে তার জন্য সাজ-সজ্জা ও সুশোভিত হওয়া মুস্তাহাব।

www.sunnibarta.com

টীকা-৪৭৪. অর্থাৎ ইদ্দতকালের মধ্যে বিবাহ এবং বিবাহের খোলাখুলি প্রস্তাব নিষিদ্ধ, কিন্তু পর্দ্দার আড়ালে ইঙ্গিতে বিবাহের আগ্রহ প্রকাশ করা পাপ নয়। উদাহরণ স্বরূপ, এটা বলবে, 'তুমি বড় সতী মহিলা।' কিংবা আপন ইচ্ছা অন্তরের মধ্যেই (গোপন) রাখবে এবং মুখে কোন প্রকারে প্রকাশ করবে না।

২৩৫. এবং তোমাদের উপর পাপ নেই এ কথায় যে, পর্দার আড়ালে (ইঙ্গিতে) তোমরা স্ত্রী লোকদেরকে বিবাহের প্রস্তাব দেবে কিংবা আপন আপন অন্তরে গোপন রাখবে (৪৭৪)। আল্লাহ্ জানেন যে, এখন তোমরা তাদের স্মরণ (আলোচনা) করবে (৪৭৫)। হাঁ, তাদের সাথে গোপন অঙ্গীকার করে রেখোনা, কিন্তু এটা যে, শুধু এতটুকু কথা বলো যা শরীয়তের বিধি মোতাবেক হয় এবং বিবাহ-বন্ধন পাকাপোক্ত করোনা, যতক্ষণ না লিপিবদ্ধ হুকুম (ইদ্দত) আপন মেয়াদকালে পৌঁছে যায় (৪৭৬) এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরের কথা জানেন। সুতরাং তাঁকে ভয় করো এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, সহনশীল।

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

রুকূ' - একত্রিশ

২৩৬. তোমাদের উপর কোন দাবী নেই (৪৭৭) যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক্ব দাও, যতক্ষণ না তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করবে, কিংবা মহর নির্দ্ধারিত (না) ★ করে থাকো (৪৭৮) এবং তাদেরকে কিছু সামগ্রী ভোগ করতে দাও (৪৭৯)। সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর তার সামর্থ্যানুযায়ী এবং দরিদ্রের উপর তার সামর্থ্যানুযায়ী, বিধিমতো কিছু ভোগ করার বস্তু, এটা ওয়াজিব সত্যপরায়ণ ব্যক্তিদের উপর (৪৮০)।

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

২৩৭. এবং যদি তোমরা স্ত্রীদের স্পর্শ করা ব্যতিরেকে তালাক্ব দিয়ে থাকো এবং তাদের জন্য কিছু মহর নির্দ্ধারণ করেছিলে এমন হয়, তবে যে পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয়েছিলো তার অর্ধেক ওয়াজিব হয়, যদি না স্ত্রীগণ কিছু ছেড়ে দেয় (৪৮১); কিংবা সে বেশী দেয় (৪৮২) যার হাতে বিবাহের বন্ধন রয়েছে (৪৮৩) এবং হে পুরুষগণ, তোমাদের বেশী দেয়া পরহেযগারীর নিকটতর এবং পরস্পর একে অপরের উপর অনুগ্রহকে ভুলে যেও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম প্রত্যক্ষ করছেন (৪৮৪)।

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

টীকা-৪৭৫. এবং তোমাদের অন্তরসমূহে প্রবৃত্তির সঞ্চার হবে। এ জন্য তোমাদের পক্ষে ইঙ্গিতে কথাবার্তা বলা 'মুবাহ' (বৈধ) করা হয়েছে।

টীকা-৪৭৬. অর্থাৎ 'ইদ্দত' অতিবাহিত হয়েছে।

টীকা-৪৭৭. মহরের

টীকা-৪৭৮. শানে নুযূলঃ এ আয়াত একজন আনসারীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যিনি বনী হানীফাহ্ গোত্রের এক স্ত্রীলোককে বিবাহ করেছিলেন এবং কোন মহর নির্দ্ধারণ করেননি। অতঃপর স্পর্শ করার পূর্বে তালাক্ব দেন।

মাস্আলাঃ এ থেকে জানা গেলো যে, যে স্ত্রীর মহর নির্দ্ধারিত হয়নি, যদি তাকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক্ব দেয়, তবে মহর অপরিহার্য নয়। 'স্পর্শ করা' দ্বারা 'স্ত্রী সহবাস' বুঝানো হয়েছে। আর 'খিল্ওয়াত-ই-সহীহাহ্' ও ★★ একই হুকুমের অন্তর্ভূক্ত। একথাও বুঝা গেলো যে, মহরের কথা উল্লেখ করা ছাড়াও বিবাহ দুরস্ত হয়। এমতাবস্থায়, বিবাহের পর মহর নির্দ্ধারণ করতে হবে; যদি না করে থাকে,তবে সহবাসের পর 'মহর-ই-মিস্ল' ★★★ ওয়াজিব হবে।

টীকা-৪৭৯. তিনটা কাপড়ের একটা সেট।

টীকা-৪৮০. যে স্ত্রীর মহর নির্দ্ধারিত হয়নি এবং তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক্ব দেয়া হয়, তাকে তো 'জোড়া' (কাপড় সেট) দেয়া ওয়াজিব। আর সে ব্যতীত প্রত্যেক তালাক্ব প্রাপ্তা স্ত্রীলোকের জন্য 'মুস্তাহাব'। (মাদারিক)

টীকা-৪৮১. আপন এ অর্দ্ধেক মহর থেকে;

টীকা-৪৮২. ঐ অর্দ্ধেক থেকে, যা এমতাবস্থায় ওয়াজিব

টীকা-৪৮৩. অর্থাৎ স্বামী

টীকা-৪৮৪. এর মধ্যে সদ্ব্যবহার ও উন্নত চরিত্র অবলম্বনের প্রতি উৎসাহ দান করা হয়েছে।

★ এখানে 'لَمْ' (না) উহ্য আছে। (জালালাঈন)

★★ সূরা বাক্বারার আয়াত নং ২২৮ ঃ টীকা নং ৪৪১ এর পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

★★★ সূরা বাক্বারার আয়াত নয় ২৩২ ঃ টীকা নং ৪৬৫ এর পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

www.sunnibarta.com

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ﴿٢٣٨﴾

২৩৮. সজাগ দৃষ্টি রেখো সমস্ত নামাযের প্রতি (৪৮৫) এবং মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি (৪৮৬)। আর দণ্ডায়মান হও আল্লাহ্‌র সম্মুখে আদব সহকারে (৪৮৭)।

فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا ۚ فَاِذَاۤ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٩﴾

২৩৯. অতঃপর যদি আশংকায় থাকো, তবে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায়, যেমনি সম্ভব হয় ★। অতঃপর যখন নিরাপদে থাকো, তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করো– যেমন তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যা তোমরা জানতেনা।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۖ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٤٠﴾

২৪০. এবং যারা তোমাদের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রীদের রেখে যায় তারা যেন তাদের স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে ওসীয়ৎ করে যায় (৪৮৮) গোটা বছর পর্যন্ত ভরণ-পোষণের, ঘর থেকে বের করা ব্যতিরেকে (৪৮৯)। অতঃপর যদি তারা নিজেনিজেই বের হয়ে যায়, তবে তোমাদেরকে জবাবাদিহি করতে হবে না সে কাজের উপর যা তারা আপন আপন মামলায় বিধি মতো করেছে। আর আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٤١﴾

২৪১. এবং তালাক্বপ্রাপ্তা স্ত্রীদের জন্যও উপযুক্ত ভরণ-পোষণ রয়েছে। এটা ওয়াজিব পরহেযগারদের উপর।

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٤٢﴾ ع ١٥

২৪২. আল্লাহ্ এভাবে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন তোমাদের জন্য আপন আয়াতসমূহ (বিধি-বিধান)-কে, যাতে তোমাদের বুঝে আসে।

রুকূ' – বত্রিশ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٢٤٣﴾

২৪৩. হে মাহবূব! আপনি কি দেখেন নি তাদেরকে, যারা আপন ঘরগুলো থেকে বের হয়েছে এবং তারা হাজার হাজার ছিলো, মৃত্যুর ভয়ে, তখন আল্লাহ্ তাদেরকে বলেছিলেন, 'মরে যাও!' অতঃপর তাদেরকে জীবিত করেছিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের উপর অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অকৃতজ্ঞ (৪৯০)।

টীকা-৪৮৫. অর্থাৎ পঞ্জেগানা ফরয নামাযকে সেগুলোর নির্দ্ধারিত সময়গুলোতে 'আরকান' ও 'শর্তাবলী' সহকারে আদায় করতে থাকো। এর মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হবার বিবরণ রয়েছে। আর সন্তান-সন্ততি এবং স্ত্রীগণের মাসা-ইল ও আহ্কামের মধ্যভাগে নামাযের উল্লেখ করা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, তাদেরকে নামায আদায় করার বেলায় অলস হতে দিওনা এবং নামায নিয়মিতভাবে আদায় করার ফলে অন্তরের পরিশুদ্ধি হয়ে থাকে, যা ব্যতীত পারস্পরিক লেনদেন দুরস্ত হবার কথা কল্পনা করা যায়না।

টীকা-৪৮৬. হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু) এবং অধিকাংশ সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুম)-এর মায্হাব এটা যে, এ থেকে আসরের নামায বুঝানো হয়েছে। হাদীসসমূহও এর প্রমাণ বহন করে।

টীকা-৪৮৭. এ থেকে নামাযের মধ্যে ক্বিয়াম (দাঁড়ানো) ফরয হওয়া প্রমাণিত হয়।

টীকা-৪৮৮. স্বীয় নিকটাত্মীয়দেরকে।

টীকা-৪৮৯. ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে বিধবা স্ত্রীলোকের 'ইদ্দত' ছিলো এক বৎসর এবং পূর্ণ এক বৎসর সে স্বামীর ঘরে থেকে ভরণ-পোষণ পাবার উপযোগী থাকতো। অতঃপর এক বৎসর 'ইদ্দতকাল' - তো (يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۔) (অর্থাৎঃ বিধবা স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন পর্যন্ত নিজেদেরকে বিরত রাখবে) দ্বারা রহিত হয়ে গেছে; যাতে বিধবা স্ত্রীলোকের 'ইদ্দত' 'চার মাস দশদিন' নির্দ্ধারিত হলো। আর গোটা এক বৎসরের ভরণ-পোষণের হুকুম 'মীরাস'-এর আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে, যার মধ্যে স্ত্রীর অংশ স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে নির্দ্ধারিত হলো। কাজেই, এখন আর এ 'ওসীয়ৎ'-এর নির্দেশ বহাল রইলোনা। এর রহস্য এই যে, আরবের লোকেরা আপন 'মূরিস' ★★-এর বিধবা স্ত্রী ঘর থেকে বের হওয়া এবং অন্যের সাথে বিবাহ করা একেবারে পছন্দ করতোনা এবং সেটাকে তারা লজ্জাস্কর মনে করতো। এ কারণে, যদি প্রথম বারেই মাত্র চার মাস দশ দিনের ইদ্দত নির্দ্ধারিত হতো, তবে এটা তাদের উপর খুব কষ্টকর হতো। কাজেই, তাদেরকে ক্রমান্বয়ে সঠিক পথে আনা হয়েছে।

টীকা-৪৯০. বনী ইস্রাঈলে একটা দল ছিলো, যাদের শহরে 'প্লেগ' দেখা দিয়েছিলো। তখন তারা মৃত্যুভয়ে আপন বস্তিসমূহ ছেড়ে পলায়ন করে জঙ্গলে গিয়ে উপনীত হলো। আল্লাহ্‌র নির্দেশে তারা সবাই সেখানে মৃত্যুর শিকার হলো। কিছুক্ষণ পর হযরত হিয্ক্বীল (আলায়হিস্ সালাম)-এর প্রার্থনাক্রমে,

---

★ নামায আদায় করো।

★★ মূরিস (مورث)ঃ মৃতব্যক্তি, যার ত্যাজ্য সম্পত্তি রয়েছে এবং উত্তরাধিকারীগণ যারই ওয়ারিশ হয়ে থাকে।

www.sunnibarta.com

তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জীবিত করলেন এবং তারা দীর্ঘদিন যাবৎ জীবিত রইলো । এ ঘটনা থেকে জানা যায় যে, মানুষ মৃত্যুর ভয়ে পলায়ন করে প্রাণ বাঁচাতে পারে না। কাজেই, পলায়ন করা নিষ্ফল। যেই মৃত্যু নির্দ্ধারিত তা অবশ্যই পৌঁছবে। বান্দার উচিত যেন সে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উপর রাজী থাকে। মুজাহিদদেরও বুঝা উচিত যে, জিহাদ না করে ঘরে বসে থাকা মৃত্যুকে হটাতে পারে না। কাজেই, অন্তরকে দৃঢ় রাখা চাই।

টীকা-৪৯১. এবং মৃত্যু থেকে পলায়ন করোনা, যেমন বনী ইস্রাঈল পলায়ন করেছিলো। কেননা, মৃত্যু থেকে পলায়ন করা কোন কাজে আসেনা।

টীকা-৪৯২. এবং আল্লাহ্‌র পথে নিষ্ঠার সাথে খরচ করবে। আল্লাহ্‌র পথে খরচ করাকে 'কর্জ' বলা হয়েছে। এটা পূর্ণ অনুগ্রহ ও বদান্যতা। বান্দা তাঁরই সৃষ্ট এবং বান্দার অর্থ-সম্পদ তাঁরই প্রদত্ত। প্রকৃত মালিক তিনি এবং বান্দা তাঁরই দানক্রমে, 'মাজাযী' (রূপক) মালিকানা রাখে। কিন্তু 'কর্জ' (শব্দ) দ্বারা বর্ণনা করার মধ্যে এ কথা হৃদয়ঙ্গম করানো উদ্দেশ্য যে, যেভাবে কর্জদাতা এ মর্মে নিশ্চিত থাকে যে, তার অর্থ- সম্পদ বিনষ্ট হয়নি, সে অর্থ ফিরিয়ে পাবার যোগ্য, তেমনিভাবে আল্লাহ্‌র রাহে ব্যয়কারীকেও নিশ্চিন্ত থাকা উচিৎ যে, সে তার এ ব্যয়ের বিনিময় নিঃসন্দেহে পাবে এবং খুব বেশী পরিমাণেই পাবে।

টীকা-৪৯৩. যার জন্য চান জীবিকা সংকোচিত করেন, যার জন্য চান প্রশস্ত করেন। সংকোচিত করা ও প্রশস্ত করা তাঁরই হাতে। আর তিনি তাঁরই রাহে ব্যয়কারীকে প্রশস্ততা দান করার প্রতিশ্রুতি দেন।

টীকা-৪৯৪. হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের পর যখন বনী ইস্রাঈলের অবস্থা শোচনীয় হলো এবং তারা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারকে ভুলে বসলো, মূর্তি পূজায় লিপ্ত হলো আর (তাদের) অবাধ্যতা ও অপকর্ম চরমে পৌঁছলো, তখন তাদের উপর জালূত সম্প্রদায় আধিপত্য স্থাপন করে বসলো, যারা 'আমালিক্বাহ্' বলে খ্যাত। কেননা, জালূত আমলীক্ব ইবনে আদের বংশধরদের একজন অতীব অত্যাচারী বাদশাহ ছিলো। তার সম্প্রদায়ের লোকেরা মিশর ও ফিলিস্তীনের মাঝখানে রোম সাগরের তীরে বসবাস করতো। তারা বনী ইস্রাঈলের শহর ছিনিয়ে নিয়েছিলো, অনেক লোককে গ্রেফতার করেছিলো এবং বিভিন্ন ধরনের কষ্ট দিয়েছিলো।

২৪৪. এবং যুদ্ধ করো আল্লাহ্‌র পথে (৪৯১) এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

২৪৫. এমন কেউ আছো, যে আল্লাহ্‌কে 'উত্তম কর্জ' দেবে (৪৯২)? তবে আল্লাহ্ তার জন্য অনেক গুণ বর্দ্ধিত করেন এবং আল্লাহ্ সংকোচন ও প্রশস্ত করেন (৪৯৩) আর তোমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।

২৪৬. হে মাহবূব! আপনি কি দেখেন নি বনী ইস্রাঈলের একটা দলকে, যা মূসার পরে সৃষ্ট হয়েছিলো (৪৯৪)? যখন (তারা) তাদের একজন পয়গাম্বরকে বলেছিলো, 'আমাদের জন্য দাঁড় করান একজন বাদশাহ, যাতে আমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করি।' নবী বলেছিলেন, 'তোমাদের অনুমান কি এমন যে, তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হবে অতঃপর (তোমরা) তা করবেনা?' বললো, 'আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করবোনা? অথচ আমাদেরকে বের করে দেয়া হয়েছে আমাদের জন্মভূমি থেকে এবং আপন সন্তানদের নিকট থেকে (৪৯৫)।'

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٤٤﴾
مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ؕ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۪ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٤٥﴾

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى ۘ اِذْ قَالُوْا لِنَبِىٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ؕ قَالُوْا وَمَا لَنَآ اَلَّا نُقَاتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا ؕ

তখনকার দিনে বনী ইস্রাঈলে কোন নবী বিদ্যমান ছিলেন না। নবীগণের বংশে স্রেফ একজন মহিলা অবশিষ্ট ছিলেন, যিনি অন্তঃস্বত্তা ছিলেন। তাঁর এক সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। তাঁর নাম রাখলেন 'শাম্‌ভীল'। তিনি বড় হলে তাঁকে তাওরীতের জ্ঞানার্জনের জন্য বায়তুল মুক্বাদ্দাসের মধ্যে (অবস্থানরত) একজন বয়োঃবৃদ্ধ আলিমের নিকট সোপর্দ করলেন। তিনি তাঁকে (হযরত শাম্‌ভীল) পূর্ণ স্নেহ করতেন এবং পুত্র বলে সম্বোধন করতেন। যখন তিনি (হযরত শাম্‌ভীল) বয়োঃপ্রাপ্ত হলেন, তখন একরাতে তিনি সেই আলিমের নিকট ঘুমাচ্ছিলেন। হযরত জিব্রাইল আলায়হিস্ সালাম সেই আলিমের কণ্ঠস্বরে 'হে শামভীল' বলে সম্বোধন করলেন। তিনি আলিমের নিকট গেলেন এবং বললেন, "আপনি কি আমাকে ডেকেছেন?" আলিম, অস্বীকার করলে তিনি ভয় পাবেন- এ মনে করে, বললেন, "বৎস তুমি ঘুমিয়ে পড়ো!" অতঃপর হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম অনুরূপভাবে আহবান করলেন। হযরত শামভীল আলায়হিস সালাম আলিমের নিকট গেলেন। আলিম বললেন, "হে বৎস এখন যদি আমি তোমাকে আবার ডাকি, তবে তুমি জবাব দিওনা।" তৃতীয় বার হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম আত্মপ্রকাশ করলেন এবং তিনি সুসংবাদ দিলেন, "আল্লাহ আপনাকে নবূয়তের পদ মর্যাদা দান করেছেন। আপনি আপনার সম্প্রদায়ের নিকট তাশরীফ নিয়ে যান এবং আপন প্রতিপালকের বিধি-বিধান পৌঁছিয়ে দিন।"

তিনি যখন সম্প্রদায়ের নিকট তাশরীফ আনলেন, তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করলো আর বললো, "আপনি এতো তাড়াতাড়ি নবী হয়ে গেলেন? আচ্ছা! আপনি যদি নবী হোন তবে আমাদের জন্য একজন বাদশাহ স্থির করুন।" (খাযিন ইত্যাদি)

টীকা-৪৯৫. অর্থাৎ জালূতের সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদের সম্প্রদায়ের লোকদেরকে তাদের জন্মভূমি থেকে বের করেছে। আমাদের বংশধরদেরকে হত্যা ও ধ্বংস করেছে, ৪৪০ জন শাহী খান্দানের বংশধরকে গ্রেফতার করেছে। যখন অবস্থা এতদূরে পৌঁছেছে, তখন আমাদেরকে জিহাদ থেকে কোন্ বস্তুটাই

www.sunnibarta.com

বিরত রাখতে পারে?" তখন আল্লাহ্‌র নবীর দো'আর কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দরখাস্ত কবূল করলেন এবং তাদের জন্য একজন বাদশাহ নির্দ্ধারণ করলেন। আর জিহাদ ফরয করলেন। (খাযিন)

টীকা-৪৯৬. যাদের সংখ্যা বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের সমান (৩১৩) জন ছিলো।

টীকা-৪৯৭. তালূত হলেন বিন্‌য়া-মীন ইবনে হযরত য়া'কূব আলায়হিস্ সালামের বংশধর। তিনি দীর্ঘকায় ছিলেন বিধায় তাঁর নাম তালূত ছিলো। হযরত শাম্‌ভীল আলায়হিস্ সালাম আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে একটা 'লাঠি' (আসা) পেয়েছিলেন। আর বলা হয়েছিলো, "যে ব্যক্তি তোমাদের সম্প্রদায়ের বাদশাহ্ হবে তার কায়া এ 'আসা' (লাঠি)-এর সমান দীর্ঘ হবে।" তিনি ঐ 'আসা' দ্বারা তালূতের কায়া পরিমাপ করে বললেন, "আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে, বনী ইস্রাঈলের বাদশাহ্ নিয়োগ করছি।" আর বনী ইস্রাঈলের উদ্দেশ্যে বললেন, "আল্লাহ্ তা'আলা তালূতকে তোমাদের বাদশাহ্ করে প্রেরণ করেছেন।" (খাযিন ও জুমাল)

টীকা-৪৯৮. বনী ইস্রাঈলের সরদারগণ তাদের নবী হযরত শামভীল আলায়হিস্ সালামকে বললো, "নবূয়ত তো লাওয়া ইবনে য়া'কূব আলায়হিস্ সালামের বংশধরদের মধ্যে চলে আসছে। আর বাদশাহী ইয়াহুদ ইবনে য়া'কূব (আলায়হিস সালাম)-এর বংশধরদের মধ্যে। তালূত এ দু'বংশীয় ধারার কোনটা থেকে নন। কাজেই, বাদশাহ্ কীভাবে হতে পারেন?"

টীকা-৪৯৯. তিনি তো গরীব মানুষ। বাদশাহ্‌কে অর্থশালী হওয়া চাই।

টীকা-৫০০. 'বাদশাহী' (সালতানাত) 'মীরাস' সূত্রে পাওয়ার বস্তু নয় যে, কোন বংশ ও খান্দানের সাথে নির্দিষ্ট হয়ে থাকবে। এটা নিছক আল্লাহ্‌রই অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল। এ'তে শিয়া সম্প্রদায়ের দাবীর খণ্ডন রয়েছে; যাদের আক্বীদা (বিশ্বাস) হচ্ছে 'ইমামত' মীরাস (উত্তরাধিকার) সূত্রে পাওয়ার বস্তু।

টীকা-৫০১. বংশ ও ধনৈঃশ্বর্যের উপর সাল্‌তানাত বা বাদশাহীর যোগ্যতা নির্ভরশীল নয়। জ্ঞান ও শক্তিই বাদশাহীর জন্য বড় সাহায্যকারী এবং তালূত সে যুগে সমস্ত বনী ইস্রাঈল অপেক্ষা বেশী জ্ঞান রাখতেন এবং সবচেয়ে অধিক স্বাস্থ্যবান ও শক্তির অধিকারী ছিলেন।

টীকা-৫০২. এর মধ্যে 'মীরাস' বা উত্তরাধিকার সূত্রের কোন দখল নেই।

টীকা-৫০৩. যাকে চান ধনী করেন এবং প্রচুর সম্পদ দান করেন। এরপর বনী ইস্রাঈল হযরত শাম্‌ভীল আলায়হিস্ সালামের নিকট আরয করলো, "যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে (তালূত) বাদশাহীর জন্য নির্বাচিত করেন, তাহলে তার নিদর্শন কি?" (খাযিন ও মাদারিক)

টীকা-৫০৪. এ 'তাবূত' শামশাদ কাঠের তৈরী একটা স্বর্ণ-খচিত সিন্দুক ছিলো, যার দৈর্ঘ্য তিন হাত এবং প্রস্থ দু'হাত ছিলো। সেটাকে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের উপর নাযিল করেছিলেন। এর মধ্যে সমস্ত নবী (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর ফটো রক্ষিত ছিলো। তাঁদের বাসস্থান ও বাসগৃহের ফটোও ছিলো এবং শেষ ভাগে হুযূর সৈয়দে আম্বিয়া (নবীকুল সরদার) সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের এবং হুযূর করীম (দঃ)-এর পবিত্রতম বাসগৃহের ফটো একটা লাল ইয়াকূতের মধ্যে ছিলো, যাতে হুযূর নামাযে রত অবস্থায় দণ্ডায়মান আর তাঁর (দঃ) চতুষ্পার্শ্বে তাঁর সাহাবা-ই-কেরাম। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম সেসব ফটো দেখেছেন। সিন্দুকখানা বংশ পরম্পরায় হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম পর্যন্ত পৌঁছলো। তিনি এর মধ্যে তাওরীতও রাখতেন এবং তাঁর বিশেষ বিশেষ সামগ্রীও।

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٦﴾

অতঃপর যখন তাদের উপর 'জিহাদ' ফরয করা হলো (তখন তারা) মুখ ফিরিয়ে নিলো, কিন্তু তাদের মধ্যেকার অল্প সংখ্যক লোক (৪৯৬) এবং আল্লাহ্ ভালভাবে জানেন অত্যাচারীদেরকে।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

২৪৭. এবং তাদেরকে তাদের নবী বললেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তালূতকে তোমাদের বাদশাহ্ নিয়োজিত করে প্রেরণ করেছেন (৪৯৭)।' (তারা) বললো, 'আমাদের উপর তার বাদশাহী কিভাবে হবে (৪৯৮) এবং আমরা তার অপেক্ষা সালতানাতের জন্য অধিক উপযোগী এবং তাকে আর্থিক প্রাচুর্যও প্রদান করা হয়নি (৪৯৯)।' তিনি (নবী) বললেন, 'তাকে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নির্বাচিত করেছেন (৫০০) এবং তাঁকে জ্ঞান ও শরীরের দিক দিয়ে অধিক প্রাচুর্য প্রদান করেছেন (৫০১); এবং আল্লাহ্ আপন রাজ্য যাকে চান, প্রদান করেন (৫০২); এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, জ্ঞাতা (৫০৩)।'

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾ ع ١٤

২৪৮. এবং তাদেরকে তাদের নবী বললেন, 'তার বাদশাহীর নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট তাবূত আসবে (৫০৪), যার মধ্যে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে চিত্ত-প্রশান্তি রয়েছে এবং কিছু অবশিষ্ট বস্তু, সম্মানিত মূসা ও সম্মানিত হারূনের পরিত্যক্ত; সেটাকে ফিরিশ্‌তাগণ বহন করে আনবে।' নিঃসন্দেহে, এর মধ্যে মহান নিদর্শন রয়েছে তোমাদের জন্য যদি ঈমান রাখো।

www.sunnibarta.com

সুতরাং এ তাবূতের মধ্যে তাওরীতের ফলকসমূহের টুকরাও ছিলো। আর হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের 'আসা' (লাঠি), তাঁর পোশাক পরিচ্ছদ, তাঁর পবিত্র স্যান্ডেল যুগল এবং হযরত হারূন (আলায়হিস সালাম)-এর পাগড়ি ও তাঁর লাঠি এবং সামান্য পরিমাণ 'মান্ন্' যা বনী ইস্রাঈলের উপর অবতীর্ণ হয়েছিলো।

হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম যুদ্ধের সময় এ সিন্দুককে সামনে রাখতেন। এর দ্বারা বনী ইস্রাঈলের অন্তরসমূহে প্রশান্তি বিরাজমান থাকতো। তাঁর পরবর্তী সময়ে এ তাবূত বনী ইস্রাঈলের মধ্যে বংশ পরম্পরায় চলে আসছিলো। যখন তাদের সামনে কোন জটিল বিষয় উপস্থিত হতো, তখন তারা এ 'তাবূত'কে সামনে রেখে প্রার্থনা করতো আর সাফল্যমণ্ডিত হতো। শত্রুদের মুকাবিলায় এরই বরকতে বিজয়লাভ করতো।

বনী ইস্রাঈলের অবস্থা যখন খারাপ হয়ে গেলো এবং তাদের অপকর্ম অতিমাত্রায় বেড়ে গেলো আর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর 'আমালিক্বাহ্' সম্প্রদায়কে বিজয়ী করলেন, তখন তারা সেই তাবূত তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো এবং সেটাকে নাপাক ও আবর্জনাময় স্থানে ফেলে রাখলো ও সেটার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করলো। এসব বেয়াদবীর কারণে তারা বিভিন্ন ধরনের রোগ ও নানা ধরনের মুসীবতে আক্রান্ত হতে লাগলো। তাদের পাঁচটা বস্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো। তখন তাদের নিশ্চিত ধারনা হলো যে, তাবূতের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করাই তাদের ধ্বংসের কারণ।

অতঃপর তারা 'তাবূতখানা' একটা গরু-গাড়ীর উপর রেখে গরুগুলো ছেড়ে দিলো। এ দিকে ফিরিশতাগণ সেটাকে বনী ইস্রাঈলের সামনে তালূতের নিকট নিয়ে আসলেন। বস্তুতঃ এ তাবূত আসা বনী ইস্রাঈলের জন্য তালূতের বাদশাহীর নিদর্শন সাব্যস্ত হয়েছিলো। বনী ইস্রাঈল এটা দেখে তাঁর বাদশাহী মেনে নিয়েছিলো এবং বিনা দ্বিধায় জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো। কেননা, তাবূত পেয়ে তাদের মনে বিজয়ের ধারণা দৃঢ় হলো। তালূত বনী ইস্রাঈল থেকে সত্তর হাজার যুবক বেছে নিলেন, যাদের মধ্যে হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালামও ছিলেন। (জালালাঈন, জুমাল, খাযিন ও মাদারিক ইত্যাদি)

রুকূ' - তেত্রিশ

২৪৯. অতঃপর যখন তালূত সৈন্যদের নিয়ে শহর থেকে পৃথক হলেন (৫০৫), (তখন) বললো, 'নিঃসন্দেহে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে একটা নদী দ্বারা পরীক্ষাকারী। সুতরাং যে ব্যক্তি সেটার পানি পান করবে সে আমার নয়। আর যে পান করবে না সে আমার; কিন্তু সেই ব্যক্তি, যে এক অঞ্জলী পরিমাণ আপন হাতে নিয়ে নেবে (৫০৬)।' অতঃপর সবাই সেটা পান করলো, কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক (৫০৭)। অতঃপর যখন তালূত এবং তার সঙ্গেকার মুসলমান নদী পার হয়ে গেলো, তখন (তারা) বললো, 'আমাদের মধ্যে আজ শক্তি নেই জালূত এবং তার সৈন্যদের (বিরুদ্ধে লড়ার)।' ঐসব লোক বললো, যাদের মধ্যে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, 'বহুবার ছোট দল বিজয়ী হয়েছে বৃহৎ দলের উপর, আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে' এবং আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন (৫০৮)।

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۙ قَالَ
اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ
شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ
لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْٓ اِلَّا مَنِ
اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهٖ ۚ فَشَرِبُوْا
مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ۗ فَلَمَّا
جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ
قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ
وَجُنُوْدِهٖ ۗ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ
اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ
فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ
بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

মানযিল - ১

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ ১) এ থেকে জানা গেলো যে, বুযর্গদের তাবাররুক্সমূহের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করা অপরিহার্য। সেগুলোর বরকতে দো'আ কবূল হয় এবং চাহিদা পূরণ হয়। আর তাবার্রুকসমূহের প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করা পথভ্রষ্টদেরই পথ এবং ধ্বংসের কারণ, ২) তাবূতের মধ্যে নবীগণের যেসব ফটো ছিলো সেগুলো কোন মানুষের গড়া ছিলোনা। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এসেছিলো।

টীকা-৫০৫. অর্থাৎ 'বায়তুল মাক্বদিস' (মুক্বাদ্দাস) থেকে শত্রুর প্রতি রওনা দিলেন। সে সময়টা ভীষণ গরমের ছিলো। সৈন্যরা তালূতের নিকট অভিযোগ করলো এবং পানির প্রার্থী হলো।

টীকা-৫০৬. এ পরীক্ষাটা নির্দ্ধারিত হয়েছিলো যে, ভীষণ তৃষ্ণার সময় যে ব্যক্তি নির্দেশের প্রতি আনুগত্যের উপর অটল থাকে সে ভবিষ্যতেও অটল থাকবে এবং সমূহ বিপদের মুকাবিলা করতে পারবে। আর যে ব্যক্তি তখন আপন প্রবৃত্তির নিকট পরাজিত হবে এবং নির্দেশ অমান্য করবে সে ভবিষ্যতের কষ্টসমূহকে কিভাবে সহ্য করবে?

টীকা-৫০৭. যাঁদের সংখ্যা ছিলো ৩১৩। তাঁরা ধৈর্য ধারণ করলেন এবং এক অঞ্জলী পরিমাণ পানি তাঁদের ও তাঁদের পশুগুলোর জন্য যথেষ্ট হয়ে গেলো। এবং তাঁদের অন্তরেও ঈমানের শক্তি সঞ্চারিত হলো আর নদীটা নিরাপদে পার হয়ে গেলেন। পক্ষান্তরে, যারা অতিমাত্রায় পানি পান করেছিলো, তাদের ওষ্ঠ কালো হয়ে গিয়েছিলো, তৃষ্ণা আরো বেড়ে গেলো এবং সাহস হারিয়ে ফেললো।

টীকা-৫০৮. তাঁদের সাহায্য করেন এবং তাঁরই সাহায্য কাজে আসে।

www.sunnibarta.com

টীকা-৫০৯. হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালামের পিতা 'ঈশা' তালূতের সৈন্য বাহিনীতে ছিলেন এবং তাঁর সাথে তাঁর সমস্ত সন্তানও। হযরত দাউদ (আলায়হিস্ সালাম) তাদের মধ্যে ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ, রোগা ও ফ্যাকাশে। ছাগল চরাতেন। যখন জালূত বনী ইস্রাঈলকে তার সাথে যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান করলো, তখন তারা (বনী ইস্রাঈল) তার শারীরিক অবস্থা দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলো। কেননা– সে ছিলো বড় অত্যাচারী, শক্তিমান, অদম্য শক্তিসম্পন্ন, প্রকাণ্ডদেহী ও দীর্ঘকায়। তালূত আপন সৈন্যবাহিনীতে ঘোষণা করলেন, "যে ব্যক্তি জালূতকে হত্যা করবে আমি আমার কন্যাকে তার সাথে বিবাহ দেবো এবং রাজ্যের অর্ধেক তাকে প্রদান করবো।" কিন্তু কেউ এর জবাব দিলোনা। তখন তালূত আপন নবী হযরত শামভীল (আলায়হিস্ সালাম)-এর নিকট আরয করলেন, "আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করুন।" তিনি দো'আ করলেন। তখন সুসংবাদ দেয়া হলো- "হযরত দাউদ (আলায়হিস্ সালাম) জালূতকে হত্যা করবেন।"

وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۵۰﴾

২৫০. অতঃপর (তারা) যখন সম্মুখীন হলো জালূত ও তার সৈন্য বাহিনীর, তখন প্রার্থনা করলো, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর ধৈর্য ঢেলে দাও এবং আমাদের পাগুলো অবিচলিত রাখো, কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো।'

فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۵۱﴾

২৫১. অতঃপর তারা তাদেরকে বিতাড়িত করলো আল্লাহ্র নির্দেশে এবং হত্যা করলো দাউদ জালূতকে (৫০৯) এবং আল্লাহ্ তাকে বাদশাহী ও হিকমত (৫১০) দান করলেন এবং তাকে যা চেয়েছেন শিক্ষা দিয়েছেন (৫১১)। আর যদি আল্লাহ্ মানুষের মধ্য থেকে একজনকে অন্যের দ্বারা প্রতিহত না করেন (৫১২), তবে অবশ্যই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্ সমগ্র জাহানের উপর অনুগ্রহশীল।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۲۵۲﴾

২৫২. এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্র আয়াত, যে গুলো হে মাহবূব, আমি আপনার উপর ঠিক ঠিক পড়ছি এবং আপনি নিশ্চয় রসূলগণের অন্তর্ভূক্ত। ★

তালূত তাঁর (হযরত দাউদ) নিকট আরয করলেন, "আপনি যদি জালূতকে হত্যা করেন, তবে আমি আমার কন্যাকে আপনার সাথে বিবাহ দেবো এবং রাজ্যের অর্দ্ধাংশ প্রদান করবো।" তিনি (তা) গ্রহণ করলেন এবং জালূতের প্রতি রওনা দিলেন। যুদ্ধের সারিগুলো প্রস্তুত হলো। আর হযরত দাউদ (আলায়হিস্ সালাম) আপন বরকতময় হাতে 'ফলাখন' (অস্ত্র বিশেষ) নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। জালূতের অন্তরে তাঁকে দেখে ভীতির সঞ্চার হলো, কিন্তু সে কথাবার্তা বললো অতি গর্ব সহকারে এবং তাঁকে আপন শক্তির কথা বলে আতংকিত করতে চেষ্টা করলো। তিনি ফলাখনের মধ্যে পাথর রেখে ছুঁড়ে মারলেন। সেটা তার কপাল ছেদ করে পেছনের দিকে বের হয়ে গেলো। আর জালূত মরে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। হযরত দাউদ (আলায়হিস সালাম) তার মৃতদেহ এনে তালূতের সামনে নিক্ষেপ করলেন। সমস্ত বনী ইস্রাঈল খুশী হলো। তালূতও তাঁর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করলেন এবং নিজ কন্যার সাথে তাঁর বিবাহ দিলেন। কিছু দিন পর তালূত ইনতিকাল করলেন, সমগ্র রাজ্যের উপর হযরত দাউদ (আলায়হিস্ সালাম)-এর বাদশাহী প্রতিষ্ঠিত হলো। (জুমাল ইত্যাদি)

টীকা-৫১০. 'হিকমত' দ্বারা 'নবূয়ত' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৫১১. যেমন বর্ম তৈরী করা এবং জীব-জন্তুর ভাষা বুঝা।

টীকা-৫১২. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সৎ ব্যক্তিবর্গের ওসীলায় অন্যান্যদের বালা-মুসীবতও দূরীভূত করেন। হযরত ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্র রসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, "আল্লাহ তা'আলা একজন নেক্কার মুসলমানের বরকতে, তাঁর প্রতিবেশী একশ' পরিবারের বালা-মুসীবত দূরীভূত করেন।" সুব্হানাল্লাহ! (আল্লাহ্রই পবিত্রতা!) নেক্কার ব্যক্তিবর্গের নৈকট্যও উপকারে আসে। (খাযিন)। ★

★ 'দ্বিতীয় পারা' সমাপ্ত।

www.sunnibarta.com

তৃতীয় পারা

টীকা-৫১৩. ঐসব হযরত– যাঁদের উল্লেখ পূর্বে এবং বিশেষ করে আয়াত– إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ -এর মধ্যে করা হয়েছে।

টীকা-৫১৪. এ থেকে বুঝা গেলো যে, নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর মর্যাদাসমূহ আলাদা আলাদা। কোন কোন হযরত অপেক্ষা অন্যজন অধিক মর্যাদাবান এবং শ্রেষ্ঠ, যদিও নবূয়তের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। নবূয়তের গুণের মধ্যে সবাই শরীক; কিন্তু বৈশিষ্ট্যাবলী এবং কামালাতের মধ্যে মর্যাদা ভিন্ন ভিন্ন। এটাই আয়াতের সারমর্ম এবং এরই উপর সমস্ত উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে। (খাযিন ও মাদারিক)

টীকা-৫১৫. অর্থাৎ কোন মাধ্যম ব্যতিরেকে; যেমন হযরত মূসা আলায়হিস সালামকে তূর পর্বতে কথোপকথন দ্বারা ধন্য করেছেন। আর নবীকূল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মি'রাজ শরীফে। (জুমাল)

টীকা-৫১৬. তিনি হলেন হুযূর পুরনূর সৈয়দে আম্বিয়া মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। তাঁকে অসংখ্য মর্যাদাসহ সমস্ত নবী (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর উপর শ্রেষ্ঠ করেছেন। এর উপর সমস্ত উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে। আর বহু সংখ্যক হাদীস দ্বারাও তা প্রমাণিত। আয়াতের মধ্যে হুযূরের সেই উচ্চ মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, অথচ বরকতময় নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। এ থেকেও হুযূর আক্বদাস আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের উচ্চ মর্যাদা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য যে, এ মহান সত্তার এমনই মর্যাদা, যখনই সমস্ত নবীর উপর শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণনা করা হয় তখনই সেই পবিত্র সত্তা ছাড়া তা অন্য কারো বেলায় প্রযোজ্যই হয়না এবং কোন সন্দেহের অবকাশই থাকতে পারেনা।

হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের ঐ বৈশিষ্ট্যাবলী ও পূর্ণতাসমূহ অগণিত, যে গুলোর মধ্যে তিনি (দঃ) সমস্ত নবীর মধ্যে উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ এবং তাঁর সাথে (সেগুলোতে) কেউ শরীক নেই। যেমন, ক্বোরআনে করীমে এ কথা এরশাদ হয়েছে, "উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করেছেন।" সেই মর্যাদাগুলোর সংখ্যাও যেহেতু ক্বোরআন করীমে উল্লেখ করেন নি তখন কে আছে যে এর সীমা নির্ণয় করতে পারে? সেই অগণিত বৈশিষ্ট্যের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক মর্যাদার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

২৫৩. এঁরা (৫১৩) রসূল, আমি তাঁদের মধ্যে এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠ করেছি (৫১৪)। তাঁদের মধ্যে কারো সাথে আল্লাহ্ কথা বলেছেন (৫১৫) এবং কেউ এমনও আছেন, যাঁকে সবার উপর মর্যাদাসমূহে উন্নীত করেছেন (৫১৬)। আর আমি মরিয়ম-তনয় ঈসাকে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ প্রদান করেছি (৫১৭); এবং পবিত্র রূহ দ্বারা তাঁকে সাহায্য করেছি (৫১৮); এবং আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের পরবর্তীগণ পরস্পর যুদ্ধ করতো না এরপর যে, তাঁদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এসেছে (৫১৯);

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ

তাঁর (হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) রিসালত ব্যাপক, সমগ্র সৃষ্টিজগত তাঁরই উম্মত। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন- وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا - (অর্থাৎ: আমি, হে হাবীব! আপনাকে প্রেরণ করিনি, কিন্তু সমস্ত মানুষের জন্যই সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী করে)। অন্য আয়াতে এরশাদ করেন- لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا - (অর্থাৎ: যাতে তিনি সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী হন।) মুসলিম শরীফের হাদীসে এরশাদ হয়েছে (হুযূর এরশাদ ফরমায়েছেন-) أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلَائِقِ كَافَّةً (অর্থাৎ: আমি সমস্ত সৃষ্টির প্রতিই প্রেরিত হয়েছি।)

তাঁরই মাধ্যমে নবূয়তের ধারা সমাপ্ত হয়েছে। ক্বোরআন করীমে তাঁকে (দঃ) 'খাতামুন্নবীয়্যীন' (শেষ নবী) বলে এরশাদ হয়েছে। হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে, (হুযূর এরশাদ ফরমান,) خُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ (অর্থাৎ: আমার মাধ্যমে নবীগণের আগমনের ধারা শেষ হয়েছে)।

সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সমুজ্জ্বল মু'জিযাসমূহের দিক দিয়ে তাঁকে সমস্ত নবী (আলায়হিমুস সালাম)-এর উপর শ্রেষ্ঠ করা হয়েছে।

তাঁর (দঃ) উম্মতগণকে সমস্ত উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করা হয়েছে।

'শাফা'আত-ই কুব্‌রা' (বা বৃহত্তম সুপারিশ)-এর মর্যাদা তাঁকেই দান করা হয়েছে।

মি'রাজরূপী বিশেষ নৈকট্য তিনিই লাভ করেছেন।

জ্ঞান ও আমলগত পূর্ণতাসমূহের মধ্যে তাঁকে সবার সেরা করেছেন।

এতদ্ব্যতীত, অসীম গুণাবলী তাঁকে দান করা হয়েছে। (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।) (মাদারিক, জুমাল, খাযিন ও বায়যাভী ইত্যাদি)

টীকা-৫১৭. যেমন, মৃতকে জীবিত করা, পীড়িতদের আরোগ্য দান করা, মাটি দ্বারা পাখী তৈরী করা এবং অদৃশ্য বস্তুর সংবাদ দেয়া ইত্যাদি।

টীকা-৫১৮. অর্থাৎ হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম দ্বারা, যিনি সর্বদা তাঁর সাথে থাকতেন।

টীকা-৫১৯. অর্থাৎ নবীগণের মু'জিযাসমূহ।

www.sunnibarta.com

টীকা-৫২০. অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর উম্মতগণও ঈমান ও কুফরের ক্ষেত্রে পরস্পর মতভিন্ন থেকে যায়। সমস্ত উম্মত অনুগত হয়নি।

টীকা-৫২১. তাঁর রাজ্যে তাঁরই ইচ্ছার পরিপন্থী কিছু হতে পারে না এবং এটাই খোদার শান।

টীকা-৫২২. কেননা, তারা পার্থিব জীবনে প্রয়োজনের দিন অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিনের জন্য কিছুই করেনি।

টীকা-৫২৩. এতে আল্লাহ তা'আলার উলূহিয়্যাত এবং তাঁরই একত্বের বিবরণ রয়েছে। এ আয়াতকে 'আয়াতুল কুরসী' বলা হয়। হাদীসসমূহে এর বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

টীকা-৫২৪. অর্থাৎ চিরঞ্জীব (واجب الوجود) এবং বিশ্ব-সৃষ্টিকর্তা ও তত্ত্বাবধানকারী।

টীকা-৫২৫. কেননা, এটা ত্রুটি। আর তিনি ত্রুটি ও দোষ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

টীকা-৫২৬. এর মধ্যে তাঁর মালিকানা, তাঁরই নির্দেশ কার্যকর হওয়া এবং তাঁরই ক্ষমতা প্রয়োগের বিবরণ রয়েছে। আর অতীব সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে 'শির্ক'-এর খণ্ডন রয়েছে (এভাবে) যে, যখন সারা জাহান তাঁর মালিকানাধীন, তখন শরীক কে হতে পারে? মুশ্‌রিকগণ হয়ত নক্ষত্ররাজির উপাসনা করে, যেগুলো আস্‌মানসমূহে রয়েছে; নতুবা সমুদ্রসমূহ, পর্বতমালা, পাথরসমূহ, বৃক্ষরাজি, জীব-জন্তু এবং আগুন ইত্যাদির (পূজা করে), যেগুলো পৃথিবী-পৃষ্ঠেই রয়েছে। যখন আসমান ও যমীনের প্রত্যেকটা বস্তু আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন, তখন এগুলো কিভাবে উপাসনার উপযোগী হতে পারে?

টীকা-৫২৭. এ'তে মুশরিকদের খণ্ডন রয়েছে, যাদের ধারণা ছিলো যে, বোত (মূর্তি) সুপারিশ করবে। তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে যে, কাফিরদের জন্য সুপারিশ নেই। আল্লাহ্‌র সম্মুখে অনুমতিপ্রাপ্তগণ ব্যতীত কেউ সুপারিশ করতে পারবেনা।

আর অনুমতিপ্রাপ্তগণ হলেন- নবীগণ, ফিরিশ্‌তাগণ (আলায়হিমুস্ সালাম) এবং মু'মিনগণ।

টীকা-৫২৮. অর্থাৎ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অথবা পার্থিব ও পরকালীন বিষয়াদি।

টীকা-৫২৯. এবং যাঁদেরকে তিনি অবগত করেন তাঁরা হলেন নবী ও রসূলগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)। তাঁদেরকে 'গায়ব' সম্পর্কে অবগত করা তাঁদের নবূয়তেরই প্রমাণ। অন্য আয়াতে এরশাদ করেন- وَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ - অর্থাৎ: তিনি (আল্লাহ) আপন অদৃশ্য বিষয়কে কারো নিকট প্রকাশ করেন না, কিন্তু রসূলের মধ্যে যাঁকে তিনি পছন্দ করেন। (খাযিন)

وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۪ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿۲۵۳﴾

কিন্তু তাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে কেউ ঈমানের উপর রইলো এবং কেউ কাফির হয়ে গেলো (৫২০); আর আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তারা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতোনা; কিন্তু আল্লাহ্ যা চান করে থাকেন (৫২১)।

রুকূ' - চৌত্রিশ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۵۴﴾

২৫৪. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌র পথে আমার প্রদত্ত (সম্পদ) থেকে ব্যয় করো সেই দিন আসার পূর্বে, যার মধ্যে না কোন বেচাকেনা থাকবে, না কাফিরদের জন্য বন্ধুত্ব এবং না শাফা'আত; এবং কাফিরগণ নিজেরাই অত্যাচারী (৫২২)।

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿۲۵۵﴾

২৫৫. আল্লাহ্ হন, যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই (৫২৩)। তিনি নিজেই জীবিত এবং অন্যান্যদের তত্ত্বাবধায়ক (৫২৪)। তাঁকে না তন্দ্রা স্পর্শ করে, না নিদ্রা (৫২৫)। তাঁরই, যা কিছু আস্‌মানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে (৫২৬)। সে কে, যে তাঁর সম্মুখে সুপারিশ করবে, তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে (৫২৭)? (তিনি) জানেন যা কিছু তাদের সম্মুখে রয়েছে এবং যা কিছু তাদের পেছনে (৫২৮)। আর তারা পায়না তাঁর জ্ঞান থেকে, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন (৫২৯)। তাঁর 'কুরসী' আসমানসমূহ ও যমীন ব্যাপী (৫৩০) এবং তাঁর জন্য ভারী নয় এ গুলোর রক্ষণাবেক্ষণ। তিনিই উচ্চ, মহা মর্যাদাসম্পন্ন (৫৩১)।

টীকা-৫৩০. এ'তে তাঁর মহত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। আর 'কুরসী' দ্বারা হয়ত তাঁর জ্ঞান ও কুদরত বুঝানো হয়েছে অথবা 'আরশ' অথবা সেটাই যা আরশের নীচে ও সপ্ত আকাশের উপরে অবস্থিত। আর এটাও হতে পারে যে, এটা হচ্ছে- যা 'ফালাকুল বুরূজ' (নভোঃমণ্ডল) নামে প্রসিদ্ধ।

টীকা-৫৩১. এ'তে আয়াতের মধ্যে 'ইলাহিয়্যাত' বা 'খোদাতাত্ত্বিক জ্ঞান'-এর উচ্চ পর্যায়ের বিষয়াদির বিবরণ রয়েছে এবং এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা বিরাজমান, ইলাহিয়্যাতে একক, চিরঞ্জীব, আপন সত্তা ব্যতীত অন্য সব কিছুরই স্রষ্টা। বিশেষ স্থান জুড়ে থাকা এবং কোন কিছুর মধ্যে

www.sunnibarta.com

প্রবেশ করা থেকে পবিত্র এবং পরিবর্তন ও ক্ষয়প্রাপ্তি থেকে মুক্ত। না কেউ তাঁর সাথে সাদৃশ্যময়, না সৃষ্টির কোন পরিবর্তনশীল অবস্থা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে। জড়-জগত ও ফিরিশ্‌তা-জগতের মালিক, মূল ও শাখা-প্রশাখার অস্তিত্বদাতা, কঠোরভাবে পাকড়াওকারী, যাঁর সামনে অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যতীত কেউ শাফা'আতের জন্য ওষ্ঠ নড়াতে পারেনা। সমস্ত বস্তু সম্পর্কে অবহিত- প্রকাশ্যেরও, অপ্রকাশ্যেরও; সামগ্রিকেরও, আংশিকেরও। তাঁর রাজ্য ও শক্তি ব্যাপক। কারো উপলব্ধি, কল্পনা এবং অনুধাবনের বহু উর্দ্ধে।

টীকা-৫৩২. আল্লাহ্‌র গুণাবলীর পর لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ (দ্বীনের মধ্যে কোন জোর-জবরদস্তী নেই) এরশাদ করার মধ্যে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, এখন একজন বিবেকবান লোকের জন্য সত্যকে গ্রহণ করে নেয়ার বেলায় চিন্তা-ভাবনা করার কোন কারণ বাকী থাকেনি।

টীকা-৫৩৩. এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কাফিরদের জন্য সর্বপ্রথম তাদের 'কুফর' থেকে তাওবা ও সেটার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা অপরিহার্য। এর পর ঈমান আনলে তা বিশুদ্ধ হয়।

২৫৬. কোন জোর জবরদস্তী নেই (৫৩২) ধর্মের মধ্যে; নিশ্চয় খুবই স্পষ্ট হয়েছে সত্য পথ ভ্রান্তি থেকে। সুতরাং যে শয়তানকে অমান্য করে এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে (৫৩৩), সে এমন এক মজবুত গ্রন্থি ধারণ করেছে, যা কখনো খোলার নয়; এবং আল্লাহ্ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

২৫৭. আল্লাহ্ অভিভাবক মুসলমানদের, তাদেরকে অন্ধকার রাশি থেকে (৫৩৪) আলোর দিকে বের করে আনেন এবং কাফিরদের সাহায্যকারী হচ্ছে শয়তান। তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকার রাশির দিকে বের করে নিয়ে যায়। এরাই দোযখবাসী। এদেরকে সেখানে স্থায়ীভাবে থাকতে হবে।

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥٦﴾
اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ۗ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥٧﴾

রুকূ' - পঁয়ত্রিশ

২৫৮. হে মাহবূব! আপনি কি দেখেন নি তাকে, যে ইব্রাহীমের সাথে বিতর্ক করেছিলো তাঁর প্রতিপালক সম্বন্ধে, এর উপর (৫৩৫) যে, আল্লাহ্ তাকে বাদশাহী দিয়েছেন (৫৩৬)? যখন ইব্রাহীম বললো, 'আমার প্রতিপালক তিনিই, যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান (৫৩৭)।' সে বললো, 'আমিও জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই (৫৩৮)।'

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِىْ رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ۘ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۙ قَالَ اَنَا اُحْىٖ وَاُمِيْتُ ۭ

টীকা-৫৩৪. 'কুফর' ও 'গোমরাহী' থেকে 'ঈমান' ও 'হিদায়ত'-এর আলোকে

টীকা-৫৩৫. দম্ভ ও অহংকারবশতঃ।

টীকা-৫৩৬. এবং সমগ্র পৃথিবীর সালতানাত দান করেছেন। এজন্য সে কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য প্রকাশ করার পরিবর্তে অহংকার ও দম্ভ প্রকাশ করলো এবং প্রতিপালক হবার দাবী করতে লাগলো। তার নাম ছিলো-নমরূদ ইবনে কিন্‌'আন। সর্বপ্রথম সে-ই মাথায় মুকুট পরিধানকারী ছিলো। হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম তাকে খোদার ইবাদতের দিকে আহ্বান করলেন, হয়ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবার পূর্বে কিংবা তারপর। তখন সে বলতে লাগলো, "তোমার প্রতিপালক কে, যার প্রতি তুমি আমাদেরকে আহ্বান করছো?"

টীকা-৫৩৭. অর্থাৎ দেহসমূহের মধ্যে মৃত্যু ও প্রাণ সৃষ্টি করেন।
খোদাকে চিনেনা এমন একজন লোকের জন্য এটা একটা উৎকৃষ্টতম পথ-নির্দেশনা ছিলো এবং এতে বলা হয়েছিলো যে, স্বয়ং তোমার জীবনই তাঁর অস্তিত্বের পক্ষে সাক্ষী। কারণ, তুমি এক ফোঁটা প্রাণহীন বীর্য ছিলে। যিনি সেটাকে মানুষের আকৃতি দিয়েছেন এবং জীবন দান করেছেন, তিনিই মহান প্রতিপালক। আর জীবন ধারণের পর পুনরায় জীবিত দেহসমূহে যিনি মৃত্যু ঘটান, তিনিই পরওয়ারদিগার। তাঁর কুদরতের সাক্ষ্য খোদ্ তোমার নিজের মৃত্যু ও জীবনের মধ্যেই রয়েছে। তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যাওয়া পূর্ণ মূর্খতা, নির্বুদ্ধিতা ও চূড়ান্ত দুর্ভাগ্যই।

এই প্রমাণ এমনই মজবুত ছিলো যে, সেটার জবাব নমরূদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি এবং সমবেত জনতার সম্মুখে তাকে লা-জওয়াব ও লজ্জিত হতে হবে ভেবে সে তর্কের বক্র পথকেই বেছে নিলো।

টীকা-৫৩৮. নমরূদ দু'জন লোককে হাযির করলো। তাদের একজনকে হত্যা করলো আর অপর জনকে ছেড়ে দিলো এবং বলতে লাগলো, "আমিও জীবিত রাখি ও মৃত্যু ঘটাই।" অর্থাৎ কাউকে গ্রেফতার করে ছেড়ে দেয়া তাকে জীবন দান করা! এটা তার চরম নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ উক্তি ছিলো। কোথায় কতল করা ও ছেড়ে দেয়া আর কোথায় মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করা! নিহত ব্যক্তিকে জীবন দান করতে অক্ষম থাকা এবং এর স্থলে জীবিত ব্যক্তিকে ছেড়ে দেয়াকে জীবন দান করা বলে আখ্যায়িত করাই তার লাঞ্ছনার জন্য যথেষ্ট ছিলো। বিবেকবানদের নিকট তা থেকেই একথা সুস্পষ্ট হলো যে, হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) যে প্রমাণ দাঁড় করেছেন সেটাই অকাট্য। সেটার খণ্ডন করা মোটেই সম্ভবপর নয়।

কিন্তু যেহেতু নমরূদের জবাবের মধ্যে দাবীর আভাষ পাওয়া যায়, সেহেতু হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম সেটার উপর তাকে তর্কযোদ্ধা সুলভ পাকড়াও করে বললেন, "মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করা তো তোমার ক্ষমতাভূক্ত নয়। হে রাবূবিয়াতের মিথ্যা দাবীদার! তুমি তদপেক্ষা সহজ কাজটা করে দেখাও, যা

www.sunnibarta.com

হচ্ছে একটা গতিময় দেহের গতিরই পরিবর্তন করা মাত্র।"

টীকা-৫৩৯. এটাও করতে পারোনি। কাজেই, রাবূবিয়াতের দাবীই বা কোন্ মুখে করছো?

মাস্আলাঃ এ আয়াত দ্বারা 'ইলমে কালাম' ★ (কালাম-শাস্ত্র)-এ 'মুনাযারাহ্' (তর্কযুদ্ধ) করার পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়।

টীকা-৫৪০. অধিকাংশের মতানুসারে, এ ঘটনা হযরত ওযায়র আলায়হিস্ সালামেরই। আর 'জনপদ' দ্বারা 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' বুঝানো হয়েছে।

যখন 'বোখ্তে নাস্র' বাদশাহ বায়তুল মুক্বাদ্দাসকে ধ্বংস করলো আর বনী ইস্রাঈলকে হত্যা করলো, গ্রেফতার করলো এবং ধ্বংস করে ফেললো, অতঃপর হযরত ওযায়র আলায়হিস্ সালাম সেখানে উপনীত হলেন। তখন তাঁর সাথে ছিলো এক পাত্র খেজুর ও এক পেয়ালা আঙ্গুরের রস।

তিনি একটা গাধার পিঠে সাওয়ার ছিলেন। সমগ্র জনপদ ঘুরে ফিরে দেখলেন, কোন মানুষ-জনের দেখা পেলেন না। বস্তির ইমারতসমূহ ধ্বংসস্তুপে পরিণত দেখলেন। সুতরাং তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, اَنّٰى يُحْيٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا (অর্থাৎ আল্লাহ্ কীভাবে এ বস্তিকে সেটার মৃত্যুর পর জীবিত করবেন!)

অতঃপর তিনি তাঁর আরোহণের গাধাটা সেখানে বেঁধে রাখলেন এবং বিশ্রামরত হলেন। এমতাবস্থায় তাঁর রূহ কব্জ করে নেয়া হলো আর গাধাটাও মরে গেলো। এটা সকাল বেলার ঘটনা। এর সত্তর বছর পর আল্লাহ তা'আলা পারস্যের বাদশাহ্দের মধ্য থেকে একজন বাদশাহ্কে বিজয় দান করলেন। তিনি তাঁর সৈন্যদল নিয়ে 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' পৌঁছলেন এবং সেটাকে পূর্বাপেক্ষাও উত্তমরূপে আবাদ করলেন আর বনী ইস্রাঈলের যেসব লোক বেঁচে ছিলো আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পুনরায় সেখানে নিয়ে এলেন। তারা বায়তুল মুক্বাদ্দাস ও সেটার চতুষ্পার্শ্বে তাদের বসতি স্থাপন করলো এবং তাদের সংখ্যাও বাড়তে লাগলো।

সে যুগে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ওযায়র আলায়হিস্ সালামকে দুনিয়াবাসীদের চোখের অন্তরালে রাখলেন। কেউই তাঁকে দেখতে পায়নি। যখন তাঁর ওফাতের পর একশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেলো তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জীবিত করলেন। প্রথমে চক্ষুদ্বয়ে প্রাণ আসলো। তখনো সারা শরীর প্রাণহীন ছিলো। তাও তাঁর চোখের সামনে জীবন্ত করা হলো। এ ঘটনা অপরাহ্নে সূর্যাস্তের পূর্বক্ষণেই সংঘটিত হলো।

ইব্রাহীম বললো, 'অতঃপর আল্লাহ্ সূর্য উদিত করেন পূর্ব দিক থেকে, তুমি সেটাকে পশ্চিম দিক থেকে নিয়ে এসো (৫৩৯)! অতঃপর হতবুদ্ধি হয়ে গেলো কাফির এবং আল্লাহ্ সৎপথ দেখান না অত্যাচারীদেরকে।

২৫৯. অথবা, ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে অতিক্রম করলো একটা জনপদের উপর দিয়ে (৫৪০)

قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

اَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করলেন, "তুমি এখানে কতদিন অবস্থান করলে?" তিনি অনুমান করে আরয করলেন, "একদিন অথবা কিছু কম।' তাঁর মনে হলো যে, সেটা ঐ দিনেরই বিকেল বেলা, যেদিন সকালে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এরশাদ করলেন, "বরং তুমি শত বছর অবস্থান করেছো। আপন খাদ্য ও পানীয় অর্থাৎ খেজুর ও আঙ্গুর-রসের প্রতি লক্ষ্য করো; তা অবিকৃতই রয়েছে। তাতে দুর্গন্ধ পর্যন্ত আসেনি। আর নিজ গাধার প্রতি দেখো।" দেখলেন, সেটা ছিলো মৃত গলিত। দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গও বিক্ষিপ্ত ছিলো। অস্থিগুলোর শুভ্রতা চমকাচ্ছিলো। তাঁরই চোখের সামনে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো একত্রিত হলো। সেগুলো আপন আপন স্থানে এসে জড়ো হলো। অস্থিগুলোর উপর মাংস ভরে উঠলো। মাংসের উপর চামড়া আসলো, লোম গজালো। অতঃপর তাতে রূহ ফুঁকলো। সেটা উঠে দাঁড়ালো এবং ডাক হাঁকতে আরম্ভ করলো।

তিনি (হযরত ওযায়র) আল্লাহ তা'আলার কুদরত প্রত্যক্ষ করলেন আর বললেন, "আমি খুব ভালভাবেই জানি যে, আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছু করতে পারেন।" অতঃপর তিনি ঐ সাওয়ারীর উপর আরোহণ করে আপন মহল্লায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন। পবিত্র মাথার চুল ও দাড়ি মুবারক সাদা ছিলো। বয়স ছিলো ঐ চল্লিশ বছর। কেউ তাঁকে চিনতে পারলোনা। তিনি অনুমান করে আপন বাসস্থানে পৌঁছলেন। সেখানে একজন দুর্বল বৃদ্ধা দেখতে পেলেন, তার পা গুলো অকেজো ছিলো। সে দৃষ্টি শক্তিও হারিয়ে ফেলেছিলো। সে তাঁর ঘরের দাসী ছিলো। তাঁকে সে দেখেছিলো।

তিনি তাকে (বৃদ্ধা) বললেন, "এটা কি ওযায়রের বাসস্থান?" সে বললো, "হাঁ।" তিনি বললেন, "ওযায়র কোথায়?" বললো, "তিনি নেই, হারিয়ে গেছেন আজ একশ বছর গত হয়েছে।" একথা বলে সে খুব কান্নাকাটি করলো। তিনি বললেন, "আমি ওযায়র।" সে বললো, "সুব্হানাল্লাহ! তা কীভাবে হতে পারে?" তিনি বললেন, "আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে একশ বছর মৃতাবস্থায় রেখেছেন অতঃপর পূনর্জীবিত করেছেন।" সে বললো, "'হযরত ওযায়র 'মুস্তাজাবুদ্দাওয়াত' ছিলেন। তিনি যা দো'আ করতেন, আল্লাহ্র দরবারে তা কবূল হতো। আপনিও দো'আ করুন যেন আমি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে পাই, যা'তে আমি আপন চোখেই আপনাকে দেখতে পারি।" তিনি দো'আ করলেন। সে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে পেলো। তিনি তার হাত ধরে বললেন, "উঠ্! আল্লাহর নির্দেশে।" একথা বলতেই তার বিকল পা-দু'টি সুস্থ হয়ে গেলো। সে তাঁকে দেখতেই চিনতে পারলো আর বললো, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি নিঃসন্দেহে ওযায়র।"

সে তাঁকে বনী ইস্রাঈলের মহল্লায় নিয়ে গেলো। সেখানে এক মজলিসে তাঁর সন্তান উপস্থিত ছিলেন; যাঁর বয়স একশ আঠার বছর ছিলো। তাঁর পৌত্ররাও

★ 'ইলমে কালাম' এর সংজ্ঞাঃ ইউনানী তর্ক শাস্ত্রের পরিবর্তে মুসলিম মনীষীগণ তার মুকাবিলায় ক্বোরআন, হাদীস ও ইজমা ভিত্তিক যে যুক্তি শাস্ত্রের প্রবর্তন করেন সেটার নামই 'ইলমুল কালাম।'

www.sunnibarta.com

ছিলো, যারা বার্দ্ধক্যে পৌঁছেছিলো। বৃদ্ধা মজলিসে আহ্বান করে বললো, "ইনি হযরত ওযায়র তাশরীফ এনেছেন।" মজলিসে উপস্থিত লোকজন অস্বীকার করলো। সে (বৃদ্ধা) বললো, "আমাকে দেখো! তাঁরই দো'আয় আমি (সুস্থ হয়ে) এমতাবস্থায় এসেছি।"

লোকেরা উঠে তাঁর নিকট এলো। তাঁর সন্তান বললেন, "আমার সম্মানিত পিতার দু'স্কন্ধের মধ্যভাগে কালো চুলের একটা 'চন্দ্রাকৃতি' শোভা পেতো।" শরীর মুবারক খুলে দেখানো হলো। তখন সেটা পাওয়া গেলো।

সেই যুগে তাওরীতের কোন কপি ছিলোনা। সেটার জ্ঞানসম্পন্ন তখন কেউ মওজুদ ছিলোনা। তিনি সমগ্র তাওরীত মুখস্ত পড়ে শুনালেন। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠলো, "আমি আমার পিতার নিকট জানতে পেরেছি যে, 'বোখ্তে নাস্র'-এর যুলুম-অত্যাচারের পর গ্রেফতারীর যুগে আমার দাদা তাওরীত একস্থানে দাফন করেছিলেন। সেটার ঠিকানা আমার জানা আছে। ঐ স্থানে তালাশ করার পর তাওরীতের ঐ দাফনকৃত কপি উদ্ধার করা হলো। আর হযরত ওযায়র (আলায়হিস্ সালাম) আপন স্মৃতির সাহায্যে যেই তাওরীত লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন সেটার সাথে মিলিয়ে দেখা হলো। উভয়ের মধ্যে একটা অক্ষরেরও পার্থক্য ছিলোনা। (জুমাল)

এবং তা ভেঙ্গে পড়েছিলো সেগুলোর ছাদসমূহের উপর (৫৪১)। বললো, 'সেটাকে কীভাবে জীবিত করবেন আল্লাহ্ সেটার মৃত্যুর পর?' অতঃপর আল্লাহ্ তাঁকে মৃত রাখলেন একশ বছর। তারপর পূনর্জীবিত করে দিলেন। বললেন, 'তুমি এখানে কতোকাল অবস্থান করলে?' আরয করলো, 'সম্ভবতঃ পূর্ণ দিন অথবা কিছু কম।' তিনি বললেন, 'না, তোমার উপর একশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং আপন খাদ্য-পানীয়ের প্রতি দেখো, এখনো পর্যন্ত দুর্গন্ধময় হয়নি; এবং আপন গাধার প্রতি তাকাও (যে, সেটার অস্থিগুলো পর্যন্ত সঠিক অবস্থায় থাকেনি!) এবং এটা এজন্য যে, আমি তোমাকে মানুষের জন্য নিদর্শন করবো; এবং ঐ অস্থিগুলোর প্রতি দেখো, কিভাবে সেগুলোর উত্থান প্রদান করি, অতঃপর সেগুলোকে মাংসাবৃত করি।' যখন এ ঘটনা তাঁর নিকট সুস্পষ্ট হয়ে গেলো, (তখন) বললেন, 'আমি খুব ভালভাবে জানি যে, আল্লাহ্ সবকিছু করতে পারেন।'

وَّهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ۚ قَالَ
اَنّٰى يُحْيٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ
فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ
بَعَثَهٗ ؕ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ؕ قَالَ
لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ
قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ
اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ
وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ
اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ
كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا
لَحْمًا ؕ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ ۙ قَالَ
اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ ۝

২৬০. এবং যখন আরয করলো ইব্রাহীম (৫৪২), 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখিয়ে দাও, তুমি কিভাবে মৃতকে জীবিত করবে।' এরশাদ করলেন, 'তোমার কি নিশ্চিত বিশ্বাস নেই (৫৪৩)?' আরয করলো, 'নিশ্চিত বিশ্বাস কেন থাকবেনা! কিন্তু আমি এই চাই যে, আমার অন্তরে প্রশান্তি এসে যাক (৫৪৪)।'

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ
تُحْيِ الْمَوْتٰى ؕ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ؕ
قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ ؕ

টীকা-৫৪১. অর্থাৎ প্রথমে ছাদসমূহ পতিত হলো, অতঃপর সেগুলোর উপর দেয়ালসমূহ ধ্বসে পড়লো।

টীকা-৫৪২. মুফাস্সিরগণ লিখেছেন যে, সমুদ্রের নিকটে একটা লোক মৃতাবস্থায় পড়ে ছিলো। জোয়ার ভাটায় সমুদ্রের পানি উঠানামা করছিলো। পানি যখন ফুলে উঠতো তখন মৎস্যগুলো ঐ লাশের মাংস খেতো। আর ভাটা পড়লে অরণ্যের পশুরা ভক্ষণ করতো। পশুগুলো চলে গেলে পক্ষীরা এসে খেতো। হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) তা প্রত্যক্ষ করলেন। তখন তাঁর মনে এ আকাংখা জন্মালো যে, তিনি দেখবেন, মৃতকে কিভাবে জীবিত করা হয়।

তিনি আল্লাহ্র দরবারে আরয করলেন, "হে প্রতিপালক! আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আছে যে, তুমি মৃতদেরকে জীবিত করবে এবং তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সামুদ্রিক প্রাণী ও অরণ্যের পশুর পেট এবং পক্ষীর উদরসমূহ থেকে একত্রিত করবে। কিন্তু আমি এ আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখার আরজু রাখি।"

মুফাসসিরগণের একটা অভিমত এটাও যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামকে আপন 'খলীল' (ঘনিষ্ট বন্ধু) পদে অধিষ্ঠিত করলেন, তখন 'মালাকুল মওত' (হযরত আয্রাঈল আলায়হিস সালাম) রব্বুল ইয্যাত আল্লাহ্র অনুমতি নিয়ে তাঁকে এ সুসংবাদ দিতে এলেন। তিনি সুসংবাদ শুনে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করলেন আর মালাকুল মওতকে বললেন, "এ খলীল হবার চিহ্ন কি?" তিনি আরয করলেন, "তা হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলা আপনার দো'আ কবূল করবেন, আপনার প্রার্থনাক্রমে মৃতকে জীবিত করবেন।" তখন তিনি এ প্রার্থনা করেছিলেন। (খাযিন)

টীকা-৫৪৩. আল্লাহ তা'আলা দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালামের পূর্ণ ঈমান ও ইয়াক্বীন সম্পর্কে তিনি জানেন। এতদ্সত্ত্বেও 'তোমার কি এ'তে পূর্ণ বিশ্বাস নেই' বলে প্রশ্ন করা এ জন্য যে, শ্রোতাগণ প্রশ্নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হয়ে যাবে। আর তারা জেনে নেবে যে, এ প্রশ্নটা কোন সন্দেহের ভিত্তিতে ছিলোনা। (বায়যাভী ও জুমাল ইত্যাদি)

টীকা-৫৪৪. এবং অপেক্ষাজনিত অস্থিরতা দূরীভূত হোক। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা) বলেন, অর্থ হলো, এ চিহ্ন দ্বারা আমার অন্তর প্রশান্ত হোক যে, তুমি আমাকে 'খলীল' পদে উন্নীত করেছো!

www.sunnibarta.com

টীকা-৫৪৫. যাতে ভাল মতে পরিচয় হয়ে যায়।

টীকা-৫৪৬. হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম চারটা পাখী নিলেন- ময়ূর, মোরগ, কবুতর ও কাক। সেগুলোকে আল্লাহ্‌র নির্দেশে যবেহ করলেন। সেগুলোর পালকগুলো উপড়ে ফেললেন। আর 'ক্বীমা' বানিয়ে সেগুলোর দেহাংশগুলো পরস্পর মিশ্রিত করে নিলেন। অতঃপর এ মিশ্রিত অঙ্গগুলো কয়েকাংশে বিভক্ত করলেন। একেক অংশ একেকটা পর্বতে রাখলেন। কিন্তু সবকটির মাথা নিজের নিকট সংরক্ষিত রাখলেন। অতঃপর বললেন, "চলে এসো! আল্লাহ্‌র নির্দেশে।" এটা বলতেই অংশগুলো উড়লো এবং প্রত্যেক পাখীর অংশগুলো পৃথক পৃথক হয়ে আপন আপন বিন্যাসে একত্রিত হলো; আর পাখীগুলো পায়ের উপর ভর করে দৌড়াতে দৌড়াতে হাযির হলো এবং আপন আপন মস্তকের সাথে মিলিত হয়ে অবিকল পূর্বের ন্যায় পূর্ণাঙ্গ হয়ে উড়ে গেলো। সুব্‌হানাল্লাহ্!

টীকা-৫৪৭. চাই ব্যয় করা ওয়াজিব হোক, কিংবা নফল; পূণ্যের সমস্ত দরজাকেই শামিল করে- চাই কোন শিক্ষার্থীকে কিতাব খরিদ করে দেয়া হোক, কিংবা কোন চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করা হোক, অথবা মৃতদের রূহে সাওয়াব পৌঁছানোর জন্য তৃতীয়, দশম, বিংশতিতম ও চল্লিশতম দিবসের ফাতিহাখানির পন্থায় মিস্‌কীনদেরকে খানা খাওয়ানো হোক।

টীকা-৫৪৮. উৎপাদনকারী হচ্ছেন, বাস্তবিকপক্ষে, আল্লাহ্ তা'আলাই। শস্য-বীজের প্রতি এর সম্পর্ক রূপকভাবে।

মাস্‌আলাঃ এ থেকে জানা যায় যে, রূপক সম্পর্ক জায়েয বা বৈধ, যখন সম্পর্ক রচনাকারী আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকেও ক্ষমতা প্রয়োগে (খোদার ন্যায়) স্বাধীন বলে বিশ্বাস না করে থাকে। এ জন্য এটা বলা জায়েয যে, এ ঔষধটা উপকারী, এটা অপকারী, এটা ব্যথা অপসারণকারী, মাতাপিতা লালন-পালন করেছেন, আলেম পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করেছেন, বুযর্গগণ প্রয়োজন মিটিয়েছেন ইত্যাদি। সবটিতে সম্পর্ক রূপক। আর মুসলমানদের বিশ্বাসে প্রকৃত কর্তা শুধু আল্লাহ্‌ই; অন্য সবটিই মাধ্যম মাত্র।

টীকা-৫৪৯. সুতরাং একটা শস্য বীজ থেকে সাতশ শস্য কণা হয়ে গেলো। অনুরূপভাবে, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করলে তার প্রতিদান সাতশ গুণ হয়ে যায়।

টীকা-৫৫০. শানে নুযূলঃ এ আয়াত হযরত ওসমান গণী ও হযরত আবদুর রহমান ইব্‌নে 'আওফ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাবূক যুদ্ধের সময় মুসলিম সৈন্যবাহিনীর জন্য এক হাজার উট সামগ্রী সহকারে দান করেন এবং হযরত আবদুর রহমান ইব্‌নে 'আওফ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) চার হাজার দিরহাম সাদক্বাহ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির করলেন আর আরয করলেন- "আমার নিকট সর্বমোট আট হাজার দিরহাম ছিলো। এর অর্ধেক আমার নিজের ও নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য রেখেছি এবং বাকী অর্ধেক আল্লাহ্‌র রাস্তায় হাযির করলাম।" বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "যা তুমি দিয়েছো এবং যা তুমি রেখেছো আল্লাহ্ তা'আলা উভয়ের মধ্যে বরকত দান করুন!"

টীকা-৫৫১. খোঁটা দেয়াতো এটাই যে, দেয়ার পর অন্যান্যদের সামনে প্রকাশ করা- 'আমি তোমার প্রতি এমন এমন দয়া করেছি।' আর সেটাকে ম্লান করে ফেলা এবং 'ক্লেশ দেয়া' হলো তাকে- এই বলে লজ্জা দেয়া-' তুমি গরীব ছিলে, রিক্ত হস্ত ছিলে, অক্ষম ছিলে, অকেজো ছিলে; আমি তোমার খবরাখবর নিয়েছি।' কিংবা অন্যভাবে চাপ সৃষ্টি করা। এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

টীকা-৫৫২. অর্থাৎ যদি ভিক্ষুককে কিছু না দেয়া হয় তবে তার সাথে ভালো কথা বলা এবং মিষ্ট ভাষায় জবাব দেয়া, যাতে সে অসন্তুষ্ট না হয়। আর যদি সে বারবার ভিক্ষা চাইতে থাকে কিংবা কিছু মন্দও বলে ফেলে তবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া।

قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾

এরশাদ করলেন, 'তবে আচ্ছা! চারটা পাখী নিয়ে তোমার সাথে নেড়েচেড়ে নাও (৫৪৫)। অতঃপর সেগুলোর একেক খণ্ড প্রতিটি পাহাড়ের উপর রেখে দাও, অতঃপর সেগুলোকে আহ্বান করো, সেগুলো তোমার নিকট চলে আসবে নিজ পায়ে দৌড়াতে দৌড়াতে (৫৪৬); এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

রুকূ' - ছয়ত্রিশ

مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

২৬১. তাদের উপমা, যারা আপন সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে (৫৪৭) সেই শস্য-বীজের ন্যায়, যা উৎপাদন করে সাতটা শীষ (৫৪৮)। প্রত্যেক শীষে একশ শস্যকণা (৫৪৯); এবং আল্লাহ্ তা থেকেও অধিক বৃদ্ধি করেন যার জন্য চান। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, জ্ঞানময়।

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

২৬২. ঐসব লোক, যারা স্বীয় সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে (৫৫০), অতঃপর ব্যয় করার পর না খোঁটা দেয়, না ক্লেশ দেয় (৫৫১), তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের না আছে কোন আশংকা না আছে কিছু দুঃখ।

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ

২৬৩. ভালোকথা বলা এবং ক্ষমা করা (৫৫২) সেই সাদক্বাহ্ অপেক্ষা শ্রেয়তর,

www.sunnibarta.com

يَتْبَعُهَآ اَذًى ؕ وَاللّٰهُ غَنِىٌّ حَلِيْمٌ ﴿۲۶۳﴾

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا
صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى كَالَّذِىْ
يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا
يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ
فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ
تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ
صَلْدًا ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ
مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى
الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۶۴﴾

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ
ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا
مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۢ
بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ
اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ
فَطَلٌّ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۲۶۵﴾

اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ
جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ
تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ لَهٗ
فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۙ وَاَصَابَهُ
الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ ۖ
فَاَصَابَهَآ اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ

যার পর ক্লেশ দেয়া হয় (৫৫৩) আর আল্লাহ্ বেপরোয়া (অভাবমুক্ত), সহনশীল।

২৬৪. হে ঈমানদারগণ! আপন দানকে নিষ্ফল করে দিওনা খোঁটা দিয়ে এবং ক্লেশ দিয়ে (৫৫৪) সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে আপন ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও ক্বিয়ামত-দিবসের উপর ঈমান রাখেনা। সুতরাং তার উপমা এমনই, যেমন একটা মসৃণ পাথর যার উপর মাটি রয়েছে, এখন সেটার উপর প্রবল বারিপাত হলো, যা সেটাকে শুধু পাথর করে ছাড়লো (৫৫৫)। (তারা) আপন উপার্জন থেকে কোন জিনিষই (তাদের) আয়ত্বে পাবে না। আর আল্লাহ্ কাফিরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।

২৬৫. এবং তাদের উপমা, যারা আপন সম্পদ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির প্রত্যাশার মধ্যে ব্যয় করে এবং নিজেদের আত্মা দৃঢ় করণার্থে (৫৫৬), সেই বাগানের ন্যায়, যা কোন উচ্চ ভূমির উপর (অবস্থিত), সেটার উপর প্রবল বারিপাত হলো, এর ফলে দ্বিগুণ ফলমূল জন্মায়। অতঃপর যদি প্রবল বারিপাত না হয় তবুও শিশিরই যথেষ্ট (৫৫৭)। এবং আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম প্রত্যক্ষ করছেন (৫৫৮)।

২৬৬. তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ করবে (৫৫৯) যে, তার নিকট একটা বাগান থাকবে খেজুর ও আঙ্গুরের (৫৬০), যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, যাতে সব ধরণের ফলমূল থাকে (৫৬১) এবং সে বার্ধক্যে উপনীত হয় (৫৬২) এবং তার কর্মাক্ষম (দুর্বল) সন্তান-সন্ততি থাকে (৫৬৩), অতঃপর আপতিত হলো এর উপর এক ঘূর্ণিঝড়, যার মধ্যে ছিলো আগুন,

টীকা-৫৫৩. লজ্জা দিয়ে কিংবা উপকারের খোঁটা দিয়ে কিংবা অন্য কোনরূপ ক্লেশ পৌঁছিয়ে।

টীকা-৫৫৪. অর্থাৎ যেভাবে মুনাফিকদের উদ্দেশ্য 'আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা' হয়না; তারা আপন সম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে বিনষ্ট করে ফেলে, অনুরূপভাবে তোমরা উপকারের খোঁটা দিয়ে এবং কষ্ট দিয়ে স্বীয় দানকে নিষ্ফল করোনা।

টীকা-৫৫৫. এটা হচ্ছে লোক দেখানো মনোভাব সম্পন্ন মুনাফিকদের কর্মের উপমা যে, যেমন পাথরের উপর মাটি দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু বৃষ্টির পানিতে সব ধূয়ে গিয়ে স্রেফ পাথরই থেকে যায়, তেমনি অবস্থা মুনাফিকের কর্মেরও। কারণ, বাহ্যিকভাবে প্রত্যক্ষকারীগণ মনে করে যে, সেটা তার আমল (সৎকর্ম)। আর ক্বিয়ামত-দিবসে সেসব আমল বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, সেগুলো আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ছিলোনা।

টীকা-৫৫৬. আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করার উপর।

টীকা-৫৫৭. এটা নিষ্ঠাবান মু'মিনের আমলসমূহের একটা উদাহরণ। অর্থাৎ যেভাবে উচ্চভূমির উত্তম জমির বাগানে সর্বাবস্থায় অধিক ফলমূল জন্মায়- চাই বৃষ্টি কম হোক কিংবা বেশী; অনুরূপভাবে নিষ্ঠাবান মু'মিনের দানও আল্লাহ্র পথে ব্যয়ই- চাই কম হোক কিংবা বেশী, আল্লাহ্ তা'আলা সেটাকে বৃদ্ধি করেন।

টীকা-৫৫৮. এবং তোমাদের নিয়ত ও নিষ্ঠা সম্পর্কে অবগত।

টীকা-৫৫৯. অর্থাৎ কেউ পছন্দ করবে না। কেননা, এ কথা কোন বিবেকবানের পছন্দ করার যোগ্য নয়।

টীকা-৫৬০. যদিও এ বাগানের মধ্যে নানা ধরণের বৃক্ষ থাকে, কিন্তু খেজুর ও আঙ্গুরের উল্লেখ এজন্যই করেছেন যে, এগুলো উৎকৃষ্ট ফল।

টীকা-৫৬১. অর্থাৎ সে বাগান আনন্দদায়ক, চিত্তাকর্ষক ও উপকারী এবং উৎকৃষ্ট সম্পত্তিও।

টীকা-৫৬২. যা প্রয়োজনেরই সময় এবং মানুষ এ সময় উপার্জনের উপযোগী থাকেনা।

টীকা-৫৬৩. যারা উপার্জনের উপযোগী নয় এবং তাদের লালন-পালনের প্রয়োজন হয়। মোটকথা, সময় চরম প্রয়োজনের এবং নির্ভর শুধু বাগানের উপরই। আর বাগানও অতীব উৎকৃষ্ট।

টীকা-৫৬৪. সেই বাগানতো তখন তার কেমন চরম দুঃখ-বিষাদ, আফসোস এবং নৈরাশ্যের কারণ হবে? এ অবস্থা তারই, যে সৎ কার্যাদি তো করেছে কিন্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নয়; বরং লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং সে এ ধারণায় থাকে যে, তার নিকট পূণ্যের ভাণ্ডার রয়েছে। কিন্তু যখন চরম প্রয়োজনের সময় অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন আসবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা সে কর্মসমূহকে অগ্রাহ্য করবেন তখন তার কতোই দুঃখ ও কতো অনুশোচনা হবে!

একদিন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আন্হু সাহাবা কেরামকে বললেন, "আপনাদের জানা মতে এ আয়াত শরীফ কোন্ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে?" হযরত ইব্নে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বললেন, "এটা উদাহরণ একজন ধনশালী ব্যক্তির জন্য, যে সৎ কাজ করতে অভ্যস্ত। অতঃপর শয়তানের প্ররোচনায়

www.sunnibarta.com

পথভ্রষ্ট হয়ে আপন সব সৎকর্মকে নিষ্ফল করে ফেলে।" (মাদারিক ও খাযিন)

টীকা-৫৬৫. এবং বুঝে নাও যে, দুনিয়া ধ্বংসশীল আর শেষ পরিণতি আবশ্যম্ভাবী।

টীকা-৫৬৬. মাস্আলাঃ এ থেকে উপার্জনের বৈধতা এবং ব্যবসার পণ্য-সামগ্রীর মধ্যে যাকাৎ প্রমাণিত হয়। (খাযিন ও মাদারিক)

এটাও হতে পারে যে, আয়াত শরীফ নফল ও ফরয উভয় প্রকার সাদ্ক্বাহ্র ক্ষেত্রে ব্যাপক। (তাফসীর-ই-আহ্মদী)

টীকা-৫৬৭. চাই তা ফসল হোক কিংবা ফলমূল অথবা খনিসমূহ ইত্যাদি।

টীকা-৫৬৮. শানে নুযূলঃ কেউ কেউ নিকৃষ্ট মাল সাদ্ক্বাহ্রূপে প্রদান করতো। তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

মাস্আলাঃ 'মুসাদ্দিক্ব' অর্থাৎ: সাদ্ক্বাহ উসুলকারীর উচিৎ যেন তারা মধ্যম মানের মাল নেন– না একেবারে খারাপ, না সর্বোৎকৃষ্ট।

টীকা-৫৬৯. যে, যদি ব্যয় করো এবং সাদ্ক্বাহ দাও তবে গরীব হয়ে যাবে!

টীকা-৫৭০. অর্থাৎ কার্পণ্যের এবং যাকাত ও সাদ্ক্বাহ না দেয়ার। এ আয়াতের মধ্যে এ রহস্য রয়েছে যে, শয়তান যেন কোন মতেই কার্পণ্যের (বানোয়াট) উপকারিতা অন্তরে রেখাপাত করাতে না পারে। এ কারণে সে এটাই করে যে, ব্যয় করলে গরীব হয়ে যাবার আশংকা দেখিয়ে তাদেরকে বাধা দেয়। আজকাল যারা দান করার পথ রোধ করতে বারংবার চেষ্টা করে তারাও ঐ বাহানাই অবলম্বন করে।

টীকা-৫৭১. সাদ্ক্বাহ্ দেয়ার উপর এবং (আল্লাহ্র রাস্তায়) খরচ করার উপর।

টীকা-৫৭২. হিকমত দ্বারা হয়ত ক্বোরআন, হাদীস ও ফিক্বহের জ্ঞান বুঝানো উদ্দেশ্য কিংবা 'তাক্বওয়া' অথবা 'নবূয়ত'। (মাদারিক ও খাযিন)

টীকা-৫৭৩. ভাল কাজে কিংবা মন্দ কাজে

টীকা-৫৭৪. আনুগত্যের কিংবা অবাধ্যতার। মান্নত সাধারণের পরিভাষায়, হাদিয়া এবং উপঢৌকনকে বলা হয় এবং শরীয়তের পরিভাষায় 'মান্নত' হচ্ছে ঈপ্সিত ইবাদত ও আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন। এ কারণেই যদি কেউ পাপ কাজ করার মান্নত করে তখন তা (মান্নত) বিশুদ্ধ হয় না। মান্নত খাস আল্লাহর জন্যে হয়ে থাকে। আর এটাও বৈধ যে, মান্নত আল্লাহ্র জন্যে করবে এবং ওলীর আস্তানার ফকীর-মিসকীনদেরকে সেই মান্নতের ব্যয়স্থল সাব্যস্ত করবে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ বললো, "হে প্রতিপালক! আমি মান্নত করলাম যে, যদি তুমি আমার অমুক উদ্দেশ্য পূর্ণ করো কিংবা অমুক অসুস্থকে আরোগ্য দান করো, তবে আমি অমুক ওলীর আস্তানার ফকীর-মিসকীনদেরকে খানা খাওয়াবো কিংবা সেখানকার খাদেমদেরকে টাকা-পয়সা দেবো অথবা তাঁদের মসজিদের জন্য তেল কিংবা চাটাই হাযির করবো।" এ ধরণের মান্নত জায়েয হবে। (রদ্দুল মোহ্তার)

টীকা-৫৭৫. তিনি তোমাদেরকে তার বিনিময় দেবেন।

টীকা-৫৭৬. সাদ্ক্বাহ- চাই ফরয হোক কিংবা নফল, যখন নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্র জন্যেই দেয়া হয় এবং লোক দেখানো থেকে পবিত্র হয়, তখন চাই

فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ
لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٦٦﴾

অতঃপর তা জ্বলে গেলো। এভাবেই সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ, যাতে তোমরা ধ্যান দাও (৫৬৫)।

রুকূ' – সাঁয়ত্রিশ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا
مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ
اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ وَلَا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ
وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا
فِيْهِ ۭ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ
حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

২৬৭. হে ঈমানদারগণ! নিজেদের পবিত্র উপার্জনসমূহ থেকে কিছু দান করো (৫৬৬) এবং তা থেকে, যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপাদন করেছি (৫৬৭) আর নিছক নিকৃষ্ট বস্তুর ইচ্ছা করোনা যে, তা থেকে প্রদান করবে (৫৬৮) এবং তোমরা পেলে গ্রহণ করবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত চক্ষু বন্ধ না করো। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ বেপরোয়া, প্রশংসিত।

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ
بِالْفَحْشَاۗءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً
مِّنْهُ وَفَضْلًا ۭ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ
عَلِيْمٌ ﴿٢٦٨﴾

২৬৮. শয়তান তোমাদেরকে ভয় দেখায় (৫৬৯) দারিদ্রের এবং নির্দেশ দেয় লজ্জাহীনতার (৫৭০) এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন ক্ষমা ও অনুগ্রহের (৫৭১); আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, জ্ঞানময়।

يُّؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاۗءُ ۚ وَمَنْ
يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا
كَثِيْرًا ۭ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

২৬৯. আল্লাহ্ হিকমত প্রদান করেন (৫৭২) যাকে চান, যে ব্যক্তি হিকমত পেয়েছে সে প্রভূত কল্যাণ পেয়েছে এবং উপদেশ মানেনা কিন্তু বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরা।

وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ
نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ۭ
وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿٢٧٠﴾

২৭০. এবং তোমরা যা ব্যয় করবে (৫৭৩) কিংবা মান্নত করবে (৫৭৪) আল্লাহ্র নিকট সেটার খবর আছে (৫৭৫); এবং অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا
وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاۗءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۭ

২৭১. যদি দান প্রকাশ্যে করো তবে তা কতোই ভালো কথা, এবং যদি গোপনে অভাবগ্রস্তদেরকে দান করো তবে তা তোমাদের জন্য সবচেয়ে উত্তম (৫৭৬)।

www.sunnibarta.com

প্রকাশ্যভাবে দিক কিংবা গোপনে, উভয়ই উত্তম।

মাস্‌আলাঃ কিন্তু ফরয সাদ্‌ক্বাহ্‌ প্রকাশ্যভাবে দেয়া উত্তম এবং নফল সাদ্‌ক্বাহ গোপনে।

আর যদি নফল সাদ্‌ক্বাহ্‌দাতা অন্যান্যদেরকে দান করার প্রতি উৎসাহিত করার জন্যে প্রকাশ্যভাবে দেয় তবে এ প্রকাশ্যভাবে দেয়াও উত্তম। (মাদারিক)

টীকা-৫৭৭. আপনি সুসংবাদদাতা, ভীতি প্রদর্শনকারী ও সৎ পথে আহ্বানকারী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। আপনার ফরয (কর্তব্য) দাওয়াত বা সৎ পথে আহ্বানের উপর শেষ হয়ে যায়। এ থেকে অতিরিক্ত চেষ্টা করা আপনার উপর অপরিহার্য নয়।

শানে নুযূলঃ প্রাক-ইসলামী যুগে ইহুদীদের সাথে মুসলমানদের বিবিধ আত্মীয়তা ছিলো। এ কারণে তাঁরা তাদের সাথে আত্মীয় সুলভ আদান-প্রদান করতেন। মুসলমান হওয়ার পর ইহুদীদের সাথে লেন-দেন করা তাঁদের (মুসলমানদের) কাছে অপছন্দনীয় লাগলো এবং এ কারণে তাঁরা হাত গুটিয়ে নিতে চাইলেন যেন তাদের এ কর্মনীতির ফলে ইহুদীরা ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

টীকা-৫৭৮. কাজেই, অন্যান্যদের উপর এ দানের খোঁটা দিওনা।

وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَـٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾

এবং এতে তোমাদের কিছু পাপ মোচন হবে এবং আল্লাহ্‌ তোমাদের কার্যাদি সম্পর্কে অবহিত।

২৭২. তাদেরকে পথ প্রদান করা (হে হাবীব!) আপনার দায়িত্বে অপরিহার্য নয় (৫৭৭)। হ্যাঁ আল্লাহ্‌ পথ প্রদান করেন যাকে চান, এবং তোমরা যে উত্তম বস্তু দান করো তবে তোমাদেরই মঙ্গল (৫৭৮) এবং তোমাদের ব্যয় করা উচিত নয়, কিন্তু আল্লাহ্‌রই সন্তুষ্টি চাওয়ার উদ্দেশ্যে এবং যে সম্পদ দেবে, তোমাদেরকে পুরোপুরি (বিনিময়) দেয়া হবে, কম দেয়া হবে না।

২৭৩. সেই দরিদ্র লোকদের জন্য যারা আল্লাহ্‌র পথে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে (৫৭৯), ভূপৃষ্ঠে চলতে পারে না (৫৮০)। অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে ধনী বুঝে থাকে (যাঞ্চা করা থেকে) বিরত থাকার কারণে (৫৮১)। তুমি তাদেরকে তাদের বাহ্যিক আকৃতি দেখে চিনে নেবে (৫৮২)। (তারা) মানুষের নিকট যাঞ্চা করেনা যাতে অতি কাকুতি মিনতি করতে হয় এবং তোমরা যা দান করো আল্লাহ্‌ তা জানেন।

রুকূ' - আটত্রিশ

২৭৪. ঐসব লোক, যারা নিজেদের ধন-সম্পদ দান করে রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে (৫৮৩) তাদের জন্য তাদের পুণ্যফল রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট। তাদের না কোন আশংকা আছে, না কিছু দুঃখ।

টীকা-৫৭৯. অর্থাৎ উল্লেখিত সাদ্‌ক্বাহ্‌সমূহ, যেগুলো আয়াত- وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ -এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যয়ের সর্বোত্তম পাত্র হচ্ছে ঐসব অভাবগ্রস্ত লোক, যারা আপন আত্মাগুলোকে জিহাদ এবং আল্লাহ্‌র বন্দেগীতে নিবদ্ধ রেখেছেন।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত 'আহলে সোফ্‌ফাহ্‌'র প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। এসব হযরতের সংখ্যা চারশতের কাছাকাছি ছিলো। তাঁরা হিজরত করে মদীনা তৈয়্যেবাহ্‌য় হাযির হয়েছিলেন। না এখানে তাঁদের বাসস্থান ছিলো, না আত্মীয়-গোত্র, না এসব হযরত বিবাহ করেছিলেন। তাঁদের সম্পূর্ণ সময় আল্লাহ্‌র ইবাদতেই ব্যয় হতো- রাতের বেলায় ক্বোরআন করীম শিক্ষা করা আর দিনের বেলায় জিহাদের কাজে রত অবস্থায়। এ আয়াতে তাঁদের কতিপয় গুণের বিবরণ রয়েছে।

টীকা-৫৮০. কেননা, তাঁদের নিকট দ্বীনী কার্যাবলীর কারণে এতটুকু অবকাশ ছিলোনা যে, তাঁরা চলাফেরা করে কিছু উপার্জন করতে পারতেন।

টীকা-৫৮১. অর্থাৎ: যেহেতু তাঁরা কারো নিকট যাঞ্চা করতেন না, এ কারণে অনবহিত লোকেরা তাঁদেরকে ধনশালী মনে করে।

টীকা-৫৮২. অর্থাৎ: তাঁদের স্বভাবে ছিলো বিনয় ও নম্রতা। তাঁদের চেহারাসমূহের উপর দুর্বলতার লক্ষণ রয়েছে। ক্ষুধায় তাঁদের গায়ের রং হলদে বর্ণ ধারণ করেছিলো।

টীকা-৫৮৩. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার চূড়ান্ত আগ্রহ পোষণ করে এবং সর্বাবস্থায় ব্যয় করতে থাকে।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। যখন তিনি আল্লাহ্‌র পথে চল্লিশ হাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) খরচ করেছিলেন- দশ হাজার রাতে, দশ হাজার দিনে, দশ হাজার গোপনে এবং দশ হাজার প্রকাশ্যে।

অন্য এক অভিমত হচ্ছে, এ আয়াত শরীফ হযরত আলী মুরতাদা (কার্‌রামাল্লাহু তা'আলা ওয়াজহাহু)-এর প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। যখন তাঁর নিকট শুধু

www.sunnibarta.com

চার দিরহাম ছিলো; অন্য কিছু ছিলোনা। তিনি এ চারটাই দান করে দিলেন- একটা রাতে, একটা দিনে, একটা গোপনে এবং একটা প্রকাশ্যে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ আয়াত শরীফে রাতের দানকে দিনের দানের পূর্বে এবং গোপন দানকে প্রকাশ্যে দান করার পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গোপনে দান করা প্রকাশ্যে দান করা অপেক্ষা উত্তম।

টীকা-৫৮৪. এ আয়াতে সুদ হারাম হওয়া এবং সুদখোরদের শোচনীয় পরিণতির বিবরণ রয়েছে। সুদকে হারাম করার মধ্যে বহুবিধ হিকমত রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১মতঃ সুদের মধ্যে যে বাড়তি গ্রহণ করা হয় তা ধন-সম্পদের লেনদেনের ক্ষেত্রে সম্পদের একটি পরিমাণ– বিনিময় ব্যতিরেকেই নেয়া হয়। এটা সুস্পষ্ট অন্যায়ই।

২য়তঃ সুদের প্রথা ব্যবসা-বাণিজ্যকে বিনষ্ট করে। কারণ, সুদখোর বিনা পরিশ্রমে অর্থ লাভ করাকে ব্যবসার বিভিন্ন কষ্ট ও ঝুঁকি নেয়া অপেক্ষা বহু গুণ অধিক সহজ মনে করে থাকে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের হ্রাস মানুষের সামাজিক জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبٰوا لَا يَقُومُونَ
إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبٰوا ۘ وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبٰوا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولٰئِكَ أَصْحٰبُ
النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ۗ
وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

২৭৫. ঐসব লোক, যারা সুদ খায় (৫৮৪) ক্বিয়ামতের দিন দাঁড়াবেনা, কিন্তু যেমন দাঁড়ায় সেই ব্যক্তি যাকে শয়তান (জিন্) স্পর্শ করে পাগল করে দিয়েছে (৫৮৫)। এটা এ জন্য যে, তারা বলেছিলো, 'বেচাকেনাও তো সুদেরই মতো'। আর আল্লাহ্ হালাল করেছেন বেচা কেনাকে এবং হারাম করেছেন সুদকে। সুতরাং যার কাছে তার প্রতিপালকের নিকট থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত রয়েছে, তবে তার জন্য হালাল (বৈধ) যা পূর্বে নিয়েছিলো (৫৮৬); এবং তার কাজ আল্লাহ্রই সোপর্দকৃত (৫৮৭)। আর যারা এখন অনুরূপ কাজ করবে, তারা দোযখবাসী, তারা সেখানে দীর্ঘস্থায়ী হবে (৫৮৮)।

২৭৬. আল্লাহ্ ধ্বংস করেন সুদকে (৫৮৯) এবং বর্ধিত করেন দানকে (৫৯০) এবং আল্লাহ্র নিকট পছন্দনীয় নয় কোন অকৃতজ্ঞ, মহাপাপী।

২৭৭. নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, নামায কায়েম করেছে এবং যাকাত দিয়েছে, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের না কোন শংকা থাকবে, না কিছু দুঃখ।

৩য়তঃ সুদ প্রচলনের কারণে পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ক্ষতি সাধিত হয়। কারণ যখন মানুষ সুদে অভ্যস্ত হয়, তখন সে কাউকেও 'কর্জে হাসান' (উত্তম কর্জ) দ্বারা সাহায্য করা পছন্দ করেনা।

৪র্থতঃ সুদ দ্বারা মানুষের স্বভাবে পশু অপেক্ষাও অধিক নিষ্ঠুরতার সৃষ্টি হয় এবং সুদখোর ব্যক্তি স্বীয় খাতকের ধ্বংস ও অবনতি কামনা করতে থাকে।

এতদ্ব্যতীতও সুদের মধ্যে আরো বড় বড় ক্ষতি রয়েছে এবং শরীয়তের নিষিদ্ধকরণ স্বয়ং হিকমত সম্মতই।

মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সুদখোর, সুদের কার্যনির্বাহক, সুদের কাগজপত্র লেখক এবং এর সাক্ষীগণের উপর লা'নত করেছেন আর এরশাদ করেছেন, "তারা সবাই গুনাহ্র মধ্যে সমান।"

টীকা-৫৮৫. অর্থ এই যে, যেভাবে জিন্গ্রস্ত লোক সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনা, কাৎচিৎ হয়ে পড়তে পড়তে চলে, ক্বিয়ামত-দিবসে সুদখোরেরও এমন অবস্থা হবে যে, সুদের কারণে তার উদর খুব ভারী এবং বোঝাস্বরূপ হয়ে পড়বে। আর সে এ বোঝার ভারে বার বার পড়ে যাবে। হযরত সা'ঈদ ইবনে যোবায়র (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, "এ লক্ষণ সেই সুদখোরের হবে যে সুদকে হালাল জ্ঞান করে।"

টীকা-৫৮৬. অর্থাৎ নিষেধ হবার নির্দেশ নাযিল হবার পূর্বে যা গ্রহণ করেছে সে সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবেনা।

টীকা-৫৮৭. যা চান নির্দেশ দেবেন, যা চান হারাম ও নিষিদ্ধ করবেন, বান্দার উপর তাঁর আনুগত্য করাই অপরিহার্য।

টীকা-৫৮৮. মাস্আলাঃ যে ব্যক্তি সুদকে হালাল জ্ঞান করে, সে কাফির– সর্বদা জাহান্নামে থাকবে। কেননা, প্রত্যেক অকাট্য হারামকে হালাল জ্ঞানকারী কাফির।

টীকা-৫৮৯. এবং সেটাকে বরকত থেকে বঞ্চিত করেন। হযরত ইব্নে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা তা থেকে না সাদ্ক্বাহ কবূল করেন, না হজ্জ, না জিহাদ, না অন্য কোন দান (صــ)।"

টীকা-৫৯০. তা বর্ধিত করেন এবং তাতে বরকত দান করেন। দুনিয়া ও আখিরাতে সেটার প্রতিদান ও সাওয়াব বর্ধিত করেন।

www.sunnibarta.com

২৭৮. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং ছেড়ে দাও যা বাকী রয়েছে সুদের, যদি মুসলমান হও (৫৯১)।

২৭৯. অতঃপর যদি তোমরা অনুরূপ না করো, তবে নিশ্চিত বিশ্বাস করে নাও, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসূলের সাথে যুদ্ধের (৫৯২) এবং যদি তোমরা তাওবা করো, তবে নিজেদের মূলধন নিয়ে নাও। না তোমরা কারো ক্ষতি সাধন করবে (৫৯৩), না তোমাদের ক্ষতি হবে (৫৯৪)।

২৮০. এবং যদি ঋণ গ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তাকে অবকাশ দাও সচ্ছলতা (আসা) পর্যন্ত। এবং ঋণ তার উপর সম্পূর্ণ ছেড়ে দেয়া তোমাদের জন্য আরো কল্যাণকর, যদি জানো (৫৯৫)।

২৮১. এবং ভয় করো সেদিনকে, যেদিন আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, আর প্রত্যেক আত্মাকে তার কর্মফল পুরোপুরি প্রদান করা হবে এবং তাদের উপর যুলুম করা হবে না (৫৯৬)।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا
مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰٓوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾
فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ
مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ
فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا
تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ
اِلٰى مَيْسَرَةٍ ۭ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا
خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨٠﴾

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ
اِلَى اللّٰهِ ۣ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ
مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٨١﴾

রুকূ' - উনচল্লিশ

২৮২. হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা একটা নির্দ্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত কোন ঋণের লেনদেন করো (৫৯৭), তখন তা লিখে নাও (৫৯৮) এবং উচিত যেন তোমাদের মধ্যে কোন লিখক ঠিক ঠিক লিখে (৫৯৯) এবং লিখক যেন লিখতে অস্বীকার না করে যেমন তাকে আল্লাহ্ তা'আলা শিক্ষা দিয়েছেন (৬০০)।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ
بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۭ
وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۠
وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللّٰهُ

টীকা-৫৯১. শানে নুযূলঃ এ আয়াত সেসব সাহাবীর প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যাঁরা সুদ হারাম হওয়ার নির্দেশ নাযিল হওয়ার পূর্বে সুদী লেনদেন করতেন এবং সুদের লেনদেনের বিরাট অংক অন্যান্যদের দায়িত্বে বাকী ছিলো।

এর মধ্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, সুদ হারাম হওয়ার নির্দেশ নাযিল হবার পর পূর্ববর্তী দাবীও ছেড়ে দেয়া ওয়াজিব এবং পূর্বে নির্দ্ধারিত সুদও এখন নেয়া জায়েয নয়।

টীকা-৫৯২. এটা হুমকি ও ধমকের ক্ষেত্রে অতিশয়তা ও কঠোরতার শামিল। কার পক্ষে অবকাশ আছে যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করার কল্পনাও করবে? সুতরাং সে সব সাহাবী নিজেদের সুদী দাবী ছেড়ে দিলেন এবং এ আরয করলেন, "আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (দঃ)-এর সাথে যুদ্ধ করার আমাদের কি সাধ্য?" এবং তাওবা করলেন।

টীকা-৫৯৩. অধিক নিয়ে

টীকা-৫৯৪. মূলধন কমিয়ে

টীকা-৫৯৫. ঋণ গ্রহীতা যদি অভাবগ্রস্ত কিংবা গরীব হয়, তবে তাকে অবকাশ দেয়া কিংবা ঋণের অংশ-বিশেষ কিংবা পুরোপুরি ক্ষমা করে দেয়াসহ সাওয়াবের কারণ হয়। মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্তকে অবকাশ দিয়েছে, কিংবা তার ঋণ ক্ষমা করে দিয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে আপন রহমতের ছায়া দান করবেন, যে দিন তাঁরই ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না।"

টীকা-৫৯৬. অর্থাৎ না তাদের পূণ্যসমূহে হ্রাস করা হবে, না মন্দ কার্যাদি বর্ধিত করা হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে বর্ণিত, এটা সর্বশেষ আয়াত, যা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয়েছে। এরপর হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একুশ দিন ইহজগতে তাশরীফ রাখেন। অন্য এক অভিমত অনুসারে নয় রাত এবং আরেক অভিমতে, সাত (রাত)। কিন্তু ইমাম শা'আবী হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, "সবশেষে সুদ সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয়েছে।"

টীকা-৫৯৭. চাই সে কর্জ বিক্রয়ের মাল হোক কিংবা বিনিময় মূল্য। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেন, "বায়'ই সাল্‌ম" (بيع سلم) বুঝানো উদ্দেশ্য।" বায়'ই সাল্‌ম' হচ্ছে- কোন জিনিষকে অগ্রিম মূল্য নিয়ে বিক্রয় করা হবে, আর বিক্রিত মাল ক্রেতার হাতে সোপর্দ করার জন্য একটা সময়সীমা নির্দিষ্ট করা হবে। এ ধরনের বেচাকেনা বৈধ হবার জন্য প্রকৃতি, প্রকার, গুণ, পরিমাণ, সময়সীমা, আদায় করার স্থান এবং মূলধনের পরিমাণ– এসব কিছু জানা থাকা পূর্বশর্ত।

টীকা-৫৯৮. এ 'লিখা' মুস্তাহাব। এর উপকার এই যে, ভুল-ভ্রান্তি এবং ঋণ-গ্রহীতার অস্বীকারের আশংকা থাকেনা।

টীকা-৫৯৯. নিজের পক্ষ থেকে কোন প্রকার হ্রাস বৃদ্ধি করবে না, না উভয় পক্ষের কারো পক্ষপাতিত্ব করবে।

টীকা-৬০০. মোট কথা হচ্ছে– কোন লেখক যেন লিখতে অস্বীকৃতি না জানায়। যেমন, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা অঙ্গীকারনামা লিখার জ্ঞান দান করেছেন, কোন পরিবর্তন-পরিবর্দ্ধন ব্যতিরেকে বিশ্বস্ততা ও ধার্মিকতা সহকারে লিপিবদ্ধ করবে। এ 'লেখা' এক অভিমতানুযায়ী, 'ফরয-ই-কিফায়া'। অন্য এক

www.sunnibarta.com

অভিমতানুযায়ী, ফরয-ই-আইন'– লেখকের অবসর থাকার শর্তে, যে অবস্থায় সে ব্যতীত অন্য কাউকে পাওয়া না যায়। অন্য এক অভিমতানুসারে, 'মুস্তাহাব'। কেননা, এতে মুসলমানদের প্রয়োজন মেটানো এবং জ্ঞানরূপী নি'মাতের কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ রয়েছে। অপর এক অভিমত হচ্ছে– প্রথমে এ 'লিখা' ফরয ছিলো। অতঃপর لَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ দ্বারা তা 'মান্‌সূখ' বা রহিত হয়ে গেছে।

টীকা-৬০১. অর্থাৎ যদি ঋণ গ্রহীতা বিকৃত-মস্তিষ্ক, অপরিপক্ক বিবেক-সম্পন্ন, নাবালেগ কিংবা 'মৃত্যুন্মুখ বৃদ্ধ' (শায়খ-ই-ফানী) হয় অথবা বোবা হয় কিংবা ভাষা না জানার কারণে আপন দাবীর কথা ব্যক্ত করতে না পারে।

টীকা-৬০২. সাক্ষীর যোগ্যতার ক্ষেত্রে আযাদ ও বালেগ হওয়া, তদ্‌সঙ্গে মুসলমান হওয়া পূর্বশর্ত। কাফিরদের সাক্ষ্য শুধু কাফিরদের পক্ষে গৃহীত।

টীকা-৬০৩. মাস্‌আলাঃ শুধু স্ত্রীলোকদের সাক্ষ্য বৈধ (গৃহীত) নয়; যদিও তাদের সংখ্যা চার হয়। তবে, যেসব বস্তু সম্পর্কে পুরুষ অবহিত হতে পারেনা, যেমন সন্তান প্রসব করা, কুমারী হওয়া এবং স্ত্রীসুলভ দোষ-ত্রুটিসমূহ– এ গুলোতে একজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য।

মাস্‌আলাঃ দণ্ডবিধি ও ক্বিসাসের শাস্তিগুলোর ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের সাক্ষ্য মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। শুধু পুরুষদের সাক্ষ্যই জরুরী। এতদ্ব্যতীত অন্য সব মামলায় একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য। (মাদারিক ও আহ্‌মদী)

টীকা-৬০৪. যাঁদের ন্যায়পরায়ণ হওয়া সম্পর্কে তোমরা অবহিত হও এবং যাঁদের সৎ হওয়ার উপর তোমরা নির্ভর করতে পারো।

টীকা-৬০৫. মাস্‌আলাঃ এ আয়াত থেকে জানা গেলো যে, সাক্ষ্য যথাযথভাবে প্রদান করা ফরয। যখন বিচার-প্রার্থী (বাদী) সাক্ষীদেরকে তলব করে, তখন সাক্ষ্য গোপন করা তাদের জন্য বৈধ নয়। এটা শাস্তির বিধানসমূহ ছাড়া অন্যসব বিষয়ের বেলায় প্রযোজ্য। কিন্তু শাস্তির বিধানসমূহের মধ্যে সাক্ষীর জন্য 'প্রকাশ করা' কিংবা 'গোপন করা'র ইখ্‌তিয়ার থাকে; বরং গোপন করাই উত্তম।

হাদীস শরীফে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি গোপন করে, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন করবেন। কিন্তু চুরির ক্ষেত্রে মাল লওয়ার সাক্ষ্য দেয়া ওয়াজিব; যাতে যার মাল চুরি হয়েছে তার প্রাপ্য নষ্ট না হয়। অবশ্য সাক্ষী এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করতে পারে যে, সে 'চুরি' শব্দটা উচ্চারণ করবেনা। সাক্ষ্য দেয়ার সময় এতটুকু বলে ক্ষান্ত হবে যে, 'এ মাল অমুক ব্যক্তি নিয়েছে।'

টীকা-৬০৬. যেহেতু এ অবস্থায় লেন-দেন হয়ে মামলা খতম হয়ে গেছে এবং অন্য কোন আশংকা বাকী থাকেনি। অনুরূপভাবে, এমন ব্যবসাও বেচাকেনা বেশী মাত্রায় চালু থাকে। এমতাবস্থায়, লিখন ও সাক্ষ্য প্রক্রিয়ার অনুসরণ করা কষ্টসাধ্য হবে।

টীকা-৬০৭. এটা মুস্তাহাব। কেননা, এর মধ্যে সতর্কতা রয়েছে।

টীকা-৬০৮. يُضَآرَّ শব্দের (ক্রিয়াপদ) মধ্যে দু'টি রূপ হতে পারে مجهول (অজ্ঞাত কর্তা বিশিষ্ট ক্রিয়ারূপ) এবং معروف (জ্ঞাত

সুতরাং সেটা লিখে দেয়া উচিত এবং যার উপর প্রাপ্য বর্তায় সে যেন লিখিয়ে যায় ★ এবং যেন আল্লাহ্‌কে ভয় করে, যিনি তার প্রতিপালক; এবং প্রাপ্য থেকে কিছু যেন না কমায়। অতঃপর যার উপর প্রাপ্য বর্তায় সে যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় কিংবা লিখাতে না পারে (৬০১) তবে তার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লিখিয়ে দেবে এবং দু'জন সাক্ষী করে নাও নিজেদের পুরুষদের মধ্য হতে (৬০২)। অতঃপর যদি দু'জন পুরুষ না থাকে (৬০৩) তবে একজন পুরুষ এবং দু'জন স্ত্রীলোক; এমন সাক্ষী যাদেরকে পছন্দ করো (৬০৪), যাতে স্ত্রীলোকদ্বয়ের মধ্যে যদি একজন ভুলে যায়, তবে সেই একজনকে অপরজন স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সাক্ষীদের যখন ডাকা হয় তখন আসতে যেন অস্বীকার না করে (৬০৫) এবং এটাকে বিরক্তিকর মনে করোনা যে, ঋণ ছোট হোক কিংবা বড় সেটার মেয়াদ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করে নেবে। এটা আল্লাহ্‌র নিকট সঠিক ন্যায়ের কথা, এর মধ্যে সাক্ষ্য খুব ঠিক থাকবে এবং এটা এ থেকে নিকটতর যে, তোমাদের সন্দেহের উদ্রেক হবে না; কিন্তু কোন নগদ ব্যবসা হাতে হাতে সম্পন্ন হলে তা না লিখায় তোমাদের উপর গুনাহ্ নেই (৬০৬)। আর যখন বেচাকেনা করো তখন সাক্ষী করে নাও (৬০৭), এবং না কোন লিখককে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে, না সাক্ষীকে (কিংবা না লিখক ক্ষতিগ্রস্ত করবে, না সাক্ষী) (৬০৮)

فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ
فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا
اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ؕ وَاسْتَشْهِدُوْا
شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ
اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ؕ وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ
اِذَا مَا دُعُوْا ؕ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا
اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ
اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا
اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ؕ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۪
وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ؕ

★ এ থেকে বুঝা গেলো যে, বিক্রি পত্রে যেন বিক্রেতাই লিপিবদ্ধ করে যে, 'আমি বিক্রি করে দিয়েছি।' ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা লিখ্‌বে, "আমি এ পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করেছি।" ভাড়ার চুক্তিপত্রে ভাড়াটে লিখ্‌বে, "আমি অমুক বাড়ী এতটুকু ভাড়ার বিনিময়ে নিয়েছি।" ক্রেতা অথবা ঋণদাতা অথবা ভাড়াদাতা লিখবেনা। মোট কথা, যার উপর প্রাপ্য বর্তায় তারই পক্ষ থেকে লিখা সম্পন্ন হওয়া অপরিহার্য। (তাফসীর-ই-নুরুল ইরফান)

www.sunnibarta.com

কর্তা বিশিষ্ট ক্রিয়ারূপ)। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা)-এর 'ক্বিরআত' প্রথমোক্তটার এবং হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু)-এর 'ক্বিরআত' শেষোক্তটার সমর্থক। প্রথমোক্ত ক্রিয়ারূপের অর্থ হবে– 'লেন-দেনকারীগণ লিখক ও সাক্ষীদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবেনা, এভাবে যে, তাঁরা যদি তাঁদের প্রয়োজনীয় কাজে মশগুল থাকেন তবুও তাদেরকে বাধ্য করবে এবং তাদেরকে তাদের কাজ থেকে বিরত রাখবে কিংবা লেখার পারিশ্রমিক দেবে না; অথবা সাক্ষীর যাতায়ত খরচ দেবে না– যদি সে অন্য শহর থেকে এসে থাকে।' শেষোক্ত শব্দরূপের অর্থ হবে– 'লিখক ও সাক্ষ্যদাতা লেন-দেনকারীদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না, এভাবে যে, অবসর ও সময়-সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আসবেনা কিংবা লেখার বেলায় বিকৃতি বা কমবেশী করবে।'

টীকা-৬০৯. এবং ঋণের প্রয়োজন হয়।

টীকা-৬১০. এবং অঙ্গীকারনামা ও দলীলপত্র লিখার সুযোগ পাওয়া না যায়, তবে আস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য-

টীকা-৬১১. অর্থাৎ, কোন বস্তু ঋণদাতার হাতে বন্ধকরূপে প্রদান করো

মাস্আলাঃ এটা মুস্তাহাব। আর সফরের অবস্থায় 'বন্ধক প্রদান করা' আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এবং সফর ব্যতীত অন্য অবস্থায় হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয়। যেহেতু রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনা তৈয়্যবার মধ্যে আপন 'যিরাহ মুবারক' (বর্ম অথবা যুদ্ধের পোষাক বিশেষ) ইহুদীর নিকট বন্ধক রেখে বিশ 'সা' ★ যব নিয়েছিলেন।

وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

এবং তোমরা যারা এমন করো, তবে তোমাদের পাপ হবে এবং আল্লাহ্কে ভয় করো এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিক্ষা দেন আর আল্লাহ্ সব কিছু জানেন।

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ ع ٣٩

২৮৩. এবং যদি তোমরা সফরে থাকো (৬০৯) এবং লিখক না পাও (৬১০), তবে বন্ধক থাকবে হাতে (অধিকারে) প্রদত্ত (৬১১) এবং যদি তোমাদের মধ্যে একজনের উপর অপরের আস্থা থাকে, তবে যাকে সে আমানতদার মনে করেছিলো (৬১২), সে যেন স্বীয় আমানত প্রত্যার্পণ করে (৬১৩) এবং যেন আল্লাহ্কে ভয় করে, যিনি তার প্রতিপালক। আর সাক্ষ্য গোপন করোনা (৬১৪); এবং যে সাক্ষ্য গোপন করবে, তবে ভিতরের দিক থেকে তার অন্তর গুনাহ্গার (৬১৫); এবং আল্লাহ্ তোমাদের কার্যাদি সম্পর্কে জানেন।

মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে 'বন্ধক'-এর বৈধতা এবং অধিকারভুক্ত হওয়া পূর্বশর্ত বলে প্রমাণিত হয়।

টীকা-৬১২. অর্থাৎ ঋণ গ্রহীতা, যাকে ঋণদাতা আমানতদার মনে করেছিলো,

টীকা-৬১৩. এ 'আমানত' দ্বারা 'কর্জ' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৬১৪. কেননা, এর মধ্যে প্রাপকের প্রাপ্যকে বিনষ্ট করা হয়।

এ সম্বোধনটা সাক্ষীদের প্রতি যে, যখন তাদেরকে সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা ও প্রদান করার জন্য তলব করা হয়, তখন যেন হক (সত্য) গোপন না করে। অন্য একটা অভিমত হচ্ছে- এ সম্বোধনটা ঋণ-গ্রহীতাদের প্রতি করা হয়েছে যে, তারা যেন নিজেদের উপর সাক্ষ্য দেয়ার বেলায় কোন প্রকার দ্বিধাবোধ না করে।

রুকূ' – চল্লিশ

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ۗ

২৮৪. আল্লাহ্রই, যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে রয়েছে। আর যদি তোমরা প্রকাশ করো যা কিছু (৬১৬) তোমাদের অন্তরে রয়েছে কিংবা গোপন করো, আল্লাহ্ তোমাদের থেকে সেটার হিসাব নেবেন (৬১৭)।

টীকা-৬১৫. হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে একটা হাদীস বর্ণিত যে, কবীরাহ্ গুনাহ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ্ হচ্ছে- আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া এবং সাক্ষ্য গোপন করা।

টীকা-৬১৬. মন্দ কাজ।

টীকা-৬১৭. মানুষের মধ্যে দু'ধরনের খেয়াল আসে–

একঃ প্ররোচনারূপে। সেগুলো হতে অন্তরকে মুক্ত করা মানুষের শক্তির আওতাভূক্ত নয়। কিন্তু সেগুলোকে খারাপ জানে এবং কাজে পরিণত করতে ইচ্ছা করেনা। সেগুলোকে 'হাদীসে নাফ্স' এবং 'ওয়াস্ওয়াসাহ্' (যথাক্রমে কু-প্রবৃত্তি ও কু-প্ররোচনা) বলে। এর উপর কোন জবাবদিহি করতে হবেনা। বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে- বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আমার উম্মতের অন্তরগুলোতে যে 'ওয়াস্ওয়াসাহ্' আসে, আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলো ক্ষমা করে দেন, যতক্ষণ না তারা সেগুলো কাজে পরিণত করে; কিংবা সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা না করে। এসব 'ওয়াস্ওয়াসাহ্' এ আয়াতের অন্তর্ভূক্ত নয়।

দুইঃ ঐ সমস্ত খেয়াল, যেগুলোকে মানুষ নিজেদের অন্তরে স্থান দেয় এবং সেগুলোকে কাজে পরিণত করার প্রতিজ্ঞা ও ইচ্ছা করে। এর উপর জবাবদিহি করতে হবে। বস্তুতঃ এ গুলোর বিবরণই এ আয়াতে রয়েছে।

★ এক সা' = ৪ কেজি ১০ গ্রাম প্রায়।

www.sunnibarta.com

মাস্‌আলাঃ কুফরের প্রতিজ্ঞা করাও কুফর। আর যদি গুনাহ্‌র প্রতিজ্ঞা করে মানুষ সেটার উপর অটল থাকে এবং সেটা বাস্তবায়নের ইচ্ছা রাখে, কিন্তু সে গুনাহ্‌কে কাজে পরিণত করার উপায়-উপকরণাদি না পায় এবং বাধ্য হয়ে সে সেটা করতে না পারে, তবে অধিকাংশের মতে, তাকে জবাবদিহি করতে হবে। শায়খ আবুল মানসূর মা-তুরীদী এবং শামছুল আইম্যাহ্ হাল্‌ওয়াঈ এ অভিমতের প্রতিই গিয়েছেন। আর তাঁদের প্রমাণ হচ্ছে– এ আয়াত إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ - ★ এবং হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা)-এর বর্ণিত হাদীস, যার বিষয়বস্তু হচ্ছে– বান্দা যে গুনাহ্‌র ইচ্ছা করে; যদি তা কাজে রূপায়িত না হয় তবুও তার উপর শাস্তি প্রযোজ্য হবে।

মাস্‌আলাঃ যদি বান্দা কোন গুনাহ্‌র ইচ্ছা করে অতঃপর সেটার উপর সে লজ্জিত হয় (অনুশোচনা করে) এবং আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন।

টীকা-৬১৮. স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা ঈমানদারগণকে।

টীকা-৬১৯. স্বীয় ন্যায় বিচার দ্বারা;

টীকা-৬২০. ইমাম যাজ্জাজ বলেছেন যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা এ সূরার মধ্যে নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্জ্ ফরয হওয়া, তালাক্ব, ঈলা, হায়য্ (রজঃস্রাব) ও জিহাদের বিধি-বিধান এবং নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম)-এর ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন, তখন সূরার শেষ ভাগে এটা বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও মু'মিনগণ এ সবের সত্যায়ন করেছেন। আর ক্বোরআন এবং এর সমস্ত আইন-কানুন ও বিধি-বিধান আল্লাহ্‌র নিকট থেকে নাযিলকৃত হবার কথা সত্যায়ন করেছেন।

টীকা-৬২১. ঈমানের অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক বিষয়াদির চারটা স্তর রয়েছেঃ

এক) আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনা। এটা এভাবে যে, এ মর্মে দৃঢ় বিশ্বাস ও সত্যায়ন করবে- আল্লাহ্ একক, অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক ও উপমেয় নেই। তাঁর সমস্ত 'সুন্দরতম নাম' (আস্‌মা-ই হুস্‌না) ও উন্নততম গুণাবলীর উপর ঈমান আন্‌বে ও দৃঢ় বিশ্বাস করবে এবং মান্য করবে যে,তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ব বিষয়ে শক্তিমান এবং কোন কিছুই তাঁর জ্ঞান ও কুদরত বহির্ভূত নয়।

فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٨٤﴾

অতঃপর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন (৬১৮) আর যাকে ইচ্ছা করবেন শাস্তি দেবেন (৬১৯); এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর উপর শক্তিমান।

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۫ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۫ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٥﴾

২৮৫. রসূল ঈমান এনেছেন সেটার উপর, যা তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং মু'মিনগণও। সবাই মান্য করেছে (৬২০) আল্লাহ্ ,তাঁর ফিরিশ্‌তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রসূলগণকে (৬২১) এ কথা বলে যে, 'আমরা তাঁর কোন রসূলের উপর ঈমান আনার মধ্যে তারতম্য করিনা' (৬২২) এবং আরয করেছে- 'আমরা শুনেছি ও মান্য করেছি (৬২৩)। তোমার ক্ষমা হোক! হে প্রতিপালক আমাদের এবং তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।'

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ

২৮৬. আল্লাহ্ কোন আত্মার উপর বোঝা অর্পণ করেন না, কিন্তু তার সাধ্য পরিমাণ। তার জন্য কল্যাণ– যেই ভালো সে উপার্জন করেছে, আর তার জন্য ক্ষতি- যেই মন্দ সে উপার্জন করেছে (৬২৪)।

দুই) ফিরিশতাদের উপর ঈমান আনা। এটা এভাবে যে, দৃঢ় বিশ্বাস করবে এবং মানবে যে, তাঁরা বিদ্যমান, নিষ্পাপ ও পবিত্র। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণের মধ্যখানে বিধি-বিধান এবং ঐশী বার্তার তাঁরা মাধ্যম।

তিন) আল্লাহ্‌র কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনা। এটা এভাবে যে, যেসব কিতাব আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন এবং স্বীয় রসূলগণের নিকট ওহীরূপে প্রেরণ করেছেন, নিঃসন্দেহে সবই সত্য এবং আল্লাহ্‌রই পক্ষ থেকে। ক্বোরআন করীম পরিবর্তন ও বিকৃতি থেকে পবিত্র। 'মুহকাম' ও 'মুতাশা-বিহ্' (যথাক্রমে, সুস্পষ্ট অর্থবোধক ও দ্ব্যর্থক) আয়াতসমূহ এর অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

চার) রসূলগণের উপর ঈমান আনা। তা এভাবে যে, এ মর্মে ঈমান আন্‌বে যে, তাঁরা আল্লাহ্‌রই রসূল (প্রেরিত), যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের প্রতি প্রেরণ করেছেন। তাঁর ওহীর আমানতদার। যে কোন ধরনের গুনাহ্ থেকে পবিত্র ও নিষ্পাপ এবং সমস্ত সৃষ্টি অপেক্ষা উত্তম। আর তাঁদের মধ্যে একে অপর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

টীকা-৬২২. যেমন, ইহুদী ও খৃষ্টানরা করেছে যে, কারো উপর ঈমান এনেছে আর কাউকে অস্বীকার করেছে।

টীকা-৬২৩. তোমার নির্দেশ ও বাণীকে।

টীকা-৬২৪. অর্থাৎ প্রত্যেককে সৎকাজের প্রতিদান ও সাওয়াব এবং মন্দ কাজের আযাব ও শাস্তি প্রদান করা হবে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মু'মিন

★ পারা ঃ ১৮, সূরা ঃ নূর, আয়াত ঃ ১৯ দ্রষ্টব্য।

www.sunnibarta.com

www.sunnibarta.com

বান্দাদেরকে দো'আ-প্রার্থনার নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন যেন তারা এভাবে আপন প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করে।

টীকা-৬২৫. এবং ভুলবশতঃ (যদি) তোমার কোন হুকুম পালনে অক্ষম হই। ★

★★★★★★★